পত্রিকা।—প্রতিভা ইহা তাঁহাদেরই সম্পত্তি, ব্যক্তি বিশেষের নহে। নিয়মিতরূপে পরিচালিত করিতে হইলে—কি কি চাহি এবং আমরা ভ কি করিতে ইচ্ছুক, তদ্বিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে সন্নিবিষ্ট হইল :—

আগামী বর্ষের বৈশাখ সংখ্যা প্রতিভা, জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম ভাগেই হইবে। এই সংখ্যা আমরা অনেক গ্রাহকের নিকট ভিঃ পিঃ করিব। সালের বাকী মূল্য এবং ১৩২৭ সালের অগ্রিম মূল্যের জন্য, সর্ব্ব-সাকু ২০০ ভিঃ পিঃ করা হইবে। ইহার একটি উদ্দেশ্য আছে,—তাহা ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য কিছু টাকা (Reserve fund), বৎসরের প্রথম আমরা সংগ্রহ করিয়া রাখিতে চাহি। ইহা না থাকিলে, কোন কার্য্য পারে না।

আমরা নিয়মিত সময়েই পত্রিকা দিব, কিন্তু তাঁহারা যেন এই ভিঃ পি ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে বৃথা ব্যয়ে নিমজ্জিত না করেন, এই আমাদের অনুরোধ। যাঁহাদের বৈশাখ মাসের পত্রিকার (১৩২৭ সালের অগ্রিম মূ ভিঃ পিঃ গ্রহণের আপত্তি আছে, তাঁহারা দয়া করিয়া অবিলম্বে আমা একখানি পোষ্টকার্ড দ্বারা, তিনি কোন্ মাসে পত্রিকার মূল্য দিবে জানাইলে, সেইরূপ ভাবে ভিঃ পিঃ করা হইবে। যাঁহাদিগের নিকট কোন পত্রাদি আসিবে না, তাঁহাদিগের সম্মতি আছে বিবেচনা করিয়া ভিঃ পিঃ প্রেরণ করিব। আশা করি, গ্রাহক মহোদয়গণ এই দীন ও সমাজ-সেবকের প্রতি কৃপাদৃষ্টি ও আর্থিক সাহায্যদ্বারা উৎসাহিত কুণ্ঠিত হইবেন না।

উপসংহারে, বর্ষশেষে প্রতিভার লেখক, লেখিকা, গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পত্রিকার সম্পাদক, দাতা আমাদের সাদর সম্ভাষণ ও প্রীতি নমস্কার করিবেন। তাঁহারা শ্রীভগবান সমীপে আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার দী কামনা করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। এই তাঁহাদের সহানুভূতি ও আশীর্ব্বাদ—প্রতিভার বড়ই আবশ্যক হইয়া প ইতি—

শ্রীবিজয়গোপাল সরকা
সহঃ সম্পাদক।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক পত্রিকা

ত্রয়োদশ বর্ষ।
১৩২৭ সাল।

সম্পাদক
শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ
সহকারী সম্পাদক
শ্রীবিজয়গোপাল সরকার বর্ম্মা।

ফরিদপুর
"প্রতিভা প্রেস" হইতে
শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা মাত্র।

ত্রয়োদশ বর্ষের—

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

১৩২৭।

বিষয়			পৃষ্ঠা
অষ্টপাশ		শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দেবী কবিকল্পলতিকা	২১
অরূপের রূপ	(পদ্য)	শ্রীদেবেন্দ্রমোহন গুপ্ত	৮৩
অন্ন সমস্যা		শ্রীরাধারমণ দাস	১৩১
অভিনেত্রী	(পদ্য)	শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দেবী	২০৪
অনন্তে	(ঐ)	শ্রীমুরারীমোহন কর বর্ম্মা	২৫৬
অনুরোধ		শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী বর্ম্মা	২৫৭
আকস্মিক বিপদে		শ্রীবিজয়গোপাল সরকার বর্ম্মা	২৪
আক্ষেপ	(পদ্য)	শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী	৪৫
আমিষ ও নিরামিষ		শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়	১৮৭
আতা		ডাক্তার জীবনবিহারী সিংহ	২৩৫
আমাদের নিবেদন		সম্পাদক	২৪২
আর্দ্রক		ডাক্তার জীবনবিহারী সিংহ	২৬৪
আগমনী		শ্রীদেবেন্দ্রমোহন গুপ্ত	২৮৩
আকস্মিক বিপদে		শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়	৩৩৭
আশাপথে	(উপন্যাস)	শ্রীমতী চারুশীলা দেবী	৩৪৫,৩৯৩ ৪৬৬
আত্মজ্ঞান		শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ	৩৫৪
কঃ পন্থা		শ্রীদেবেন্দ্রমোহন গুপ্ত	৫
আয়ুর্ব্বেদের মূল ভিত্তি কি ?		শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ	৪৫৩
কায়স্থ ভগ্নি গণের প্রতি একটী নিবেদন		শ্রীমতী চারুশীলা দেবী	৩৩
কায়স্থের অভ্যুদয়		শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতী ভূষণ	১৭১
কায়স্থ সভার প্রস্তাবাবলী		প্রচারক শ্রীমাখনলাল ধর বর্ম্মা	২৩৭

বিষয়		পৃষ্ঠা
কৃষিবিস্তার	শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২৫১
কর্ম্মজীবন ও কর্ম্মের সার্থকতা	শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ	২৬০
কলেরার প্রতিষেধক	শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায় কবিভূষণ	৩৪৩
কায়স্থের ক্ষিত্রত্ব	শ্রীভোলানাথ ঘোষবর্ম্মা	৪৪১
কায়স্থ তত্ত্বধারক	শ্রীমধুসূদন সরকার বর্ম্মা	৪৫০
গৃহদাহ	শ্রীদেবেন্দ্রমোহন গুপ্ত	২০৫
চাউল ও দুর্ম্মূল্যতা	শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়	৩১০
চাষা (পদ্য)	শ্রীমদনমোহন কর বর্ম্মা	৪৯১
চরকা	উদ্ধৃত	৬৯১
ছোট গল্প	কুমারী পূর্ণিমাসুন্দরী ঘোষ	৩৪৮
জীবন কি অনুভূতি	শ্রীদেবেন্দ্র মোহন গুপ্ত	৯১
জাতীয় জীবনে সাহিত্যের উপযোগিতা	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সাংখ্যরত্ন	২৪৩
জীবন্মুক্তি	শ্রীমতী উৎপলিনী সিংহ	৩১১
জাতি বিদ্বেষ	শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা	৩৩৩
তাম্বুলোপহার (পদ্য)	কুমারী পূর্ণিমাসুন্দরী ঘোষ	১১৬
দুরের যাত্রা (ঐ)	শ্রীজছিমউদ্দিন	১১৫
দ্বাদশনীতি	শ্রীমতী নির্ম্মলিনী চৌধুরাণী	৩৭৬
দিনাজপুরে বিরাট দান সাগর শ্রাদ্ধ	শ্রীমাখনলাল ধর বর্ম্মা	৩৯৬
নববর্ষ	শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২
নববর্ষে মিষ্টালাপ	শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ কাব্যরত্ন	১৪
নুতন খাতার মিঠাই	কুমারী পূর্ণিমাসুন্দরী ঘোষ	৩১
নারী (পদ্য)	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা	১৪৫
নারীশিক্ষা	কুমারী বাসন্তীকুসুম নাগ	৪৭৪
পঞ্চপুষ্প (পদ্য)	কুমারী পূর্ণিমা সুন্দরী ঘোষ	১৭
পল্লীকথা	শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়	১৮
প্রতীক্ষায়	শ্রীহৃদয়গোপাল বসুবর্ম্মা	৫৮
পরিণয় গাথা (পদ্য)	শ্রীদেবেন্দ্রমোহন গুপ্ত	১৬৪

বিষয়		পৃষ্ঠা
প্রতিবাদ	শ্রীকালীমোহন মুখোপাধ্যায়	১৬৬
পরগাছা	শ্রীরতিনাথ মজুমদার	১৮০
প্রকৃতি পূজা	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সাংখ্য রত্ন	১৯৯
পুষ্প শর (পদ্য)	শ্রীমতী চারুবালা সোম	২৯৪
প্রাচীন কীর্ত্তি	শ্রীমতী সরলাবালা দেবী	২৯৯,৪০৫,৪১২
পথের সাথী (পদ্য)	শ্রীমতী সুষমা দেবী	৩৫৪
পল্লী-জননী (পদ্য)	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা	৪১৯
বর্ষ বরণ	কবিরাজ শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্মা কবিরত্ন	১
বিধির বিধান	শ্রীমতী অমিয়বালা বসু	৩৫,৮৩
বন্ধু আগমনে (পদ্য)	শ্রীমতী চারুশীলা দেবী	৪৪
বিবিধ	সম্পাদক ৪৫,৯৬,১৪৪,২৪১,২৮১,৩৬৯,৪০৯	৪৭৬
বঙ্গদেশে ব্রিটীশ রাজ্য স্থাপনের সমকালে সোমবংশীয় কায়স্থের প্রভাব	শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতী ভূষণ	১০৫
বিপিলিপি	শ্রীমতী চারুশীলা দেবী	১১৮,১৫৬,২১৭
বেলেঘাটায় বঙ্গীয় কায়স্থ সভার অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন	শ্রীমাখনলাল ধর বর্ম্মা	১৪২
বল্লাল সেন ও বঙ্গজ সমাজ	শ্রীকৃষ্ণনারায়ন ভৌমিক বিদ্যানিধি	২৬৭
বন্ধু (গল্প)	শ্রীবিজয়গোপাল সরকার বর্ম্মা	২৭২
বিপদের বন্ধু	শ্রীমতী চারুশীলা দেবী	২৯৫
বালিকার আবাহন (পদ্য)	কুমারী পূর্ণিমাসুন্দরী ঘোষ	৩০৬
বর্ত্তমান সেন্‌ সাস্‌ ও কায়স্থ সমাজ	উদ্ধৃত	৪০৩
বাঁচিবার পথ	শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৪১৫
বর্ষশেষে নিবেদন	সম্পাদক	৪৭৯
ভ্রান্তির শান্তি	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সাংখ্যরত্ন	১৪৭
মহাত্মা ষষ্ঠীচরণ মজুমদার	মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ	৭২
মিনতি (পদ্য)	শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ	২৯৮
মা আমার (ঐ)	শ্রীমুরারীমোহন কর বর্ম্মা	৩২৩
মায়ের আহ্বান উদ্দৃত		৪৪০
মেয়ো	শ্রীরতিনাথ মজুমদার	৩২৮

বিষয়		পৃষ্ঠা
যুগাবতার	শ্রীনগেন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন	৪২৬
রূপেও রূপ	শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী	৩১৯
রামপাল	শ্রীকেদারনাথ ঘোষ বর্ম্মা ৩৮১,	৪৩১
লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক	শ্রীদেবেন্দ্রমোহন গুপ্ত	১৮০
শান্তি	শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ	৫৮
শিশু পালন	শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়	৯০
শ্রাবণের ধারা (পদ্য)	কুমারী পূর্ণিমাসুন্দরী ঘোষ	১৮৭
শেষদেখা	শ্রীমতী অমিয়বালা বসু	৩০৮
শোকোচ্ছ্বাস	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সাংখ্যরত্ন	৩৬১
সাম্য	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সাংখ্যরত্ন	৪১
সাধন চতুষ্টয়	শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ	১২৫
সেবক কর্ত্তব্য	শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১১
সৎশাস্ত্র ও সাধুসঙ্গের উপকারিতা	শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ	২৩১
স্ত্রী-ধর্ম্ম	শ্রীমতী সরযূবালা সেন	২৯০
স্বর্গগত পিতৃপুরুষের উক্তি	শ্রীমতী তমালিনী দাশ	৩২১
সে যে (পদ্য)	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা	৩৪২
স্বর্গীয় দেবেন্দ্রমোহন গুপ্ত	শ্রীবিজয়গোপাল সরকার বর্ম্মা ৩৬৭,	৩৭৭
স্মৃতি (পদ্য)	শ্রীমদনমোহন করবর্ম্মা	৩৭১
স্বাধীন বৃত্তি	শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী ৩৭৩,	৪৭২
স্বর্গীয় রামেশ্বর ঘোষ	শ্রীঅনন্তলাল ঘোষ	৪৫৫
হরীতকী	শ্রীজীবনবিহারী সিংহ ৯৪,	১৩৬, ১৯১

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

১৩শ খণ্ড। { আষাঢ়, ১৩২৭ সাল। } ৩য় সংখ্যা।

জীবন কি অনুভূতি ?

(শ্রীদেবেন্দ্রমোহন গুপ্ত)।

অন্ধকারে মাতৃগর্ভে যখন মুদিত নেত্রে শায়িত ছিলাম, তখন আমাতে কি ছিল? স্মৃতি না বিস্মৃতি—সুখ না দুঃখ? কি সে অবস্থা?—নিদ্রা, স্বপ্ন, সুষুপ্তি বা জাগরণ? দেহ যখন নাভিনাল বিধৃত হইয়া জননীর অঙ্গে মিলিত ছিল, মন তখন কি নিগূঢ় সূক্ষ্ম সূত্র অবলম্বনে কোন্ রহস্যময় ভূমিতে বিচরণ করিতেছিল, কে বলিতে পারে?

তার পর জননী-দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া যে দিন বসুন্ধরা বক্ষে আশ্রয় লইলাম, সে দিন কোন্ ইন্দ্রজালিকের মোহন তুলিকা আমার উন্মেষোন্মুখ নয়নের সম্মুখে এই জাগ্রত জগৎ-স্বপ্ন প্রকটিত করিয়া দিল! ওগো, সে স্মৃতি কি তোমাদের আছে? জীবনের সে প্রথম স্বপ্ন তোমাদের মনে পড়ে কি? সেই রুদ্ধদ্বার সূতিকাগৃহ,—সূতিকা গৃহের সে নিষ্কম্প ক্ষীণ দীপশিখা,—সেই ম্লানালোকে উদ্ভাসিত জননীর স্নেহ করুণ মুখচ্ছবি—তাঁর অঙ্গের সে আকুলস্পর্শ—বক্ষের পীযুষ ধারার সে অপূর্ব্ব মধুরতা, কণ্ঠের সোহাগ বাণীর সে ললিত ঝঙ্কার,—সে সব কি তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ? এ জীবন-গ্রন্থের সেই প্রথম বর্ণমালা কি তোমাদের অন্তর হইতে মুছিয়া গিয়াছে? হায় মুগ্ধ! হায় অন্ধ! হায় একান্ত-বর্ত্তমান-মগ্ন! তুমি তাহা ভুল নাই—তুমি তাহা ভুলিতে পার নাই। সে স্মৃতি তোমাময় হইয়া আছে—অহোরাত্র তোমার শোণিত

প্রবাহের সহিত তোমার প্রতি অনুভূতির মধ্যে, সে নিরবে বিচরণ করিতেছে; বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষের অন্তরালে তাহার মৌন ধ্যানস্থ মূর্ত্তিটী তুমি দেখিতে পাইতেছ না মাত্র। অতি সন্তর্পণে, বড় মৃদু,বড় কোমল চরণে সে আসিয়াছিল, তাই তোমার হৃদয়ে তাহার পদাঙ্ক গভীর রূপে মুদ্রিত হইতে পারে নাই। ভগবানের আলোক ও বাতাসের ন্যায় অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহার আগমন,তাই সে তোমাকে উদ্বিগ্ন বা সন্ত্রস্ত করে নাই,—আর তাই বুঝি সে এত অনাদৃত। তোমার নয়নে ঊষার আলোক, নেত্র পল্লব প্রান্তে শিশির বিন্দু, অধরে হাসির রেখা আঁকিয়া দিয়া সে নিবিড় ছায়াতলে চিরদিনের মত ঘুমাই পড়িয়াছে।

সূতিকাগার হইতে শয়ন গৃহ—শয়ন গৃহ হইতে পরিজনগণের অঙ্কে আ কত দিন অতিবাহিত হইয়াছে। হাসিতে—অশ্রুতে, মেঘে—রৌদ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের বিচিত্র অনুভূতির মধ্য দিয়া ক্রমে শিশুদেহে ক্রিয়া চাঞ্চ ও ভাষার অভিব্যক্তি আসিতেছিল। এ নগ্ন শিশুর আরক্ত পদতলের কোম স্পর্শ লাভের জন্য বসুধা বক্ষ বুঝি লোলুপ হইয়া উঠিয়াছিল! এই প্রকম্পি অধর পুটের গদ গদ ভাষাটুকুর জন্য ধরণী বুঝি আগ্রহে শ্রবণময় হইয়া অপে করিতেছিল! এই সদানন্দ ভোলানাথের দর্শন লাভের জন্য ধরণী বুঝি এত কাল হিমালয়-দুহিতা উমার মত তপমগ্না হইয়াছিল! এ রসনায় কি ব্র তের সকল রসাস্বাদ, এ নাসিকায় কি জগতের সকল গন্ধানুভূতি, এ তরুণ নয় কি নিখিলের সকল সৌন্দর্য্য রাশি লুক্কায়িত ছিল! আমার দৃষ্টি সম্পাতে কি প্রকৃতি অঙ্গে প্রেমের পুলকে রূপের কমল ফুটিয়া উঠে? এই দুইটী আঁখি-তারকায় প্রতিবিম্বিত না হইলেই কি প্রকৃতির রূপের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়? এ চিত্ত-মুকুরেই বুঝি প্রকৃতি আপনার মুখচ্ছবি দেখিয়া লয় গো! এ লীলাকাননেই বুঝি পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতির মিলন হয়! এই বুঝি সে চির-মিথুন,—সেই যুগল রাধা-শ্যামের মাধবী কুঞ্জ গো! এই কাননের লতা পাতায়—এ বনের পাখীর ডাকে—এই তমালের শ্যামল ছায়ায়—এই কদম্বের পুলক শিহরণে—এই যমুনার কাল জলে—এই গন্ধে আকুল মলয় হাওয়ায় নিত্য কত নব নব লীলা রঙ্গ চলিতেছে—তোমরা কি কেহ তাহা অনুভব করিয়াছ? যদি করিয়া থাক, তবেই আমার কথা বুঝিতে পারিবে। এ খেলা ক

ত কাল চলিয়াছে—এ যে অফুরন্ত উৎসব—এ যে চির লক্ষ্মী পূর্ণিমা গো! দি কোজাগরে নিশা যাপন করিয়া থাক—তবেই ত তার দেখা পাইয়াছ; দি উৎকর্ণ হইয়া এ রজনী অপেক্ষায় কাটাইয়া থাক—তবেই ঐ নিশি শেষে র পায়ের সাড়া শুনিতে পাইয়াছ;—কোথায় অলক্ষ্যে কখন যেন কার র বাতাসে ভাসিয়া আইসে,—কে যেন আড়ালে থাকিয়া তার মুগ্ধ দৃষ্টি য়া এ অঙ্গ ঈষৎ স্পর্শ করিয়া চলিয়া যায়,—কে যেন স্বপ্নের মত, অতীত তির মত, সময় সময় আমায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে,—তোমরা কি তাহাকে নে গো?

যাক,—যে কথা বলিতেছিলাম;—ঐ যে যখন আমি শিশু ছিলাম,—তখন কোথায় ছিল—এ আত্মপর ভেদ জ্ঞান, আর কেই বা জানিত এ বণিক-বৃত্তি সংসারের লাভালাভের গণনা? তখনও আমাতে "তুমি"র জ্ঞান পরিস্ফুট হয় নাই—তখনও তোমায় আমায় বিরোধ বাধে নাই, তাই তখনও বৈকুণ্ঠ রাজ্য দেখিতে পাইতাম; আমায় দেখিয়া সকলের সকল কুণ্ঠা টুটিয়া যাইত। আমাকে কোলে লইতে দিগাঙ্গনাগণ ধাইয়া আসিত,—আমার কপালে সোনার টিপ আঁকিয়া দিতে—আকাশে চাঁদের মন আকুল হইয়া উঠিত,—আমার কুঞ্চিত কেশ কলাপ স্পর্শ করিতে মলয়ের হাওয়া পাগল হইত,—আমায় চুম্বন করিয়া জগতের নর-নারী স্বর্গসুখ অনুভব করিত। আমার প্রতি অঙ্গে প্রভাত নলিনীর তরুণতা, আমার প্রতি অশ্রু বিন্দুতে শিশির মুকুতার স্বচ্ছ পবিত্রতা, আমার কল কণ্ঠস্বরে মন্দাকিনীর কল কল ধ্বনি, আমার মুখে ঊষারুণের হেম-জ্যোতি রেখা, আমার নিশ্বাসে মন্দার রেণুর সুবাস মিশ্রিত ছিল। সন্ধ্যার নিবিড় কৃষ্ণচ্ছায়া আসিয়া নিশ্চিন্ত নিদ্রাভরে আমার নয়ন-পল্লব মুদিত করিয়া দিত,আবার প্রভাতের অরুণালোকে বিহঙ্গের প্রথম গানে আমি জাগিয়া উঠিতাম। ওগো, আকাশের গায় সোনালী মেঘের মত আমার জীবনের সে সর্ব্বোত্তম স্মৃতি আলেখ্য খানা কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে, তোমরা বলিতে পার কি?

তার পর, বহির্জগতের প্রবল আকর্ষণ।—জননীর অঙ্ক আর আমায় ধরিয়া রাখিতে পারিল না। আমার দুরন্ত মন যে কত দিকে ছুটিয়া যাইতে চায়—ক্রীড়া-প্রাঙ্গনে কি মোহন বেণু বাজিয়া উঠে—পাখীর গানে কি মাদকতা

আনয়ন করে—সমবয়স্কগণের কল হাস্য-ধ্বনিতে কি যেন কেমন যাদুবিদ্যা প্রচ্ছন্ন আছে!—আমি চাই ছুটিয়া যাইতে— মাতা চাহেন অঞ্চলে ঘিরিয়া রাখিতে,—আমি যখন চঞ্চল হইয়া উঠি—জননী তখন ঘুম পাড়ান গানে আমায় শান্ত করিতে চাহেন,—যখন এ বাল গোপাল অবাধ্য হয়—তখনি যশোদা মাতা তাঁহাকে বন্ধন করিতে গিয়া ব্যর্থ প্রয়াসে পরিশ্রান্তা হন,—আমি বদন-বিবরে বিশ্ব-সৃষ্টির আভাস দেখাইয়া জননীকে ভুলাইয়া চলিয়া যাই।

দিনে দিনে শশিকলার ন্যায় এ দেহ বর্দ্ধিত এবং কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হইয়া পড়িল। ক্রীড়া-প্রাঙ্গন ছাড়িয়া প্রকৃতির মুক্ত প্রান্তরে মন আমার ছুটিয়া চলিল। কোথায় কোন্ মাঠের বুকে শ্যামলতার ঢেউ খেলিয়া যায়, কোথায় কোন্ সর্ষপ-ক্ষেত্র সোনার স্বপন রচনা করে, কোথায় কোন্ বনের ধারে ঘুঘু ডাকে, ঝিল্লী-রবে মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দেয়,—কোথায় কোন্ তটিনীর স্বচ্ছ জলে তীরস্থিত বৃক্ষছায়ায় ধ্যানমগ্ন যোগী-হৃদয়ের শান্ত ছবি ফুটাইয়া তুলে;—আবার কোথায় কোন্ বাগানে কি ফল পাকে, কোন্ লতিকায় কি ফুল ফোটে,—পরাগ-মণ্ডিতদেহ মক্ষিকার দল ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেন অমন গুণ গুণ করে,—কি আনন্দে চিত্রিত-পক্ষ পতঙ্গ সকল বায়ু-তরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া ক্রীড়া করে! এমনই করিয়া মন কোথায় উধাও হইতে চায়, এমনই করিয়া বুঝি রূপের সাগরে সাঁতার দিতে সাধ যায়!

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাস্রোত প্রখর হইয়া আসিল—প্রকৃতির সহিত পরিচয় ধীরে ধীরে গাঢ়তর হইয়া উঠিল। নিম্নে সলিল-বিপুলা, শৈল-কানন শোভনা বর্ণ-গন্ধ-গীতিময়ী শ্যামা ধরিত্রী দিনে দিনে, পলে পলে, অনুভূতি পরস্পরায় আমাকে ব্যাকুল আগ্রহে, প্রগাঢ় আলিঙ্গনে তন্ময় করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল। ঊর্দ্ধে সীমাহীন গগণের নিবিড় নীলিমা,—নীলিমার বুকে তরঙ্গায়িত মেঘ-শীর্ষে মুহুর্মুহু বিবিধ বর্ণমালার বিচিত্র সংমিশ্রন, ক্ষণপ্রভার চকিত দীপ্তি এবং তদূর্দ্ধে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র মণ্ডলী ও নিহারিকা পুঞ্জের আলোক-স্পন্দন আমার মুগ্ধ কৌতুহলী চিত্তকে ইঙ্গিতে ছায়াপথ দিয়া অসীমের পানে আহ্বান করিতেছিল। এক দিকে সসীমের পরিমিত আনন্দ, অপর দিকে অসীমের বিরাট উন্মাদনা! সসীম অনতিক্রম্য—অসীম

...। মন সসীমকে উপভোগ করে বটে—কিন্তু তাহার গতি অসীমের পানে। ওগো সসীম! ওগো সুন্দর! তুমি কত রূপে, কত গানে, কত ছন্দে, কত নিবিড় স্পর্শ রসে আমায় মুগ্ধ করিতে চাই বুঝি তোমাতে আমার প্রবৃত্তি! আমি তোমার নয়নে নয়ন ... তোমার গানে কান পাতিয়া,—তোমার স্পর্শ-রসে ডুবিয়া গিয়া—লীন হইতে চাই;—কিন্তু এ কি এ? তোমার রূপের মদিরায় এ কি ... আনয়ন করে, তোমার গানে এ কি বিরহ-রাগিণী বাজিয়া উঠে, স্পর্শ-রসে এ কি অসহ্য পুলকের সঞ্চার হয়! আমি বড় সাধে বুকে লইয়া তোমার ভাবে বিভোর হইতে চাই—কিন্তু সাধ ত পূর্ণ ... তৃষ্ণা তো মিটে না। তোমার আলিঙ্গনের প্রগাঢ়তার মধ্যে আমি ... সত্তা হারাইয়া ফেলি,—তোমার অনুভূতি যে তোমাকে অতিক্রম ... সীমার বন্ধন ছিঁড়িয়া—অসীমের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে? আমি ...—ওগো রূপ! তুমি প্রতিমা—দেবতা তোমার পেছনে, তুমি জড়— ... তোমার অন্তরে। সেই আলোকের আভা বুঝি তোমার মুখে—তাই তুমিম এত সুন্দর। তুমি বুঝি তাঁর বার্ত্তাবহ,—আমার ... অরূপের দেশে।

...প্রথম যৌবনে—জীবন কুঞ্জে পুষ্পে পুষ্পে যখন আমি রূপের ...তেছিলাম, সসীমের তটান্তে দাঁড়াইয়া যখন আমি অসীমের জল ...গুনিতেছিলাম—কল্পনা যখন ঊর্দ্ধে বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া শ্রান্ত হইয়া আসিতেছিল, দৃষ্টি যখন দূরে—অতি দূরে—আরও দূরে গিয়া প্রহত ...,—সেই সময়ে সীমা ও অসীমার মিলন রেখায় অই কে আসিয়া ...? কে তুমি সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু—নয়নে অনন্তের দীর্ঘ ইতিহাস—গভীর শান্তি, অধরে কৌমুদী ধারা—হৃদয়ে প্রেম—হস্তে সুধাভাণ্ড লইয়া সম্মুখে আসিয়া দাড়াইলে? এস এস—অসীমের দিক্-বালিকা! সসীমের ...মা! এস তুমি; এ বাহুর বন্ধনে ধরা দাও। ওগো মায়াকাননের ..., আকাশের ইন্দ্রধনু, তটিনী বুকের লহরী লীলা, তোমায় আমি ...খুঁজিয়াছি—কখনও ত তুমি ধরা দেও নাই! জীবন মন্দিরে রূপের ...সেই প্রথম দিন হইতেই জ্বলিতেছে, কিন্তু তুমি ত শুধু রূপ নহ!

আজ বুঝি সেখানে প্রাণের আরতি আরম্ভ হইয়াছে—তাই আমার [illegible]
ক্ষুধা মিটাইয়া দিতে, আমার অরূপের স্বপ্ন সফল করিতে, একাধারে [illegible]
গন্ধ-গীতি-স্পর্শ-রসময়ী ঐ কায়ার ভিতর অতনু দেবতার অনন্ত প্রাণ [illegible]
আমার সকল সাধ পূর্ণ করিতে তুমি আসিয়াছ! এস প্রিয়ে [illegible]
প্রিয়তমে! এ দেহের প্রতি পরমাণু যে তোমায় আহ্বান কর[illegible]
এ জীবন-বিহঙ্গ যে তার অনন্ত পথের সঙ্গীটীর জন্য বহু দিন [illegible]
হইয়া আছে। এস, এ তরুর মাধবী বল্লরী! এস এ বক্ষের কল্প[illegible]
নিবিড় আলিঙ্গনে অধীর চুম্বনে আমাকে ছাইয়া দাও। [illegible]
চিরজীবনের রূপের সাধ, আমার স্পর্শ রসের যত ব্যাকুলতা [illegible]
মধ্যে বিরাম লাভ করুক। দেহের মিলনে—দৈহিক স্মৃতি বিলু[illegible]
যাউক—আমি বাহিরের চক্ষু মুদিয়া, ওগো অন্তরময়ি! তোমার চে[illegible]
পরা-প্রকৃতিতে অন্তরের চক্ষু লগ্ন করিয়া রাখি। একি অভিনব [illegible]
জীবনের একি তীব্রতর অনুভূতি! কি ছার বাহিরের রূপ—দুদিনে [illegible]
পড়ে,—চক্ষের পলক না ফিরিতে মলিন হইয়া যায়! বৃথাই সে দেহের মি[illegible]
সেই ক্ষুধিত রক্ত-মাংশের উৎকট আত্মদ্রোহ যাহা হোমাগ্নির মত [illegible]
পবিত্র করে না—দাবাগ্নির মত মানব পশুকে দগ্ধ করিয়া মারে। বি[illegible]
পরিণয়, যাহাতে জড়দেহের পূজা হয়—অন্তরের দেবতা [illegible]
থাকেন।

যৌবনের স্বপ্নময় পথ দিয়া আজ যে কর্ম্ম-কঠোর ভূমিতে [illegible]
দাঁড়াইয়াছি—এখানে কল্পনার স্থান বড় অল্প। মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের [illegible]
কিরণে দিগ্বলয় গৈরিক ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন, প্রতপ্ত মারুত স্পর্শে কণ্ঠ [illegible]
শুষ্ক, নাসাপথে শ্বাসরোধের উপক্রম হইতেছে। অভাব দারিদ্র্যের [illegible]
দর্শনে কল্পনা-বিহঙ্গম ভয়ে পক্ষপুটের অন্তরালে আপনাকে অব[illegible]
করিতেছে—কখনও বা পরিত্রাহি রবে বিকট চিৎকার করিয়া উঠি[illegible]
সংসারের বৈষম্য, দাম্ভিকের অভ্যুত্থান, শাঠ্য ও প্রবঞ্চনার অসম্ভব প্র[illegible]
সত্য ও সারল্যের অবমাননা, স্বার্থ সেবা ও ভোগের সম্বর্দ্ধনা, ত্যাগ[illegible]
নিস্বার্থ-পরতায় উপহাস এবং ছলে বলে কৌশলে রৌপ্য-কাঞ্চন সংগ্রহ [illegible]
বুদ্ধিমত্তার আরোপ দর্শনে হৃদয়ের উচ্চতম বৃত্তি সকল মাঝে মাঝে [illegible]

[illegible]টিতেছে,—মন বিভ্রান্ত ও সন্দেহাকুল হইয়া পড়িয়াছে। বুভুক্ষিতের
[illegible]লইয়া বিলাসীগণের পালিত সারমেয় কুল পরিপুষ্ট হইতেছে,--অনাথা
[illegible]সিক্ত ভূমিখণ্ডের উপর দাম্ভিকের অভ্রভেদী অট্টালিকা উত্থিত হইয়া
[illegible] প্রতি কঠোর বিদ্রূপ করিতেছে—সমাজের ঔদাসীন্যে কত সোনার
[illegible]াইয়া গেল—মানুষের নিষ্ঠুরতায় কত প্রতিভার মুকুল ঝরিয়া পড়িল।
[illegible]! এই কি মঙ্গলময়ের রচনা!--অসীম করুণা বারিধির প্রশান্ত বুকে
[illegible]কট ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ উর্ম্মিমালার তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে! অথবা নয়নের
[illegible]মান এ দৃশ্যাবলী সকলই স্বপ্ন? দেশ-হীন, কাল-হীন সে প্রশান্ত
[illegible] চিরদিন অচঞ্চল স্থির রহিয়াছে, বিন্দুমাত্রও সংক্ষুব্ধ হইতেছে না।
[illegible] বর্ত্তমান যবনিকার উপর মুহুর্মুহু এই ক্ষণভঙ্গুর উর্ম্মিরাশি প্রতীয়মান
[illegible] মাত্র। সৃষ্টির বিবর্ত্তনে এ প্রতীতির আবশ্যক আছে;—থাক্ নিষ্ঠুরতা,
[illegible]লীলা, নাচুক প্রভঞ্জন বেগে প্রমত্ত উর্ম্মির দল—উহারা ঐশী সৃজন
[illegible] এক মহান্ প্রয়োজন সাধনে নিযুক্ত আছে। আপনার ক্ষণিক অস্তিত্বের
[illegible] সাধন করিয়া উহারা আপন উন্মত্ততায় আপনাদিগকে চূর্ণ বিচূর্ণ
[illegible] ফেলিবে। কে উঠে—কে পড়ে—কে ভাঙ্গে—কে গড়ে—তাহার
[illegible] থাকে না; সব যায়—থাকে শুধু প্রতীতি। রূপ-ভানু অস্তাচলে
[illegible]যায়—মানব-হৃদয়ে প্রতিবিম্ব হাসিতে থাকে,—কত আসে—কত যায়,—
[illegible] শুধু অনুভূতি। এ উর্ম্মি বিক্ষোভ—সংগ্রাম নহে, এ ধ্বংসলীলা;—নিষ্ঠুর
[illegible]নহে, জীবনে তীব্রতর অনুভূতি আনয়নের জন্য রহস্যময়ী প্রকৃতির
[illegible] জাল বিস্তারমাত্র। এই যে হাসিটী অধর প্রান্তে মিলিয়া গেল—
[illegible] অশ্রুবিন্দু গণ্ড বহিয়া ভূতলে পতিত হইল—ঐ যে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস
[illegible]সে মিশিয়া গেল, উহারা কেহই অর্থহীন নহে; উহারাই আমাকে গড়িয়া
[illegible]াছে। যাহা ছিলাম—যাহা হইয়াছি—যাহা হইব,—সকলেরই মূলে ঐ
[illegible]শ্রুর প্রভাব। ঐ সুখ দুঃখের তরঙ্গাভিঘাতেই আমার স্থূল ও সূক্ষ্ম-
[illegible] নিয়ত রূপান্তরিত হইতেছে। জীবন ত অনুভূতির সমষ্টি। জগতের
[illegible]ই ত যে ঐ প্রতীতির উপর প্রতিষ্ঠিত—"প্রতীতিমাত্র বিভাতি ইদং
[illegible]চরাচরং।" জীবন পথে এপর্য্যন্ত যতদূর অগ্রসর হইয়াছি, এক অনুভূতি ভিন্ন
[illegible] কিছুই আমি পাই নাই, পাইবার আশাও করি না। অন্তর্দৃষ্টি যতদূর

যায়, এক অনুভূতি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না। আজ জীবন ম
চারি পাশে পুত্রকন্যারূপে এই যে স্নেহের মুকুলগুলি ফুটিয়া উঠি
উহাদের মধ্যেও আমি পাইতেছি—শুধু প্রাণের স্পন্দন, স্নেহের অনু
নিরাশার দহনে—বিয়োগের দুঃখে—অভাবের তাড়নায়—বিপদের
ষিকায়—উৎসবে—প্রমোদে—ঐ অনুভূতি টুকু মাত্র আমার প্রাপ্য।
কাব্যে, শিল্পীর চিত্রে, ভোগীর সম্ভোগে, যোগীর ধ্যানানন্দে, ত্যাগীর
ব্রতে,—অহংকারীগণের আত্মপ্রতিষ্ঠায় এবং আত্মারামগণের আত্মর
সর্ব্বত্র এই অনুভূতি নিত্য বিরাজমান। কত জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়া
আসিয়াছি, কতবার দেহ বিলীন হইয়াছে জানি না—কিন্তু মনে
অনুভূতিই আমাকে রূপ হইতে রূপান্তরে পুনঃ পুনঃ বিবর্ত্তিত করিয়া আ
এ গতায়তির বিশ্রাম কোথায়—কে জানে। বলিতে পার কি—কত
কত দিনে—এই মহাযাত্রার চির বিরাম?

সম্মুখে জীবনের অপরাহ্ন—তারপর সন্ধ্যার কৃষ্ণ ছায়া—তার প
মৃত্যুর নিবিড় যবনিকা। এ অপরাহ্ন কি ছায়াময় হইবে? এ অপরা
বাসনা বহ্নির তেজ মন্দীভূত হইয়া আসিবে? স্নেহ মন্দাকিনী-তীরে
উৎস-কূলে, শান্তি পাদপের প্রগাঢ় ছায়াতলে বসিয়া জীবন-বিহঙ্গ বুঝি
আপনার আহরিত অনুভূতি ফলগুলির অমৃত আস্বাদনে নিরত থাকি
তার পর ধীরে ধীরে মৃদু চরণে সন্ধ্যা নামিয়া আসিবে। এ স
তেমনই, শান্ত, তেমনই নিরব, তেমনই সুমহান্, তেমনই
ভাবোদ্দীপক হইবে? জীবন সঞ্চিত অনুভূতি নিচয় ভাবঘন মূর্ত্তি
সেখানে আমার পরম দেবতার পাদপীঠ রচনা করিয়া দিবে
সান্ধ্য-কুসুম কি ফুটীবে? আরতি ঘণ্টা কি বাজিবে? ধূপ গুগ্গুল
আমার অন্তরের ব্যাকুলতা কি সন্ধ্যার নিস্তব্ধ, অসীম গগণে ব্যাপ্ত
পড়িবে? তার পর বুঝি ঐ গোধুলির ম্লানালোক নিবিড় তিমিরে
যাইবে,—ভাষাহীন আত্মানুভূতির প্রশান্ত জলধিবক্ষে বুঝি এ ক্ষুদ্র জীব
বুদ্বুদ আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া যাইবে। কি
কি অগাধ, কি নিবিড় সে মহা মিলন!

…দেশে ব্রিটীশ রাজ্যস্থাপনের সমকালে সোম বংশীয় কায়স্থের প্রভাব।

(শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ)।

…তি প্রাচীন কালে সেই বেদ-বেদান্ত-পুরাণ-তন্ত্রাদি প্রকাশ অথবা
…রে সময়ে, অথবা দূর-বিস্মৃত রামায়ণ-মহাভারতাদি মহাকাব্যের বর্ণিত
…এ দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা নিরূপণ এবং প্রকাশ করার কথা
…থাকুক, আমরা অনেকেই আমাদের দেশের সেই দিনের অর্থাৎ দেড় কি
…ত বৎসরের ইতিহাসও কিছুমাত্র জানি না; অধিক কি, পলাশীর
…ও প্রকৃত বিবরণ অনেকেরই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়াছে। কবিবর ৺নবীন-
…নের প্রথম যৌবনে "পলাশীর যুদ্ধ" নামক খণ্ড কাব্যে এই সম্বন্ধে কিছু
…করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ কাব্যে তিনি যে সকল ঐতিহাসিক তত্ত্বের
…খ করিয়াছেন, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে অনেকেরই সন্দেহ আছে। এখনও
…ন উৎসাহী সাহিত্যিক অথবা ঐতিহাসিক এ সম্বন্ধে কোন সম্পূর্ণ গ্রন্থ
…য়াছেন কি না, তাহা আমরা অবগত নহি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে
…বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশে যে বিষম রাজনৈতিক অবস্থা উপস্থিত
…াছিল,—মুসলমান, মারাঠা ও মার্চ্চেন্ট সম্প্রদায়ের স্বার্থ-সঙ্ঘর্ষ
… উপর্য্যুপরি যে সকল ঘটনা নিত্য সঙ্ঘটিত হইতেছিল, সেই
…য় প্রায় এক শতাব্দ কাল যাবৎ, বঙ্গদেশের অনেকগুলি কায়স্থ-পরিবারের
… ব্যক্তি, বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি এবং অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।
…াদের মধ্যে আজ আমরা একটী মাত্র পরিবার সম্বন্ধে সামান্য রূপ
…লোচনা করিতেছি।

…লিকাতা নগরের বাগবাজার অংশে "রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট" নামক একটী
… আছে। এই পথের নাম যে রাজবল্লভের নামানুসারে করা হইয়াছিল,
…নি পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্য বংশীয় রাজা রাজবল্লভ নহেন, পরন্তু কায়স্থ সোম বংশীয়

ছিলেন। এই পরিধার সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলিবার জন্য বর্ত্তমান প্রসঙ্গের অবতারণা।

"বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার,—নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর নাম সকলেই জানেন; কিন্তু তিনি চিরকালই "নবাব" অথবা "আলীবর্দ্দী খাঁ" ছিলেন না; জীবনের প্রথম ভাগে তিনি এক দরিদ্র মুসলমান ভদ্রলোকের পুত্র—"মীর্জ্জা মহম্মদ আলী" নামেই পরিচিত ছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিখ্যাত মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গলার নবাব ছিলেন এবং তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দীন উড়িষ্যা প্রদেশের নায়েব-সুবাদার (সহকারী-গভর্ণর) ছিলেন। সুজাউদ্দীনের আদিম বাসস্থান পারস্যের খোরাসান প্রদেশে ছিল এবং তিনি তুর্কী বংশীয় ছিলেন। সুজাউদ্দীনের এক স্বজাতিয়া-আত্মীয়ার স্বামী মীর্জ্জা মহম্মদ নামক এক ভদ্র মুসলমান, জীবিকার জন্য উড়িষ্যায় গিয়া তাঁহার স্ত্রীর সুপারিশে নায়েব সুবাদার সুজাউদ্দীনের অধীনতায় চাকুরী করিতে থাকেন। এই মীর্জ্জা মহম্মদেরই কনিষ্ঠ পুত্র "মীর্জ্জা মহম্মদ আলী"—উত্তর কালে "আলীবর্দ্দী খাঁ" নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উড়িষ্যার নায়েব-সুবাদার সুজাউদ্দীনের অনুগ্রহের ফলে মীর্জ্জা মহম্মদ আলী (আলীবর্দ্দী খা) "অসুরেশ্বর" নামক একটি পরগণার তহশীলদারের পদে নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতে থাকেন। সেই সময়ে কোন্নগর গ্রামের (বর্ত্তমান হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার বিখ্যাত গ্রাম) সোম বংশীয় জানকীরাম নামক এক উৎসাহী যুবক চাকুরীর অনুসন্ধানে উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন। এই জানকীরাম, অসুরেশ্বরের তহশীলদার মীর্জ্জা মহম্মদের পেস্কার হইলেন এবং কার্য্যদক্ষতায় ক্রমশঃ তিনি তহশীলদারের অতিশয় প্রিয়পাত্র, এমন কি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া উঠিলেন।

বাঙ্গলার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দীন উড়িষ্যা হইতে আসিয়া বাঙ্গলার মসনদে বসিলেন ও তাঁহার আত্মীয়ার স্বামী মীর্জ্জা মহম্মদকে কাটোয়ার ফৌজদার নিযুক্ত করিলেন। পেস্কার অথবা মুন্সী জানকীরামও মীর্জ্জা সাহেবের সঙ্গে আসিলেন। মীর্জ্জা সাহেবের উত্তরোত্তর সৌভাগ্যোদয়ের সহিত মুন্সী জানকীরামেরও শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

মীর্জ্জা সাহেবের ক্রমশঃ উন্নতি হইতে লাগিল; দিল্লীর বাদশাহ বিহার প্রদেশকে বাঙ্গলার নবাবের অধীন করিয়া দিলেন এবং নবাব সুজাউদ্দীনের প্রায় মীর্জ্জা সাহেব বিহার-সুবার নায়েব-সুবাদার নিযুক্ত হইলেন। সঙ্গে জানকীরামও এইবার বিহার প্রদেশের সর্ব্বোচ্চ পদ,—দেওয়ানী পাইয়া প্রভুর সহিত পাটনায় গেলেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নবাব সুজাউদ্দীনের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদার হইলেন; কিন্তু এই উচ্চপদই তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ হইল।

সরফরাজ খাঁ নবাব হইলেন বটে, কিন্তু প্রজাপুঞ্জের এবং কর্ম্মচারীবৃন্দের মনোরঞ্জন করিতে পারিলেন না; তজ্জন্য রাজধানী মুর্শিদাবাদে তাঁহার বিরুদ্ধে হাজী আহম্মদ, রায় রায়া আলমচাঁদ, জগৎ শেঠ মাতাব রায় ও মহারাজ স্বরূপচন্দ্র প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত বিহারের নায়েব সুবাদার মীর্জ্জা মহম্মদের যোগাযোগে ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। দিল্লীর বাদশাহের দরবারের রীতিমত তদ্বির করাইয়া মীর্জ্জা সাহেব নিজের নামে বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার নবাবীর এক সনন্দ আনাইয়া সসৈন্যে ধুমধামের সহিত মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন। লোকে বলে, এই বাদসাহী সনন্দ খানি প্রকৃত নহে, পরন্তু জাল। যে সুজাউদ্দীনের কৃপায় মীর্জ্জা মহম্মদ একদা দরিদ্র দশা হইতে বিহারের সুবাদার হইয়াছিলেন, রাজ্যের লোভে আজ তিনি সেই প্রভু-পুত্রকে বিনাশ করিতে উদ্যত। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ দেওয়ান জানকীরাম এই কার্য্যে তাঁহার প্রধান উৎসাহদাতা এবং পরিচালক হইলেন।

সংসারে যোগ্যতমের জয় সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে। অলস ও অকর্ম্মণ্য সরফরাজ খাঁ "গড়িয়া" ক্ষেত্রে পরাস্ত ও নিহত হইলেন এবং মীর্জ্জা মহম্মদ আলী বাঙ্গলার সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। নবাব হইয়াই তিনি "আলীবর্দ্দী খা মহব্বত জঙ্গ" এই উপাধি লইলেন এবং এই নামেই তিনি বাঙ্গলার ইতিহাসে খ্যাত হইয়াছিলেন।

আলীবর্দ্দী খা সুবে বাঙ্গলার নবাব হইয়া জানকীরামকে বাঙ্গলা বিহার-উড়িষ্যার রাজস্ব-বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা অর্থাৎ দেওয়ান করিলেন; কেবল

দেওয়ানী নহে, জানকীরাম মুর্শিদাবাদ নেজামতের সকল কর্ম্মেরই কর্ত্তা হইলেন।

এইবার সেই সর্ব্বজন ভয়ঙ্কর বর্গীয় হাঙ্গামার কথা।—১৭২০ খৃষ্টাব্দে মারাঠাদিগের সহিত বাদসাহ চৌথ দিবার যে চুক্তি করিয়াছিলেন, এত দিনেও সেই দেনা পরিশোধ না হওয়ায়, তাঁহারা ব্যাঘ্রের মত দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিলেন; আলীবর্দ্দী খা সনন্দ না পাইয়াও গায়ের জোরে সুবে বাঙ্গলার মসনদ অধিকার করায় বাদশাহ "কণ্টকেনৈব কণ্টকং" করিবার উদ্দেশ্যে মারাঠাদিগকে সুজলা সুফলা ও শস্য-শ্যামলা বঙ্গদেশ দেখাইয়া চৌথ আদায় করিতে বলিলেন। মারাঠাগণ একেই ত বাঙ্গলা লুঠ করিবার উদ্যোগ করিতে ছিলেন,—তাহার উপর বাদশাহের আদেশ অথবা ইঙ্গিত পাইয়া পঙ্গপালের ন্যায় দলে দলে দেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং এই দৃশ্য দেখিয়া নূতন নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। দেওয়ান জানকীরাম তাঁহার এই বিপদে কাণ্ডারী স্বরূপ হইলেন। "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ"—এবং "Every thing is fair in love and war"—প্রভৃতি ক্ষাত্র নীতির সুনিপুণ শিষ্য জানকীরাম সোম, চতুর-চূড়ামণি চাণক্য-শিষ্য শিবাজীকেও অতিক্রম করিলেন। তিনি প্রভু আলীবর্দ্দীকে এরূপ মন্ত্রণা দিলেন, যাহার ফলে মানকর (বর্দ্ধমান জেলায়) গ্রামের ছাউনীতে মারাঠা-সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা হইল। স্বয়ং জানকীরাম ভাস্কর পণ্ডিতের তাঁবুতে গিয়া সহাস্য আস্যে ও সুমিষ্ট ভাষায় প্রণতি সহকারে তাঁহাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। ভাস্কর পণ্ডিত তাঁহার সমস্ত সেনা-নায়ক ও কতিপয় অতি সাহসী সেনানীর সহিত অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মানকরে নবাবের দরবারে আসিয়া মৃগয়া-ক্ষেত্রে হস্তিশ্রেণী-মধ্যে আবদ্ধ বন্য মহিষ যূথের ন্যায় নির্ম্মম ভাবে নিহত হইলেন। ভাস্কর পণ্ডিতের উষ্ণীষ-শোভিত মস্তক আলীবর্দ্দী খাঁর চরণোপান্তে স্থাপিত হইল এবং নেতৃহীন মারাঠা-সৈন্য ভয়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া দিগ্বিদিকে পলায়ন করিল। জানকীরামের বুদ্ধি-কৌশলে নবাব দুর্দ্দান্ত শত্রুর অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, প্রথমে তাঁহাকে "দেওয়ান-ই-তন্" ও অল্প কাল পরে সমর বিভাগের প্রধান দেওয়ানের পদে (Comptroller General of Armies) নিযুক্ত করিয়া কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিলেন।

...বার নূতন আর এক অঙ্ক আরম্ভ হইল।—আলীবর্দ্দী খাঁ সুবে বাঙ্গলার
...বার পরই, নিজ কনিষ্ঠ জামাতা জৈনউদ্দীন-আহম্মদ খাঁকে (সিরাজ-
...পিতা) বিহারের নায়েব সুবাদারের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন;
...১৭৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দে কতিপয় দুর্দ্দান্ত পাঠান সর্দ্দারের বিশ্বাসঘাতকতায়
...জৈউদ্দিন প্রাণ হারাইয়াছিলেন। বিহারের সুবেদারী এই প্রকারে
...নবাব তাঁহার মধ্যম জামাতা সৈয়দ আহম্মদ খাঁকে সেই পদে
...করেন। সৈয়দ আহম্মদ নিজ পদ সুদৃঢ় করিবার অভিপ্রায়ে, পূর্ব্বতন
...সরফরাজ খাঁর আশ্রিত (এবং আলীবর্দ্দী খাঁর তাড়িত) কয়েকজন বীর-
...মুসলমান সর্দ্দারকে আপনার দরবারে আনয়ন করিয়া যথোপযুক্ত
...সহিত বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দেন। আলীবর্দ্দী খাঁর বেগম, জামাতা
...আহম্মদের এই ব্যবহারে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন এবং ক্রমশঃ
...সৈয়দ আহম্মকে সরাইয়া প্রিয় দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলাকে (তাঁহার
...পদ—এই দাবীতে) বিহারের সুবেদারী দিবার ব্যবস্থা করিলেন।
...দ্দৌলা এই সময় নিতান্ত তরুণ বয়স্ক ছিলেন সুতরাং তাঁহাকে নামমাত্র
...নবাবী দিয়া আলীবর্দ্দী তাঁহার মিত্র জানকীরামকে প্রকৃত সুবাদার
...পাটনায় পাঠাইয়া দিলেন। জানকীরাম নামে নায়েব অথবা
...সুবাদার হইলেও তিনিই বাস্তবিক বিহারের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া
...লেন।

...জানকীরাম বিহারের নায়েব-সুবাদার হইয়া কেবল নবাব আলীবর্দ্দীরই
...লক্ষণ সন্তোষ বিধান করিতে লাগিলেন, এমত নহে; তিনি দিল্লীর বাদশাহ-
...দরেও নিজ প্রভাব বিস্তৃত করিতে লাগিলেন। দিল্লীর বাদশাহের
...রাহগণের মধ্যে অনেকেরই বিহার প্রদেশে জায়গীর ছিল; কিন্তু এত দিন
...সুবেদারই তাঁহাদের প্রাপ্য মুনাফা নিয়মিত ভাবে পাঠাইতেন না।
...জানকীরাম মানব-চরিত্র বিলক্ষণ বুঝিতেন; তাই তিনি ওমরাহগণের
...তাঁহাদের প্রাপ্য মুনাফা নিয়মিত ভাবে পৌঁছাইয়া দিতে লাগিলেন।
...বসিয়া এরূপ ভাবে অর্থ পাইলে কে না সন্তুষ্ট হয়? ওমরাহগণ জানকী-
...রামের প্রতি খুবই প্রসন্ন হইলেন এবং তাহার ফলে অল্পকালের মধ্যেই
...দের দরবার হইতে—"মহারাজ বাহাদুর" খেতাব, "ষষ্‌হাজারী

মনসবদারী" ও ঝালদার পাল্‌কী, নহবৎ, কলম, সমসের, ঢাল ও চা
ব্যবহারের অনুমতি প্রভৃতি অনুগ্রহ বর্ষার বারিধারার ন্যায় তাঁহার ম
অজস্র পড়িতে লাগিল। মুন্সী জানকীরাম সোম এত দিনে "মহা
জানকীরাম সোম ষষ্‌হাজারী মনসবদার নায়েব সুবদোর বাহাদুর"
পরিচিত হইতে লাগিলেন।

মহারাজ জানকীরামের জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্লভরাম প্রথম হইতেই
আলীবর্দ্দীর প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। জানকীরামের কৌশলে "বর্গীর হা
নিবারিত হইলে, নবাব আলীবর্দ্দী দুর্লভরামকে উড়িষ্যার সুবেদারী দিবার
প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু চতুর-চূড়ামণি পিতার উপযুক্ত পুত্র দুর্লভ তখ
উচ্চপদ গ্রহণে সম্মত হন নাই; কারণ, সেই সময়ে নবাবের অন্যতম প্রি
আবদুস্ শোভান সেই পদের প্রার্থী ছিলেন। আবদুস্ শোভানই শে
উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হইয়া গেলেন কিন্তু তিনি দুর্লভ রামকে নি
দেওয়ান করিলেন। অল্পকাল পরে আবদুস্ শোভানের মৃত্যু হইল এবং
সময়ে আলীবর্দ্দী খাঁ, দেওয়ান দুর্লভরামকে "রাজা" উপাধি দিয়া উড়ি
সুবাদার করিলেন। তাঁহার সুবেদারীর অত্যল্প কাল পরেই মরাঠা
সহসা নাগপুর হইতে ঝড়ের ন্যায় আসিয়া উড়িষ্যা আক্রমণ করি
রাজা দুর্লভরাম এই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তথাপি যথাসাধ্য
সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ করিলেন; কিন্তু তিনি মারাঠাদিগের নিকট পরাস্ত ও
হইয়া নাগপুরে নীত হইলেন। মারাঠারা জানকীরামের পুত্রকে পাই
কেন যে ভাস্কর পণ্ডিতের অন্যায় বধের প্রতিশোধ লন নাই, তাহা ঠিক
যায় না, সম্ভবতঃ দুর্দ্দম অর্থলোভই ইহার হেতু।

দুর্লভরামের সাহসও অতি দুর্লভ ছিল; যমালয়ের মত ম
কারাগারেও তাঁহার সাহস অথবা উৎসাহের অভাব ছিল না; মুসলমান
দরবারের সৌখীন সভ্যতায়ও তিনি সুশিক্ষিত ছিলেন। একদা নিশীথ
উচ্চ মধুর স্বরে তিনি গান গাহিতেছিলেন; কারাগারের অধ্যক্ষ-পত্নী
সহধর্ম্মিণীর কর্ণে এই গীতের স্বর অতিশয় মিষ্ট লাগায় তিনি স্বামীকে
করেন—"কারাগারে যে ব্যক্তির প্রাণে এত আনন্দ, তাহাকে এ
বাঁধিয়া রাখায় ফল কি?" দুর্গাধিপতি স্ত্রীর এই বাক্যের সারবত্তা বুঝিয়া

দুর্লভ রামকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া মুক্তি প্রদান করেন এবং কৃতজ্ঞ বন্দীও সময়ে
সময়ে সুমিষ্ট গান গাহিয়া দুর্গাধিপ এবং তাঁহার পত্নীর চিত্ত বিনোদন করিতে
থাকেন।

দুর্লভরাম প্রকৃতই বাঙ্গলার নবাব দরবারের দুর্লভ রত্ন ছিলেন। নবাব
আলীবর্দ্দী, দুর্লভরামকে চিরকালই মারাঠা কারাগারে ফেলিয়া রাখিতে
পারিলেন না,—তিনি মারাঠা নেতার সহিত সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন।
মারাঠারা বলিলেন যে, যদি নবাব নগদ তিন লক্ষ টাকা এবং তিন সুবার
চাথ স্বরূপ উড়িষ্যার সমুদায় আয় চিরকালের জন্য ছাড়িয়া দেন, তবেই তাঁহারা
দুর্লভরামকে ছাড়িবেন। নবাব অগত্যা এই বিপুল ধনের বিনিময়ে রাজা দুর্লভ-
রামকে ছাড়াইয়া আনিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার পিতার পূর্ব্বপদ খালসার
দেওয়ানীর (Comptroller General of Armies) কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে নবাবের জীবনবন্ধু মহারাজ জানকীরামের পরলোক প্রাপ্তি
হয় এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা দুর্লভরাম বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ
সমাধা করেন। দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজে সোম বংশ "বায়াত্তুরে" বলিয়া নিন্দিত
হইলেও কমলার কৃপার বলে মহারাজ জানকীরাম "গোষ্ঠীপতি" হইয়াছিলেন;
তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ এরূপ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছিল যে এ দেশে
তাহার স্মৃতি অদ্যাপিও লুপ্ত হয় নাই।

পিতার পরলোক গমনের পরেই দুর্লভরামের দুর্লভ প্রতিভা প্রকট হইয়া
উঠিল। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ শেষ বয়সে প্রিয়তম দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলাকে
বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার সহকারী সুবেদারের পদে নিযুক্ত করিয়া দুর্লভরামের
হস্তে সমুদায় রাজ্যের প্রকৃত ভার অর্পণ করিলেন। এই সময় হইতেই দুর্লভ-
রাম মুর্শিদাবাদের রাজস্ব ও সমর বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদ অধিকার করায়,
রাজ্যের ধনাগার এবং সৈন্য-সামন্ত সমুদায়ই তাঁহার হস্তে আসিয়া পড়ে।
অত্যল্প কাল পূর্ব্বে হায়দারাবাদের নিজাম রাজ্যে দেওয়ান ও প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ
কায়স্থ-প্রবর মহারাজ কিষণপ্রসাদ যেরূপ প্রভাবশালী ছিলেন, অষ্টাদশ
শতাব্দের মধ্যভাগে বাঙ্গলার নবাব-দরবারে রাজা দুর্লভরামের প্রভাব ও প্রতি-
পত্তি তদ্রূপ অথবা ততোধিক ছিল।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল আলীবর্দ্দী খাঁ ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন এবং

সিরাজদ্দৌলা বাঙ্গলা, বিহার এবং উড়িষ্যার মসনদে প্রকৃত নবাব হইয়া বসিলেন। এইবার বাঙ্গলা দেশে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ঘনঘটা, গগণ আচ্ছাদিত করিবার উপক্রম করিল। আলীবর্দ্দী খাঁর বিশ্বস্ত এবং প্রবীন কর্ম্মচারীবৃন্দ ক্রমশঃ সম্ভ্রম হারাইতে লাগিলেন। সামান্য মোহরের মুন্সী (কায়স্থ) মোহনলালকে সিরাজদ্দৌলা "সাত হাজারী মনসবদারী" এবং "মহারাজ বাহাদুর" খেতাব দিয়া "দেওয়ান-ই-আলা-মেদ্দার-উল্-মোহন" পদে অভিষিক্ত করিলেন। প্রধান সেনাপতি মীরজাফরের উপরে "মীর মদন" নামক এক সৈনিককে স্থাপন করিয়া তাঁহাকেই রাজ্যের প্রধান সেনাপতি করা হইল। দশ হাজারী মনসবদার রাজা দুর্লভরাম ও প্রধান সেনাপতি মীরজাফর, নূতন নবাবের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইলেন।

এই সময় আবার সিরাজের পিতৃব্য-পুত্র পূর্ণিয়ার নবাব সওকৎজঙ্গ, কতকগুলি লোকের পরামর্শে বহু অর্থব্যয়ে দিল্লীর দরবার হইতে বাঙ্গলার সুবেদারীর সনন্দ আনাইয়া আপনাকে বাঙ্গলা, বিহার এবং উড়িষ্যার সুবেদার বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া সিরাজদ্দৌলা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং সভার মধ্যেই ধনকুবের ও মহসম্ভ্রান্ত জগৎ শেঠ মহাতাব চাঁদের গালে এক চড় মারিয়া নিজের অকর্ম্মণ্যতার চূড়ান্ত পরিচয় দিলেন। মীরজাফর ক্রোধে বলিয়া উঠিলেন যে, সিরাজদ্দৌলা দিল্লী হইতে সনন্দ না পাইলে, তিনি অথবা তাঁহার কোন সহকারী সেনানী অস্ত্রস্পর্শ করিবেন না। এইরূপে হতভাগ্য সিরাজদ্দৌলা সকলকেই তাঁহার শত্রু করিলেন।

ইংরাজ বনিকদিগের সহিত সিরাজের বিবাদ ও সেই জন্য সিরাজের সর্ব্বনাশের বিবরণ সকলেই জানেন, সুতরাং তাহা নূতন করিয়া বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই। এই নাটকের যবনিকার অন্তরালে রাজা দুর্লভরাম সূত্রধার স্বরূপে যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহারই একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

পলাসীর যুদ্ধক্ষেত্রে রাজা দুর্লভ রামের অধীনে দশ হাজার সুশিক্ষিত সেনা ছিল; সেই দিন এই সৈন্যদলও মীরজাফরের সেনাদলের মত কেবলমাত্র দাড়াইয়া নিশ্চিন্ত মনে "রণ পয়োধির লহরী" গণিতেছিল। মহাবীর মীর মদন নিহত হইবার পরও, কায়স্থ বীর মহারাজ মোহনলাল যেরূপ বিক্রমের সহিত যুদ্ধ

...ড়িলেন, তাহাতে অল্পকালের মধ্যেই ক্লাইবের মুষ্টিমেয় সেনা ...য় উড়িয়া যাইত! কিন্তু বিধাতার বিধান কে অন্যথা করিতে পারে? ...র ভাগ্যবিধাতা—মীরজাফর এবং রাজা দুর্লভরামের বুদ্ধিকে— ...ই অভিপ্রেত পথে চালিত করিলেন। সিরাজ কেবল মীরজাফরের কথায় ...মাই, তিনি রাজার নিকট দৌড়িয়া গিয়া পরামর্শ চাহিলেন। রাজাও ...দিলেন,—"যুদ্ধ বন্ধ করিয়া আপনি রাজধানী চলিয়া যাউন",—সিরাজ ...ই করিলেন। মোহনলাল প্রভুর আদেশ অমান্য করিতে পারিলেন না, ...মাইয়া দিলেন, আর পলাশীর আম্র কাননে সেই শুভ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ...জুন তারিখে, ভারতে ইংরেজের মহাসমৃদ্ধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ...।

...ইহার পূর্ব্বে; ৪ঠা জুন তারিখে, মীরজাফরের সহিত ক্লাইবের সন্ধিপত্র ...পীকি ভাবে স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির সময়ে মীরজাফর নবাব হইয়া ...জদিগকে দুই কোটি বাইশ লক্ষ টাকা দিবেন প্রতিশ্রুত হইলেন এবং রাজা ...রামকে এই টাকার উপর শতকরা পাচ টাকা হিসাবে কমিশন দিবার ...া স্থির হইলে, তবে তিনি রাজকোষ হইতে টাকা দিতে স্বীকার ...রিয়াছিলেন।

আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে রাজা দুর্লভরামের যে প্রতাপ ছিল, মীরজাফরের ...য়ে তাহা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সেই সময়ে তাঁহার ন্যায় প্রতাপশালী ...ক্তি বাঙ্গলা দেশে আর কেহই ছিলেন না; মহারাজ নন্দকুমার, ...হারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, মহারাজ নবকৃষ্ণ, রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ সেন ...ভৃতি মহাত্মারা রাজনীতিতে তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য মাত্র ছিলেন। তাঁহার ...তিপত্তি এরূপ ছিল যে, তিনি ইংরেজ কোম্পানীকে বাঙ্গলার সুবেদারী ও দেওয়ানী দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছিলেন; তাহাও ...ে তিনি পারিতেন, তৎসম্বন্ধে ইংরেজ কোম্পানীর কোন সন্দেহ ছিল না। ...ন্তু তাঁহারা অধিকতর, স্বার্থের প্রত্যাশায় মীর কাশিমকে নবাবী দিবার জন্য ...গ্র হইয়া রাজার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

রাজা দুর্লভরাম ক্লাইবের বিশেষ বিশ্বাসভাজন বন্ধু ছিলেন। ক্লাইবই

দিল্লীর দরবার হইতে দুর্লভরামকে "মহারাজ মহীন্দ্র" খেতাব আনিয়া দিয়াছিলেন এবং ক্লাইবের চেষ্টায় তিনি প্রায় দশ লক্ষ টাকা আয়ের জায়গীর পাইয়াছিলেন।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই নবাব নজমদ্দৌলা ৫৩,৬৮,১৩১৲ সিক্কা টাকা বৃত্তি লইয়া কোম্পানীর কথামত—মহারাজ দুর্লভরাম, মহাম্মদ রেজা খাঁ এবং শেঠের উপর সম্পূর্ণ রাজ্যভার ছাড়িয়া দেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ রেজা ৯ লক্ষ, মহারাজ দুর্লভরামের ২ লক্ষ ও জগৎশেঠ সেতাব রায়ের ১ লক্ষ বার্ষিক বেতন নির্দ্ধারিত হইল। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহারাজ দুর্লভরাম মহা… সূচক নায়েব নাজিমের পদে নিযুক্ত হন কিন্তু ঐ বৎসরেই তিনি পরলোক গমন করেন। মহারাজ মহীন্দ্র দুর্লভরামের সম্বন্ধে এখনও প্রবাদ রহিয়াছে,—

"স্বর্গে ইন্দ্র, মর্ত্ত্যে মহীন্দ্র।"

মহারাজ রাজবল্লভ বাহাদুর, এই মহারাজ মহীন্দ্র দুর্লভরামের পুত্র। মহী… বাহাদুরের মৃত্যুর পর, গভর্ণর জেনারেল লর্ড হেষ্টিংস্ বাহাদুর মুর্শিদাবাদে… মহারাজ রাজবল্লভকে বাঙ্গলা, বিহার এবং উড়িষ্যা এই তিন সুবার সুবাদারী দেওয়ান নিযুক্ত করেন। পরে সুবা বাঙ্গলা চারিটী জেলায় বিভক্ত হইলে, প্রত্যেক জেলায় একজন করিয়া ইংরেজ কালেক্টার নিযুক্ত হইলেও মহারাজ রাজবল্লভের তরফ হইতে তথায় এক একজন দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাজবল্লভ আলীবর্দ্দী খাঁর সময়ে সুবাদারের বক্শী (Pay Master General of the Army) ও সিরাজদ্দৌলার সময়ে প্রধান রায় রাঁয়া (Financial Minister) এবং পরে খালসার দেওয়ান (Comptroller General of Army) পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং সিরাজদ্দৌলা তাঁহাকে মুর্শিদাবাদ জেলা জায়গীর দিয়াছিলেন। তিনি লর্ড ক্লাইবের অনুরোধ সূত্রে কলিকাতা নগরের (তৎকালীন সুতানুটী গ্রাম) বাগবাজারে বাস করিতেন।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রাজবল্লভের দেহ ত্যাগ হয় এবং তৎপূর্ব্বে তাঁহার একমাত্র পুত্র রাজা মুকুন্দবল্লভের মৃত্যু হয়। রাজা মুকুন্দবল্লভের রাণী জয়মণি, রাজা গৌরবল্লভকে দত্তক গ্রহণ করেন। মহারাজ রাজবল্লভের কুড়ি লক্ষ টাকার অধিক আয়ের সম্পত্তি ছিল কিন্তু ক্রমশঃ ভাগ্যলক্ষ্মীর বিরাগ বশতঃ আজ সেই বংশের কে যে কোথায় কিরূপ দশায় আছেন, তাহা খুঁজিয়া বাহির

করিয়াও লাভ নাই। মহাসমৃদ্ধ সেই সোমবংশের স্মরণে 'রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট' এবং 'রাজা রাজবল্লভ ঘাট' এখনও বর্ত্তমান আছে,—পরে কি হইবে তাহা ভগবানই জানেন। যাহা হউক, অষ্টাদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া এই বংশের তিনজন ভাগ্যবান পুরুষ বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে যে গভীর চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা কখনও লুপ্ত হইবার নহে।

দূরের যাত্রা।

(জছিম উদ্দিন, ফরিদপুর)।

আমায় কেউ ডেক না আজ—
যাত্রা আমার অনেক দূরে;
সবুজে ক্ষেতের হলুদে হাওয়ায়
যুড়েছি গান মেঠেল সুরে।
যেথায় নাচে হাজার চখা
মাঠের বুকে বিলের ধারে,
সেথায় আমার মন ছুটেছে—
হারিয়ে দিতে আপনারে।
শীতের দিনের মিঠেল রোদে
চাষী ভাইয়ের লাঙ্গল কাঁধে,—
সেথায় আমি যাব রে ভাই
ছুটব মাঠে তাদের সাথে।
তার পরে সেই সন্ধ্যে বেলায়
উড়িয়ে মাঠে গোখুর ধূলি;
রাখাল ভাইয়ের চৌদিক ঘিরে
ছুটবে গেহে বলদগুলি;—

পল্লী মায়ের আঁচল ছেয়ে,
আঁধার যবে আসবে ধেয়ে,
তখন আমার জীর্ণ বীণা,
আপন সুরে উঠবে গেয়ে।
তাঁর পরেতে আসবে ধীরে
মরণ ল'য়ে দখিণ হাওয়া ;
মিলন হবে সবার সনে,—
জীবনটীকে ছাপিয়ে দেওয়া।

তাম্বূলোপহার।

(কুমারী পূর্ণিমাসুন্দরী ঘোষ, কোন্নগর)।

(১)

বাক্যে আর কার্য্যে যা'র কিছু মিল নাই,
কহে এক, করে আর,—ভিন্ন ভাব পাই।
সে জনে প্রত্যয় করি' যেবা স্থির রয়,
পরিণামে তা'র ক্ষোভ হয় সুনিশ্চয়।

(২)

করা ভাল পর-হিত সকল প্রকারে,
এর চেয়ে কার্য্য নাহি এ খলু সংসারে।
স্বার্থকে উপেক্ষা করি' কৈলে পরহিত,
চির শান্তি বাস করে হৃদয়ে নিশ্চিত।

(৩)

সুখার্থী যে জন সদা সংযত হইবে,
পরম সন্তোষ তাহে অন্তরে পাইবে।
এ সংসারে সন্তোষই সর্ব্ব সুখ মূল,
ধন রত্ন,—সন্তোষের নহে সমতুল।

(৪)

এক ক্ষেত্রে শালি শ্যামা হয় দুই ধান,
উভয়ের দল কাণ্ড একই সমান।
গাছে পত্রে কাণ্ডে ভেদ নাহি দেখা যায়,
ফলেতেই উহাদের পার্থক্য জানায়।

(৫)

উদ্যোগেই কার্য্য সিদ্ধি হয় সুনিশ্চয়,
মাত্র বাসনায় নাহি হয় ফলোদয়।
মৃগেন্দ্র ঘুমেতে যবে থাকে নিমগন,
তার মুখে মৃগ কভু পশে না কখন।

(৬)

নাহিক চন্দন চূয়া কর্পূর সুসার,
কি দিয়া সাজিব পান দিতে উপহার ?
নহে মিঠা খিলি, নাহি 'তাম্বূলবিহার',
কিসে হবে রসনায় রসের সঞ্চার ?
ওষ্ঠাধর সুরঞ্জিত কভু নাহি হবে,
বালিকাললাটে চির নিন্দা লিপ্ত রবে।
'বিজয় দাদা'র আজ্ঞা ঠেলে সাধ্য কার ?
তাঁরই আদেশে দিনু "তাম্বূলোপহার।"*

* বৈশাখের পত্রিকায় লেখিকার "নূতন খাতার মিঠাই" শীর্ষক প্রবন্ধ
য়। সহকারী সম্পাদক মহাশয় মিঠাই জলযোগ করিয়া তৎপর
" চাহিয়া পাঠান। তদুত্তরে এই কবিতাটী পাওয়া গিয়াছে।

বিধি-লিপি।

(শ্রীমতী চারুশীলা দেবী)।

লগদ দশ হাজার টাকা এবং ভবিষ্যতে প্রচুর সম্পত্তির উত্তরাধিক
হইবার লোভ পরিত্যাগ করিয়া সদ্য এম এ পরীক্ষোত্তীর্ণ শ্রীমান্ কিশোর
দরিদ্র বালিকা উমাকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনিল, বলাবাহুল্য কিশো
মাতা তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। বালিকা উমার সেই সরলতা
অনিন্দ্য মুখ-শ্রী এবং সলজ্জ সশঙ্কিত বিনয় নম্রভাব, কিছুতেই কিশো
মাতার মন হরণ করিতে সমর্থ হইল না। চক্‌চকে ঝন্‌ঝনে দশহা
গোলাকার রজতখণ্ডের শোক যেন দশহাজার কাটার মতন খর খর
তাহার অন্তর মধ্যে অহরহ বিঁধিতে লাগিল। পুত্র কৃতবিদ্য এবং শি
ঈষৎ কোপন স্বভাবও বটে। একবার সে কোন কারণে রাগিয়া উঠিলে
তাহাকে শান্ত করা যায় না। সে নিজে যেটা ভাল বুঝে সেই টাই
বসে। তাই মাতা যখন জমীদার বীরেশ্বর ঘোষের একমাত্র সন্তান
প্রস্তাব সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন এবং ভবিষ্যতে বীরেশ্বর ঘো
জমিদারীর মালীক হইবার প্রলোভন দেখাইলেন, তখন নিতান্ত এক
বোকা ছেলে এত প্রলোভন সত্বেও মাতার এ প্রস্তাবে কিছুতেই
হইতে পারিল না। কবে সে তাহার কোন সহপাঠী বন্ধুর বাড়ী
বেড়াইতে গিয়া বন্ধুর একটী অরক্ষণীয়া ভগ্নী দেখিয়া আসিয়াছিল এবং
পিতা নাকি অবস্থার অসচ্ছলতা হেতু তখন পর্য্যন্ত কন্যার বিবাহ দিতে
নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাতেই নাকি কিশোর একেবারে
গিয়াছিল। সে নাকি বন্ধুর নিকটে অমনি প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছিল
এম এ পাশ করিতে পারিলেই সে উমাকে বিবাহ করিবে; অতএব এখন
সে তাহার সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে পারিল না। মাতার সহস্র যুক্তি
ভাসিয়া গেল, কিশোরের একই কথা—"এখন আমি তাদের কথা দিয়ে
ভাঙ্গতে পারব না।"

তাহার পর নববসন্তের এক ফুল্ল যামিনীতে শ্রীমান্ কিশোরচন্দ্র বিনা
আড়ম্বরে দরিদ্র-দুহিতা উমাকে বিবাহ করিয়া গৃহে ফিরিল। মাতার

ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল; তিনি সরলা পুত্র বধূকে মাতৃস্নেহে
লিয়া লওয়া দূরে থাকুক, অশেষ প্রকারে নির্য্যাতনের সঙ্কল্প করিতে
দ। কিশোর বিবাহান্তে নব পরিণীতা পত্নীকে মাতার নিকটে রাখিয়া
রে আইন অধ্যয়ন করিতে কলিকাতায় চলিয়া গেল; আর মাতা
নের ঘর ঝাল ঝাড়িতে লাগিলেন—এই নিরীহ উমার উপর। তাহার
—এই হতভাগা মেয়েটার জন্যই তাহার প্রচুর অর্থ এবং ভবিষ্যতে
রাভের ব্যাঘাত ঘটিল। এই মেয়েটাই যে তাহার পরম শত্রু,
তাহার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না; এবং এই 'ধেড়ে' মেয়েটাকে
যে মেয়ের বাপ তাঁহার নির্ব্বোধ পুত্রটীকে ঠকাইয়া বিবাহ দিয়াছে,
উমার পিতার উপরেও তাঁহার দারুণ আক্রোশ হইল। কি প্রকারে
একটা উপযুক্ত প্রতিশোধ দিবেন মনে মনে দিবারাত্রি তাহাই কল্পনা
লাগিলেন। উমা বুদ্ধিমতী, শিক্ষিতা এবং ধীরপ্রকৃতি, সে
নীরবে সংসারের সমস্ত কাজগুলি করিত, সর্ব্বপ্রকারে শাশুড়ীর মনস্তুষ্টি
প্রয়াস পাইত—কিন্তু হায়! সে সমস্তই নিষ্ফল। সে যে দরিদ্রকন্যা,
পিতৃগৃহ হইতে আসিয়াছে, সে কি আর শাশুড়ীর আদরের পাত্রী
পারে? তাহার পিতা যদি তাহাকে সোনার পাতে মুড়িয়া টাকার
সমেত শ্বশুরগৃহে পাঠাইতে পারিতেন, তাহা হইলেও বরং সে কোনও
শাশুড়ীর প্রিয় পাত্রী হইতে পারিত। কিন্তু এ সংসারে দরিদ্রকে
করে কে?

কিশোর কলিকাতাতেই থাকে, কলেজ বন্ধ হইলে যখন সে বাড়ী আইসে
উমার বিষাদ ক্লিষ্ট মুখখানি দেখিয়া সে বড়ই ব্যথিত হয় কিন্তু উমাকে
বার জিজ্ঞাসা করিয়াও এ বিষণ্ণতার কারণ কিছুই বুঝিতে পারে না।
উমা শাশুড়ীর নির্য্যাতনের কথা স্বামীর নিকটে প্রকাশ করিত না।
নিত, সে দরিদ্রের কন্যা, সুতরাং এ নির্য্যাতন তাহার ন্যায্য প্রাপ্য।
মলিন মুখখানি চুম্বন করিয়া কিশোর কতবার বলিয়াছে "দেখ, মা যদি
বলেন, তাতে তুমি দুঃখ কোর না।" উমা স্বামীর সেই মিষ্ট কথায়
যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইত। কিশোর কলিকাতায় গেলে, আবার সে কবে
বে, কবে তাহাকে মধুমাখা স্বরে "উমা" বলিয়া ডাকিবে, আদর করিবে,

উমা সেই সুখের কল্পনা বুকে লইয়া দিন কাটাইত। স্বামীর সোহাগ, যত্ন স্মরণ করিয়া সে মনে মনে কতই সুখের চিত্র আঁকিত। সে পুলকের শাশুড়ীর শত লাঞ্ছনা গঞ্জনা কোথায় ভাসিয়া যাইত।

এমনি করিয়া সহস্র নির্য্যাতনের মধ্যে উমার বিরাহিত জীবনের বৎসর শ্বশুরবাড়ীতে অতিবাহিত হইল। উমা সেই যে বিবাহের নববধূরূপে স্বামীগৃহে আসিয়াছিল, তার পরে উমার শাশুড়ী আর পিত্রালয়ে যাইতে দেন নাই। "গরীবের মেয়ের আবার বাপের বাড়ী রস কেন?"—বলিয়া তিনি উমার পিত্রালয় হইতে যখনই কেহ বধূকে আসিত, তাহাকে বিদায় করিয়া দিতেন। এ দিকে কিশোরের নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। এই পরীক্ষাই তাহার শেষ পরীক্ষা। ব্যাঘাত জন্মিবার আশঙ্কায় সে বাড়ী আসা একেবারে বন্ধ করিল এবং উৎসাহে পড়া মুখস্থ করিতে লাগিল। উকিল হইয়া সে হাই কোর্টে প্র্যা করিবে, মাতাকে এবং উমাকে কলিকাতায় আনিয়া রাখিবে—মূর্খ বালিকা উমাকে কলিকাতায় লইয়া আসিয়া, থিয়েটার, বায়স্কোপ, গা 'জুয়েলজিকেল গার্ডেন', 'মিউজিয়াম' প্রভৃতি কত কি অদ্ভুত দৃশ্য দেখা তাহা দেখিয়া উমা বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া থাকিবে, কিশোরের উমি পোষাক দেখিয়া সে কত পরিহাস করিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি কত কল্পনাতেই কিশোর বিভোর! সেই সমস্ত সুখের কল্পনায় তাহার মন এরো হইতেও দ্রুতবেগে কল্পনারাজ্যে ছুটিয়া চলিত।

২

জীবনের সুদীর্ঘ ছিয়াত্তর বৎসর সংসারের সহিত অবিরাম সংগ্রাম ক যখন কাশীনাথ বাবু বিশ্রামলাভের আশায় ক্লান্ত দেহে শয্যা গ্রহণ করিলে তখন শ্বশুরের অবস্থা দেখিয়া বধূ যোগমায়া প্রমাদ গণিল। কাশীনাথ বা একমাত্র পুত্র অনিল কলিকাতা থাকিয়া ডাক্তারী পড়িত; পুত্রবধূটীকে ল কাশীনাথ বাবু শান্ত পল্লীমাতার অঙ্কে তাঁহার দেশের বাড়ীতেই থাকিতেন। ক্ষুদ্র পল্লীতে না আছে ডাক্তার-কবিরাজ, না আছে কাশীনাথ বাবুর অর্থবল এবং পুত্র অনিল ভিন্ন এ জগতে তাঁহার আত্মীয়ও বড় কেহ ছিল না।

গৃহিণী বহুদিন পূর্ব্বেই স্বর্গগতা হইয়াছেন, তাই গৃহের কর্ত্রী এখন যোগমায়া বধূ যোগমায়াই এখন কাশীনাথ বাবুর মাতার স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল। যোগমায়া যখন একাদশ বৎসরের বালিকাটী ছিল, তখন কাশীনাথ বাবু তাহাকে গৃহে আনিয়াছিলেন; তাই সে কোন দিনই শ্বশুরের নিকটে লজ্জা করে নাই। সে পিতৃমাতৃহীনা বালিকা কাশীনাথ বাবুর নিকটে একাধারে পিতামাতার স্নেহ পাইয়া তাহার সমস্ত হৃদয়টুকু শ্বশুরের সেবাতেই উৎসর্গ করিয়া ফেলিল। পাছে শ্বশুরের কোনরূপ কষ্ট হয় কিংবা কোনরূপ অনিয়মে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, সে বিষয়ে সে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিত; কিন্তু কাল কাহারও বাধ্য নয়। যোগমায়ার সহস্র যত্ন চেষ্টা সত্ত্বেও কাশীনাথ বাবু পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। যোগমায়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া যখন প্রাণপণে শ্বশুরের সেবায় নিযুক্ত হইল, তখন কাশীনাথ বাবু অনুযোগ করিয়া বলিতেন—"নিজে সময় মত নেয়ে খেয়ে একটু ঘুমিয়ো মা! এমন করে সব সময় আমায় নিয়ে ব্যস্ত থেকো না,—অত অনিয়ম করলে শেষে নিজেই যে অসুখে পড়বে মা!"

কাতরকণ্ঠে যোগমায়া বলিত—"আগে আপনি ভাল হউন বাবা, তারপরে সব হবে।"

কাশীনাথ বাবু মৃদু হাসিয়া বলিতেন—"আর কি চিরদিন তোর এ বুড়ো ছেলেকে ধরে রাখতে পারবি মা? জীবনের ছুটী যে ফুরিয়ে আসছে!"

কর্ম্মঠ, সুস্থ ও সবলকায় শ্বশুরকে এমন ভাবে শয্যাশায়ী হইতে দেখিয়া যোগমায়া বড়ই ভীতা হইল এবং কলিকাতায় অনিলকে সংবাদ দিল।

পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া অনিল তাহার জনৈক সাহায্যায়ী বন্ধু সহ তাড়াতাড়ি বাটী আসিল এবং সহর হইতে সিবিল সার্জ্জনকে আনিয়া পিতাকে দেখাইল; পরে নিজেরাই তাঁহার শুশ্রূষা এবং চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিল,—কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

কাশীনাথ বাবুর পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। একদিন ডাক্তার সাহেব আসিয়া শেষ জবাব দিয়া গেলেন। বলিলেন—"আমি সাধ্যমত চিকিৎসা করিয়াছি কিন্তু গতিক ভাল বুঝছি না; আপনারা ইচ্ছা করেন ত অপর ডাক্তার এনে দেখাতে পারেন।"

অনিল বুঝিল—পিতার জীবন রক্ষার আর কোন আশা নাই। কলিকাতা হইতে চিকিৎসক আনাইয়া পিতার চিকিৎসা করাইবার অর্থও তাহার নাই! ডাক্তার সাহেবের কথা শুনিয়া অনিল অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে উত্তর করিল—"আপনি যদি রোগ আরাম করতে না পারেন, তবে আর কে করবে? এ দেশে আপনার চেয়ে বড় ডাক্তার আর কে আছে যে তাঁকে আনবার কথা বলছেন? দেখুন আপনি যদি কোন উপায়ে বাবাকে বাঁচাতে পারেন।"

কাশীনাথ বাবু বুঝিতে পারিলেন তাঁহার জীবনের হিসাব নিকাশ শেষ হইয়া আসিয়াছে,—তাঁহার ডাক পড়িয়াছে। তিনি অনিলকে ডাকিয়া স্নেহমাখা স্বরে বলিলেন—"অনিল বাবা! আমার জন্য বৃথা কেন এত অর্থ নষ্ট কচ্ছ? আমাকে এবার যেতেই হবে তা আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি। চিরদিন কি কেউ সংসারে পড়ে থাকে? তবে একটা আক্ষেপ উমাকে আর বুঝি দেখতে পেলেম না। সেই যে বিয়ের পরেই সে চলে গেছে,—তার আর তাকে পাঠালে না!"

অনিল কোনও উত্তর করিতে পারিল না তাহার চক্ষু দুটী ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। পিতার এ সাধ পূর্ণ করিবারও সে কোন পন্থা খুঁজিয়া পাইল না। সে জানিত পূর্ব্বে বহু অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও উমার শাশুড়ী উমাকে পাঠান নাই, আর এখনই যে পাঠাইবেন, সে আশাও খুব কম। কিন্তু তাহার সাহাধ্যায়ী যুবক নির্ম্মল বলিল—"আমি গিয়ে উমাকে নিয়ে আসব।"

অনিল তাহাকে চুপি চুপি বলিল—"সে আশা বৃথা! উমার শাশুড়ী বড় সাধারণ লোক নয়।"

নির্ম্মল বলিল—"মানুষ কি এমন চামার হইতে পারে? অন্য সময়ে যা করেছে—করেছে কিন্তু এ সময়ে না পাঠিয়ে থাকতে পারবে না। তুমি কিশোরকে সমস্ত কথা খুলে একখানা চিঠি লেখ, আমি গিয়ে উমাকে নিয়ে আসি। জন্মের শোধ সে কি একবার তার বাপকে দেখবে না?

নির্ম্মল, অনিল ও কিশোর সকলেই বাল্যকাল হইতে এক সঙ্গে বি, এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিল। নির্ম্মল ও অনিলের বাড়ী পূর্ব্বে কতবার আসিয়াছে। সকলে তাহাকে আত্মীয়ের মতই ভাবিত। অনিল নির্ম্মলের অনুরোধে কিশোরকে

পিতার অবস্থার কথা জানাইয়া এবং এ সময় যে, সে পিতাকে ফেলিয়া কোথাও যাইতে পারিতেছে না, সেই জন্যই উমাকে আনিতে নির্ম্মলকে পাঠাইতে লিখিতেছে; এই সমস্ত কথা উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিল, কিন্তু "বিধিলিপি" খণ্ডন করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। কিশোর সম্প্রতি বাসা পরিবর্ত্তন করায় অনিলের সে পত্র কিশোরের হস্তগত হইল না। এদিকে নির্ম্মলও উমাকে আনিতে গেল। নির্ম্মল পূর্ব্বেও কিশোরের বাড়ীতে দুই একবার গিয়াছিল, সেখানেও সে সম্পূর্ণ অপরিচিত নহে। সে কিশোরের মাতার নিকটে গিয়া কাশীনাথ বাবুর পীড়ার কথা এবং তাঁহার উমাকে দেখিবার শেষ ইচ্ছার বিষয় উল্লেখ করিল; অনিল পিতাকে এই অবস্থায় ফেলিয়া আসিতে পারে না ও তাই নির্ম্মলকেই উমাকে আনিবার জন্য যাইতে হইয়াছে—তাহাও সে বলিল। নির্ম্মলের কথায় কিশোরের মাতার সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। একেত উমার পিতার প্রতি তাঁহার চির বিদ্বেষ, তাহার উপর পরের ছেলে নির্ম্মল উমাকে লইতে আসিয়াছে,—আর যায় কোথা?—তিনি ভাবিলেন এ কেবল তাঁহাকে অপমানিত করিবার জন্যই করা হইয়াছে,—"নির্ম্মল কোথাকার কে, যে সে উমাকে নিতে আসে?"

অনিলের মিনতিপূর্ণ কথার উত্তরে তিনি একটু তীব্র স্বরেই বলিলেন "তা বাছা আমি কি করে উমাকে পাঠাব বল? কিশোর বাড়ীতে নেই, তার মতে আমি বৌকে পাঠাতে পারি?"

নির্ম্মল বলিল—"সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কিশোরকে আমি জানি। সে এমন হৃদয়হীন নয়। এ সময় নিয়ে গেলে সে কিছুই বলবে না।"

উমার শাশুড়ী দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"না বাপু: সে রাগী মানুষ, যার তার সঙ্গে বৌ পাঠালে, সে আমার রক্ষা রাখবে না।—

নির্ম্মল চমকিয়া উঠিল,—উমার শাশুড়ীর এই অভদ্র জনোচিত উত্তরে মনে মনে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং তাহারও জিদ হইল যেরূপে পারে সে উমাকে লইয়া যাইবেই। পিতার সঙ্কটাপন্ন পীড়ার কথা শুনা পর্য্যন্ত উমা কাঁদিয়া আকুল হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তার ক্রন্দনে শাশুড়ীর কঠোর হৃদয় বিগলিত হইল না। তিনি গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"ওঃ বাপের তো রস

বড়, তাই রাস্তার লোককে ধরে নিতে পাঠিয়েছে! লজ্জা করে না? আমার ছেলে কি কেউ নয়, যে তার বউকে যে কেউ নিতে আসবে, আর অমনি তার সঙ্গে আমি বউ পাঠাব! বাপই যেন মরতে বসেছে, কিন্তু অমন জল্‌জ্যান্ত ভাই রয়েছে, সেত আর মরেনি! নেবার যদি ইচ্ছে থাকত, তাহলে সেই ত আসতে পারত!" শাশুড়ীর কথা গুলির তীব্র কষাঘাতে আরও দ্বিগুণ বেগে উমা কাঁদিতে লাগিল। নির্ম্মল উচ্ছ্বসিত ক্রোধবেগ দমন করিয়া শান্তভাবে বলিল "আমি নিতান্ত একটা রাস্তার লোক নই। কিশোর আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু—অনিলও আমার ভাই, তাতেই আমি সাহস করে উমাকে নিতে এসেছি, নইলে আমি আসতে পারতেম না। আর আপনি কিশোরের মা, আপনি যে আমাকে একেবারে না চেনেন, তাও নয়, এর আগেও আমি আপনার বাড়ীতে বেড়াতে এসেছি। আপনি কেবল রাগের বশেই আমাকে এমন অপমান কচ্ছেন, এটা আপনার কি উচিত। কিশোর যদি আজ বাড়ী থাকত, তা হলে কখনই সে উমাকে আমার সঙ্গে পাঠাতে আপত্তি করত না। উমার বাপ মৃত্যুশয্যায়; জন্মের শোধ একটীবার মেয়েটীকে দেখতে চাচ্ছেন। এ সময় তাঁর উপর মনে কোনও বিদ্বেষ ভাব রাখবেন না, একবার উমাকে পাঠিয়ে দিন, তার পর আমরাই তাকে রেখে যাব।"

উমার শাশুড়ী কিন্তু নির্ম্মলের কথা কাণেই তুলিলেন না। এদিকে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া কোচমান বাহির হইতে চেঁচাইয়া বলিল—"বাবু আভি দের্ কর্‌নেছে, টিরিন্ নেহি মিলেগা।"

উমা চুপটি করিয়া বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছিল। কান্না ভিন্ন তাহার আর উপায় কি? কান্নাই যে বঙ্গনারীর সম্বল! পিতা মৃত্যুশয্যায়; আর সে জন্মেরশোধ একটী বার সেই স্নেহময় পিতাকে দেখিতে পাইবে না; এর চেয়ে ... কি কষ্ট হইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

সাধন চতুষ্টয়।

(শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ।)

সাধনান্যত্র চত্বারি কথিতানি মনীষিভিঃ।
যেষু সৎস্বেব সন্নিষ্ঠা যদভাবে ন সিধ্যতি॥

বিবেকচূড়ামণিঃ। ১৮শ শ্লোক।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসার্থবিষয়ে পণ্ডিতগণ চতুর্ব্বিধ সাধনের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সাধনচতুষ্টয় সাধকের শরীরে থাকিলে, তাহাদের ব্রহ্মনিষ্ঠা লাভ হয়, এবং তাহার অভাবে সিদ্ধিলাভেরও অভাব হইয়া থাকে।

আদৌ নিত্যানিত্যবস্তু বিবেকঃ পরিগণ্যতে।
ইহামুত্রফলভোগবিরাগস্তদনন্তরম্॥
শমাদিষট্‌ক সম্পত্তির্মুমুক্ষুত্বমিতি স্ফুটম্।
ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যেবং রূপোবিনিশ্চয়ঃ॥

বি, চূ। ১৯। ২০ শ্লোক।

ঐ চতুর্ব্বিধ সাধন, যাহা অন্যত্র সাধন চতুষ্টয় রূপে ব্যক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে আদিতে নিত্যানিত্য বস্তুর বিচার পরিগণনা হয়। অনন্তর ইহলোকে ও পরলোকে ফলভোগেচ্ছায় বিরক্তি ত্যাগ কথিত হয়। পরে শমদমাদি ষট্‌ক সম্পত্তি কথিত হইয়া মুমুক্ষুত্ব ব্যক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎ মিথ্যা, এইরূপ নিশ্চয় সিদ্ধান্তই নিত্যানিত্য বস্তু বিচাররূপে উক্ত হইয়াছে।

প্রথম সাধন—নিত্যানিত্য বস্তুবিবেকঃ। দ্বিতীয় সাধন—ইহামুত্রার্থফলভোগ বিরাগঃ। তৃতীয় সাধন—শমদমাদি ষট্‌ক সম্পত্তিঃ। চতুর্থ সাধন—মুমুক্ষুত্বমিতি।

১। নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকঃ।

নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকের অর্থ এই যে,—ব্রহ্মৈব সত্যং জগন্মিথ্যেতি ... অর্থাৎ—নিত্য এবং অনিত্য, এই উভয় পদার্থের বিচার। সেই

বিচার কিরূপ? একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, তদ্ভিন্ন সমস্ত জগৎ অসত্য অর্থাৎ মিথ্যা, মনোমধ্যে এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করাকেই নিত্যানিত্য বস্তু বিচার বলে। ব্রহ্মই সত্য এবং জগৎ মিথ্যা, এইরূপ স্থির নিশ্চয় করার নাম নিত্যানিত্য বস্তু বিচার রূপে উক্ত হইয়াছে।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের মুমুক্ষু প্রকরণের একটী শ্লোক দেখুন।

"অবশ্যমিহহি বিচারক্কতে সকলদুঃখ পরিক্ষয়োভবতি।

অর্থাৎ—তত্ত্ব বিচার করিলে মনুষ্যদিগের অবশ্য সকল দুঃখের পরিক্ষয় হয়।

২। ইহা মুত্রার্থ ফলভোগ বিয়োগঃ।

ইহা মুত্র ফলভোগ বিরাগের অর্থ এই যে,—"ইহ স্বর্গ ভোগেষু ... রাহিত্যম্।" অর্থাৎ—ইহ জগতের বিষয় সুখেচ্ছা, এবং মৃত্যুর পর স্বর্গসুখে... এই উভয় প্রকার সুখভোগেচ্ছা না থাকার নাম ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগ।

দেহাদি ব্রহ্ম পর্য্যন্ত-হ্যনিত্যে ভোগবস্তুনি।
বিরজ্য বিষয় ব্রাতাদ্দোষ দৃষ্ট্যা মুহুর্ম্মুহুঃ॥

বিবেকচূড়ামণিঃ। ২২শ শ্লোক।

ইহার অর্থ এই যে,—ভোগ্যবস্তু স্বরূপ অনিত্য শরীর হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক সেই সকল শরীরে পুনঃ পুনঃ দোষ দর্শন করিয়া, নশ্বরত্ব বোধ করিয়া, বিষয়জালে যে আন্তরিক বিরক্তি ভাব, তাহারই নাম বিরাগ।

৩। শমদমাদি ষটক সম্পত্তিঃ।

শম, দম প্রভৃতি ছয়টী সম্পত্তি। সেই ছয়টী সম্পত্তি কি কি? "শমদমোপরতি তিতিক্ষা শ্রদ্ধা সমাধানঞ্চেতি।" অর্থাৎ (১) শম, (২) দম, (৩) উপরতি, (৪) তিতিক্ষা, (৫) শ্রদ্ধা এবং (৬) সমাধান।

এই শমদমাদি কাহাকে বলে,—এক্ষণে শাস্ত্র হইতে সংগ্রহপূর্ব্বক তাহাই বলা হইতেছে।

১। শমঃ।

স্বলক্ষ্যে নিয়তাবস্থা মনসঃ শম উচ্যতে,
বিষয়েভ্যঃ পরাবর্ত্ত্য স্থাপনং স্ব স্ব গোলকে॥

বিবেক চূড়ামণি। ২৩ শ্লোক

...আপনার লক্ষ্য বস্তুতে মনের সংযতাবস্থার নাম শম। অর্থাৎ ...র শম বলে। শ্রবণাদি ব্যতিরিক্ত পরমাত্মা বিষয়ক শ্রবণ মনন ও ... ভিন্ন সংসার সম্বন্ধীয় বিষয়বর্গ হইতে মনের যে সংযম এবং ... শ্রবণাদিতে যে মনের প্রবর্ত্তন তাহাকে শম কহে।

... কহিয়াছিলন—"শমোসম্নিষ্ঠতা বুদ্ধিঃ"—আমাতে নিষ্ঠতা যে ...—ঈশ্বর নিষ্ঠ যে বুদ্ধি তাহারই নাম শমঃ।

২। দমঃ।

বিষয়েভ্যঃ পরাবর্ত্ত্যস্থাপনং স্বস্বগোলকে।
উভয়েষামিন্দ্রিয়াণাং স দমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

বি, চূ। ২৩ শ্লোকঃ ২য় ও ২৪ শ্লোক ১ম পংক্তি।

...ন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়কে বিষয় পদার্থ হইতে পরাবর্ত্তন পূর্ব্বক স্ব স্ব ...স্থাপন করার নাম দম। অর্থাৎ বাহেন্দ্রিয় নিগ্রহের নাম ...

... কর্ম্মেন্দ্রিয় যথা—বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। এবং পঞ্চ ... যথা—দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষু, শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ণ, ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকা, ...জিহ্বা ও স্পর্শনেন্দ্রিয় ত্বক। এই সমুদয় ইন্দ্রিয়কে সংসার বিষয় ... নিগ্রহ করাকে বা নিবৃত্তি করাকে দম কহে।

৩। উপরতিঃ।

বাহ্যানালম্বনং বৃত্তেরেষোপরতিরুত্তমা।

বি, চূ। ২৪ শ্লোক, ২য় চরণ।

...বস্তুতে চিত্তবৃত্তির অনাবলম্বনকেই উত্তম উপরতি কহে। বিহিতানাং

কর্ম্মাণাং [illegible] বিহিত কর্ম্মকাণ্ডের [illegible]
পরিত্যাগ [illegible] শ্রবণা [illegible] বর্ত্তমানস্ত মনসঃ [illegible]
বর্ত্তনং [illegible] দিতে নিত্য প্রবৃত্ত [illegible]
বিষয় হইতে, [illegible] শ্রবণাদিতে প্রবর্ত্ত [illegible]
উপরতি [illegible]।

৫। তিতিক্ষা। [illegible]

[illegible] পূর্ব্বকম্।
[illegible] তিক্ষা নিগদ্যতে॥

বি, চূ। [illegible]

চিন্তা [illegible] পূর্ব্বক সকল প্রকার [illegible]
করাকে [illegible]।

"শীতোষ্ণ [illegible] বিচ্ছেদ ব্যতিরিক্তং।" [illegible]
যাহাতে [illegible] সুখ দুঃখ প্রভৃতি [illegible]
সহিষ্ণুতা [illegible] বাপি পরাপরাধে [illegible]
তিতিক্ষা। অর্থাৎ—[illegible] ত্বও অপরের অপরাধ [illegible]
তিতিক্ষা [illegible]।

৬। শ্রদ্ধা।

[illegible] বধারণম্।
[illegible] পলভ্যতে॥

বি. চূ। [illegible]

শাস্ত্র [illegible] অবধারণ, তাহাকেই [illegible]
শ্রদ্ধা দ্বার [illegible] পারা যায়।

"গুরু [illegible]।" গুরু বাক্য ও [illegible]
প্রতি দৃঢ় [illegible]।

৭। [illegible] ধান।

[illegible] নির্ম্মলে।
[illegible] চালনম্॥

বি, চূ। [illegible]

[illegible] ব্রহ্মে সদাসর্ব্বদা বুদ্ধির যে সংস্থাপন, তাহার নাম সমাধান
[illegible] চিত্তের যে চালনা, তাহা সমাধান নহে; অর্থাৎ ঈপ্সিত
[illegible] চিত্তবৃত্তি বৃদ্ধি পাইলে সমাধান সিদ্ধি হয় না। 'চিত্তৈকাগ্রতা'
[illegible] তে মনের একাগ্রতার নাম সমাধান। 'শ্রবণাদিষু বর্ত্তমানং মনোবাসনা-
বিষয়েষু গচ্ছতি যদা যদা তদা তদা দোষ দৃষ্ট্যা তেষু সমাধানং।'—অর্থাৎ
শ্রবণাদিতে বিদ্যমান মনঃ যে যে সময়ে বাসনা বশতঃ বিষয়গত হয়,
সেই সময়ে পদার্থ ক্ষণিকত্বাদি দোষ দর্শন করিয়া পরমাত্মাতে মনকে
[illegible] করার নাম সমাধান।

এবার চতুর্থ অর্থাৎ শেষ সাধনটীর বিষয় বলা যাইতেছে।

৪। চতুর্থ সাধন—মুমুক্ষুত্বমিতি।

মুমুক্ষুত্বং অর্থাৎ—"মোক্ষেহতি তীব্রেচ্ছাবত্বং।" ভববন্ধন মোচনের নিমিত্ত
[illegible] তি তীব্র বাসনা তাহার নাম মুমুক্ষুতা।

এতৎ সাধন চতুষ্টয় সম্পত্তিঃ।

ইহাকেই সাধন চতুষ্টয় সম্পত্তি বলা যায়।

সাধন চতুষ্টয় সম্বন্ধে পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে,
[illegible] ন চতুষ্টয়ের ভিত্তিমূল বৈরাগ্য বা বিবেক জ্ঞান। নিত্যানিত্য বস্তু বিচার
[illegible] এই বিবেক জ্ঞান পরিপক্ক হয়। কিরূপে সেই বিচার করিতে হয়,
[illegible] র প্রণালী এই—

"কোহহং কথমিদং জাতং কোবৈ কর্ত্তাহস্য বিদ্যতে।
উপাদানং কিমস্তীহ বিচারঃ সোহয়মীদৃশঃ॥"

অপরাক্ষানুভূতি। ১২ শ্লোক।

আমি কে? এই জগৎ কিরূপ? কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কেই
[illegible] এই জগতের কর্ত্তা এবং ইহার উপাদানই বা কি, অর্থাৎ—কি বস্তু দ্বারা
[illegible] নির্ম্মিত, ইত্যাদি নানা প্রকার কারণ অনুসন্ধান করা। এইরূপ অনুসন্ধানই
বিচার এবং এই বিচারই জ্ঞানের কারণ।

BLOCKED INFORMATION.

সাধন চতুষ্টয়নিষ্ঠ ব্যক্তিই এরূপ বিচার করিবার যোগ্য পাত্র; অ
অন্যান্য পণ্ডিত ব্যক্তি কেবল মৌখিক বিচার করিতে সমর্থ হইতে পা
কিন্তু বিচারের ফল ভোগ পূর্ব্বক শান্তি লাভ করিতে পারে না। শান্তি
করিতে না পারিবার কারণ—অবিবেক; অর্থাৎ বিবেক-জ্ঞান রহিত
অপারক হয়। বৈরাগ্য ব্যতিরেকে যে আর কোনও উপায়ে শান্তি লা
না, ইহা সকল শাস্ত্রেরই মত। বেদান্ত-দর্শনে যেরূপ বৈরাগ্যাবস্থা দেখা
নিমিত্ত সাধন চতুষ্টয়ের বর্ণনা দেখা যায়, সাংখ্য-দর্শনেও সেইরূপ ব্যবস্থা দে
বার জন্য ক্রিয়া-যোগত্রয়ের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রিয়াযোগত্রয় কি
পাতঞ্জল-দর্শনে দেখা যায়—

"তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ॥"

পাতঞ্জল দর্শন। সাধন পাদ। ১৮ শ্লোক।

তপস্যা, স্বাধ্যায় (বেদাভ্যাস) ও ঈশ্বর প্রণিধান;—এই তিন
কার্য্যকে ক্রিয়াযোগ বলে।

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শাস্ত্রোক্ত ব্রত নিয়মাদির অনুষ্ঠান করার নাম—তপস্যা।
(ওঁকার) প্রভৃতি ঈশ্বর বাচক শব্দের জপ ও তাহার অর্থ চিন্তা এবং
শাস্ত্রের মর্ম্মানুসন্ধানে রত থাকার নাম—স্বাধ্যায়। ভক্তি-শ্রদ্ধা স
ঈশ্বরার্পিত চিত্ত হইয়া কার্য্য করার নাম—ঈশ্বর প্রণিধান। এই সকল
যোগ উত্তম প্রকারে অভ্যস্ত হইলে পরিণামে যে ফলের উদয় হয়,
সাধন চতুষ্টয় উত্তমরূপ অভ্যস্ত হইলেও, সেই ফলের উদয় হইয়া থা
অর্থাৎ এই উভয় প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান বা সাধন মধ্যে যেইটীতেই
হইবে। যেইটী দ্বারাই সাত্বিক বৈরাগ্যের উদয় হইবে। সেই সাত্বিক
থাকে সুদৃঢ় করিবার জন্য বানপ্রস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাস
গ্রহণ পূর্ব্বক, যোগ আশ্রয় করিবে, যথা—

"বনেষু তু বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।
চতুর্থ মায়ুষোভাগং ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ॥"

মনু-সংহিতা। ৬ অঃ। ৩৩ শ্লোক।

অর্থাৎ,—পরমায়ুর তৃতীয় ভাগ এইরূপে দুশ্চর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া,
ভাগে বিষয়াসক্তি পরিহার পূর্ব্বক, ঈশ্বরে মনঃ সমাসীন করত পরিব্রজ্যা
সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে।

ইতি সাধন চতুষ্টয়ঃ।

অন্ন-সমস্যা।

(শ্রীরাধারমণ দাস, ফরিদপুর)।

বর্ত্তমান সময়ে দেশ-হিতৈষী মহাত্মাগণ নানা প্রকার সময়োপযোগী
ব্যবস্থাদ্বারা স্বদেশের কল্যাণ সাধনায় সচেষ্ট হন, কিন্তু এই স্থবির
জে তাঁহাদের সদুদ্দেশ্য অনেক সময়ই ব্যর্থ হইয়া যায়। ইহার কারণ
সন্ধান করলে দেখা যায়,—যে সমস্যাগুলির সমাধান জন্য তাঁহারা বদ্ধ-
কর হন, সর্ব্ব সময়ই সেই গুলির সম্পূর্ণ এবং সার্ব্বজনীন মীমাংসায়
তাঁহারা উপনীত হইতে পারেন না। দেশের সহস্রমুখী অভাব অভিযোগের
সন্ধান কিম্বা মীমাংসার কথা, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে অবতারণা করা আমার
উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু অন্ন-সমস্যা-রূপ যে কঠিন বিষয়টী আজ বিকট-ভ্রভঙ্গে
দেশের সম্মুখেই উপস্থিত, তৎসম্বন্ধে এই প্রবন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচিত
হইবে।

আমি অন্যান্য প্রদেশ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না,—আমাদের বাঙ্গলা
দেশের বর্ত্তমান অবস্থার কথাই আমার অলোচ্য বিষয়। খাদ্যাদি ক্রমাগত এরূপ
মূল্য হইতেছে যে, মধ্যবিত্ত লোকদিগকে বহু সময় অভাবের সহিত প্রতি-
যোগিতা করিয়া কোন প্রকারে জীবন রক্ষা করিতে হয়। বঙ্গভূমি চিরকাল
শস্য-শ্যামলা বলিয়া প্রসিদ্ধ;—ইহা কি সম্প্রতি এতই অনুর্ব্বরা হইয়া পড়িয়াছে
যে ঐরূপ তদুৎপন্ন শস্যদ্বারা সমগ্র বঙ্গবাসীর আহারের সঙ্কুলন হয় না? তাহার
কারণ না। গত কয়েক বৎসর হইতেই কি অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি আধি-

দৈবিক প্রকোপের ফলে দেশে উপযুক্ত খাদ্য সামগ্রী উৎপন্ন হইতেছে না!—এরূপও বোধ হইতেছে না। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিলে, প্রধানতঃ [illegible] কয়েকটী বিষয় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়।—

সাধারণতঃ অর্থাগমের প্রধান চারিটী পন্থা আছে,—কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় এবং চাকুরী। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত সম্প্রদায় উপরো[illegible] প্রথম তিনটী পথ পরিত্যাগ করিয়া,—চাকুরী সম্বল, চাকুরীগতজী[illegible] হইয়া উঠিয়াছেন; এই তিনটীর একটীতেও তাঁহাদের অধিকার নাই,—এমন কি এতৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষাও তাঁহাদের বড় এক[illegible] দেখা যায় না। ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অতি অল্পসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তি[illegible] নিযুক্ত আছেন এবং যাঁহারা ইহাতে লিপ্ত আছেন,—তাঁহারাও উপযু[illegible] সহানুভূতি ও উৎসাহের অভাবে, প্রাণহীন ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছেন[illegible] আবার, কৃষি এবং শিল্পের প্রতি ইহাদের আদৌ অনুরাগ বা উৎসাহ প[illegible] লক্ষিতই হয় না।—"বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ, তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি"—এই [illegible] মূল্যবান মহাজন বাক্যটী অনেকের মুখেই আবৃত্তি হয় বটে,—কিন্তু ত[illegible] কার্য্যে পরিণত করিতে অতি অল্প লোকই সচেষ্ট হন। ইহার প্রধান কারণ[illegible] আমার বিশ্বাস; কৃষি ও শিল্প কার্য্যাদি শিক্ষিত জন সাধারণ 'কর্ত্তব্য' বলিয়া[illegible] মনেই করেন না; তাই বহুকাল উমেদারী করিয়া সৌভাগ্য বশতঃ মাসিক ৩০[illegible] কি ৪০৲ টাকা বেতনের চাকুরী জুটিলেই, তাঁহাদের বিদ্যাশিক্ষা সার্থক হই[illegible] মনে করেন। এরূপ ধারণার কারণও বিদ্যমান; উপযুক্ত ও শিক্ষিত লোক[illegible] চাকুরী বিহীন হইয়া বিষয়ান্তরে নিযুক্ত হইলে, শিক্ষিত সমাজে তাঁহার স্থান ও[illegible] সম্মান যেন অনেকটা কমিয়া যায়; সুতরাং কতকটা অভাবে ও কতকটা [illegible] মর্য্যাদাহানির আশঙ্কায় চাকুরীই শিক্ষিত লোকের অবলম্বন হইয়া উঠে[illegible] শুধু চাকুরীতে আর কত লোক প্রতিপালিত হইবে? তাই আজ এই অর্থসঙ্ক[illegible] ঘটিয়াছে।

কিন্তু যাঁহারা মাসিক নির্দ্দিষ্ট বেতনে চাকুরী বা ওকালতী, ডাক্তারী প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসায় করেন, তাঁহাদের জানা উচিত—তাঁহারা উৎপাদনের কেহ নহেন,—অধিকন্তু উৎসন্নতার সহায়। দিন দিন তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হেতু তাঁহাদের অভাব পরিপূরণের জন্য অর্থ

[illegible]সে কোথা হইতে? উপেক্ষিত নিরক্ষর কৃষক সম্প্রদায় ও অল্পসংখ্যক [illegible]বির শ্রমার্জ্জিত উৎপন্ন দ্রব্যের উপর নির্ভর করিয়া আর কতকাল [illegible]বে?

ইহার উপর, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ব্যবসায়ের লভ্যাংশ কোটী [illegible] টাকা নিজ তহবিলে পূর্ণ করিতেছেন। বঙ্গমাতার নিতান্ত [illegible] যে, ইহার অধিকাংশই ইংরেজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতি, [illegible]য়ারী, পার্শী, দিল্লীওয়ালা এবং অতি অল্প সংখ্যকই এত-[illegible]। এই সকল বিদেশাগত ব্যবসায়ীর অতুল ধনৈশ্বর্য্যের বিষয় চিন্তা [illegible] বিস্মিত হইতে হয়। ইহারা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া সুদূর বাঙ্গলায় [illegible] কোটী কোটী টাকা সঞ্চয় করিতেছেন, আর আমরা বাঙ্গালী?—[illegible]বন পরিশ্রমার্জ্জিত অগাধ বিদ্যার চাপরাস কোমরে বাঁধিয়া কেহ [illegible] কি পঞ্চাশ টাকা বেতনের চাকুরী করিয়া অতি কষ্টে দিন অতিবাহিত [illegible]ছি; কেহ বা ভাগ্যগুণে চারিশত কি পাঁচশত টাকা বেতনের উচ্চ [illegible]চারী পদে সমাসীন হইয়া আপনাকে অতিশয় সৌভাগ্যশালী [illegible] করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি বটে, কিন্তু অনেক সময় সে আয়ও [illegible] বলিয়া বিবেচিত হয় না; কারণ উচ্চ পদের সম্মান রক্ষার্থ উপযুক্ত [illegible] বাহন করিতেই হয়, নতুবা পদমর্য্যাদার লাঘব ঘটে।

অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন যে, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় দ্বারা দেশের [illegible]বিধ কল্যাণ সাধিত হয় না কিন্তু তাহা নহে, ইহারাই দেশের সৌভাগ্য [illegible]সম্পদের আধার; ইহাদের দ্বারাই চিকাগো, নিউ-ইয়র্কের ন্যায় [illegible]রের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদন হইতেছে। ইহাদিগকে বাদ দিলে দেশ—দরিদ্র, [illegible]হীন ও নগণ্য হইয়া পড়ে। এ যাবৎ যাহা আমরা করি নাই বা করিবার [illegible]টা করি নাই, অন্য জাতি তাহা অবলম্বন করিয়া সম্পদশালী হইলে, সে [illegible]দোষ তাঁহাদের নহে,—দোষ সম্পূর্ণ আমাদের। পূর্ব্বোক্ত ব্যবসায়ীগণ না [illegible]আসিলে; হয়ত দূর দূরান্তর হইতে অপর কোন জাতি আসিয়া এই সুবিধা [illegible]ভোগ করিতেন। বর্ত্তমানে যে সকল ব্যবসায়ীগণ কার্য্যক্ষেত্রে এতদূর অগ্রসর [illegible]হইয়াছেন, প্রতিযোগীতায় তাঁহাদিগকে পরাভূত করিয়া সে স্থান অধিকার [illegible] দুঃসাধ্য বটে; কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করিলে একেবারে অসাধ্য নহে!

আমাদের ভবিষ্যৎ আশার স্থল যুবকবৃন্দ কঠোর পরিশ্রম এব বহু অর্থব্যয় করিয়া সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গন হইতে বহির্গত হন এবং আপনাদিগকে জন-সাধারণ হইতে পৃথক শ্রেণীর মানুষ মনে করেন, তাই সংসার ক্ষেত্রে গত্যন্তর না পাইয়া অন্ততঃ মান সম্মান বজা রাখিবার জন্যও সামান্য চাকুরীর চেষ্টা করিতে বাধ্য হন। প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় কোন ব্যবসায়ে রত হইয়া সফলতা লাভ করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভ বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত বর্ত্তমানের সম্পদশালী মাড়োয়ারীগণ বিকানীর বা জয়পুর হইতে মূলধন আনিয়া বাঙ্গলা প্রদেশে ঐশ্বর্য্যের বিস্তার করেন নাই; কঠোর পরিশ্রম ও অসামান্য সহিষ্ণুতা গুণে তাঁহারা উন্নতি লাভ করিয়াছেন।

সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতি লাভ করিতে হইলে যে পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিতে হয়, সেরূপ পরিশ্রমকে শিক্ষিত লোক লজ্জাস্কর মনে করেন। এই লজ্জা একরূপ স্বাভাবিকও বটে; কারণ শিক্ষিত সম্প্রদায় এ দেশে যেমন জন সাধারণ হইতে স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছেন, সম্ভবতঃ জগতের অন্যান্য সুসভ্যদেশে সেরূপ হয় নাই। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনুমান হয়, আমরা কর্ম্মকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া কর্ম্মের সুখময় ফলই অনায়াসে ভোগ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি; কিন্তু জগতের অবস্থা দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ফলভোগের বাসনা বা আগ্রহ থাকিলে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে নতুবা ধ্বংসমুখে পতিত হইতে হইবেই।

বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষা, কর্ম্মোপযোগী হওয়া আবশ্যক। রাশি রাশি পুস্তক পড়িয়া শুধু বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা করিলে জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে না। যদি বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে উচ্চশিক্ষা পাইয়া শুধু আফিসের কেরাণী হইতে হয়, তবে সে উচ্চ শিক্ষার প্রসার যতই সঙ্কুচিত হয়, ততই দেশের মঙ্গল। উচ্চ শিক্ষা মানব সমাজের উন্নতি বিধায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু শুধু বিদ্বান হইলেই জ্ঞানী বা কর্ম্মী হয় না; জ্ঞান ও কর্ম্ম, পদার্থ-বিদ্যা হইতে স্বতন্ত্র। মানবের আত্মাভিমান বিনষ্ট করিয়া যে বিদ্যা জীবন-সংগ্রামে সহায় হয়,—সেই বিদ্যাই প্রকৃত বিদ্যা—সেই বিদ্যাই

মানব জাতিকে শান্তি ও সুখ প্রদান করিতে সমর্থ, কিন্তু আমাদের গ্রহ বৈগুণ্য বশতঃই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, অধুনা ইহার বিপরীত ফল দেখা যাইতেছে; বিনয়, সৌজন্য, অমায়িকতার পরিবর্ত্তে বরং অভিমানই দৃষ্ট হইতেছে। এই অভিমান কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে; জ্ঞান ও উন্নতির অন্তরায়, কারণ অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি হয়ত মনে করেন যে, তাঁহারা জগতের সকল বিষয়ই জ্ঞাত হইয়াছেন, লোকের সাহচর্য্যে আর একটু পরিপক্ক হইলেই অভিজ্ঞতার চূড়ান্ত হইবে। জন-সাধারণের জ্ঞান যে কোন কালে কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে, ইহা সম্ভবতঃ তাঁহাদের কল্পনারও অতীত। কিন্তু সংসার সম্বন্ধে জ্ঞান অনেক অশিক্ষিত লোকের মধ্যেও প্রচুর দেখা যায়।

শিক্ষার শেষ নাই; তুচ্ছাদপি তুচ্ছেরও সমীপবর্ত্তী হইয়া বহু বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়। সংসারে প্রকৃত জ্ঞানী না হইয়া শুধু বচন বিন্যাস দ্বারা জ্ঞানী সাজিলে, দেশের ও সমাজের পক্ষে বড়ই অকল্যাণ হয়। বিদ্যার্থীগণ যতদিন বিদ্যালয়ে থাকেন, ততদিন শ্রেষ্ঠ-জনোচিত উচ্চ আসনের একাংশের অধিকারী হওয়ার কল্পনা-কুহকে মুগ্ধ রহেন, কিন্তু একবার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পর, অধিকাংশ স্থলেই, নিত্য অভাবের তাড়নায় তাড়িত হইয়া তাঁহারা কোথায় যে অন্তর্হিত হন, তাঁহার সন্ধান পাওয়া দুরূহ। একটী কথা তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, জগতের অন্যান্য সুসভ্য দেশের কর্ম্মক্ষেত্র যতদূর প্রসারিত, আমাদের সেরূপ নহে। ক্ষেত্র, সময় ও অর্থাভাবে—প্রতিভা আপনি নষ্ট হইয়া যায়। তজ্জন্য দেশ-হিতৈষীগণের প্রধান কর্ত্তব্য,—কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত করা; তাহাতে সংস্কার ও সমাজ-নীতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক বিবেচিত হইলে, তাহাও একান্ত কর্ত্তব্য। বারান্তরে এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

হরীতকী।

(শ্রীজীবনবিহারী সিংহ)।

পূর্ব্বানুবৃত্তি

উত্তর ভারতের কুমায়ুন হইতে বাঙ্গলা দেশ পর্য্যন্ত; আর—দা[illegible] দাক্ষিণাত্য অধিত্যকার ১০০০ ফিট্ হইতে ৬০০০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ ভূমিতে [illegible] ব্রহ্ম রাজ্যে, সিংহল দ্বীপে এবং মলয় প্রায়োপদ্বীপে হরিতকীর বৃক্ষ জন্মে। মাদ্রা[illegible] প্রেসিডেন্সীর জঙ্গল মাত্রেই হরীতকী বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থা[illegible] কোয়েম্বাটোর জেলার গাছগুলি খুব বড় হয়। গঞ্জাম, গুম্সর ও গোদা[illegible] বিভাগে হরীতকীর কিছুমাত্রও অভাব নাই। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর [illegible] পর্ব্বত শ্রেণীর সন্নিকটে ও সানুদেশে এবং বেল্গাম্, কণাড়া ও [illegible] নিকটবর্ত্তী ঘাট প্রদেশে হরীতকীর বহু বন্ (জঙ্গল) আছে।

একদা পরম সুখে উপবিষ্ট দক্ষ প্রজাপতিকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় জিজ্ঞা[illegible] করিয়াছিলেন—"ভগবন্! কিরূপে হরীতকীর উৎপত্তি হইয়াছে এবং উহা[illegible] জাতিভেদে কত প্রকার; হরীতকীর রস, উপরস, নাম, লক্ষণ, বর্ণ[illegible] গুণের বিষয়ই বা কিরূপ এবং কোন্ জাতীয় হরীতকী কো[illegible] কোন্ রোগে প্রয়োজিত হয় এবং কোন্ দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইলে কো[illegible] কোন্ রোগ নষ্ট করে? আপনি এই সকল জ্ঞাতব্য বিষয় বলিবার একমা[illegible] উপযুক্ত পাত্র। অতএব, জীবের উপকারের নিমিত্ত এই সকল বিষয় যথায[illegible] বর্ণন করুন।"

প্রত্যুত্তরে দক্ষ প্রজাপতি বলিলেন যে,—একদা ইন্দ্র অমৃত পান করিতে[illegible] ছিলেন; ঐ অমৃত হইতে একবিন্দু ভূমিতে নিপতিত হইলে, সে[illegible] অমৃত বিন্দু হইতে হরীতকীর উৎপত্তি হইয়াছে।

হরীতকী সপ্ত প্রকার; যথা—(১) বিজয়া, (২) রোহিণী, (৩) পূতনা, (৪) অমৃতা, (৫) অভয়া, (৬) জীবন্তী এবং (৭) চেতকী।—এই সপ্ত প্রকার হরীতকীর মধ্যে বিজয়ার আকৃতি অলাবু সদৃশ,—অর্থাৎ শিরাবিহীন এবং গোল। রোহিণী হরীতকী সম্পূর্ণ গোল। পূতনা সূক্ষ্ম, অথচ অপেক্ষাকৃত [illegible]হদ্বীজ এবং স্বল্প শাঁস বিশিষ্ট। অমৃতা স্থূলত্বচা,—অর্থাৎ ত্বক মোটা এবং

[illegible]বীজ বিশিষ্ট; ইহারও শাঁস অধিক। অভয়া পঞ্চ রেখাযুক্ত এবং তত [illegible]ল নহে। জীবন্তী স্বর্ণ সদৃশ পীতবর্ণ; দেখিতে সুন্দর। চেতকী তিনটী [illegible]রেখাযুক্ত।

এই সকল হরীতকীর মধ্যে বিজয়া সকল রোগেই প্রশস্ত। রোহিণী [illegible] বিনাশকারী। পূতনা প্রলেপে উপকারী। অমৃতা সংশোধনের পক্ষে [illegible] হিতকর। অভয়া চক্ষুরোগে বিশেষ উপকারী। জীবন্তী সকল প্রকার [illegible]রোগাপহারক। চেতকী চূর্ণে প্রশস্ত।—এই সকল বিবেচনা করিয়া হরী-[illegible]কী প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

চেতকী হরীতকী আবার শুক্ল ও কৃষ্ণ ভেদে দুই প্রকার হইয়া থাকে। [illegible]মধ্যে শুক্লবর্ণ হরীতকী আয়তনে ষড়ঙ্গুল এবং কৃষ্ণবর্ণ চেতকী আয়তনে [illegible] অঙ্গুল মাত্র। এই সকল হরীতকীর মধ্যে কোন কোন হরীতকী ভক্ষণে, কোন কোন হরীতকীর আঘ্রাণে, কোন কোন হরীতকীর স্পর্শে এবং কোন কোন হরীতকীর দর্শনে ভেদ হইয়া থাকে।

মনুষ্য, পশু, পক্ষী ও মৃগ প্রভৃতি যে কোন প্রাণী চেতকী হরীতকী [illegible]বৃক্ষের ছায়ায় গমনাগমন করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহাদের ভেদ হয়। এই চেতকী হরীতকী হাতে করিয়া রাখিলে, যতক্ষণ উহা হাতে থাকে, ততক্ষণ কেবলই ভেদ হইতে থাকে; হাত হইতে উহা ফেলিয়া দিলে ভেদ বন্ধ হয়। তৃষ্ণার্ত্ত, সুকুমার, কৃশ ও যাহাদিগের ঔষধের প্রতি বিদ্বেষ আছে, তাহাদিগের চেতকী সুখ-বিরেচনের পক্ষে বিশেষ প্রশস্ত। এই সপ্তজাতি হরীতকীর মধ্যে বিজয়াই প্রশস্ত, সুখসেব্য ও সুলভ। বিশেষতঃ রোগের পক্ষে বিজয়া বিশেষ হিতকর।

নিরুক্তিতে লিখিত আছে যে, হরের ভবনে হরীতকীর উৎপত্তি হইয়াছিল; এই জন্য ইহা হরীতা এবং ইহা সকল রোগ হরণ করে বলিয়া ইহাকে হরীতকী কহে। যথা;—

"হরস্য ভবনে জাতা হরীতা চ স্বভাবতঃ।
হরয়েৎ সর্ব্বরোগাংশ্চ তেন প্রোক্তা হরীতকী॥"

নিরুক্তি।

রাজনির্ঘণ্টে লিখিত আছে :—

"হরতে প্রসভং ব্যাধীন্ ভুয়স্তকতি যদ্বপুঃ।
হরীতকী তু সা প্রোক্তা তকতি দীপ্তবাচিকা॥"

ইতি রাজনির্ঘণ্ট।

ইহা সেবনে সহসা ব্যাধি সমূহ প্রশমিত এবং শরীর প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, এই নিমিত্ত ইহার নাম হরীতকী হইয়াছে। আরও লিখিত আছে—

"কদাচিৎ কুপ্যতে মাতা নোদরস্থা হরীতকী।"

অর্থাৎ—গর্ভধারিণী জননীও কখন কখন সন্তানের উপর কুপিতা হইয়া থাকেন, কিন্তু উদরস্থিতা হরীতকী কখনই কুপিতা হন না।

এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, সুপক্ক হরীতকী সেবন করিলে ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না; সে ব্যক্তি অমর হইয়া থাকে। হরীতকী বৃক্ষে প্রতি বৎসর একটী মাত্র হরীতকী পাকিয়া থাকে; দেবগণ সেই পাকা হরীতকীটী গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই জন্য নরলোকে কেহই ঐ পাকা হরীতকীটী প্রাপ্ত হন না। শুভাদৃষ্ট বশতঃ যদি কোন ব্যক্তি ঐ পাকা হরীতকী প্রাপ্ত হন এবং সেবন করেন, তাহা হইলে তাঁহার আর জরামৃত্যুর ভয় থাকে না।

চরক সংহিতায় দেখা যায় যে, হরীতকী পঞ্চরস বিশিষ্ট; ইহাতে কেবল মাত্র লবণ রস নাই। বাকী কটু, তিক্ত, কষায়, অম্ল, মধুর—এই পঞ্চ রস ইহাতে বিদ্যমান আছে; তন্মধ্যে কষায় রসই সর্ব্ব প্রধান, রসনেন্দ্রিয়ের অনুভব যোগ্য। রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকর, মেধাজনক, মধুর বিপাক, রসায়ন, চক্ষুর হিতকর, লঘু, আয়ুস্কর, মাংসবর্দ্ধক, অনুলোমক; এবং শ্বাস, কাস, প্রমেহ, অর্শ, কুষ্ঠ, শোথ, উদর, কৃমি, বিস্বরতা, গ্রহণী রোগ, বিবন্ধ, বিষম জ্বর, গুল্ম, উদরাধ্মান, পিপাসা, বমি, হিক্কা, কণ্ডু, হৃদ্রোগ, কামলা, শূল, আনাহ, প্লীহা—হরীতকীগত মধুর, তিক্ত ও কষায় রসদ্বারা (উক্ত রোগসমূহ) ও পিত্ত নষ্ট হয়। ইহার কটু, তিক্ত ও কষায় রসদ্বারা কফ এবং অম্ল রসদ্বারা বায়ু নষ্ট হয়। কটুরস ও অম্লরস দ্বারা পিত্ত বৃদ্ধি হয় না। তিক্ত ও কষায় রসদ্বারা

বায়ু বৃদ্ধি হয় না। হরীতকীর মজ্জায় মধুর রস, স্নায়ুতে অম্ল রস, বৃন্তে তিক্ত রস, ত্বকে কটু রস এবং অস্থিতে কষায় রস অবস্থিত।

যে হরীতকী নূতন, স্নিগ্ধ, কঠিন, গোল, ভারী এবং যাহা জলে নিক্ষেপ করিলে মগ্ন হইয়া যায়, তাহাই প্রশস্ত ও অত্যন্ত ফলদায়ক। যে হরীতকী পূর্ব্বোক্তরূপ নূতন এবং যাহা স্নিগ্ধাদি গুণ যুক্ত এবং যাহার পরিমাণ দুই কর্ষ, সেই হরীতকীই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাত।

হরীতকী চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ করিলে অগ্নিবৃদ্ধি, পেষণ করিয়া সেবন করিলে মল শোধিত এবং সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে মলরোধ, আর—ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া খাইলে ত্রিদোষ নষ্ট হইয়া থাকে। আহারের সহিত হরীতকী সেবন করিলে বুদ্ধির বিলক্ষণ বিকাশ, বল বৃদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের পটুতা হয় এবং মূত্র, পুরীষ ও শারীরিক ক্লেদ সমূহ অনায়াসে বিনির্গত হইয়া যায়। আহারান্তে হরীতকী ভক্ষণ করিলে অন্ন পান কৃত দোষ হেতু বাত, পিত্ত ও কফ জন্য পীড়া সত্বরই আরোগ্য হয়। হরীতকী লবণের সহিত খাইলে কফ; চিনির সহিত খাইলে পিত্ত; ঘৃত সহ খাইলে বাতজ রোগ এবং গুড়ের সহিত সেবনে সমস্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া যায়।

ঋতু বিশেষে যথাবিধি অনুপানে হরীতকী সেবন করিলে, সকল ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া, রসায়ন হইয়া থাকে। অনুপান বিশেষে এই প্রকার হরীতকী সেবনকে ঋতু হরীতকী কহে। এই ঋতু হরীতকী যাবতীয় রসায়নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই ঋতু হরীতকী প্রাবৃটে সৈন্ধব: লবণ সহিত, শরৎকালে চিনির সহিত, হেমন্তে শুঁঠের সহিত, শিশিরে পিপুলের সহিত, বসন্তকালে মধুর সহিত এবং নিদাঘে গুড়ের সহিত সেবনে অতীব শুভ ফল লাভ হইয়া থাকে। এক তোলা পরিমাণ হরীতকী চূর্ণ এবং এক তোলা পরিমাণ অনুপান দ্রব্য, একত্র মিলিত করিয়া সেবন করিলে সকল প্রকার রোগ প্রশমিত হয়। ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসায়ন।

যাহারা "ভাব প্রকাশ" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বিদিত আছেন যে, পথ পর্য্যটনে অত্যন্ত ক্লান্ত, বলহীন, রুক্ষ শরীর, কৃশ, উপবাসী বা পিত্ত-প্রকৃতি ব্যক্তি অথবা যাহার রক্তস্রাব হইয়াছে, তাহাদিগের হরীতকী ভক্ষণ নিষেধ। গর্ভবতী রমণী মাত্রেরই হরীতকী সেবন একান্ত নিষিদ্ধ।

হরীতকী খণ্ড সেবনে সকল প্রকার অম্লপিত্ত, শূল ও অর্শ প্রভৃতি রোগ অচিরাৎ প্রশমিত হয়। অম্লশূলে ইহা বিশেষ উপকারী।

হরীতকী তৈল।—ইহার গুণ—শীতল, কষায়, মধুর, কটু, সকল ব্যাধি নাশক, পথ্য ও নানাবিধ ত্বগ্‌দোষ নাশক।

হরীতকী রসায়ন।—(চরকোক্ত রসায়ন ঔষধ বিশেষ) রোগীর বলাবল অনুসারে এই রসায়নের মাত্রা নির্ণয় করিতে হয়। এই রসায়ন পরিপাক পাইলে, ঘৃত ও দুগ্ধ সহ শালি অথবা ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিয়া উষ্ণ জল পান করিতে হয়। এই রসায়ন সেবন করিলে জরা, ব্যাধি, পাপ, অবিচার ও ভয় অপগত হইয়া থাকে: শরীর, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের বল অতুল হইয়া থাকে; কোন প্রকার চেষ্টাই বিফল হয় না এবং ইহাতে দীর্ঘায়ু লাভ হয়। (চরক)

হরীতক্যাদি কষায় (কাথ)—এই কাথ মধু সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে অতিশয় দাহযুক্ত মূত্রকৃচ্ছ্র আশু প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্য রত্নাবলী)

হরীতক্যাদি বর্ত্তি।—ইহা চক্ষুতে দিলে কণ্ডূ ও তিমির রোগ আশু বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্য রত্নাবলী)

হরীতকী বীজ।—হরীতকীর অস্থি, হরীতকীর আঁটী। ইহার গুণ,—চক্ষুর হিতকর, গুরু, বাতনাশক ও পিত্তঘ্ন।

হরীতকীর মোরব্বা।—অতি উপাদেয় ও অত্যন্ত উপকারী।

হরীতকীর বৃক্ষ অতি বৃহৎ। শরৎকালে এবং শীত ঋতুতে ইহাদিগের পত্র ঝরিয়া যায়। নববসন্ত সমাগমে পুনর্ব্বার নব পল্লব নির্গত হইয়া থাকে। হরীতকীর বৃক্ষ হইতে যে রস বহির্গত হয়, তাহা ঔষধের জন্য আবশ্যক হয়। যাহারা গাত্রে রং ব্যবহার করে, তাহাদেরই হরীতকী বৃক্ষের প্রয়োজন। ইহার ফলের শাঁস চূর্ণ করিয়া, জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, ইহাতে যদি কোন বস্ত্র ডুবাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ বস্ত্রের বর্ণ ধূসর হইবে। হরীতকী ফল চর্ম্মকারগণের অত্যাবশ্যকীয় পদার্থ। ইহার কাথে পশুচর্ম্ম শক্ত করিয়া ব্যাবহারোপযোগী করিতে হইলে হরীতকী চূর্ণের আবশ্যক। ইহাতে চর্ম্ম মসৃণ ও কোমল হয়। রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে

প্রচুর পরিমাণে সঙ্কোচক অম্লরস আছে এবং তদ্দারা সহজেই চর্ম্ম ...হইয়া থাকে।

...ত গভর্ণমেণ্টের জঙ্গল বিভাগের রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, হরীতকী ...করিয়া গভর্ণমেণ্টের প্রতি বৎসরে প্রচুর লাভ হইয়া থাকে।

...র্বেদ শাস্ত্রে ও অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে হরীতকীর যথেষ্ট প্রশংসা পাওয়া যায়। হরীতকী অনেক সময় "প্রাণদা" বলিয়া উল্লিখিত হয়। ...র হরীতকীর বিষয় আমরা অবগত আছি; তাহাদের বিষয় পূর্ব্বে ...বলা হইয়াছে। উহাদের মধ্যে পক্ক হরীতকী এবং জাঙ্গী হরীতকী, ...প্রকার হরীতকী কেবল ঔষধের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের ...গুলি গোলাকার, মসৃণ ও ভিতরে ফাঁপা নহে, সেই হরীতকী গুলিই ...জন্য ব্যবহৃত হয়। যাহা জলে ফেলিলে ডুবিয়া যায়, সেই প্রকার ...ই ব্যবহারের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। যাহার শাঁস অধিক, ...য়, ছাল পাতলা, সেই হরীতকীই উৎকৃষ্ট। হরীতকী,—জ্বর, কাসি, ...পীড়া, ক্রিমি, হাঁপানী, অর্শরোগ, আমাশয়, বমন, হিক্কা, হৃদ-রোগ, ...কৃৎ ও রক্তদূষণ—এই সমুদয় দুরূহ রোগের মহৌষধ রূপে ব্যবহৃত হয়। ...ব্যতীত অন্য সকল প্রকার পীড়াতেই ইহা অন্যান্য ঔষধ সংযোগে রোগীকে ...করান হইয়া থাকে।

...রীতকী ফলের রোগারোগ্যকারী ক্ষমতা বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই ...দেশীয় চিকিৎসকগণও অবগত ছিলেন। তাঁহাদিগের নিকট হইতে গ্রীক্ ...আকৃটুয়ারিম্ জানিতে পারিয়াছিলেন। আরবগণ হরীতকীকে ...লিলাজ" বলিত। তাহাদের মত এই যে, গৃহে যেমন সুগৃহিণী, উদর মধ্যে ...কী সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)।

* এই সংখ্যায়ও এই প্রবন্ধটী সম্পূর্ণ মুদ্রিত করিতে অক্ষম হওয়ায়, আমরা ...লেখক মহাশয়ের নিকট করযোড়ে ক্ষমা চাহিতেছি। সঃ

বেলেঘাটায় বঙ্গীয় কায়স্থ সভার অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন।

(শ্রীমাখনলাল ধর বর্ম্মা, প্রচারক)।

বিগত ৫ই ও ৬ই আষাঢ় শনি ও রবিবারে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার বার্ষিক অধিবেশন, কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের সভাপ কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলেঘাটার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের ভবনে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশের নানা জিলা প্রতিনিধিগণ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন; স্বেচ্ছাসেবকগণের কাহারও কোন অসুবিধা হয় নাই এবং আদর যত্নেরও ত্রুটী হয় কলিকাতার এবং মফঃস্বলের বহু সম্ভ্রান্ত কায়স্থ এই সভায় উ হইয়াছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তি বর্গের মধ্যে নিম্নোক্ত নামগুলি বিশে উল্লেখ যোগ্য—মহারাজ জগদীশনাথ রায়বর্ম্মা (দিনাজপুর), কুমার ম মিত্র বাহাদুর, কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়বর্ম্মা এম এ প্রোক্ত, রায় প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা সিদ্ধান্তবারিধি,বেদান্তরত্ন হীরেন্দ্রনা শরৎকুমার মিত্র বি, এল, মৃণালকান্তি ঘোষবর্ম্মা, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (টাকী), গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা, বাসন্তীচরণ এম, এ, বি, এল, ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি, এল, রায় বিনোদবিহারী নিবারণচন্দ্র দত্ত, বিপিনবিহারী ঘোষ (অবসর প্রাপ্ত সবজজ), কৃষ্ণচন্দ্র বর্ম্মা বেদান্ত-চিন্তামণি, নরেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা এম, এ, বি, এল, সৌরেন্দ্রনা (জমিদার হুগলি), মন্মথনাথ সরকার, আশুতোষ সরকার (অবসরপ্রাপ্ত ম রায় যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর, সুরেন্দ্রনারায়ণ দেব (ইটালি), প আশুতোষ তর্কতীর্থ, পণ্ডিত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, পণ্ডিত আশুতোষ কাব্য শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী, মাখনলাল ধরবর্ম্মা প্রচারক, র সিংহ, রঞ্জনবিলাস রায়-চৌধুরী, যোগেন্দ্রমোহন সিংহ, উপেন্দ্রচন্দ্র শশাঙ্কশেখর সিংহ, অনারেবল রায় মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বাহাদুর, অসীমকৃষ্ণ দেববর্ম্মা (শোভাবাজার রাজবাড়ী), নীতীশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, ঈশ্বরীপ্রসাদ বর্ম্মা প্রভৃতি।

দিন বেলা ৩॥ ঘটিকার সময় শঙ্খধ্বনি সহকারে সভা আরম্ভ
প্রথমে মঙ্গলাচরণ সঙ্গীতটী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার গান
পর, পণ্ডিত শ্রীআশুতোষ তর্কতীর্থ সংস্কৃত কবিতায় সভার
করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। পরে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি
সবজজ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ সংক্ষেপে সমাগত সকলকে সাদর
করিয়া, অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বসুকে
অভিভাষণ পাঠ করিতে অনুরোধ করেন। এই অভিভাষণে
কায়স্থের মিলন না হইলে দেশের ও সমাজের উন্নতি হওয়া অসম্ভব,
বিশেষভাবে বলা হইয়াছিল। ইহার পর সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত
চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় সঙ্গীত দ্বারা সভাস্থ সকলকে মোহিত করিলেন।
যুক্ত গোপালচন্দ্র কবিকুসুম মহাশয় গণপতি বিদ্যারত্নের রচিত অন্ত
কবিতা আবৃত্তি করিলে, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহোদয় কুমার
থ মিত্র মহোদয়কে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন।
র সভাপতি মহাশয় একটী সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করেন। পরে রায়
নগেন্দ্রনাথ বসু,—গৌরীপুরের মহারাজা প্রভৃতি যাঁহারা এই সভায়
ন করিতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র দিয়াছেন,—
র নাম পাঠ করেন। পরে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের একটী
ত সঙ্গীতান্তে প্রথম দিনের সভা ভঙ্গ হয়।

দ্বিতীয় দিনের সভায় কায়স্থ জাতির কল্যাণ এবং সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি
মূলক ২০টী প্রস্তাব গৃহীত হইলে পর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা
হয়। *

* আগামী সংখ্যায় এই প্রস্তাব গুলি আমরা পত্রিকাস্থ করিতে চেষ্টা
করিব।
সম্পাদক।

বিবিধ।

(সম্পাদক)।

(ক) উপনয়ন :—

১। বিগত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার বিক্রমপুর শেখরনগর গ্রামে শ্রীনাথ রায় দেববর্ম্মা রায় বাহাদুর মহাশয়ের কেন্দ্রে ২২ জন কায়স্থ যথা প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মদনমোহন বি আচার্য্যের ও শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন।

২। জিলা বাঁকুড়ার অন্তর্গত রামসাগর নিবাসী শ্রীযুক্ত পিতা দেববর্ম্মা মহাশয় গত ৪ঠা আষাঢ় রথযাত্রার দিন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের আচার্য্যত্বে ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়া তিনি অত্র লোহারদাগা ষ্টেসনের ষ্টেসন-মাষ্টার; বয়স ৫৭। তিনি বৈষ্ণব, তান্ত্রিক মতে নিত্য ৺ কালীমাতার পুজা করিয়া থাকেন।

(খ) বিবাহ :—

১। গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ মালীগ্রাম (ফরিদপুর) নিবাসী মোক্তার ৺শ্রীনাথ হোরবর্ম্মা মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী স্নেহলতা দেবীর সহিত হা নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন গুহবর্ম্মার শুভ পরিণয় ক্ষত্রিয়াচারে হইয়াছে। দেনা পাওনা সম্বন্ধে পাত্রীপক্ষ যাহা দিতে রাজি ছিলেন, পা তাহাতেই সম্মত হইয়া কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

২। গত ২৯শে আষাঢ়, স্থানীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিশ্বে গুপ্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ মনমোহন দাশ গুপ্ত বি, এর সহিত, উকীল শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন গুপ্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যানীয়া পারুলবালার শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হইয়াছে। বরপক্ষ বর-পণ বাবদ দাবীই করেন নাই; এমন কি বরযাত্রীগণের পাথেয় এবং কুলীন বিদায় ইত্যা সমস্ত ব্যয়ই বরপক্ষ বহন করিয়াছেন।

(গ) শ্রাদ্ধ :—

১। বিগত ২০শে জ্যৈষ্ঠ বিক্রমপুর শেখরনগর নিবাসী রায় বাহাদুর জ্ঞাতি স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ রায় মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ, তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত রায়বর্ম্মা ত্রয়োদশ দিবসে সম্পন্ন করিয়াছেন। (মৃতকের বয়স ৯১ বৎসর ছিল)।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

১৩শ খণ্ড। | শ্রাবণ, ১৩২৭ সাল। | ৪র্থ সংখ্যা

নারী।

(শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা)।

(১)

বিশ্ব বিজয় করিতেছে নারী হানিয়া অপাঙ্গে নয়ন-বাণ,
দেখিতে দেখিতে পড়িছে লুটায়ে চরণে তাহার সহস্র প্রাণ।
রূপের অনলে কত যে মানব পতঙ্গের দশা পেতেছে সদা,
সুরা মদিরায় প্রমত্ত হ'য়ে, কত যে জীবনে লাগিছে ধাঁধাঁ।
তবুও নারীরে দুর্ব্বলা বলিবে অবলা বলিয়ে ঘৃণিবে তায়,
মনে রেখো কৃষ্ণ গোলক-পতি পড়েছে লুটায়ে রাধিকা পায়।

(২)

শাস্ত্রে রয়েছে নারীর শকতি জ্বলন্ত অক্ষরে কত যে লেখা,
ইতিহাস হ'তে এখনো মুছেনি তাদের মহান্ কীর্ত্তি-রেখা।
এখনো রয়েছে পদাঙ্ক চিহ্ন উপন্যাস আর কাব্য কাননে,
বিশ্ব ব্যাপী শক্তি তাদের, প্রত্যেক গৃহী সে কথা জানে।
তবুও নারীরে অবলা বলিবে দুর্ব্বলা বলিয়ে ঠেলিবে হায়,
মনে রেখো কৃষ্ণ জগৎ-পতি পড়েছে লুটায়ে রাধিকা পায়।

(৩)

দুঃশাসন আর কীচক নিধন,—কীর্ত্তি গরিমা দ্রৌপদীর,
লক্ষ বুকের রক্ত-রাগে রঞ্জিত পদ পদ্মিনীর।
সীতার হরণে লঙ্কাধীপের রাজ্য ও বংশের হয়েছে শেষ,
ক্লীওপেট্রার রূপের অনলে ভস্ম হয়েছে মিশর দেশ।
তবুও তাদের দুর্ব্বলা বলিবে অবলা বলিয়ে দলিবে হায়,
মনে রেখো কৃষ্ণ গোলক-পতি লুটায়ে পড়েছে রাধিকা পায়।

(৪)

বারাঙ্গনা তরে কত যে মানব হয়েছে পতিত করিছে পাপ,
কত বিপত্নীক হারা'য়ে পত্নী সহিছে চিত্তে অশেষ তাপ।
মেনকা হরিল নীরব সেবায় ধ্যান নিরত ঋষির মন,
মোহিনীর রূপে মুগ্ধ সতত ত্রিদিব নিবাসী দেবতাগণ।
তবুও নারীরে অবলা বলিবে দুর্ব্বলা বলিয়ে দলিবে তায়,
মনে রেখো কৃষ্ণ পতিত-পাবন লুটায়ে পড়েছে রাধিকা পায়।

(৫)

নূরজাহানের ভ্রূকুটি-ভঙ্গি করিতে পারিত এ দেশ মরু,
বিজিয়া ধরিয়া শাসন দণ্ড স্থাপিল ভারতে কীর্ত্তি গুরু।
ঝাঁন্সির রাণী দেবে না ঝাঁন্সি করিল ব্রীটনে যুদ্ধ দান,
ভিক্টোরিয়ার বিশাল রাজ্যে সূর্য্য হ'ল না অস্তমান।
তবুও নারীরে করিবে ঘৃণা অবলা বলিয়ে ঠেলিবে তায়,
মনে রেখো কৃষ্ণ গোলক-পতি লুটায়ে পড়েছে রাধিকা পায়।

(৬)

মমতাজের একটী বাক্যে উঠিল মহাল কীর্ত্তিমান,
হেলেনের রূপ অনল প্রদাহে ট্রয় ভস্মে মজ্জমান।

জন ডি আর্কের ছত্র ছায়ায় মিলিল অযুত বীরের প্রাণ,
দুষ্টিত পতাকা তুলিল গর্ব্বে, দলিত ফ্রান্স লভিল মান।
তবুও নারীরে অবলা বলিবে দুর্ব্বলা বলিয়ে ঘৃণিবে তায়,
মনে রেখো কৃষ্ণ গোলক-পতি লুটায়ে পড়েছে রাধিকা পায়।

(৭)

শক্তি,—সে যে গো বীরের সাধনা,—মুক্ত যাঁদের নির্ব্বাণ-দ্বার,
কবির সাধনা—বাণীর চরণ,—কল্প-কাননে বসতি যাঁর।
লক্ষ্মীর চরণে লুটা'য়ে শির অর্জ্জিছে মানব কতই মান,
নারা যে মোদের জননী ভগিনী,—সবার ঊর্দ্ধে নারীর স্থান।
তবুও নারীরে দুর্ব্বলা বলিবে ঘৃণায় তাহারে দলিবে হায়,
মনে রেখো কৃষ্ণ জগৎ-পতি পড়েছে লুটায়ে রাধিকা পায়।

ভ্রান্তির শান্তি।

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সাংখ্য রত্ন)।

"তোমারে যে চাহে, ওগো! তার কত শান্তি,
তোমারে ভুলিয়ে মোর দীর্ঘ পথ শ্রান্তি।"

স্মৃতি যেখানে নীরব, চিত্ত যেখানে নিস্পন্দ, মন যেখানে জীবন সত্তায় সুপ্ত, কলল বুদ্বুদের তমোবহুল গুরু আবরণে যেখানে 'আমি' মাত্র বোধ প্রতিহত, মাতৃ-জরায়ু শয্যায় সেই অস্থি-নাস্তির অপ্রতীতি ক্ষেত্রে কে আমাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিল? কোন্ অলক্ষ্য ক্ষেত্রের স্পন্দন জড় প্রাণ, রস রুধিরাদি পরিচালন পূর্ব্বক ভোগেন্দ্রিয়ের আধার গুলি রচনা করিল? কে নিঃসহায় ভ্রূণের চক্ষু যুগল ফুটাইল? সেই অন্ধকার গহ্বরে রূপাভিব্যক্তির কেন্দ্র হইতে রূপরশ্মি প্রদান করিয়া কে রূপ গ্রাহিকা দৃষ্টির প্রসাদন করিল? কোন্ করুণাময়ী উষা মৃদুল

(৩)

দুঃশাসন আর কীচক নিধন,—কীর্ত্তি গরিমা দ্রৌপদীর,
লক্ষ বুকের রক্ত-রাগে রঞ্জিত পদ পদ্মিনীর।
সীতার হরণে লঙ্কাধীপের রাজ্য ও বংশের হয়েছে শেষ,
ক্লীওপেট্রার রূপের অনলে ভস্ম হয়েছে মিশর দেশ।
তবুও তাদের দুর্ব্বলা বলিয়ে অবলা বলিয়ে দলিবে হায়,
মনে রেখো কৃষ্ণ গোলক-পতি লুটায়ে পড়েছে রাধিকা পায়।

(৪)

বারাঙ্গনা তরে কত যে মানব হয়েছে পতিত করিছে পাপ,
কত বিপত্নীক হারা'য়ে পত্নী সহিছে চিত্তে অশেষ তাপ।
মেনকা হরিল নীরব সেবায় ধ্যান নিরত ঋষির মন,
মোহিনীর রূপে মুগ্ধ সতত ত্রিদিব নিবাসী দেবতাগণ।
তবুও নারীরে অবলা বলিবে দুর্ব্বলা বলিয়ে দলিবে তায়,
মনে রেখো কৃষ্ণ পতিত-পাবন লুটায়ে পড়েছে রাধিকা পায়।

(৫)

নূরজাহানের ভ্রূকুটি-ভঙ্গি করিতে পারিত এ দেশ মরু,
বিজিয়া ধরিয়া শাসন দণ্ড স্থাপিল ভারতে কীর্ত্তি গুরু।
ঝান্সির রাণী দেবে না ঝান্সি করিল ব্রীটনে যুদ্ধ দান,
ভিক্টোরিয়ার বিশাল রাজ্যে সূর্য্য হ'ল না অস্তমান।
তবুও নারীরে করিবে ঘৃণা অবলা বলিয়ে ঠেলিবে তায়,
মনে রেখো কৃষ্ণ গোলক-পতি লুটায়ে পড়েছে রাধিকা পায়।

(৬)

মমতাজের একটী বাক্যে উঠিল মহাল কীর্ত্তিমান্,
হেলেনের রূপ অনল প্রদাহে ট্রয় ভস্মে মজ্জমান।

জন ডি আর্কের ছত্র ছায়ায় মিলিল অযুত বীরের প্রাণ,
লুণ্ঠিত পতাকা তুলিল গর্ব্বে, দলিত ফ্রান্স লভিল মান।
তবুও নারীরে অবলা বলিবে দুর্ব্বলা বলিয়ে ঘৃণিবে তায়,
মনে রেখো কৃষ্ণ গোলক-পতি লুটায়ে পড়েছে রাধিকা পায়।

(৭)

শক্তি,—সে যে গো বীরের সাধনা,—মুক্ত যাঁদের নির্ব্বাণ-দ্বার,
কবির সাধনা—বাণীর চরণ,—কল্প-কাননে বসতি যাঁর।
লক্ষ্মীর চরণে লুটা'য়ে শির অর্জ্জিছে মানব কতই মান,
নারী যে মোদের জননী ভগিনী,—সবার উর্দ্ধে নারীর স্থান।
তবুও নারীরে দুর্ব্বলা বলিবে ঘৃণায় তাহারে দলিবে হায়,
মনে রেখো কৃষ্ণ জগৎ-পতি পড়েছে লুটায়ে রাধিকা পায়॥

ভ্রান্তির শান্তি।

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সাংখ্য রত্ন)।

"তোমারে যে চাহে, ওগো! তার কত শান্তি,
তোমারে ভুলিয়ে মোর দীর্ঘ পথ শ্রান্তি।"

স্মৃতি যেখানে নীরব, চিত্ত যেখানে নিস্পন্দ, মন যেখানে জীবন সত্তায় সুপ্ত, কলল বুদ্বুদের তমোবহুল গুরু আবরণে যেখানে 'আমি' মাত্র বোধ প্রতিহত, মাতৃ-জরায়ু শয্যায় সেই অস্তি-নাস্তির অপ্রতীতি ক্ষেত্রে কে আমাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিল? কোন্ অলক্ষ্য যোগের স্পন্দন জড় প্রাণ, রস রুধিরাদি পরিচালন পূর্ব্বক ভোগেন্দ্রিয়ের আধার গুলি রচনা করিল? কে নিঃসহায় ভ্রূণের চক্ষু যুগল ফুটাইল? সেই অন্ধকার গহ্বরে রূপাভিব্যক্তির কেন্দ্র হইতে রূপরশ্মি প্রদান করিয়া কে রূপ গ্রাহিকা দৃষ্টির সম্পাদন করিল? কোন্ করুণাময়ী উষা মৃদুল

মলয় স্পন্দনে ত্বগেন্দ্রিয়ে স্পর্শানুভূতি আনিয়া দিল? কাহার কৌশলে আমার দীর্ঘ সুপ্ত মনোভূমে চন্দ্রমসদ্যুতি প্রবেশ করিয়া তাহাকে প্রবুদ্ধ করিল?—আমি ভূমিষ্ট হইলাম; সে জীবণাঙ্কুরেও কত দংশন জ্বালা! ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণ কাতর,—কত দৈহিক সন্তাপ, কিন্তু ভাষা অভাবে বুঝাইবার সাধ্য ছিল না। বাগ্-বাহিনী ধমনী তখনও অবরুদ্ধ, শব্দ-বাহিনী ধমনীতে ক্রন্দনের অস্ফুট ধ্বনি মাত্র উত্থিত। কে বলে,—স্মৃতি তখন স্তিমিতা? কে বলে,—কামনা তখন নিদ্রিতা?

আমাকে মাতৃবক্ষে নিদ্রিত পাইয়া স্মৃতি তখনও চিত্তপটে কামনার কত অতীত দৃশ্য ফুটাইয়া তুলিত;—তাহা দেখিতে দেখিতে আমি আনন্দে হাসিতাম, আবার নিমিষ মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইত,—আমি বিষণ্ণ বদনে কাঁদিতাম। আমাকে প্রভাত-মলয়-কম্পিত শিশির-মার্জ্জিত সুন্দর কুসুমটীর মত দেখিয়া রমণীর স্নেহাকুল ভুজ-যুগল সাদরে বুকে টানিয়া লইত, সারল্যের হাসিতে পুরুষ প্রাণে সুধাসিন্ধু উদ্বেলিত হইয়া উঠিত, প্রতি বিমল ঈক্ষণে স্বর্গীয় আলোক প্রস্ফুটিত হইত, প্রতি অঙ্গ স্পন্দনে অমর রাজ্যের পুলক বার্ত্তা ছুটিয়া আসিত, তখন আমি জানিতাম না যে আমার এ দেবোপম প্রভাত-অদৃষ্ট দুই দিন পরে বাসনা-তটিনীর ঝঁটিকা বিক্ষুব্ধ বক্ষ মধ্যে উত্তাল তরঙ্গবেগে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। স্ফটিক অদৃষ্ট ভাণ্ডের তলদেশে যে অসংখ্য কামনার তীব্র দোষী বীজ লুক্কায়িত ছিল, তাহা কে জানিত? তখন আমি বুঝিতে পারি নাই যে, যে দিন প্রাণ সংঘাতে মেরু-নিবদ্ধ সূক্ষ্ম শিরাজাল প্রসারিত হইবে, সেই দিন এ হেম মায়ামৃগ জীব-রামে প্রলোভিত করিয়া বিদ্যা-বধূ হরণ করাইয়া লইবে;—স্বর্গীয় সারল্যে কালকূট ঝলসিত দেখিয়া সে দিন বিশ্ব নরনারী আর নিঃসঙ্কোচে এমন ভাবে আমার কাছে আসিতে পারিবে না।

শিশু আমি বালক-ভূমিতে দাঁড়াইলাম;—শব্দে শ্রবণ পুলকিত হইল, স্পর্শে ত্বক বিহ্বল হইল, চক্ষুতে রূপ দেখিয়া করতালি দিলাম। রসনা রসের সাগরে ডুবিয়া গেল, বসুধাঙ্গনে প্রাণ-পদের বিপুল পুলক নর্ত্তন আরম্ভ হইল। এ যেন সকলই আমার পূর্ব্ব স্বাদিত, সকলই পরিচিত, ইহা-দের সম্বন্ধ যেন শিরায় শিরায় বিজড়িত ছিল। দীর্ঘ সুপ্তির পরে এ যেন

—এই ভাবে ইন্দ্রিয়-দ্বারে যখন আমি বর্ণ, গন্ধ, গীতি, রস, বর্ণনে নিত্য মুগ্ধ হইতেছিলাম, এমন সময় পার্থিব ধূলিকণা মধুময় প্রতিদিগকে মধুমান্ সাজাইয়া, আকাশে বাতাসে মধুর উৎসব করিয়া, বিশ্বের নয়নে নয়নে মধুর রূপ ফুটাইয়া, বদনে বদনে জাগাইয়া, ধীরে ধীরে কৈশোর আসিয়া আমার সম্মুখে ।

নাট্যে কৈশোরের অভিনয় আরম্ভ হইল।—দেখিলাম সকলই সকলই মধুর; হৃদয় আবিষ্ট হইল, কবিতার প্রকাশ হইল, ভারতীর স্বর্গে আসিয়া শিরায় শিরায় সঞ্জীবনী সুধা ঢালিয়া দিল; কল্পনা-নি কুলের মোহন ঝঙ্কার, দয়া-দাক্ষিণ্যের পবিত্র উচ্ছ্বাস, বিশ্ব জনে বিবার একান্ত প্রয়াস, বিচার বিহীনা ভক্তির পদতলে লোটাইবার -কত বলিব?—সে যেন স্বর্গের মুক্ত দ্বার।

যেন আমার হাত ধরিয়া এই শান্তিময় রঙ্গ মঞ্চে বিচরণ করিতেছিল; স্বর্গে বড় শান্তি, বড় সুখ ছিল। জানি না, কোন্ সুনির্ব্বন্ধ অদৃষ্ট-লগ্নে আমি দেখিতে পাইলাম, এ শান্তির রাজ্যে আর একজন নবাগতের বিস্তার হইয়াছে,—সম্মুখে কামনার হৈমাধারে ভোগের প্রোজ্জ্বলিত কে উদ্ভাসিত রঙ্গালয়, তৃষ্ণার মোহন বাদ্য রোল, রাগের বিবিধ বিবিধ বিচিত্র মূর্ত্ত সৌন্দর্য্যের বিলাস বিহ্বল প্রণয় ঈক্ষণ,—আমি য়া পড়িলাম; কে যেন বলিল,—"এস এস, এ যৌবন-রঙ্গালয়ের বিবিধ চিত্ত বিচিত্র বৈদূর্য্যাসনে আসিয়া বস, সৌন্দর্য্যের লীলা নিকেতন, মোহন ভবন দেখিতে দেখিতে তোমার নয়ন অবাক হইয়া , নিত্য নবীনা কামনা শূন্য-চিত্তপটে মোহিনী মূর্ত্তি আঁকিয়া দিবে।"

আমি আরও মুগ্ধ হইলাম। দৃশ্যপট আবার অন্তর্হিত হইলে, চাহিয়া —জ্যোৎস্নাবসনা ধরণীর ফুল্লবক্ষে মিলন-আসর সজ্জিত, তথায় চেতনাময়ী আমার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া,—তাহার স্পর্শে আমি আপনাকে হারাইয়া লাম, কৈশোরের পবিত্র কল্পনা-স্বর্গ ইন্দ্রজালবৎ নিমিষ মধ্যে বিচূর্ণ হইয়া । জানি না, কি কৌশলে বিশ্ব সুখে আত্ম-সুখ আবার নূতন কল্পনা-স্বর্গ করিয়া লইল।

এখানে, রাগ-কুন্তলা কামনা-বসনা রমণীর রুচিত বিশ্রস্ত মৃদুল কণ্ঠ শুনিবার আশায় আমার শ্রবণ নিয়ত লোলুপ হইয়া রহিল, প্রজ্ঞা-চক্ষু অর্দ্ধ হইল,—আত্মহারা হইয়া পড়িলাম। তার পর, দুগ্ধফেননিভ শয্যাতলে নি শিশুর প্রফুল্ল মুখ পানে চাহিয়া থাকা, সংসার নিকুঞ্জের নিয়ত ভ্রমর ত্বকে উহাদের স্পর্শ সুখের প্রতীক্ষা, নয়নে উহাদের রূপতৃষ্ণা, হৃদয়ে উ পরিতোষ কামনায় অসংখ্য কাম্য কর্ম্মের প্রবর্ত্তনা, নিশীথ শয্যায় সহিত নিদ্রার অলস ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়া, আবার প্রভাত মলয় স্পর্শে উ সহিত জাগিয়া উঠা,—এই ভাবে আজ এক কোলাহলময় গভীর উপনীত হইয়াছি। এ কামনারণ্যে জন্মজন্মার্জ্জিত হিংস্র সংস্কার রাশি ধাবিত হইতেছে, হিংসার ভীষণ প্রতিহিংসা, বাসনা-দাবাগ্নির নিয়ত উৰ্দ্ধে পরশ্রীকাতরতার অবিরাম কুটিল দৃষ্টি, পরনিন্দা-পেচকের কলুষ কর্ক অভাবের নিষ্পেষণ, অভিমানের অর্থহীন উচ্চ গর্ব্ব,—ইহারাই এখানে হইয়া আমাকে কুটিল অদৃষ্ট পথে লইয়া যাইতেছে।

আবার অদূর অপরাহ্নে পলিত কেশে গলিত নয়নে মৃত্যুর দূত আসিয়া উপনীত হইবে; চক্ষু জ্যোতিহীন, শ্রবণ বধির, চর্ম্ম লো —তবুও কম্পিত করে আশার মোহন ভাণ্ড লইয়া আমি সংসার দাঁড়াইব; যৌবন-শ্রী বিলুপ্ত হইবে,—জীবন-সংগ্রামে ইন্দ্রিয় ক্ষীণ, নিস্তেজ,—তবুও অন্তরে বাসনাগ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিবে; যত্ন নিবদ্ধ কেশদাম, কুন্দ-নিন্দিত দন্তরাজি, দৈহিক বলের দাম্ভিকতা, নিত্য বিষয় চাতুর্য্য,—কাহাকেও দেখিতে পাইব না, সকলই অদৃশ্য হইবে; শুধু—তাহাদের পরিত্যক্ত জীর্ণ আসন। তার পর, পরপারে—মৃত্যুর আহ্বান, জীবনের পারে—পুত্র-কন্যা পরিজনের মমতা, তাহাদের চিন্তা, সুরম্য আবাস, অৰ্জ্জিত ধন সম্পত্তি, মৃত্যুর বিভীষিকা,—সকলে মি আমার শ্রান্ত হৃদয় মধ্যে প্রবল হাহাকার তুলিয়া দিবে। তার পরে, কাল-ঘোরা জীবন-সন্ধ্যা, কৃত কর্ম্মের ভবিষ্যৎ দণ্ডরূপা কত বিভীষিকা ছায়ামূর্ত্তি লইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে, ভয়ে মুখে কত বিকট প্রকাশিত হইবে, প্রাণ শিরায় শিরায় লুকাইতে চাহিবে, কিন্তু কাল-দমন সবলে তাহাকে ধরিয়া আনিবে।

চারে যন্ত্রণাময় জীবন-নাট্যের শেষ অভিনয়ে, ভবিষ্যৎ জীবনের ময়ী অদৃষ্ট-সূচী দেখিতে দেখিতে, আমার সম্মুখে মৃত্যুর যবনিকা পড়িবে।

র নাকি জীবনের অন্তে, মৃত্যুর যবনিকা তলে, আমি নিক্ষিপ্ত হইয়া আবার কত আকুল উচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া, কত প্রিয় জন স্মৃতির বুকে লইয়া, অশরীরি আমি, বায়ুভূত নিরাশ্রয়ে কামনার প্রেরণায় দিগ্ দিগন্ত ছুটিয়া গিয়াছি। ভোগ-লালসা-বিচলিত ক্ষুধার্ত্ত ভুজঙ্গের মত চিত্তভূমে কত দংশন করিয়াছে, সে আমি জর্জ্জরিত হইয়া ভূতাকাশ বেদনাপ্লুত করিয়া তুলিয়াছি। শরীর ছিল না—সংকল্পাত্মক মন ছিল, সহস্র সম্ভোগ কামনা মনে ময় সৃষ্টি গড়িতেছিল, ভাঙ্গিতেছিল—তাহার সংখ্যা নাই। ‘আমি’ হে, সংকল্পাত্মক মনের ক্রিয়া তীব্রবেগে চলিতেছে, সুসূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়শক্তি —অথচ স্থুল কার্য্যাত্মক ভোগায়তন অভাবে ভোগের পথ অবরুদ্ধ, প্রাণ যায়,—সম্মুখে শীতল জল, পান করিবার উপায় নাই,—একি জ্বালা!! বসুধা-বিলুণ্ঠিতা বিকীর্ণ-মূৰ্দ্ধজা প্রিয়তমার আকুল ক্রন্দনে হইয়া তীরবেগে ছুটিয়া গিয়াছি, কত ডাকিয়াছি,—"ওগো আমি ",—কিন্তু সে আমার ভাষা শুনিতে পায় নাই, আমাকে দেখিতে ।

সোপকরণ গৃহ শয্যা, পুত্র-কন্যার মলিন বদন, স্নেহময়ী মাতার হার দীর্ণাবস্থা,—সকলই দেখিয়াছি কিন্তু ধরিতে আসিয়া আকুল ন বুকে লইতে পারি নাই,—এই ত সেই জ্বালাময় নরক রাজ্য! সেই রৌরব কুণ্ড! এই ত ভোগের পরিণাম!! এ প্রবাহ চক্রে, কত উত্থান, কত পতন, কত সুপ্তি, কত স্বপ্ন,—কে বলিতে পারে? তমসাচ্ছন্ন ভীতির অনন্ত অদৃষ্ট রাজ্য, নিম্নে উন্মাদিনী মায়াম্বুধির কল্লোল ধ্বনি, রাগ-ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ মোহ তরঙ্গের বেলা বিধ্বংসন, ভীমকায় মকর-কেতনের শঙ্কাহীন বহ্বাস্ফালন,—দেখিতে দেখিতে হাহাকারে তৃষিত প্রাণ চমকিত হইতেছে।

আই ভাবিতেছি, সংসার নন্দনের মধুময় কামনার সৌরভ—

শান্তি,—না—ভ্রান্তি! একি পরার্থ,—না—স্বার্থ! একি অসীম
অস্পষ্ট অভিব্যক্তি,—না—মায়ার লৌহময় শৃঙ্খল বন্ধন!
সুপ্তি,—না—অলীক স্বপ্ন! কে যেন অন্তঃস্তল হইতে
"এ শান্তি নয়,—ভ্রান্তি—ভ্রান্তি; এ পরার্থ নহে—বিপুল স্বার্থ, এ
স্বপ্ন মাত্র, এ যে বিচিত্র ইন্দ্রজাল, এখানেই ভোগ-বারির
এ ভোগ-বারিই আকাঙ্ক্ষার জননী, উহার প্রতি শুভ্র বিন্দুতে তৃ
অতৃপ্তি; পথিক ভুলাইতে এ যে মায়া-মরুভুমি, এখানে পতি
তুষ্ট, পত্নীপ্রেম বাসনার উদ্বোধন মাত্র, এ প্রেমে কর্ত্তব্য শিখায়
এ প্রেমে ত্যাগ নাই, শুধুই ভোগ, শুধু কামনার দান প্রতিদান,
বেদিকা পরে ছলনার ইন্দ্রজাল পাতা, আবার দুই দিন পরে
পানে স্বার্থের ছুরিকাঘাতে ছিন্ন করিয়া ফেলা; প্রত্যক্ষ রাজ্যে
কাল্পনিক উচ্চপ্রাণতার দুই দিন কপট সুরে আলাপনা, আবা
দৃশ্য জগতের অন্তরালে তাহার আসনে, তাহার ভূষণে, তাহার
উপহারে, নবীনের পদতলে গড়াইয়া পড়া।"

হায় পুরাতন! হায় বিগত! পরলোকের উর্দ্ধ দেশে
স্পন্দনময় ছায়া পথে তুমি কাহার প্রতীক্ষায় আকুল হৃদয়ে বসিয়া থাক!
জন্য শুধু দুই দিনের হা হুতাশ—দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু অযত্নে গড়াই
তার পর নবীনে ভুলাইতে পুরাতনের সেই পুরাতন প্রবঞ্চনা! হায়
কামনার গভীর কাল জলে আর কয় দিন তোমার এ পুলক নর্ত্তন।

"ন পত্যুরর্থে সা প্রীতিঃ স্বার্থ এব করোতি তাং।
পতিশ্চাত্মন এবার্থে ন জায়ার্থে কদাচন॥"

পতির সুখের নিমিত্ত পত্নী পতি কামনা করে না,—পতিও পত্নীর
নিমিত্ত পত্নী কামনা করে না,—এ চকোর মিথুন ভোগবারির বর্ষণ
কামনার মেঘ পানে তাকাইয়া থাকে মাত্র; এ কামনা বিস্মৃতি
আনে,—নিরাশার মন্দ্র বেদনায় হৃদয় ব্যথিত করে, অনিত্যে নিত্য
জাগাইয়া দেয়। কেন এমন হয়? জীবনের আদি, মধ্যে, অন্তে এ কি
ভ্রান্তি? এ ভ্রান্তির অবসানে শান্তির প্রভাত আলোক কোথায়

কি শুই কর্ম্মফল? সে ত অচেতন? তবে কাহার প্রেরণায় অচেতনের এ
চেতনবৎ জনকত্ব?
এ কর্ম্মপটের প্রতি অঙ্গে ঐ না চেতনের ছায়া দেখা যায়, বিচিত্র জগতের
লে অণু পরমাণু বুকে চতুর-চিত্ত কে তুমি প্রতি মুহূর্ত্ত জাগরিত
আছ? তোমার নয়নে পলক নাই,—কর্ম্মে শ্রান্তি নাই,—কর্ম্মফলেও
কি নাই,—তুমি পুরুষ কি নারী—বুঝিবার সাধ্য নাই, ধীর কি অধীর
বিবার শক্তি নাই—তুমি দৃশ্য কি অদৃশ্য অথবা এ সকলের অতীত,—কে
তে পারে? ঐ উর্দ্ধে অনন্ত বিস্তৃত নীলিম আকাশ সংখ্যাতীত গ্রহ
গ্রহময় জ্যোতিষ্কমণ্ডল লইয়া, কি কৌশলে তোমারই শাসন পথে বিরাজিত?
হীন—কোলাহলহীন অসংখ্য ভৃত্য, রাজ-রাজ্যেশ্বর তুমি, মহামহিমান্বিত
,—তোমারই চরণতলে চির অবনত! আবার ঐ অগণিত গ্রহরাজির
বেশে সৃষ্টির অনন্ত রূপ পরমাণু আপন মসৃণ মালায় সংযোজিত করিয়া
অভিব্যক্তির এক সুবিশাল রূপ-ঘন দীপ্তিমান্ কেন্দ্র তোমারই করুণায়
অবস্থিত; নিম্নে কানন-কুন্তলা শস্য-শ্যামলা ধরণী, বিবিধ সৌন্দর্য্য সম্ভার
বুকে লইয়া তোমারই সাধনায় চির নিমগ্না; বৈতালিক গীতে তোমারই
করুণা কীর্ত্তিত, বালার্ক কিরণে তোমারই স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ স্ফুরিত, অনন্ত
নীলাম্বুধির প্রশান্ত বক্ষে তোমারই বিশালতা বর্ণিত, অভ্রভেদী হিমাদ্রির
শৃঙ্গে শৃঙ্গে তোমারই বিজয় ধ্বনি নিনাদিত, তোমার রচিত বিশ্বে তুমি অণু
পরমাণু দ্ব্যণুকমধ্যেও নিত্য প্রতিভাত, তুমি জীবে জীবে—বর্ণ, গন্ধ, গীতি, রস,
স্পর্শে, 'ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্ব্যোমে মণিগণে সূত্র ইব।' তুমি হৃদয়ের দেবতা,
নিভৃত হৃদয়ে তোমার আসন পাতা!—আমি মায়ায় মজিয়া, তোমাকে
ভুলিয়া আছি, তাই যুগ যুগ এ দীর্ঘ ভ্রান্তির পথে আমার গতায়তির মুহূর্ত্ত
মাত্র বিশ্রাম নাই।

"স এব মায়া পরিমোহিতাত্মা
শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বং
স্ত্রিয়ান্নপানাদি বিচিত্রভোগৈঃ
স এব জাগৎ পরিতৃপ্তিমেতি॥"

এ মায়া কাহার ?

"চিদানন্দময় ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব সমন্বিতা
তমোরজঃ সত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা ॥"

(বেদান্তঃ)

পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বিশিষ্ট সত্ত্ব, রজঃ, তমো দ্রব্যের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলে। এই প্রকৃতি দ্বিধা,—মায়া ও অবিদ্যা।

"সত্ত্বশুদ্ধ্য বিশুদ্ধিভ্যাং মায়া বিদ্যে চ তে মতে।
মায়া বিম্বোবশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ ॥"

(বেদান্তঃ)

প্রকাশ-ধর্ম্মী সত্ত্ব দ্রব্যের বিশুদ্ধাংশকে "মায়া" এবং অপ্রকাশ বহুল মলিনাংশকে 'অবিদ্যা' বলে। আধারের স্বচ্ছ এবং নির্ম্মলতা গুণে বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশে প্রতিবিম্বিত তুমি, সপ্রকাশই রহিয়াছ,—উহার বশীভূত হও নাই,—উহাকে বশীভূত করিয়া, 'মায়ী' ঈশ্বর নামে খ্যাত হইয়াছ।

"অবিদ্যাবশগস্তণ্য তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা।
সাকারণ শরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্ ॥"

(বেদান্তঃ)

আবার তুমি,—

মলিন-সত্ত্ব অপ্রকাশ-ধর্ম্মিনী অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রাজ্ঞঃ, প্রায়ে অজ্ঞঃ, প্রায়ই জান না, এরূপ জীব রূপে 'আমি' ভাবে, নিত্য সুখ দুঃখে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ। এখানে অবিদ্যার মালিন্যে তোমার স্বরূপ আবরিত হইয়া গিয়াছে।—প্রভো! এই ত সেই—প্রবোধনে কারণ তরু!

"দ্বাসুপর্ণা সমুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।" (উপনিষৎ)

যেখানে দুইটী সুন্দর পক্ষী একই বৃক্ষে বসিয়া আছে, তাহারা উভয়ে উভয়ের সখা, উহাদের মধ্যে একজন সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করে, অন্যজন করে না—দেখে, একজন (জীব) ঈশ্বর ভাবের অভাবে নিমগ্ন হইয়া শোক করে,—যখন অন্যকে (ঈশ্বরকে) দেখিতে পায়, তখন শোকের অতীত হয়।—এই ত সেই সাগর-বক্ষ, যেখানে আমি-রূপ জলবিম্বের উদ্ভব; এই ত সেই অনন্ত মিলনের শাশ্বত ক্ষেত্র, যেখানে আমি-রূপ জলবিম্বের অনন্ত বিলয়। এখানেই, ঊর্দ্ধে

অতি ঊর্দ্ধে মুক্তির মুরলী হাতে লইয়া শাশ্বত বেদিকা পরে আমার প্রতীক্ষায় স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় প্রেমরূপ দেবতা তুমি দাঁড়াইয়া; আবার এখানেই নিম্নে অতি নিম্নে, কণ্টক-রচিতাসনে, বিষ মদিরা পানে প্রমত্ত, তোমাকে বিস্মৃত আমি বসিয়া। হে সুন্দর! তোমার এ প্রতীক্ষা অনন্ত! এ প্রতীক্ষায় সসীমের সীমায় অসীমের আসা যাওয়া,—জ্যোৎস্না-স্নাত যমুনা সৈকতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-পতির 'আয়—আয়' বলিয়া ডাকা,—বুঝি অনন্তের সে মিলন উচ্ছ্বাসে বিশ্বপ্রাণ পুলকে স্পন্দিত হইয়া মুগ্ধনেত্রে দেখিত,—সম্মুখে রূপঘন প্রেমময় দেবতা মিলন আশায় দুই বাহু প্রসারিয়া বিরাজিত!

এ সম্বন্ধ কত সুন্দর! কত মধুর!—অনাদি যুগের কত দীর্ঘ প্রেম-মূর্চ্ছনায় এ সম্বন্ধ নিত্য ঝঙ্কৃত, নিত্য সুপ্ত, নিত্য জাগরিত; এ সম্বন্ধ সাগর-গামিনী তটিনীর মত জীব নিবহে তোমার চরণতলে মিশাইয়া দিতে নিত্য প্রবাহিত। এখানেই কৃতির প্রকাশ—অস্তিত্বই এ কৃতির উদ্ভব ক্ষেত্র। যত দিন কৃতি নিদ্রিতা ছিল, তত দিন তুমি "অবাঙ্ মনসাতীত"। কৃতির প্রজ্ঞায় আপন অস্তিত্ব বুঝাইতে দ্বৈত ভাবে এখানেই তোমার বিকাশ। সহস্র পাপে হৃদয় আজ ব্যথিত, মন কলুষিত, তবুও জাগরণের প্রতি স্বার্থান্বেষণে,—স্বপ্নের প্রতি অলীক কল্পনায়, নিত্য সুখের আশায়, নিত্য মিলনের আশায়, প্রাণ কেন উদ্‌ভ্রান্ত? এ বুঝি তোমারই করুণা! এ বুঝি আমার নিভৃতঃ হৃদয়ে বসিয়া তোমার 'আয়-আয়' বলিয়া ডাকা!—আমি দীর্ঘ কুটিল পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি,—ওগো অসীম সম্রাট! একবার দৃশ্য-ক্ষেত্রে ধরা দাও! আমার প্রভাতি নৈবেদ্য ভ্রমে ধুলায় পড়িয়া রহিয়াছে, মঙ্গল দীপ নিবিয়া গিয়াছে,—মঙ্গল আরাতির আয়োজন করিতে পারি নাই,—তুমি আসিয়াছ, কিন্তু রুদ্ধ হৃদয়-দ্বারে তোমার পূজা হয় নাই।

এস শুভদ! এস প্রভু এস! এস দেব এস! তোমার রসাল নন্দের পুতঃ সুরভী স্পর্শে আজ আমাকে পবিত্রিত করিয়া মিলনের রাজ্যে লইয়া চল।

শান্তি ॥

বিধিলিপি।

(শ্রীমতী চারুশীলা দেবী)।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

এমন সময় পাশের বাড়ীর ছাদ হইতে মুখ বাড়াইয়া তাহার বড়-যা কল্যাণী মৃদুস্বরে ডাকিল—"ছোট বউ, শোন।"

কল্যাণী কিশোরের জ্যেষ্ঠাত ভাই বিনয়কুমারের স্ত্রী। শৈশবে পিতৃমাতৃ-হীন বিনয়কে কিশোরের পিতামাতাই মানুষ করেন; তিনিও তাঁহাদের ঠিক আপনার পিতামাতার মতই শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন এবং কিশোরের মাতাকেই 'মা' বলিয়া ডাকিতেন। কিশোরের পিতার মৃত্যুর পরে বিনয়কুমারই কিশোরের সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্থানীয় কোর্টে ওকালতী করিতেন। বিনয় ও কিশোরকে দেখিলে কেহ বুঝিতে পারিত না যে, তাঁহারা সহোদর ভাই নহেন। এমনি ভাবেই তাঁহাদের দিন অতিবাহিত হইতে ছিল কিন্তু কিশোরের বিবাহের কিছুদিন পূর্ব্বে সহসা একদিন লোকে দেখিল, বিনয়কুমার খুল্লতাত পত্নীর সহিত পৃথক হইয়াছেন,—শুধু পৃথক নহে, উভয় বাটীর মধ্যে একটী প্রাচীর তুলিয়া কিশোরদের সহিত সকল সম্বন্ধ যেন একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। বিনয়ের এই ব্যবহারে লোকে তাহাকে শত ধিক্কার দিতে লাগিল; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার যে কি হইল,—কেহই তাহা জানিল না। জ্ঞাতি ও প্রতিবেশীগণ নানাভাবে তাহাকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল। পৃথক হইবার কারণ সম্বন্ধে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কোনই উত্তর দিতেন না। এইরূপে "নিমকহারাম"—"বেইমান"—বলিয়া তাঁহার খ্যাতি প্রচার হইয়া পড়িল। পৃথক হইলেও কল্যাণী কিন্তু প্রাচীরের পাশে মুখ বাড়াইয়া অবসর ও সুযোগ মত গোপনে উমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিত এবং এই মিষ্টভাষী বড় যাটির কথাগুলি উমার বড়ই ভাল লাগিত; তাই শাশুড়ীর অজ্ঞাতে সুবিধা পাইলে সেও কথা কহিতে ছাড়িত না।

কল্যাণীর ইঙ্গিতে উমা ধীরে ধীরে ছাদে গেল। উমার শাশুড়ী তখন তর্জ্জন গর্জ্জন কিঞ্চিৎ স্থগিত রাখিয়া, ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতে

করেন।—উমা কল্যাণীর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি বল্‌ছ,

প্রাচীরের অপর পার্শ্ব হইতে উমার সেই অশ্রুসিক্ত কাতর মুখ খানির দিকে কল্যাণী বড়ই দুঃখিত হইল, বলিল—"নিতে এসেছেন—ক তোমার

উমা বলিল—"আমাদের আত্মীয় কেউ নয় বটে, কিন্তু উনি দাদার খুব আমরা ওঁকে নির্ম্মল-দা' বলে ডাকি। কলিকাতায় বাড়ী, খুব বড় লোকের উনি, বড়ই ভাল মানুষ। ওঁদের সাথেও এক সঙ্গে পড়েছেন।"

কল্যাণী একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"তোমার দাদা যখন নিতে ছেন, তখন কি আর না জেনে শুনে পাঠিয়েছেন? তা তুমি এক কর,—উনি ত গাড়ী নিয়ে এসেছেন, তুমি চলে যাও এর সঙ্গে।"

উমা হতাশ ভাবে বলিল—"কেমন করে যাব দিদি?—মায়ের যে মত না।"

কল্যাণী বলিল—"মায়ের মত কস্মিন্ কালেও পাবে বলে ত বোধ হয় না। তা বলে কি জন্মের শোধ বাপকে একবার দেখবে না? তোমার ইচ্ছা কিন্তু এ সময় এ রকম করা ঠিক হচ্ছে না; বিপদের সময় অত যেতে গেলে কি আর চলে?'

কাতর কণ্ঠে উমা বলিল—"তবে কি হবে দিদি! কার কথাই বা মা শুনবেন!"—উমা কাঁদিয়া ফেলিল।

কল্যাণী চিন্তিত হইয়া বলিল—"দেখ, তুমি চলে যাও। ঠাকুরপো এলে, আমি তাকে ডেকে সব বল্‌ব এখন।"

উমা জিজ্ঞাসা করিল—"তিনি শুনে রাগ করবেন না ত?"

কল্যাণী বলিল—"ইস্, রাগ! রাগ অমনি পড়ে রয়েছে আর কি? এই যে যে হয়েছে তিন বছর,—কই?—কোন দিনই ত বাপের কাছে যেতে দেয়নি! আজ বাপ মরতে বসেছে, তা জন্মের শোধ একবার দেখবি না? রাগ করে, না হয় করবে; কিন্তু বেশী দিন থাকিস নি; শিগগির চলে আছিস্।"

উমা বলিল—"হ্যাঁ, নির্ম্মল-দা'ও ত বলেছেন,—রেখে যাবেন।"

কল্যাণী বলিল—"তাই করিস্, এখন চলে যা। এ দিকের সমস্ত [illegible] আমি নিলেম,—কিছু ভাবিস না।"

উমা যেন হাতে স্বর্গ পাইল ; কিন্তু দুর্দ্দান্ত শাশুড়ীর কথা মনে [illegible] ভয়ে ভয়ে সে আবার বলিল—"আর যদি মা তখন বাড়ী ঢুকতে [illegible] দেন ?"

কল্যাণী বলিল—"হ্যাঁ, বাড়ী ঢুকতে দেবেন না! না,—আর কিছু [illegible]

উমা তবুও বলিল—'তবে যাব দিদি ? কোন দোষ হবে না ত ?'

কল্যাণী বলিল—"এতে দোষ আবার কি ? বাপের বাড়ী যা[illegible] বাপের নিদেন কাল,—বাপকে দেখতে! এতে যে 'না' বলে [illegible] পাষাণ !"

কল্যাণীর কথায় উমা যেন বুকে বল পাইল। স্নেহময় পিতা[illegible] মুখখানি মনে পড়িয়া, মুমূর্ষ পিতাকে জন্মশোধ একবার দেখিবার [illegible] তাহার প্রাণটা নিতান্তই বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে তখন সাহসে [illegible] করিয়া বলিল—"তবে যাই, দিদি! তুমি দেখ তা হলে।'

কল্যাণীও সাহস দিয়া বলিল—"দেখ্‌ব, দেখ্‌ব,—তুমি বাপকে দে[illegible] নির্ব্বিঘ্নে ফিরে এস বোন্ !"

'তবে এই খান থেকে প্রণাম করি দিদি'—বলিয়া উমা উন্মাদিনীর [illegible] নীচে আসিয়া নির্ম্মলকে বলিল—'চল নির্ম্মল-দা, জন্মের শোধ একবার বাবাকে দেখে আসি,—চল।'

নির্ম্মলও তাহাই চাইতেছিল ; মুমূর্ষ বৃদ্ধের শেষ বাসনাটী পূর্ণ করিবার [illegible] তাহার মনও যেন অস্থির হইয়া উঠিতেছিল ; তাই অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়া উমার শাশুড়ীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—'আমি উমাকে নিয়ে চল্লেম; উমার বাপের প্রাণটী বেরিয়ে গেলেই আবার রেখে যাব। ইতিমধ্যে যদি কিশোর আসে, তাকে বলবেন,—নির্ম্মল এসে জোর করে উমাকে নিয়ে গেছে। সে কি করে,—এর পরে দেখা যাবে।'—বলিয়াই নির্ম্মল আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া উমাকে লইয়া গাড়ীতে উঠিল। হঠাৎ উমার এতদূর সাহস হইতে দেখিয়া উমার শাশুড়ী কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন! তার পর, নির্ম্মল ও উমার উদ্দেশ্যে নানা ছন্দে ও ভাষায় গালাগালি দিতে লাগিলেন, কি[illegible]

[illegible]তেও তাহার মনের আক্রোশ গেল না,—এত বড় অপমানটার কেমন [illegible] খুব একটা বড় রকম প্রতিশোধ লইবেন, সেই চিন্তায় তাঁহার অন্তর [illegible]হইতে লাগিল।

* * *

দীর্ঘ তিন বৎসর পরে পিত্রালয়ে উপস্থিত হইয়া, চিরপ্রফুল্ল সদা[illegible]ময়, কর্ম্মঠ পিতাকে শীর্ণকায় ও শয্যাশায়ী দেখিয়া উমার বুক যেন ফাটিয়া [illegible]তে লাগিল ; সে উন্মাদিনীর ন্যায় 'বাবা-বাবা' বলিতে বলিতে পিতার [illegible] বসিয়া পড়িল ও অজস্র অশ্রুজলে পিতার পদতল সিঞ্চিত করিতে [illegible]ল। আসন্ন মৃত্যুকালে, আদরিণী তনয়ার ম্লান ও অশ্রুসিক্ত মুখখানি [illegible] কাশীনাথ বাবু—'এসেছিস মা ?"—বলিয়াই উভয় বাহু প্রসারিত [illegible] উমাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন ; আর কোনও কথা বলিবার শক্তি [illegible]ছিল না ; আজ উমাকে দেখিয়া তাঁহার বহু দিনের রুদ্ধ অশ্রু উথলিয়া [illegible]তেছিল।

৩

কাশীনাথ বাবুর মৃত্যুর দুইচারি দিন পরে, অনিল ও নির্ম্মল পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, উমাকে রাখিয়া আসাই যুক্তি সঙ্গত। কাশীনাথ বাবুর মৃত্যু সংবাদ কিশোরকে লেখা সত্ত্বেও সে পত্রের কোন উত্তরই আসিল না। যেরূপ ভাবে উমাকে আনা হইয়াছে এবং উমার শাশুড়ীর যে রূপ উগ্র প্রকৃতি, সেই সকল ভাবিয়া কাশীনাথ বাবুর শ্রাদ্ধ ক্রিয়া পর্য্যন্তও উমাকে রাখিতে তাঁহারা সাহস করিলেন না। বাঙ্গালীর মেয়ে, বাঙ্গালীর বধু—চির পরাধীনা, পরমুখাপেক্ষিণী ; তাই উমাও আর থাকিতে সাহস করিল না। এবার অনিল স্বয়ংই তাহাকে লইয়া চলিলেন।—কিন্তু উমা যখন দাদার সঙ্গে তাহার শ্বশুর বাড়ীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইল, তখন কূটবুদ্ধিপরায়ণা উমার শাশুড়ী যে চাল চালিলেন, তাহাতে উচ্চ শিক্ষিত অনিলকুমারও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন।—উমার আগমন জানিতে পারিয়াই, তিনি বহির্দ্বার আবদ্ধ করিয়া দিলেন ও দাসীকে উপলক্ষ করিয়া বলিলেন—'বিন্দি, ওদের বলগে যা,—যে বউ রাতের বেলায় পুরুষ মানুষের সঙ্গে বাড়ী থেকে আমার অমতে চলে যায়, তেমন বউকে আমি বাড়ীতে ঠাঁই দিতে পারব না ; যেখানে

খুসী সে চলে যাক্।—এতদিন কোথায় ছিলেন তার ঠিক নেই, এখন এলেন— ভাইকে সঙ্গে করে! বল্ গে—এ বাড়ীতে তার আর জায়গা হবে না।'

শিহরিয়া উঠিয়া বিন্দি দাসী বলিল—'ছিঃ মা! অমন কথা মুখে আনতে না। তোমার ঘরের বউ,—এতে যে তোমারই নিন্দে হবে।'

ঝঙ্কার দিয়া গৃহিনী বলিলেন—'তাতে তোর কি! তোর অত সাউখুড়ি করতে হবে না, তুই চাকরাণী,—চাকরাণীর মতন থাক্। তোকে যা বলে দিচ্ছি, তুই তাই বল্‌গে যা,—নইলে ঝাটা মেরে দূর ক'রে দেব।'

গৃহিনীর কথায় বিন্দিও অত্যন্ত চটিয়া উঠিল। সে ইতর শ্রেণীর স্ত্রীলোক, কিল খাইয়া কিল চুরি করিবার অভ্যাস তাহার নাই;—গজ্ গজ্ করিতে করিতে বলিল—'ঢের জায়গায় কাজ করেছি বাপু, কিন্তু তোমার মতন এমন লোক কোথায়ও আমি দেখিনি।—আমাকে বিদেয় করে দেবে বলে মিছে ভয় দেখাচ্ছ! দাও না বিদেয় ক'রে? আমার এক দোর বন্ধ—হাজার দোর খোলা!—আমি ত আর তোমার ঘরের বউ নই, যে ভয় পাব!'

বিন্দির কথা শুনিয়া অনিলের মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে স্তব্ধ হইয়া প্রাচীর ধরিয়া নীরবে দাড়াইয়া রহিল! আর উমা?—তাহার মনে হইতে লাগিল—বুঝি তাহার পায়ের তলা হইতে পৃথিবী সরিয়া যাইতেছে! তাহার চক্ষের সম্মুখ হইতে যেন সমস্ত আলোক নিবিয়া যাইতেছে!—সে সংজ্ঞাশূন্যের ন্যায় ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। অনিল উমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'এখন উপায়?'

হতাশ স্বরে উমা বলিল—'উপায় আর কি দাদা! আমার শাশুড়ীর যে কথা—সেই কাজ! অমন জেদী মেয়ে মানুষ আর দুটী নেই!'

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব থাকিবার পর, উমা বলিল—'দেখ ত দাদা! ঐ পাশের বাড়ীটা,—আমার জাঠতুত ভাশুরের। আমার যা-কে একবার আমার কছে ডেকে দাও,—দেখি তিনি কি বলেন।'

অনিল বিনা বাক্য ব্যয়ে উঠিয়া গেল;—কিন্তু বিপদ যখন আসে, তখন একাকী আসে না। উমার দুর্ভাগ্য,—তাই ইতিমধ্যে কল্যাণী তাহার ভাশুরপোকে সঙ্গে পিত্রালয়ে গিয়াছিল; বাড়ীতে কেবলমাত্র এক জন ভৃত্য বাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিল।—যে একটু ক্ষীণ আশা উমার অন্তরে এতক্ষণ সঞ্চারিত হইতেছিল, আলেয়ার আলোকের ন্যায় তাহাও নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।—নিরুপায় অনিল ফিরিয়া আসিয়া রুদ্ধদ্বারে বহুবার করাঘাত এবং চীৎকার করিয়াও কোন ফল পাইল না; উমার শাশুড়ী দ্বার মুক্ত করিলেন না। বরং অনিলকে দু-চারিটা শক্ত কথাও শুনাইয়া দিলেন।

সহসা উমার সেই তরুণ হৃদয়ে যেন কোথা হইতে অপরিসীম একটা শক্তি সঞ্চারিত হইয়া উঠিল: তাহার নারী মহিমায়, নারীর ধর্ম্মে, যেন বড়ই আঘাত লাগিল,—তাই দৃঢ়স্বরে বলিল—'আর নয় দাদা! আমার জন্য তোমার অপমানের একশেষ হ'ল। এখন ফিরে চল।'

অন্যমনস্কভাবে অনিল বলিল—'কোথায় যাব, উমা'?

উমা পূর্ব্বের ন্যায় স্থির কণ্ঠে উত্তর করিল—'কেন তোমার ঘরে? এক মুঠো ভাত কি আমাকে দিতে পারবে না?—সেটা কি বড় বোঝা ঠেক্‌বে তোমার?—বল?—এক মায়ের পেটে দুজনের ঠাঁই,—আর এক ঘরে কি ভাই-বোনের ঠাঁই হবে না? আমাকে কি তোমার ঘরে একটু ঠাঁই দিতে পারবে না?'—বলিতে বলিতে উমার মুখখানা যেন কি এক অপূর্ব্ব দীপ্তিতে ভরিয়া উঠিল।

অনিলের মুখ দিয়া অর্দ্ধস্ফুট ভাবে নির্গত হইল—"ভাত—"

বাধা দিয়া উমা বলিল—"হ্যাঁ দাদা, ভাত!—দিতে পারবে না কি এক মুটো? আমরা যে বাঙ্গালীর মেয়ে,—অভাগিনী, চির পরাধীনা! এক মুটো ভাতের জন্যই যে আমাদের এত জ্বালা!' আমাদের হাত পা থাকতে আমরা খোঁড়া, চোখ থাকতে কাণা।—আমরা নিজের ক্ষুধা নিবারণের উপায় যে নিজে করে নেব, সে উপায় তো আমাদের নেই! পেটের জ্বালায় পরের মুখ চেয়ে আমাদের সকলের শত লাঞ্ছনা গঞ্জনা লাথি ঝাটা সইতে হবে! আমরা যে বাঙ্গালীর মেয়ে,—বহু জন্ম তপস্যার ফলে বাঙ্গলা দেশে নারী জন্ম পেয়েছি! তোমার ঘরে দাসী হয়ে থাক্‌ব, এক মুটো ভাত আমাকে দিতে পারবে না?"—মনের আবেগে এক নিশ্বাসে উমা এতগুলি কথা বলিয়া ফেলিল।

অনিল ব্যথিত হইল,—ধীর ও শান্ত কণ্ঠে বলিল—"এমন কথা কেন বলছিস্, উমা! আমার যদি এক মুঠো জোটে, তবে তোরও জুটবে। আমি যদি মাথা গুঁজে থাকতে পাই, তুইও পাবি,—কিন্তু—"

বাধা দিয়া তীব্র দৃষ্টিতে অনিলের মুখের দিকে চাহিয়া উমা বলিল—'আবার কিন্তু কি?'

অনিল বলিল—"শুধু এক মুঠো ভাত পেলেই কি তোর সব হবে?—আমি কলিকাতায় শেখরের কাছে না হয় তোকে রেখে আসব।"

দৃঢ় স্বরে উমা বলিল—'না, আর কারও খোসামোদ করতে হবে না! বাবার অসুখের কথা লিখ্‌লে, বাবার মৃত্যু সংবাদ দিলে,—চিঠির উত্তর পেয়েছিলে কি? তবে আর কেন দাদা? ওঁরা মায়ে-পোয়ে সুখে থাকুন, সুখে ঘর সংসার করুন; আমাকে যখন ওঁরা চান না, তখন আমিও কা'কে চাইব না। চল, ফিরে চল।'

গাড়ী তখন পর্য্যন্তও দাঁড়াইয়াছিল; উমা গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। তখন অগত্যা অনিলও চিন্তিত মনে গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী আবার ষ্টেসনাভিমুখে চলিল।

যে দিন উমা ফিরিয়া গেল, ঠিক তাহার পর দিনই কিশোর বাড়ী আসিল। সে পাশ হইয়াছে—এইবার মাতা ও পত্নীকে নিকটে রাখিব; তাহার মনে কত আশা! বাসা পরিবর্ত্তন হেতু, কোন পত্রই তাহার হস্তগত হয় নাই; তাই কাশীনাথ বাবুর মৃত্যু সংবাদ সে জানিতে পারে নাই।

কিশোরকে দেখিয়াই কিশোরের মাতা ফুক্‌রাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। কিশোর একেবারে অবাক্! সে পাশের খবর লইয়া বাটী আসিল, কত সুখের কথা বলিবে, কত আনন্দ করিবে,—না—সহসা মাতার এই উচ্চ ক্রন্দনে,একটা অমঙ্গলের আশঙ্কায় সে ভীত হইয়া ধীরে ধীরে মাটীতে বসিয়া পড়িল। মাতার উচ্চ ক্রন্দন রোল এবং উমাকে দেখিতে না পাইয়া,—সে উমার মৃত্যুই স্থির করিয়া লইল। অন্যান্য বারে সে বাটীতে আসিয়াই উমাকে দেখিতে পায়, উমা গৃহকার্য্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। কিন্তু কই? এবার উমা ত নাই! সেই জন্যই বুঝি বাড়ীখানি আর পূর্ব্বের ন্যায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নাই, যেন কেমন হতশ্রী হইয়া আছে।

কিছুক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া কিশোর জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁ মা! ঘরে মারা গেল?"

মা ক্ষণকালের জন্য ক্রন্দন বন্ধ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—'কে রে?'

কিশোর কিছু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল।—উমা মরে নাই, তবে মাতার উচ্চ রোদনের কারণ কি? সে সন্দিগ্ধ চিত্তে মাতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"তোমার বউ?"

মাতা হাত মুখ নাড়িয়া নানা ভঙ্গিমায় আরম্ভ করিলেন—"মরেনি বাবা, মরেনি,—মলে ত আপদ চুকে যেত! ইত্যাদি"

* * * * *

মাতার মুখে কিশোর যাহা শুনিল, তাহাতে সে মর্ম্ম বেদনায় দিক্-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল! সুযোগ বুঝিয়া মা বলিলেন—"সে যখন তোর দিকে চাইল না, তখন তুই বা কেন তার জন্য কাতর হবি? যেমন ছোট লোকের ঘরের মেয়ে এনেছিলি, তেমনি উপযুক্ত সাজা দিয়া গেছে।—এখন একটী ভদ্র ঘরের মেয়ে নিয়ে এসে, ঘর সংসার কর।"

কিশোর অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিয়া দেখিল না, সত্য মিথ্যা অনুসন্ধান করিল না, মাতার প্রস্তাবে তখনই সম্মত হইল। মা তখন বিজয়ী বীরের ন্যায় সগর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিলেন।

তাহার পর, এক দিন, শুভলগ্নে, মাতৃভক্ত শ্রীমান্ কিশোরচন্দ্র এক বস্তা পুরা না হউক,—আধ বস্তা আন্দাজ টাকা এবং একটী চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া নববধূ আনিয়া মাতার চরণে উপঢৌকন দিলেন।

(ক্রমশঃ)

পরিণয়-গাথা। *

(শ্রীদেবেন্দ্রমোহন গুপ্ত)।

মরমে লুকান কথা সরমে ফোটে না বাণী
নয়ন স্বপনে ঘেরা, ধীরে আসে নিশিথিনী॥
নিবিড় তিমির তীরে উর্দ্ধে দেববালাগণ
শত স্নিগ্ধ আঁখি মেলি দেখিতেছে এ মিলন॥
কেতকী কুসুম গন্ধে সুরভি মলয় বায়
দিগ্বধূ-গণ পাশে কি কথা কহিতে ধায়!
আজি এ বাঁশীর সুরে কি যেন পড়িছে মনে
কাঁপে স্মৃতি, ভাঙ্গে কূল,—উজান প্লাবন বানে।
কোথা "লক্ষ্মী"? জেগে থাক, ঘুম যেন নাহি পায়,
আজিকার এ রজনী বিফলে যেন না যায়।
নীরবে ধরার বুকে বসন্ত মঞ্জরি উঠে,
গোপনে হৃদয়-কুঞ্জে প্রেমের প্রসূন ফোটে।

* বিগত ২৯শে আষাঢ় সম্পাদক মহাশয়ের পৌত্রী শ্রীমতী তরুবালার (লক্ষ্মীর) সহিত ওলপুর (ফরিদপুর) নিবাসী শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন রায়চৌধুরীর পুত্র শ্রীমান রবীন্দ্রনাথের শুভ পরিণয় উপলক্ষে,—অনুরুদ্ধ হইয়া লেখক এই কবিতাটী রচনা করিয়াছিলেন।—আজকাল শ্রদ্ধাহীন যুবকগণ বিবাহ উপলক্ষে যে সকল উশৃঙ্খল ভাবের কবিতা লিখিতেছেন,—তাহা পড়িয়া অনেক সময় যুবকগণের অধোগতির কথা মনে হইলে বড়ই ক্ষুণ্ণ হইতে হয়।—আদর্শ রূপে এই কবিতাটী যুবকদের সম্মুখে আমরা উপস্থিত করিতেছি। নারী—আমাদের জননী, নারী—আমাদের ভগিনী, নারী—আমাদের দুহিতা, নারী—আমাদের সহধর্ম্মিণী,—এ কথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। নারী জাতির প্রতি [illegible] ন দেশ কখনও উন্নত হইতে পারে না।

সম্পাদক

পলকের স্পর্শ মাঝে অনন্ত জীবন আনা,
একটী চাহনি মাঝে জনম জনম জানা;
এই ত রে শুভদৃষ্টি,—এই ইষ্ট-পরিচয়,
সারাটী জীবন পরে ইহারই সাধনাময়।
কোথায় "রবীন্দ্রনাথ"! দাঁড়াও দু'জনে আজ,
চেলাঞ্চলে হ'ক লগ্ন বরের মোহন সাজ।
দাঁড়াও সম্মুখে দোঁহে পুরুষ-প্রকৃতি ছবি,
সরসীর শ্যাম নীরে হাস্যুক তরুণ রবি।
এই যে বেপথুমতী অবনতা তনুলতা,
চরণে ললিত গতি বুকভরা ব্যাকুলতা।
এ নহে শিশির কণা—চরণে দলিয়া যাবে,
এ নহে খেলার ফুল—ধূলায় পড়িয়ে রবে।
অন্তরে রয়েছে দীপ্তি আঁখি জলে পড়ে ঢাকা,
ভুবন পালিনী শক্তি করুণায় দ্রব রাখা॥
অনলের স্বাহা এ যে অনিলের গতি,
জলদে বিদ্যুৎ জ্বালা ব্যোমে সরস্বতী,
ধরিত্রীর সহিষ্ণুতা ঐই ক্ষুদ্র বুকে,
ক্ষমা তাই হাসি হয়ে ভাসে চোখে মুখে॥

এই রবি করে
বিধাতার বরে
এ মুখ
উজ্জ্বল রবে,

সিঁথীর সিন্দুর
মিলন মধুর
চির দিন
স্থির রবে॥

এ কামনা ক'রে
রাঙ্গা রাখি-ডোরে
দিনু দুটী
হাত বাঁধি,
সকল সময়
মনে যেন রয়
'ডলি দিদি'
"মিনি দিদি"।

প্রতিবাদ।

মহানাম সম্পদায়ের প্রভু জগদ্বন্ধু-প্রচার।

(শ্রীকালীমোহন মুখোপাধ্যায়, বি, এ, আগ্রা)।

বর্ত্তমান বর্ষের ১৭ই বৈশাখ তারিখের "সঞ্জয়" পত্রিকাতে বরিশালের শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত কবিরাজ মহাশয়ের এক বিজ্ঞাপনী প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত বিজ্ঞাপনীতে কবিরাজ মহাশয় একটু নির্দ্দয়তার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি জনৈক "মতিচ্ছন্ন মহেন্দ্র" নামে পরিচিত যুবকের স্বেচ্ছাচারিতা ও শ্রীজগদ্বন্ধুর সুনির্ম্মল প্রেম-ধর্ম্ম,—একই রঙ্গে ফলাইতে বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছেন। আমার বিশ্বাস, জগদ্বন্ধুর নামটী তাঁহার বিজ্ঞাপনীতে টিট্‌কারীর ভাবে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে কবিরাজ মহাশয় ফরিদপুরের গোয়ালচামট গ্রামে উক্ত জগদ্বন্ধুর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসু হইলে, তাঁহার ভাষার তীব্রতা থাকিত না। যাহা হউক, এ বিষয়ে প্রতিবাদের ঔচিত্যানুচিত্যের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, প্রকৃত তথ্য প্রচারিত হউক, ইহাই আমার উদ্দেশ্য।

বিগত ২।৩ বৎসর হইল, মহেন্দ্র নামা জনৈক অজ্ঞাত কুলশীল, কতকগুলি অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত যুবক ও শিশু শিষ্য মণ্ডলীদ্বারা একটী "মহানাম

...ায়" সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালার নানাস্থানে জগদ্বন্ধু প্রচার করিবার জন্য ...ান করিতেছেন। উক্ত সম্প্রদায়ের গ্রন্থকার,—"মতিচ্ছন্ন মহেন্দ্র" ...ও কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সরকার। "ব্রহ্মচর্য্য" প্রকাশক শ্রীরমেশচন্দ্র ...র্ত্তী মহাশয়ের সহিত, গত ১৭ বৎসর কাল নীরব থাকিবার পূর্ব্বে, ...ন্ধুর যে সকল পত্র ব্যবহার হইয়াছিল, তাহার কতক অংশ মুদ্রিত হওয়ার ...দ্বারা তাহা হইতে কিয়দংশ গ্রহণে এবং জগদ্বন্ধুর সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাস-কথাগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ও মনোমত গড়িয়া, "বন্ধু-বাণী" ইত্যাদির ...করিয়াছে। উক্ত মহানাম সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা, গ্রন্থকার, বক্তা, ...দার, কালোয়াত, নর্ত্তক ইত্যাদি কাহারও সহিত, মৌনাবস্থার পূর্ব্বে জগদ্বন্ধুর বাণীর আদান প্রদান লেখকের ও শ্রীজগদ্বন্ধুর স্থিরমতি ভক্তগণের ...নুসারে কখনও হয় নাই। যাহারা সাধারণ দৃষ্টিতে অনন্য ভাক্ হইয়া ...র ভজনা করিতে ও করাইতে উৎসুক, তাঁহাদের এ অসত্যাচরণ সমাজে ...রিত হওয়াই মঙ্গল; সেই হিসাবে কবিরাজ মহাশয় আমার প্রীতিভাজন। ...বন্ধু-বাণীতে মহানাম সম্প্রদায় যে সব কল্পিত সূত্র (missing link) ...না করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের বিকৃত মস্তিষ্কের, অবতার প্রতিপাদন-... অবতার প্রতিপাদিত হইবার ঔৎসুক্যই প্রকাশ পাইয়াছে।

...জগদ্বন্ধুর স্বহস্ত লিখিত "ব্লকের" অর্থ করিতে গিয়া কবিরাজ মহাশয় ...র প্রতি বিশেষ নির্ম্মম হইয়াছেন। চারি হস্ত পুরুষ বলিতে তিনি বোধ ...চতুর্ভুজ বুঝিয়াছেন। 'চতুর্হস্ত স্বহস্তেন শাল প্রাংশু'—ইত্যাদি কথা বোধ ...কবিরাজ মহাশয় অবগত আছেন।

শ্রীজগদ্বন্ধুর কর্ম্ম (১) (Ethical conduct), ধর্ম্ম (৩, ৪) (Religion), অবতার বাদ প্রণালী (২) তাঁহার বিগত ১৭ বৎসর মৌনী থাকিবার ...লিখিত কয়েকটী সূত্র হইতে নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত হইল। এই সূত্রগুলিই ...দ্বন্ধুর আজ পর্য্যন্ত শেষ লেখা।

(১) "কৃতি—অস্তিত্ব।"—The highest good is the conservation ...e totality of existence—both of the subjective and the objective ...world, both qualitative and quantitative—জগদ্বন্ধুর ধর্ম্মপন্থা—শ্রেয় ...প্রেমের একত্বানুষ্ঠান—চিত্ত ও বিত্তের মৈত্রী পন্থা। (Deification of ...istence by matter and mind).

(২) "পঞ্চরহস্য—অবতার, সাধু, মহান্ত, চোর, পতিত।"

এ জগতে কেহ অবতার, কেহ সাধু, কেহ মঠধারী মহান্ত, কেহ চোর [illegible] হয়। কেহ পতিত কেন? এই বৈষম্য বৈচিত্র্যের, এই দ্বন্দ্বের জন্ম দায়ী কে [illegible] চৈতন্যময় জগৎ বিচিত্র বৈষম্যপূর্ণ—রূপভেদ ও গুণভেদের বিরাট ঐশ্বর্য্যধার [illegible] এই ভেদেই কর্ম্মের স্ফূর্ত্তি—দ্বন্দ্বেই মনোবৃত্তির উন্মেষ ও পুষ্টি এবং করণীয় [illegible] নির্দ্দেশ। দ্বন্দ্ব, কর্ম্ম প্রেরণা ও বাছনীর প্রাণ। এই দ্বন্দ্বে সেই মহা [illegible] সেই বহুরূপী, স্বতঃ প্রস্ফুটিত। অবতার, সাধু, মহান্ত, চোর, পতি [illegible] মোটামুটী এই দ্বন্দ্ব, এই পারিপার্শিক অবস্থা ও ব্যবস্থার (hered [illegible] environment, convention, opportunity etc) সৃষ্টি;—এই সৃষ্টির [illegible] কোষ্ঠী, বৈষম্য বৈচিত্র্যের তুলিকা দ্বারা অঙ্কিত। ঐ বৈষম্য বৈচিত্রে [illegible] অসীম রূপ-বৈষম্য ও গুণ-বৈষম্যের অন্তরালে যে স্ফুট মাধুর্য্য বিরাজিত, [illegible] অমৃতাস্বাদ যাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তাহার কাছে অবতার-বাদ রহস্য [illegible] সাধু-সংজ্ঞা রহস্য মাত্র, দেবসেবার জন্ম মহান্তের আবির্ভাব এক অদ্ভুত [illegible] চোর কথাটী রহস্য মাত্র, পতিত আখ্যাটীও রহস্য মাত্র। এই বৈ [illegible] বৈচিত্রে, এই দ্বন্দ্ব হইতে উদ্ধারণে, সেই মহামগুলীর, সেই মাধুর্য্যময়ের, [illegible] আস্বাদন। এই বৈষম্য বৈচিত্র, এই দ্বিধা হইতে, এই জগতের উদ্ধা [illegible] প্রচেষ্টায়, সেই মহামগুলীর, সেই মাধুর্য্যময়ের, বিরাট আস্বাদন। [illegible] জগদ্বন্ধুর (৩) ধর্ম্মসূত্র—"ধর্ম্ম উদ্ধারণ:" মহাধর্ম্ম মহাউদ্ধারণ।"—Religi [illegible] is elimination of antagonism. World-religion is eliminatio [illegible] world-antagonism. The realisation of love unfolds the mys [illegible] and the spectrum of antagonism loses itself in a converg [illegible] sea of unitarian light.

এই দ্বিধা অনন্ত নাম (Noumenon) ও রূপে (Phenomenon) গ্রথি [illegible] হইতেছে। অনন্ত নাম ও রূপের সত্য জ্ঞানে (true knowledge [illegible] noumenon and phenomenon) ঐ দ্বন্দ্বের অবসান, অভেদের স্থাপ [illegible] একত্বের মধুর স্ফূর্ত্তি,—প্রেমের মধুর উন্মাদনা—অনন্তরূপে অনন্ত বিগ্রহদর্শ [illegible] অনন্তরূপে সলীল ভাগবৎ-স্ফূর্ত্তি,—রূপ সমষ্টিতে ভাগবৎ বিরাট দর্শন।

জগদ্বন্ধু তিনটি সূত্রে এই 'উদ্ধারণ' কথাটির বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

(৪) 'নাম উদ্ধারণ।'—'উদ্ধারণ অনন্ত বিগ্রহ।'—'কোটি কোটিতে এক [illegible] হয়।'—'শান্ত, বাৎসল্য, দাস্য, সখ্য, মধুর—এই পঞ্চ দশাতে উদ্ধারণ [illegible] 'True knowledge of noumenon is salvation. Evolution of [illegible] consciousness in the Infinite *Rupa* (*Phenomenon*) is [illegible] ation. Fructification of mind as indicated above" is perfectly [illegible] ned by culture of the five-fold sentiments—শান্ত, বাৎসল্য etc. [illegible] *Rupa* in the Concrete and the Abstract.

[illegible] প্রেম-কোরক প্রস্ফুটিত হইলে, চিত্তপ্রসাদ লাভ হইলে, চিত্ত স্বতঃই অনন্ত [illegible] র সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে উদ্‌গ্রীব হয়। শান্ত, বাৎসল্য, দাস্য, সখ্য, মধুর—[illegible] পঞ্চ দশাতে মন এই সম্বন্ধ পাতিয়া লয়। রূপ ও অরূপকে এই পঞ্চমুখী [illegible] রাগে আপন করিয়া লওয়া, আপনকে জগতে বিলাইয়া দেওয়াই [illegible] রণ।'

[illegible] রূপীর সহিত মানব মনের শান্তরস সম্বন্ধ, পশু সৃষ্টির বৈর-দ্বন্দ্বের উপরে [illegible] সৃষ্টির ও মানব মনের স্বার্থকতা জ্ঞাপন করিতেছে। সত্য জ্ঞান [illegible] আবির্ভূত হইলে, শঙ্কর এক দিন গাহিয়াছিলেন—"অহঞ্চ সোহঞ্চ ত্বতশ্চ [illegible]"—ইহাই শান্তভাব।

[illegible] বাৎসল্য রাগে রূপের সেবা,—সমাজ-রূপের চিত্তের প্রসার সাধন [illegible] education), স্বাস্থ্য-রক্ষণ (sanitation and housing) এবং গৃহ, [illegible] বিধেয়, বস্ত্র ও খাদ্যের ব্যবস্থা।

দাস্য রাগে রূপের সেবা,—সমাজ রূপের (state) আইন কানুনের [illegible] বর্ত্তন, উৎকর্ষ সাধন ও পুষ্টি, সমাজে ন্যায়ের (justice) আবির্ভাব ও [illegible] প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা।

সখ্য রাগে রূপের সেবা,—সমগ্র রূপ সমপ্রাণ (Equal) ভাবিয়া,—চিত্ত, [illegible] বিত্ত ও কর্ম্মের আদান প্রদান, লোভ ও দ্বন্দ্ব ত্যাগ করিয়া জগতের যাবতীয় [illegible] সত্তার সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত করা।

'From every one according to his capacity. To every one according to his needs.'

"ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্॥"

—ঈশোপনিষৎ

মধুর রাগে রূপের সেবা,—অনন্তরূপে মহাগুণীর অনন্তরূপ ও গুণ ধারায় অমৃতাস্বাদন ও অনুপূরণ প্রচেষ্টা।

"আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে।
আমার মাঝারে তোমারে করিয়া দান॥"

—রবীন্দ্রনাথ।

এই গেল স্থূল রূপের কথা—সমাজ ধর্ম্মের কথা—সেবা ধর্ম্মের কথা (Social Service).

প্রবৃত্তি ও সাধন ভেদে, নিজ নিজ সাধনের ধনের সহিত উক্ত পঞ্চ রাগে সম্বন্ধ পুষ্টিই নিকষ ধর্ম্ম ও পরমার্থের কথা।

ধর্ম্মপন্থী সাধরণতঃ দুই স্তরের,—শাস্ত্রবাদী (Dogmatic) ও যুক্তিবাদী (Rationalist)। যুক্তিবাদীর মধ্যে কেহ কেহ আবার নিরীশ্বর বাদী (Atheist) ও অজ্ঞতাবাদী (Agnostic)। উক্ত ধর্ম্মপন্থিগণের সকলের ধর্ম্মের ও কর্ম্মের মূল মন্ত্র—"ধর্ম্ম-উদ্ধারণ।" শাস্ত্রবাদীর ধর্ম্ম তাহার শাস্ত্র সঙ্গত—"উদ্ধারণ।" ভগবান যে যে রূপে অবতীর্ণ বলিয়া লিখিত, সেই রূপের নাম উচ্চারণ, কীর্ত্তন, সাধন ইত্যাদিতে "উদ্ধারণ" লাভ। যুক্তিবাদীর ধর্ম্ম উপরে সংক্ষেপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। নিরীশ্বরবাদী ও অজ্ঞতাবাদীর কর্ম্ম,—সেবা (Social Service); ইহাও পঞ্চ ভাবে রূপের সেবার কথা।

এই মহা সত্য প্রচারকের ঘাড়ে অবতারত্বের বোঝা যাঁহারা চাপাইয়া দেখিতে চান—কিরূপ সাজে, তাঁহাদের হাত বড়ই বড়!

শ্রীজগদ্বন্ধু বাক্-চলচ্ছক্তি-রহিত পীড়িত নহেন বা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে কেহই ১৭ বৎসর ঘরে আবদ্ধ রাখিয়া ব্যবসা করে নাই। জগদ্বন্ধুর কোন মন্ত্র-শিষ্য নাই এবং মন্ত্র তাঁহার সাধনার অঙ্গ নহে।

মানব মনে রূপের ও অরূপের সাধনা ফুটিয়া উঠিয়া অবধি মানব কখন কখন সামান্য রূপে ও নিজ নিজ বৃত্তি (heredity and knowledge)

অনুসারী আপনার সাধনার ধন খুঁজিয়া লইয়া থাকে; সেই সাধনা ভুল কি নির্ভুল, এই বিচিত্র বৈষম্যময় রূপ-মহাসমুদ্রের কোন্ রূপ, তাহার নিরাকরণ করিতে পারিয়াছেন? বা—নিরাকরণ করিতে পারিলেও যুগপৎ নিবারণ করিতে পারিয়াছেন?

তথা-কথিত "মহানাম সম্প্রদায়" যদি অসত্যের আশ্রয় না লইয়া, অনন্যভাক্ হইয়া শ্রীজগদ্বন্ধুকে ভজনা করিতে পারিতেন, তবে তাঁহারা আমার মাথার মণি হইতেন।

"যেহপ্যন্য দেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥"

—গীতা, ৯ম। ২৩।

কায়স্থের অভ্যুদয়।

(শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ)।

পলাশীর আম্র কাননে যে দিন বঙ্গদেশের রাজলক্ষ্মী হতভাগ্য সিরাজদ্দৌলাকে ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দিন আমাদের দেশের পক্ষে যে কত বড় স্মরণীয় দিন, তাহা বলিয়া শেষ করা অসম্ভব; ইংরেজ বণিক সেই দিন হইতেই প্রকৃত পক্ষে দেশের রাজা হইলেন এবং তাঁহাদের বিলাতী সভ্যতাকে আমাদের সমাজে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিলেন;—বিলাতী শিক্ষা এবং সভ্যতার প্রভাবে আমরা দিন দিন উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে লাগিলাম।

অনেক ইংরেজ এবং এদেশী "পণ্ডিত"-লোকের বিশ্বাস আছে যে, বাঙ্গলার কায়স্থ জাতি পূর্ব্বে, নিতান্ত নগণ্য ছিল এবং নূতন বিলাতী সভ্যতার সংসর্গে আসিয়া তাহারা একেবারে "আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ" হইয়া উঠিয়াছে,—অর্থাৎ পূর্ব্বে—ঘোষ, বসু, মিত্র, দেব, দত্ত, পালিত প্রভৃতি নিতান্তই কদাকার

"লোহা" ছিল, কেবল ইংরেজী শিক্ষারূপ পরেশ পাথরের সংস্পর্শেই তাহারা নির্ম্মল ও নিখুঁত সোনা হইয়া পড়িয়াছে ; অধিকন্তু এই জন্যই এখন হাইকোর্টের বেঞ্চে এবং বারে, বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে, ডাক্তারের তালিকায়, ব্যবসার ব্যাপারে—অর্থাৎ সর্ব্বত্রই,—ঘোষ, বসু, মিত্র, পালিত, সরকার, সর্ব্বাধিকারী, সিংহ, রায়, দত্ত, গুহ প্রভৃতির ভিড় লাগিয়া গিয়াছে। এরূপ কথাও অনেকে বলেন যে, পূর্ব্বে যাঁহারা গ্রাম্য গুরু মহাশয় অথবা গোমস্তাগিরি,—না হয় সহরে বাজার-সরকারী করিতেন, আজ তাঁহাদেরই বংশধরেরা লাট সাহেবের সভাসদ, জজ, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি হইয়া বাঙ্গলার সকল জাতির উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন,—এমন কি, খাস বিলাতী "লর্ড" পর্য্যন্ত হইয়া গেলেন,—ইহা কেবল ইংরেজী শিক্ষার ফলেই ; এবং ইংরেজী শিক্ষায় "কায়েত"কে সত্যই "মানুষ" করিয়া দিয়াছে!

অন্যের কথায় কাজ কি,—স্বয়ং কুলীন-কায়স্থ-কুল-কমল, ভূ-ভারতে বিশেষ বিখ্যাত স্বয়ং মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসুজ, গত ৬ই মার্চ্চ তারিখে খাস লণ্ডন সহরের এক বিদ্বজ্জন পরিষদে বেশ স্পষ্ট ভাষায় ও পরিষ্কার সুরে বলিয়াছেন—'বাঙ্গালীরা কোন কালেই যে লড়াই করিতে পারিতেন,—অর্থাৎ যুদ্ধ করিবার শক্তি বা উদ্যম অথবা বীরের কোন গুণ যে তাঁহাদের স্বভাবে ছিল,—তাহা কোনও দিন প্রকাশ পায় নাই। তাঁহারা শান্ত এবং শান্তিপ্রিয় (অর্থাৎ গো-বেচারী) জাতি ; কিন্তু যখন ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে লড়াই বাধিয়া গেল, তখন সেই 'অ-লড়ায়ে' বাঙ্গালীর দল অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং ইংরেজসম্রাটের পক্ষে যুদ্ধ ভূমিতে, যে কোনও কাজে নিযুক্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন।'* হায়! হায়! মহা মাননীয় শ্রীযুক্ত বসুজ মহাশয় বয়সে এবং বিদ্যায় প্রবীণ হইয়াও ভাবিলেন এবং বিশ্বাস করিলেন যে, কারণ ব্যতিরেকেও কার্য্যের উৎপত্তি হয়!—যদি

"* * * * Bengalees had not displayed any war-like qualities in their character. They were peaceful and peace-loving people, but when war broke out in 1914, the unwar-like Bengalees came forward and offered their services in any capacity to fight for the British ....."—Quoted from report of his speech. লেখক।

জাতির তৈল-চিকণ, সুমসৃণ এবং সুকোমল চর্ম্মের নিম্নে বীরের কঠিন থাকিত, তাহা হইলে কি সে কখনও ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের শরৎকালের সেই ভৈরব নাদে নাচিয়া উঠিত, না—সে জাতির নধর কোমল তরুণ বালকগণ দলে দলে আসিয়া রণচণ্ডীর পূজায় যোগ দিতে ছুটিত? বড়ই দুঃখ যে, বিজ্ঞ বসুজ মহাশয়, এই সেদিনের লক্ষ্মণমাণিক্য, রামচন্দ্র বসু, রায়, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য এবং সীতারাম রায়ের বীরত্বের কথা ও মনে আনিলেন না! অধিক কি, পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রেও সাত হাজারী বীর মোহনলাল যে কিরূপ বীর্যবত্তা দেখাইয়াছিলেন, তাহাও ভাবিলেন না? কোন্নগরের "সোম" বংশীয় দশ হাজারী মনসবদার তখনকার বাঙ্গলার নবাবের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী রায় দুর্লভের সহায়তা পাইলে পলাশীর সেই আম বাগানে ক্লাইবের কিরূপ অবস্থা হইত, তাহাও স্মরণে আনিলেন না? আমাদের সমাজের মাথার মণি, মহা মাননীয় বসুজ মহাশয়েরও যদি এরূপ মতি হয়, তবে অপর সাধারণের নিকট কি আশা করা যাইতে পারে?

স্বর্গত সাহিত্যিক-শ্রেষ্ঠ, বাণীর বরপুত্র বঙ্কিমচন্দ্র যে,—'বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই'—বলিয়া ক্ষোভ করিয়া গিয়াছেন,—এখনও তাহার কারণ দূরীভূত হয় নাই। বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ,—এই দুই জাতির স্থান, সম্মান এবং গৌরবের কথা সকলেই জানেন,—অথচ এই দুই জাতির প্রকৃত ইতিহাস এখনও সঙ্কলিত হয় নাই। বঙ্গদেশে,—কায়স্থ জাতি স্মরণাতীত কাল হইতে ক্ষাত্রশক্তির এবং ব্রাহ্মণ তাঁহার নিজস্ব ব্রহ্মশক্তির পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন। তাই, আমাদের মনে হয় যে, বঙ্গদেশের কায়স্থজাতির প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হইলেই এ দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্ম্মনৈতিক সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে।

পাঠান-শক্তি যে সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর উষাকালে, প্রবল বন্যার ন্যায় গৌড়বঙ্গ প্লাবিত করিয়া দিল, সে সময়ে এদেশের রাঢ় বিভাগের লক্ষ্মণাবতী নগরে সেনবংশীয় মহারাজ লক্ষ্মণসেন রাজত্ব করিতেছিলেন। লক্ষ্মণসেনের পরাজয়ের হাস্যকর উপাখ্যান এখন দেশের সর্ব্বত্র পরিচিত, তাহা আর নূতন করিয়া বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। তবু, এই কথা মনে করা

নিতান্তই উচিত যে, এখনও মিথিলা প্রদেশে সেই কাপুরুষ আখ্যায় পরি[illegible] লক্ষ্মণসেন দেবের প্রতিষ্ঠিত, সংবৎ—অথবা 'লসং'—প্রচলিত রহিয়াছে। [illegible] কথা এই যে, মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেব ভীরু অথবা কাপুরুষ ছিলেন [illegible] পূর্ব্বে কামরূপ হইতে পশ্চিমে প্রয়াগ পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল [illegible] মগধে পাল বংশীয় কোন নরপতি তাঁহারই সামন্ত স্বরূপে রাজ্য [illegible] করিতেছিলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দের প্রদোষ কালে (১৪৯২—[illegible] প্রবল প্রতাপ পাঠান সম্রাট্ হোসেন সাহ পশ্চিম কামরূপের কমতাপু[illegible] অধিকার করিতে আসিয়া, দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ অবরোধের পরেও বিফল [illegible] হইয়াছিলেন এবং তিনি জনৈক বিশ্বাসহন্তা ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর সহায়তা না পাই[illegible] নিজে অতিশয় ঘৃণিত বিশ্বাসঘাতকতা না করিলে, কখনই সেই কমতাপু[illegible] অধিকার করিতে সমর্থ হইতেন না।* ক্ষুদ্র কমতাপুর দুর্গ সম্বন্ধে [illegible] ঘটিয়াছিল,—গৌড়ের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী-বিজয় ব্যাপারে তদপেক্ষা[illegible] অধিকতর কোন একটী ঘৃণিত উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহাতে আম[illegible] কোন সন্দেহ নাই।

পাঠান বীর বক্তিয়ার খিলজীর পুত্র মহম্মদ (বক্তিয়ার খিলজী নামে [illegible] কিরূপে বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন,—মুসলমান ঐতিহাসিক তাহা লি[illegible] ছিলেন এবং এখন বিদ্যালয়ে আমরা পুত্র-পৌত্রানুক্রমে তাহা পড়িতে[illegible] এখনকার উচ্চ সভ্যতার শীর্ষ স্থানীয় য়ুরোপীয় জাতিরা গত এক শত বৎ[illegible] মধ্যে যত গুলি যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই সেই [illegible] ইতিহাস,—প্রত্যেক পৃথক্ পৃথক্ যুদ্ধমান জাতির ঐতিহাসিক কর্ত্তৃক লি[illegible] হইয়াছে। যদি কেহ কৌতুহল-প্রযুক্ত রুস-ঐতিহাসিক এবং জাপ ঐতিহাসি[illegible] লিখিত—"রুষ-জাপান" যুদ্ধের ইতিহাস একযোগে পাঠ করেন, তাহা হই[illegible] মানুষের হাতের তুলিতে লিখিত সিংহের এবং সিংহের হাতের তুলিতে অ[illegible] মানুষের ছবির কথা মনে পড়িবে। আর যাঁহারা ভারতের বাহিরে যাইতে [illegible]

* পাঠান-সুলতান তাঁহার নিজের স্ত্রী পরিবারবর্গ যাহাতে কমতাপুরে [illegible] রাজান্তঃপুরের ভিতর গিয়া রাজমহিলাগণকে অভিবাদন করিয়া আসিতে পারে, [illegible] তাহার অনুমতি লইয়া, অবশেষে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক শিবিকার ভিতরে [illegible] অস্ত্রধারী সৈন্য পাঠাইয়া দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছিলেন।

[illegible] তাঁহারা একবার মরাঠাসিংহ শিবাজীর সহিত মোগল-বাদশাহ [illegible] যুদ্ধের মুসলমানী ও মরাঠী বর্ণনা পড়িয়া দেখুন; একই যুদ্ধ [illegible] পৃথক্ জাতির লিখিত সমসাময়িক ইতিহাস পড়িলে উভয়ের [illegible] দেখিয়া পাঠককে সত্যই স্তম্ভিত হইতে হইবে! ইতিহাস ত দূরের [illegible] একই যুদ্ধের ফল যখন প্রচারিত হয়, তখন সেই একই ঘটনা সম্বন্ধে [illegible] এবং পরাজিত উভয় পক্ষের দুইটী বর্ণনা পড়িলে কোন বর্ণনার উপরেই [illegible] অসম্ভব হইয়া পড়ে। মানুষ মাত্রেই—স্বার্থ, স্বজন ও স্বজাতির [illegible] অনুরাগ এবং শত্রুর উপর বিরাগ ও বিদ্বেষ দ্বারাই পরিচালিত হইয়া [illegible] তাই,—স্বদেশের ও স্বজাতির বিশেষ ভক্ত ভিন্ন "পরের" দ্বারা [illegible] দেশের ইতিহাস লিখিত হইতে পারে না,—হইলেও তাহার কোন [illegible] আছে বলিয়া মনে হয় না।

[illegible] যাহা হউক, আমরা কায়স্থ জাতির অভ্যুদয়ের কথা বলিতেছিলাম। [illegible] ঐতিহাসিক আবুল ফজল তৎপ্রণীত "আইন-আকবরী" নামক গ্রন্থে [illegible] গিয়াছেন যে, গৌড়বঙ্গে মুসলমান রাজত্বের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রায় দুই [illegible] বৎসর যাবৎ কায়স্থ রাজারা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। আবুল-ফজল [illegible] যে কোন বিশেষ ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া প্রাগুক্ত [illegible] লিখিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে সর্ব্বজন সুলভ [illegible] ইতিহাস" নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, বক্তিয়ারের পুত্র মহম্মদ ১২০৩ [illegible] বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন। সেই ১২০৩ খৃষ্টাব্দের দুই সহস্র বৎসর [illegible],—অর্থাৎ প্রায় ৮০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে (৭৮৭ খৃঃ পূঃ) এই গৌড়বঙ্গে [illegible] জাতির সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বলিতে হয়। য়ুরোপীয় [illegible] ঐতিহাসিকগণের মতে নাগবংশীয় অজাতশত্রু সম্রাটের সময়ে গৌতম বুদ্ধের [illegible] হইয়াছিল এবং তাঁহারা প্রায় খৃঃ পূঃ ৫৭০ অব্দে (৪৮০ খৃঃ পূঃ) গৌতম [illegible] জন্ম-কাল স্থির করিয়াছেন। বায়ু, মৎস্য ও বিষ্ণুপুরাণের মধ্যে [illegible] মতভেদ থাকিলেও, শিশুনাগ অথবা শেষনাগ নামক সম্রাটের বংশে [illegible] অজাতশত্রুর নাম পাওয়া যায় এবং নাগ বংশের আরম্ভ মোটামুটি [illegible] অথবা ১০০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ ধরা যাইতে পারে। পৌরাণিক এবং [illegible] আধুনিক ইতিহাস মিলাইয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যে, মগধে ও

গৌড়বঙ্গে এই সময় হইতে নিম্নলিখিত রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছেন,—

(১) শেষনাগ বংশ অথবা শিশুনাগ বংশ (প্রথম বার)
(২) নন্দবংশ।
(৩) মৌর্য্যবংশ।
(৪) শুঙ্গবংশ, অথবা পুষ্প বা পুষ্য মিত্রের বংশ (প্রথম বার)
(৫) কণ্ববংশ।
(৬) অন্ধ্র বংশ।
(৭) পুষ্প মিত্রের বংশ (দ্বিতীয় বার)।
(৮) নাগবংশ (দ্বিতীয় বার)।
(৯) গুপ্তবংশ।
(১০) পালবংশ।
(১১) শূরবংশ।
এবং (১২) সেনবংশ।

ইহাদের মধ্যে কণ্ববংশীয় রাজগণ ব্রাহ্মণ এবং অন্ধ্র বংশীয় রাজগণের ব[র্ণ] অজ্ঞাত রহিয়াছে; কিন্তু অবশিষ্ট আর সকল বংশই বৌদ্ধ অথবা জৈ[ন] ধর্ম্মাবলম্বী ক্ষত্রিয় অথবা বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী ক্ষত্রিয় বংশ হইতে উদ্ভূত এ[বং] ইহারাই পরে—"কায়স্থ" বলিয়া অভিহিত ও প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

উপরিধৃত চক্রবর্ত্তী রাজগণ ভিন্ন এই দেশের স্থানে স্থানে নন্দী, চন্দ্র এবং গুহ উপাধিধারী রাজারা সামন্ত নৃপতি রূপে রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন।

শেষনাগ বংশ হইতে গুপ্ত বংশ পর্য্যন্ত রাজগণের বংশাবলী পুরাণ গ্রন্থে স্পষ্ট রূপে প্রদত্ত হইয়াছে। নন্দীবংশ এবং গুহ বংশ সম্বন্ধেও পুরাণে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠক মহাশয়গণের মধ্যে যাঁহারা এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমরা বায়ুপুরাণের ৯৯ অধ্যায়, মৎস্যপুরাণের ৩৭৩ অধ্যায়, বিষ্ণুপুরাণের ৪র্থ অংশ, ২৪ অধ্যায় এবং শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের দ্বাদশ স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এই পৌরাণিক প্রমাণ ব্যতীত লেখ্য প্রমাণও যথেষ্ট আছে। আমাদের পক্ষে মফঃস্বলে থাকিয়া লেখ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করা নিতান্ত কঠিন; তথাচ যে কয়খানি পুস্তক দেখিতে পাইয়াছি,—তাহা নিবেদন করিতেছি।—

এলাহাবাদের বিখ্যাত স্তম্ভলিপি (গুপ্তবংশীয় সম্রাট সমুদ্র গুপ্তের দিগ্বিজয় প্রশস্তি—(Gupta Inscription No. 1) ২১ একবিংশ পংক্তিতে আর্য্যাবর্ত্তের রাজ তালিকায় লিখিত হইয়াছে—

"রুদ্র-দেব-মতিল-নাগ-দত্ত-চন্দ্র-বর্ম্ম-গণপতিনাগ—নাগ-সেনা চ্যুতনন্দি-বল-বর্ম্মাদ্যনেকার্য্যাবর্ত্তরাজ—" ইত্যাদি

ইহার মধ্যে "গণপতি নাগ" এবং "অচ্যুত নন্দী" এই দুইটী ব্যক্তিগত নাম এবং রুদ্র, দেব, মতিল, নাগ, দত্ত, চন্দ্র, বর্ম্ম, নাগ-সেন, বল এবং বর্ম্ম—এই কয়েকটী রাজার উপাধি মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। এতদ্ব্যতীত কেদারপুরে আবিষ্কৃত শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন (ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের "প্রতিভা", ১ম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত) হইতে (১) পূর্ণচন্দ্র (২) সুবর্ণচন্দ্র (৩) ত্রৈলোক্যচন্দ্র ও (৪) শ্রীশচন্দ্র—এই চারিজন 'চন্দ্র' উপাধিধারী রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে এবং ফরিদপুরে আবিষ্কৃত (কলিকাতার "সাহিত্য-পরিষৎ" পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত) এক শিলালেখে 'নন্দী' উপাধিধারী কয়েক জন রাজার (অথবা ভূস্বামীর) প্রশস্তি পাওয়া গিয়াছে। আর, বাঁকুড়ার বিখ্যাত শুশুনিয়া পর্ব্বতে কোন "চন্দ্র" উপাধিধারী রাজার এক অতি পুরাতন ক্ষোদিত-লিপি অনেক দিন হইল বাহির হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত ভারত খণ্ডের নানা স্থানে শত শত শিলালেখ ও তাম্রশাসন বাহির হইয়াছে এবং তাহাদের পাঠ, অনেকগুলি বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ব-সম্বন্ধিনী পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। বোম্বাই নগরের "নির্ণয়সাগর" নামক মুদ্রাযন্ত্র হইতেও কয়েক খণ্ড পুস্তকে এইরূপ লেখাদি মুদ্রিত হইয়াছে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষ হইতেও 'লেখাবলী' নামে এইরূপ একটী সংগ্রহ বাহির হইয়াছে। কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক ঐতিহাসিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার সাহায্য হইতে পারে, এরূপ ভাবে টীকা-টিপ্পনি পাঠান্তরাদি সহিত, (অথচ অল্প মূল্যে পাওয়া যায়)

এরূপ একখানি সংগ্রহ এখন পর্য্যন্তও প্রকাশিত হয় নাই ;—অথবা হইয়া থাকিলেও আমরা তাহা অবগত নহি। অথচ, এরূপ উপাদান না পাইলে আমাদের কায়স্থ জাতির অভ্যুদয়ের বিশ্বাস-যোগ্য কোন ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে না।

"মৌর্য্যবংশে"র রাজগণের বর্ণ সম্বন্ধে আমরা ইতঃপূর্ব্বে ঢাকার সাহিত্য-পরিষদের মুখ-পত্রিকা "প্রতিভা"র (৯ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা) আলোচনা করিয়া তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব—অথবা কায়স্থত্ব—প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই প্রবন্ধে যে সকল প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অতিরিক্ত "আইহোলের শিলালিপি"তে (ভাণ্ডারকরের দক্ষিণাপথের ইতিহাস, ৪৬ পৃষ্ঠা, ইংরাজী) খৃষ্টীয় ৫৬৭-৫৯১ খৃষ্টাব্দে উত্তর কোঙ্কন প্রদেশে (বোম্বাই প্রেসিডেন্সী) মৌর্য্যবংশের রাজত্বের এবং মহাভারতের সভাপর্ব্বে ৩২ অধ্যায়ে 'ময়ূর' উপাধিধারী ক্ষত্রিয়গণের অস্তিত্বের প্রমাণ আছে। ফলতঃ, ধর্ম্মে জৈন এবং বৌদ্ধ হইলেও মৌর্য্যবংশ ক্ষত্রিয়ই ছিলেন এবং বায়ুপুরাণে 'বন্ধু পালিত' এবং 'ইন্দ্র পালিত' নামক দুই "পালিত" উপাধিধারী মৌর্য্যবংশীয় রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে। শুঙ্গ অথবা মিত্রবংশ যে ক্ষত্রিয় তাহা ডাক্তার সার রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকারও তাঁহার "দক্ষিণাপথের ইতিহাসে"র ২৪ পৃষ্ঠায় ইঙ্গিত করিয়াছেন। শুঙ্গবংশে 'ঘোষ' 'বসু' এবং 'মিত্র'—এই তিন উপাধিই দেখিতে পাওয়া যায়। 'গুহ'দিগের সম্বন্ধে বায়ু ও বিষ্ণু পুরাণ বলিয়াছেন,—

> "কলিঙ্গা মহিষাশ্চৈব মহেন্দ্রনিলয়াশ্চ যে।
> এতান্ জনপদান্ সর্ব্বান্ পালয়িষ্যতি বৈ গুহঃ ॥৩৮৬॥
>
> বায়ুপুরাণ, ৯৯ অধ্যায়।
>
> "কলিঙ্গমাহিষমহেন্দ্রভৌমান্ গুহা ভোক্ষ্যন্তি ॥৬৫॥"
>
> বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ২৪শ অধ্যায়।

এতদ্ভিন্ন নাগবংশের কথা পুরাণে এত স্পষ্ট রূপে উল্লিখিত রহিয়াছে যে, তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। তাহার পর, সমুদ্র গুপ্তের বিখ্যাত স্তম্ভলিপিতে যে রুদ্র, দেব, নাগ, দত্ত, নন্দী, চন্দ্র, বর্ম্ম, সেন, বল, ও বর্ম্ম উপাধিধারী রাজগণের স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বেই

লিখিত হইয়াছে। গুপ্ত সম্রাটগণের বিষয় পুরাণে সামান্য রূপে থাকিলেও তাঁহাদের শিলালিপিতে নিম্নলিখিত মহাবল পরাক্রান্ত নৃপতিগণের নাম পাওয়া যায়। যথা—

শ্রীগুপ্ত (৩১৯ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ)
|
ঘটোৎকচ গুপ্ত
|
চন্দ্রগুপ্ত (১ম)
|
সমুদ্রগুপ্ত
|
চন্দ্র গুপ্ত (২য়)—(৪১২ খৃঃ)
|
কুমার গুপ্ত ইত্যাদি

এবং এই বংশের সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে (৪১২ খৃষ্টাব্দ) কোন কোন পণ্ডিত কবি কালিদাসের আশ্রয়দাতা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সহিত অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

যাহা হউক, আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বঙ্গদেশের কায়স্থগণের মধ্যে এখনও বসু, ঘোষ, মিত্র, গুহ, দেব, দত্ত, নাগ, পাল, পালিত, সিংহ, সেন, শূর, বর্ম্ম, গুপ্ত, নন্দী, বল ও চন্দ্র প্রভৃতি উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। এখন উঁহারা কুলীন, মৌলিক, মধ্যল্য, মহাপাত্র, অচলা অথবা বাহাত্তুরে যে কোন আখ্যায় অভিহিত হউন না; এক কালে যে তাঁহারা সকলেই রাজা ছিলেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন এই যে—কীর্ত্তি, যশ, ক্ষেম, শূর, গুণ, ইন্দ্র, সোম ইত্যাদি "বল প্রকাশক" উপাধি কায়স্থদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্বেরই পরিচায়ক।

স্থানাভাব বশতঃ, এই বিষয় লইয়া আর অধিক দূর অগ্রসর হইবার উপায় নাই। যতদূর দেখা গেল, তাহাতে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, কায়স্থগণ প্রায় তিন সহস্র বৎসর হইতে গৌড়বঙ্গে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন এবং প্রকৃত পক্ষে মোগল সম্রাটদিগের সময়েই তাঁহাদের রাজত্বের অবসান হইয়াছে। কায়স্থ জাতির অভ্যুদয় নূতন ঘটনা নহে,—উহা বহু পুরাতন।

প্রকৃত হীরক ভিতরে ছিল বলিয়াই, ইংরাজী শিক্ষার "পালিসে" তাহার এত উজ্জ্বলতা দেখা যাইতেছে। কবি সত্যই বলিয়াছেন,—

"ন প্রভা তরলজ্যোতিরুদেতি বসুধা তলাৎ।"

লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক।*

(শ্রীদেবেন্দ্রমোহন গুপ্ত)।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই,—মহারাষ্ট্রীয়-গগণে যে প্রতিভার অরুণ উদিত হইয়াছিল, পূর্ণ ৬৪ বৎসর কাল সমস্ত ভারতবর্ষ আলোকিত করিয়া গত ১লা আগষ্ট তাহা অস্তাচলশায়ী হইয়াছে। কবিবর রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—মানুষ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারে না, চক্ষু ঝলসিয়া যায়, তাই গ্রহণের দিন কৃষ্ণবর্ণ কাচের সহায়তা গ্রহণ করে।—এই পুরুষ-প্রবর যতদিন কর্ম্মশীল ছিলেন, ততদিন আমরা তাঁহার প্রকৃত মূর্ত্তিটী ঠিক দেখিতে পাই নাই। আজ যে তাঁহার অতীত আলেখ্য খানি দেখিতে চেষ্টা পাইতেছি,—এও আমাদের মনের কৃষ্ণ কাচের সাহায্যে। আমাদের মলিন কাচে সে মূর্ত্তিটীর অবিকল প্রতিরূপ ধরা পড়িতেছে না; শুধু আমরা নহি,—রাজপুরুষগণও এই দৃষ্টির কালিমা অতিক্রম করিতে পারেন নাই; তাই, পুনঃ পুনঃ অভিযুক্ত হইয়া এবং অর্থদণ্ড, কারাবাস ও নির্ব্বাসন ভোগে লোকমান্য তিলকের জীবনে এত বৈচিত্র্যের সমাবেশ! লোকচক্ষু ঝলসিত করিয়া সবে মাত্র সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, এখনও দৃষ্টির আবিলতা দূর হয় নাই, এখনও তিলকের স্বরূপ উপলব্ধির সময় আইসে নাই।

মানব নিবহের মধ্যে তাঁহারাই ধন্য, যাঁহারা জীবনে কখনও জটিল

---

* গত ১৭ই শ্রাবণ, ফরিদপুর টাউন থিয়েটার হলে শোক সভায় পঠিত। সম্পাদক।

...অবলম্বন করেন না সম্মুখে বিরাট বাধা দর্শনেও যাঁহাদের জীবন-
...বা প্রচ্ছন্ন পথে প্রধাবিত হয় না। সুদৃঢ় মেরুদণ্ড, সত্যে
...কর্ত্তব্যে অচল অটল হিমালয়বৎ সেই মহাপুরুষগণ সংসারের বুকে
...গভীর সরল রেখা আঁকিয়া চলিয়া যান। কারাদণ্ড, নির্ব্বাসন,
...অকৃতজ্ঞতা,—কিছুতেই তাঁহাদের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় না।

...দেশে আমরা এমনই একটী লোক-পিতাকে পাইয়াছিলাম।
...জিলার বীরসিংহ গ্রামে সে পুরুষ সিংহের জন্ম। তাঁহারও ললাটে
...জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, জ্ঞানস্রোতে বাঙ্গলা প্লাবিত, দৃঢ়তায় হিমাচল
...মহত্বে দেবলোক ম্লান হইয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালি! সেই বিদ্যা-
...মৃত্যুর দিন স্মরণ কর। সেই যে শোকের ঝটিকা বহিয়াছিল,
...ভারতে অন্ধকার এ শোকের মত প্রগাঢ় শোকোচ্ছ্বাস আর বোধ
...হয় নাই। আজ যাহা হারাইলে, কত দিনে কত যুগে—এ
...হইবে? ভারত-মাতার বক্ষ আজ দীর্ণ, নয়ন অশ্রু প্লাবিত, বদনে
...কালিমা; তেত্রিশ কোটি স্বার্থপর, আত্মমগ্ন ও অকৃতজ্ঞ সন্তানের
...সান্ত্বনায় এ দারুণ শোকের নিবৃত্তি হইবে না; এ বিরাট শূন্যতা, এ
...—বড় ভীষণ, বড় নৈরাশ্যব্যঞ্জক।

...কর্ম্মশীল পুরুষগণের চরিত্র অনুধ্যান করিলে দেখা যায়, ঐ চঞ্চল
...মালার নিম্নদেশে একটী প্রশান্ত ভাবের সমাবেশ আছে; বেগবতী
...র একটী মৌলিক উৎস আছে। সাধারণতঃ লোকচক্ষু ঐ ভাব-
...সন্ধান পায় না, ঐ মৌলিক উৎসটী দেখিতে পায় না। বাল গঙ্গাধর
...জীবনের বিচিত্র গতি ও অদ্ভুত কর্ম্মগুলি বুঝিতে হইলে, তাঁহার
...পূর্ব্বক্ষণের কয়েকটি কথার প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে।—মহাপ্রয়াণের
...মুহূর্ত্তে তাঁহার অধরে, তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্রটী উচ্চারিত হইয়াছিল—

'যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥'

ইত্যাদি।

...গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে, আমাদের সামাজিক, পারিপার্শ্বিক
...ব্যক্তিগত জীবন মলিন হইয়া পড়িয়াছে। ভারতে পুনরায়

সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং ভারতের আকাশটীকে নির্ম্মল ও প্রশান্ত দেখিতে বড়ই ইচ্ছা ছিল।

তাঁহার জীবনের সমস্ত কর্ম্ম-পুষ্প গুলি ঐ আদর্শ দেবতারই চরণে হইয়াছে। সে কর্ম্মগুলি কি এবং কেমন, সে বিষয় আপনারা সংবা পড়িয়াছেন, লোকমুখে শুনিতে পাইয়াছেন। অদ্যকার এ সভায়ও সে আলোচনা হইয়াছে; সে বিষয় আমি আলোচনা করিব না। তাঁহার অর্ঘ্য দেবতার পদ প্রান্তে পৌঁছিয়াছে কি না তাহা জানিতে হইলে,— হইতে কুমারিকা, সিন্ধুনদ তট হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত নরনারীগণের প্রতি লক্ষ করিতে হইবে। প্রতি হৃদয়-মন্দিরে আজ তিলকের মূর্ত্তি, আজ "তিলক মহারাজের" জয় গান;—জয় গানই বটে, সহস্র মধ্যেও সে আলোকের শিশু সকলকে জয় করিয়া অমরলোকে প্রয়াণ ছেন। এক বিদ্যাসাগর ভিন্ন, এরূপ সার্ব্বভৌমিকত্ব এদেশে আর কখনও লাভ করিতে পারেন নাই। এই জয়ের ইতিহাস তোমাকে বলি তাঁহার প্রদত্ত পুষ্পাঞ্জলি দেবতার চরণ প্রান্তে পৌঁছিয়াছে কি না।

গভীর দুঃখে মহৎ জীবনের উদ্বোধন হয়; ত্যাগ ও সেবায় জীবন পরি লাভ করে। বিদ্যাসাগর কাঁদিয়াছিলেন, তিলকও কাঁদিয়াছেন; দারুণ অসহ্য মনস্তাপ, সংশয়ের সুতীব্র দংশন-জ্বালা সুবর্ণের সমস্ত মলিনতা বিদূ তাহাকে অপূর্ব্ব জ্যোতিতে প্রদীপ্ত করিয়া দিয়াছিল। যে কিছু ছাড়িতে নাই, সে আবার লাভ করিবে কিরূপে?—যে ত্যাগ করিতে শিখে প্রাপ্তির আনন্দ ভোগ করিবে কেমন করিয়া?—এই ত্যাগের মহিমায় ললাট উদ্ভাসিত, এই ত্যাগের গৈরিকে সে স্বদেশ-সেবকের সৌম্য গরিমাময়। আজ সে মহান্ আত্মা ভারতের আকাশে বাতাসে সর্ব্বত্র তাঁহার নীরব ওষ্ঠাধরে আজ অশরীরি বাণী ঘোষিত হইতেছে—"আ "ত্যাগ"—"ত্যাগ"। এস ভারতবাসি! নীরবে ঐ বাণীর অনুসরণ করি; মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ধীর পদক্ষেপে আমরা কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হই।

সূর্য্য ডুবিয়া যায়—কিন্তু সায়াহ্ন গগণের রক্তিম মেঘ-শীর্ষে তাহার নি জ্যোতি রশ্মিটী রাখিয়া যায়। ভারত-গগণের উজ্জ্বল "তিলক" একে মুছিয়া যায় নাই,—তাহারই শেষ আলোকে আর একটী মহান্ আত্মা

য়াছে। ঐ যে ভারত মাতার পাদপীঠ তলে—সরল প্রাণ, মহান্ একটী দেবশিশু ধ্যানস্থ! ঐ যে মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধি য়ে দীক্ষিত। তিলকের মহান্ আত্মা ঐ হৃদয়ে আবির্ভূত ত্য, ধর্ম্ম ও ত্যাগের প্রতিষ্ঠায় ভারত আবার পবিত্র হউন। নির্ব্বাসন দণ্ড লাভ করিয়া তিলক বলিয়াছিলেন—"There powers that rule the destiny of things, and it may will of Providence that the cause which I represent more by my suffering than by remaining free" -বিশ্বাস তিলককে সকল যন্ত্রণা, সকল বিপদের মধ্যেও স্থির , সেই মঙ্গলময় তিলকের মহান্ আত্মাকে চিরশান্তি প্রদান

পরগাছা।

(সামাজিক প্রস্তাব)।

(শ্রীরতিনাথ মজুমদার)।

আমাদের বাগানে একটী আমগাছ আছে। উহার আমগুলি অতি সুমিষ্ট উহার নাম রাখা হইয়াছিল 'ওলা';—অবশ্য বর্দ্ধমানের নামজাদা 'ওলার' উহার কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা জানি না। আম গুলি যেমন মিষ্ট, আবার হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে বলিয়া, একাধারে রসনেন্দ্রিয়ের ও দর্শনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর ছিল। যাহা হউক, ছোট বেলা হইতেই আমি অন্যান্য আম- গাছের আম অপেক্ষা 'ওলাগাছের' আমের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলাম। একবার অবকাশে বাড়ী আসিলাম কিন্তু সে বৎসর 'ওলার" সহিত বড় সাক্ষাৎ না। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম যে, 'ওলার' আম ক্রমেই কমিয়া ছিল, এবার উহাতে ফল কিছুমাত্রও ফলে নাই। গাছটীও জীবিত,

অথচ ফল হয় নাই,—অবশ্যই ইহার কোন বিশেষ কারণ আছে। মনে
কৌতূহল জন্মিল এবং উহার কারণ অনুসন্ধানে বহির্গত হইলাম। মনে
মহামতি নিউটন্—গাছ হইতে একটী 'আপেল' ভূমিতে পড়িতে
মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার করিয়া জগতের কত উপকার সাধন করিয়া
আর আমিও এই আম্র হইতে কোন না কোন একটী আবিষ্কার
জগতে বিখ্যাত হইব। মহা আগ্রহে ও সোৎসাহে আম বাগানের
অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দূর হইতেই সেই গাছটী দৃষ্ট হইল, দেখিয়া
বোধ হইল, গাছটী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে; বহু শাখা
বিস্তার করিয়া যেন গাছটী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর গৌরব প্রকাশ করিতে
মনে বড় আনন্দের উদয় হইল এবং মনে করিলাম, গাছটীতে এবার ফল
ফলিলেও আগামী বারে উহা হইতে প্রচুর ফলের আশা করা অসঙ্গত
ক্রমে আমি বৃক্ষতলে উপস্থিত হইলাম।

বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার সকল আশা
একেবারে অন্তর্হিত হইল।—দেখিলাম গাছটীর সমস্ত শাখা
গুলি ম্লান ও তেজহীন, পত্রগুলি বিবর্ণ ও অর্দ্ধ শুষ্ক কিন্তু উহার
শাখা হইতে এক প্রকার উদ্ভিদ বহির্গত হইয়াছে। উহাদের যেমন
তেমনি শ্রী এবং ঐ উদ্ভিদগুলি পত্র, পুষ্প ও ফলে সুশোভিত। আম
ডালের কতকাংশ সহ ঐ সকল পরভোজী উদ্ভিদগুলি উচ্ছেদ করিবার
করিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

পর দিন প্রাতঃকালে বসিয়া আছি। আমার উপর ভিক্ষা বিতরণের
পড়িয়াছে। দেখিলাম,—বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, কত আসিতেছে ও ভিক্ষা
যাইতেছে, সহসা তাহার সংখ্যা করা যায় না; তাহাদিগের মধ্যে কেহ
কর্ম্মক্ষম, কেহ কেহ বাস্তবিক কর্ম্ম করিতে অক্ষম, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই
তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই অলস, অনায়াস-লব্ধ আহার সংস্থানের উপায়
পাইয়া শ্রম সাধ্য কোন কার্য্য করিতে একেবারেই স্বীকৃত নহে। তাহাদের
তাহাদের ভাব গতিক দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত আম্র বৃক্ষের কথা আমার মনে উদিত
হইল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের কথা, সমাজের কথাও মনে উদিত
হইল। মনে মনে চিন্তা করিলাম,—এ হেন বিশাল আম্রবৃক্ষও সামান্য

গুলি পরভোজী ক্ষুদাকার উদ্ভিদ শিশুর আহার সংস্থান করিতে গিয়া মৃত-
প্রায় হইয়াছে এবং কিছু দিন পরে আর ঐ আম্র বৃক্ষের বোধ হয় অস্তিত্বও
থাকিবে না।—তবে, যে সমাজে এতগুলি কুপোষ্য প্রতিপালিত হইতেছে, সে
সমাজের অস্তিত্ব কত দূর? মনে করিলাম, এই ভিক্ষুকদের অধিকাংশই ত ইচ্ছা
করিলে কার্য্য করিয়া সংসারের যথেষ্ট উপকার সাধন করিতে পারে। সমাজে
লোকের কত অভাব, অথচ ইহারা জলৌকার ন্যায় পররক্ত-ভোজী। নিয়ত
এত রক্ত দানে সমাজ আর কত দিন জীবিত থাকিবে?

ভিক্ষুকদের জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তোমরা এই নীচ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন না
করিয়া পরিশ্রমদ্বারা স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জ্জন কর না কেন?"—আমার কথায়
মুসলমান ভিক্ষুকগণ উত্তর করিল,—"মহাশয়, বলিব কি? আমরা জাত-
ফকির, ভদ্রবংশে জন্মিয়াছি, আমরা কি কোন রূপ কাজ করিতে পারি?"—
হিন্দু ভিক্ষুকগণ উত্তর করিল,—"আমরা চৈতন্যের ভেকধারী, আমাদের কি
কাজ করিতে আছে?"—ভিক্ষা-বৃত্তি হইতে আর নীচ কাজ নাই, প্রমাণ
করিতে আমি বহু চেষ্টা করিলাম; কিন্তু সমস্তই ভস্মে ঘৃত নিক্ষেপের ন্যায় বৃথা
হইল। "চোরা নাহি মানে ধর্ম্মের কাহিনী"র ন্যায় উহারা আমার বাক্যে
উপেক্ষার হাসি হাসিয়া ভিক্ষালব্ধ বিজয়ী বীরের ন্যায় সগর্ব্বে অন্য গৃহস্থের দ্বারে
গমন করিল।

আমার পার্শ্বে আমার পূজ্য এক বৃদ্ধ বসিয়াছিলেন; তিনি যেন আমার
উপর একটু বিরক্ত হইয়াই বলিলেন,—"সামান্য এক মুষ্টি ভিক্ষার জন্য যাহারা
অপার্থিব হরিনাম বিতরণ করে, তাহারা কি সমাজের কম উপকারী?"—আমি
উত্তর করিলাম—"কই?—উহারা একজনও তো ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বলিল না!
পূর্ব্বে উহারা হরি বা আল্লার গুণ কীর্ত্তন করিত, কিন্তু এখন তাহা বড় শুনা
যায় না। আর উহারা লোককে ধর্ম্মোপদেশই বা কি দিবে? উহারা লেখাপড়া
জানে না, এমন কি প্রকৃত ধর্ম্ম সম্বন্ধে উহারা একেবারেই অনভিজ্ঞ। উহারা
জানে,—উহাদের ভিক্ষা দিতে যেন সকলেই বাধ্য। ইহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে
কোন জ্ঞান নাই; কিন্তু শারীরিক পরিশ্রমে উহাদের অধিকাংশেরই যথেষ্ট
সামর্থ্য আছে। আজ কাল সমাজে পরিশ্রমী ব্যক্তির অত্যন্ত অভাব।

অনেক গৃহস্থ, চাকর চাকরাণীর অভাবে অত্যন্ত কষ্ট পান এবং নিজে নিজে দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াও যথাযথরূপে সংসারের কাজ শেষ করিয়া উঠিতে পারেন না। যাহারা কায়িক শ্রমের উপযুক্ত, তাহারা ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অতি পরিশ্রমী গৃহস্থের গলগ্রহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেখুন,—ভগবান ইহাদের হাত পা ইত্যাদি সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয় দিয়াছেন কি পরের শক্তিতে উদর পূর্ণ করিবার জন্য?—এই গ্রামে চারি হাজার লোকের বাস; তাহার মধ্যে বালক, বৃদ্ধ, রুগ্ন ও কর্ম্মে অসক্ত লোক গুলি বাদ দিলে, বাস্তবিক কর্ম্মক্ষম লোকের সংখ্যা দেড় হাজারের অধিক হয় না। এই দেড় হাজারের মধ্যে যদি ৩০০ ভিক্ষুক হয়, তাহা হইলে বাস্তবিক পক্ষে ১২০০ লোককে পরিশ্রম করিয়া নিজেদের ভরণ পোষণ করিয়া, আরও ২৮০০ লোকের ভরণ পোষণ করিতে হয়,—অর্থাৎ—প্রতি লোক, তাহার নিজের ভরণ পোষণ বাদে, আরও প্রায় ২॥ জন লোকের ভরণ পোষণের উপায় করিয়া দেয়। যে সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থা এই প্রকার অন্তঃসারশূন্য, সে সমাজের সাফল্য কতদূর সুদূরপরাহত, তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।"

আজ কাল আমাদের পল্লী সমাজের অবস্থা যেমন হীন হইতে হীনতর হইয়া উঠিতেছে এবং ম্যালেরিয়া ও কলেরার প্রাদুর্ভাবে দিন দিন পল্লীবাসীগণ যেরূপ প্রপীড়িত ও বিধ্বস্ত হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে পূর্ব্বকালের পল্লীবাসীর সমস্ত সুখ সুবিধা গুলিই ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে; পক্ষান্তরে—জলাভাব, খাদ্যাভাব প্রভৃতি অভাবগুলি দল বাঁধিয়া তথায় চির বাসস্থানের চেষ্টায় আছে। এমন অবস্থায়, এখন পল্লীবাসীদের পক্ষে ঐরূপ ভাবে দান করিয়া আলস্যের সজীব মূর্ত্তিগুলিকে রক্ষা করিবার শক্তি কোথায়? যদি কোন ব্যক্তি,—এই নিষ্কর্ম্মা, পররক্ত-লোভী ও আলস্য-পরায়ণ ব্যক্তিগণকে উপযুক্ত উপদেশ দানে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে পারেন; তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা এই অধঃপতিত সমাজের ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া মনে করিব।

শ্রাবণের ধারা।

(কুমারী শ্রীপূর্ণিমাসুন্দরী ঘোষ। বয়স—৯ বৎসর)।

ত্যজি' ধরা সপ্ত সিন্ধু উঠি' কি আকাশে,
বর্ষিছে অশ্রান্ত বারি দারুণ আক্রোশে।
চমকে চপলা ঘন ধাঁধিয়া নয়ন;
শ্রবণ বধির শুনি বারিদ গর্জ্জন।
বৃষ্টি সহ অবিরল পূর্ব্ব বায়ু বয়,
শঙ্কাকুল জীবগণ না দেখি উপায়।
কাজকর্ম্ম বন্ধ সব, শ্রমজীবী দল
না হেরি উপায় তা'রা হইল বিকল।
না জানি এ ঘোর বর্ষা কবে ছুটে যাবে
রবির উদয়ে ভবে, জীব শান্তি পাবে।
রাখ সৃষ্টি নারায়ণ! রাখ ঘোর দায়,
'পূর্ণিমা' তোমার পদে এই ভিক্ষা চায়।

আমিষ ও নিরামিষ।

(শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়)।

সল্ট সাহেব (Henry S. Salt) বলিয়াছেন,—"মানবের শারীরিক গঠন ও করুণ হৃদয় সম্বন্ধে আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মানব—স্বভাবতঃই সঙ্গপ্রিয় প্রাণী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত; এবং স্ব স্ব স্বভাব অতিক্রম করিলেই মানব জাতি হিংস্র পশুগণের শ্রেণীতে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া পড়ে। শোণিত পাতে মানবের যে স্বভাবসিদ্ধ ভীতি,—সে ভীতি কেবল কালব্যাপী সংস্কার দ্বারা লঘুত্ব প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু সমূলে বিনষ্ট হইতে পারে না; যাহা শত শত বর্ষ ব্যাপী কু-অভ্যাসের পরও মানব হৃদয়ে প্রবল রহিয়াছে,—তাহা স্পষ্টই প্রমাণিত করে যে, মানবগণ শোণিতাক্ত আমিষ ভোজনের উপযুক্ত নহে। প্রাণীবধ-রূপ কার্য্য অতি ঘৃণার্হ;—সুতরাং অপরের সাহায্যে প্রাণীবধ পূর্ব্বক সুন্দররূপে উহার মাংস রন্ধন করিয়া, অসদৃশ চির-

সত্যকে গুপ্তরাখিয়া চিন্তাশীল মানবগণও আমিষ ভোজনে অভ্যস্ত হইয়া পড়েন। যদি মানব জাতির আমিষই স্বভাব-জাত নিরূপিত খাদ্য হইত,—তাহা হইলে বাগানের সুপক্ক ফল দেখিলে মানবের যে প্রকার স্বাভাবিক রুচি বা লোভ হয়,—কসাই-খানাতে মাংস দেখিলেও তাহার সেইরূপ আনন্দ হইত এবং উক্ত কসাইখানাও ফলোদ্যান সদৃশ রুচিকর হইত, সন্দেহ নাই।"

সুতরাং এখানে দেখা যায়,—আমিষ কখনও মানব জাতির স্বাভাবিক খাদ্য নহে; কিম্বা আমিষ পরিত্যাগ করিলে কোনও চির-সত্যকে গোপন বা প্রকৃতির কোনও নিয়ম লঙ্ঘন করা হয় না। বহু বর্ষ হইল, মানব স্বীয় স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া ঘৃণ্য আমিষ-ভোজী হিংস্র জন্তুগণের শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। অনেকে বলিতে পারেন—যদি আমিষ মানবের খাদ্য না হইবে, তবে এত বর্ষ কাল মানব জাতি তাহা নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করিতে পারিতেছে কেন? আমিষ ভোজনের সমর্থন করিয়া ডাক্তার উইলসন (Dr. Wilson) সাহেব বলিতেছেন,—"আমাদের মানব জাতির দেহের সহিত প্রাণী-দেহ-জাত খাদ্যের অতি নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে, সুতরাং উহা আহার করিলে সহজেই জীর্ণ হইয়া আমাদের দেহ বলিষ্ঠ করে।"—যদি এই সাহেবের উক্তিই সত্য হয়, তবে মানব জাতি ব্যাঘ্রাদি পশুর ন্যায় জন্ম গ্রহণের পর হইতেই অত্যন্ত মাংস-লুব্ধ হইত এবং অসিদ্ধ মাংসও তাহাদের একটী প্রীতিকর খাদ্য হইত।

নিরামিষাশিগণের পক্ষ হইতে Richardson সাহেব বলিতেছেন,—"From experimental observations which I have made, I am of opinion that the vegetable flesh-forming substances may be easily digestible, when they are presented to the stomach in proper form, as are the animal substances of like quality."—বাস্তবিক উদ্ভিজ্জ খাদ্যদ্রব্য যদি উপযুক্ত ভাবে পাকস্থলীতে প্রদান করা যায়,—তাহা হইলে মাংসজ খাদ্যাপেক্ষা উহা সহজেই জীর্ণ হইতে পারে; মাংসাদি যত অধিক ভোজন করা যায়—উহা সুচারুরূপে জীর্ণ করিতে আমাদের ততই কষ্ট পাইতে হয়। *

...মিষ ভক্ষণ করেন, তাঁহারা লুব্ধ হইয়া শরীর রক্ষার্থ যে পরিমাণ ...প্রয়োজন তদপেক্ষা অধিক ভোজন করেন; কিন্তু যাহারা শুধু নিরামিষ, ...করেন, তাহাদের পক্ষে তাহা হইতে অধিক হইতে পারে না। উদ্ভিজ্জ ...তে আমরা যথা-প্রয়োজনীয় যবক্ষারাদি প্রাপ্ত হইতে পারি এবং উহা ...যবক্ষার হইতে অতি সহজে পরিপাকও হয়—সুতরাং তাহাদ্বারা ...কোন প্রকার গ্লানি উপস্থিত হয় না। নিরামিষাশী—আমিষ ভোজী ...অধিক বলশালী হয়;—যদি কোথায়ও আমিষ ভোজীকে নিরামিষাশী ...অধিক বলশালী দেখা যায়, তবে বুঝিতে হইবে—খাদ্য ব্যতীত, দেশের

---

* আমিষ কিম্বা নিরামিষ ভোজন প্রশস্ত তৎসম্বন্ধে বহু দিবস যাবৎ বিভিন্ন দেশে তর্ক চলিয়া আসিতেছে। এই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (টেনারী, ...আগ্রা) প্রণীত "খাদ্য চিত্র" হইতে যাহা পাঠ করিয়াছি নিম্নে তাহার ...উদ্ধৃত হইল। (এই খাদ্য চিত্র আমরা প্রত্যেককে পাঠ করিতে ...করি। প্রাপ্তিস্থান—এম্, ধর। ৪৯।২এ, কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, কলিকাতা)। ...কার্য্যের সময় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন দ্বারা আমাদের শারীরিক ...সমূহ নিয়ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে; Hydrogen, Oxygen, Carbon ...Nitrogen—এই উপাদানগুলির মধ্যে প্রধান। শরীর পুষ্টির জন্য ...উপাদানসমূহের অপচয়ের অনুপাতে আহার্য্যের গুণ ও পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট ...চিৎ। চারি প্রকার উপাদান বিশিষ্ট খাদ্য দেহরক্ষায় বিশেষ আবশ্যক—

(১) শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয়।—চাউল, ময়দা, গোল ও মিঠা ...মিঠা কুমড়া, চিনি।—মাংস ও মৎস্যে এই উপাদান নাই।

(২) তৈল জাতীয়।—ঘৃত, তৈল, মাখন ও নারিকেল, বাদাম, ...আখরোট ইত্যাদি।

(৩) ছানা-জাতীয়।—দুধ ছোলা, মটর, সিমদানা, ডাইল, মাংস ...।—মাংস ও দুধে এই উপাদান (Nitrogenous compounds or ...) আছে; কিন্তু ছোলা, মটর প্রভৃতি ডাইলে ইহা আরও অধিক ...পরিমাণে আছে।

(৪) লবণ জাতীয়।—আমিষ পদার্থে অল্প মাত্রায় আছে; শাক, ...প্রভৃতি তরকারীতে অনেক আছে।

...পাঠকগণই ইহা হইতে বিবেচনা করিবেন,—আমিষ কিম্বা নিরামিষ ...ভোজন প্রশস্ত।

সম্পাদক।

জল-বায়ু, সমাজগত বা জাতিগত সংস্কার প্রভৃতি অন্যান্য কারণেই ঐরূপ হইয়াছে। আমিষাশী-বঙ্গদেশবাসী হইতে পশ্চিম দেশীয় নিরামিষাশিগণ অধিক বলশালী হইতে দেখা যায়।

নিরামিষ ভোজনে যে প্রকার শারীরিক বল হয়,—সেই রূপ মানসিক বলও প্রখর হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে Dr. Haig সাহেব বিশেষ ভাবে বলিয়াছেন—"My researches show not only that it is possible to sustain life on products of the vegetable kingdom, but that it is infinitely preferable in everyway and produces superior powers both of mind and body."

ফাওলার ও জ্যাকসন্ প্রভৃতি ডাক্তারগণের এই প্রকার মত:—যদি কেহ নিজ সন্তানকে অশান্ত, কলহ-প্রিয়, ক্রুর-স্বভাবপন্ন, প্রতিহিংসা পরায়ণ, ঘৃণার্হ, পরদ্বেষী এবং হিংস্রজন্তু সদৃশ করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহাকে অধিক পরিমাণে মাংস ভোজন করাইতে হইবে; কিন্তু যদি তাহাকে মেষ শিশুবৎ, নিরীহ ও পূত ভাবাপন্ন করিতে ইচ্ছা থাকে,—তাহা হইলে তাহাকে অধিক পরিমাণে নিরামিষ ভোজন করাইতে হইবে।—ডাক্তার জ্যাকসন সাহেব বলিয়াছেন,—গোমাংস জীর্ণ হইয়া শোণিতে পরিণত হইতে থাকিলে শরীরের পুষ্টি সাধনের সঙ্গে উহাদ্বারা উত্তেজনারও আধিক্য হয়; ইহাতে মস্তিষ্ক, স্নায়ু ও হৃদপিণ্ড উত্তেজিত হইয়া আমাদের জীবনীশক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; সুতরাং ইহার প্রতিশোধক স্বরূপ মদ্য জনিত উত্তেজনা (alcoholic stimulant) আবশ্যক হইয়া পড়ে।

আমাদের মন্বাদি, পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রাদিতে আমিষকে রাজসিক ও তামসিক খাদ্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আমিষ ভোজনে সত্ত্বগুণ দূরীভূত হইয়া রজো ও তমোগুণ বর্দ্ধিত হয়; সুতরাং যে আমিষ ভোজনে আমাদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুহের উত্তেজনায় এতখানি কুফল আনয়ন করে,—সেই আমিষ ভোজন বর্জ্জন করাই কর্ত্তব্য। কোথাও কোথাও আমিষ ভোজন সম্বন্ধে বিধি, ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু নিষেধই বেশী পরিমাণে লক্ষিত হয়। এক স্থানে মনু বলিয়াছেন,—যজ্ঞাহুতাবশিষ্ট মাংস ভক্ষণ করিতে পারা যায়, ব্রাহ্মণগণের অনুরোধে, যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধাদিতে নিযুক্ত হইয়া, (ব্যাধিহেতু বা খাদ্যাভাবে) প্রাণ যা

...সঙ্কট কালে মাংস ভক্ষণ করিলে কোনও দোষ নাই।—কিন্তু অন্যত্র ...বলিতেছেন,—যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাবশতঃ কিংবা আমার বা অপর কোনও ...কে সন্তুষ্ট করিবার জন্য, জীব হত্যা করিয়া ভক্ষণ করে, সে নিত্য ...প্রাপ্ত হয়।

হরীতকী।

(শ্রীজীবনবিহারী সিংহ)।

পূর্ব্বানুবৃত্তি,—শেষ।

...রীতকী হইতে এক প্রকাব স্বচ্ছ তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হরীতকী ...র পাতা অনেক সময়ে গৃহ পালিত পশুগণের আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ...মুখশুদ্ধি করিবার জন্য অনেকে হরীতকী খাইয়া থাকেন। ইহার স্বাদ ...কষায়, কিন্তু জল পান করিয়া হরীতকী মুখে দিলে, আমলকীর ন্যায় ...বোধ হয়।

...রীতকী বৃক্ষের আটা হইতে গঁদের ন্যায় এক প্রকার নির্যাস বাহির হইয়া ...। গোঁড় জাতিরা ঐ গঁদ সংগ্রহ পূর্ব্বক বাজারে বিক্রয় করিতে লইয়া ...। উহা বাজারে "বেয়াড়া" বা "বহেড়ার" আটা বলিয়া বিক্রয় হয়; ...র সহিত বাব্‌লা প্রভৃতি বৃক্ষের নির্য্যাসও থাকে।

...দিও পূর্ব্বে ইয়োরোপীয় চিকিৎসকগণ হরীতকীর গুণ অবগত ছিলেন, ...পরবর্ত্তী তদ্দেশবাসিগণ হরীতকী ব্যবহার ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তৎপরে ...গণ পরীক্ষার দ্বারা হরীতকীর বিশেষ গুণ নিচয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ... এবং রস্‌বার্গ প্রমুখ ইয়োরোপীয় লেখকগণ বিবেচনা করেন যে, হরীতকী ...প্রকার নির্দ্দোষ কোষ্ঠ পরিষ্কারক ঔষধ। বুকানন্ হ্যামিল্‌টন্ কহেন যে, ...যে শুধু ঔষধের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়, তাহা নহে; চর্ম্ম সঙ্কোচন কার্য্যেও ...অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

...রীতকী ফলের শাঁস জলে ভিজাইলে যে কস্ হয়, তাহা মলিন হরিদ্রাবর্ণ; ...দ্বারা বস্ত্রাদি রঞ্জিত হয়। হরীতকী ও ফুলকুঁড়ীর পাতা ফট্‌কিরি ...জলে ভিজাইয়া রাখিলে যে কাথ্ হয়, তাহা স্থায়ী ও উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ।

কিন্তু অন্যান্য দ্রব্য-যোগে বিভিন্ন বর্ণের কাল রং প্রস্তুত করিতেই হরী[illegible] ব্যবহার অত্যধিক। লৌহ-লবণ (Salt of Iron) মাত্রেই [illegible] Proto Sulphate যোগ করিলে বর্ণ কাল হইয়া থাকে। [illegible] রং গাঢ় করিতে সামান্য পরিমাণে গুড় মিশ্রিত করিয়া দেয়। [illegible] অঞ্চলে হরীতকীর কসের গাঢ় রং কালো করিতেও Ferrous sulp[hate] দিয়া থাকে। ছোট নাগপুরে Proto sulphate of Iron ও কুসুম[illegible] 'কক্রেজা' নামক এক প্রকার সুন্দর রং প্রস্তুত হইয়া থাকে। চট্টগ্রাম [illegible] হরীতকীর সহিত তিরমুটী মিলাইয়া কাল রং করে। হরীতকীর [illegible] কতক পরিমাণে Ferrous sulphate দিয়া খাকীর রং করা হয়। হরী[illegible] বহেড়া ও চৌড়ী একত্র করিয়া কিঞ্চিৎ হিরাকস্ দিলে উত্তম কাল র[ং] ঐ জল কালী রূপে ব্যবহৃত হয়। উহাতে অল্পমাত্রায় নীল-বড়ি মি[illegible] ব্লুব্লাক্ কালী প্রস্তুত হয়। কখন কখন নীল ও হরিদ্রাযোগে সবু[জ] সংযোগে গাঢ় নীল এবং খদির সংযোগে পাটকিলা রং প্রস্তুত হইয়া [illegible] হরীতকীর, রং পাকা করিবার শক্তি আছে। কুসুমফুল আল, মঞ্জিং [illegible] ও তেসু প্রভৃতির রং পাকা করিতে হরীতকী, হিরাকস্ ও লোহমাটী [illegible] মিশাইয়া যে কৃষ্ণবর্ণ আটা হয়, তাহা জুতা ব্রাস করিতে আ[illegible] অশ্ব সজ্জায় ব্যবহৃত হয়। তসর, কোরা, এড়ি বা পশম রং [illegible] হরীতকীর ছাল, বাবলা শুঁটির সহিত বিভিন্ন পরিমাণে দি[illegible] পর্য্যায় ক্রমে বিভিন্ন বর্ণ পাওয়া যায়। ইহার ফুলকুঁড়িতে ১৩'১ [illegible] এসিড্ থাকায় পশমে ফিকা হলুদে রং হইয়া থাকে।

বস্ত্রাদি অপেক্ষা চামড়া পরিষ্কার ও রং করিবার জন্যই হরীতকীর [illegible] ব্যবহার; এবং এই কারণ বশতঃই হরীতকী পণ্যরূপে, সমুদ্র পথে, [illegible] দেশে নীত হইয়া থাকে।

হরীতকী সম্বন্ধে আরও আরও অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারি[ত] [illegible] প্রবন্ধ অযথা দীর্ঘ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। সুতরাং এই স্থানেই ইহার স[মাপ্ত] হইল।

———

(স্থানাভাবে এই সংখ্যায়—"বিবিধ" সন্নিবিষ্ট হইল না)।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

[illegible] খণ্ড। { ভাদ্র, ১৩২৭ সাল। } [illegible] সংখ্যা

সেবক কর্ত্তব্য।*

(শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী)।

[সূ]চনা।—জগতের ভাবী মঙ্গলামঙ্গল, বালক-বালিকাগণের ভাল বা মন্দ [শিক্ষা] বিধানের উপর অনেকটা নির্ভর করে। বিভিন্ন শিক্ষা-প্রণালীর ফল- [স্বরূপ] জগতে সৎ এবং অসৎ ভাবের স্রোত বহিয়া থাকে।

সৌভাগ্যবশতঃ আজ যুবকগণের মধ্যে নানা কর্ম্মকুশলতা পরিলক্ষিত [হই]তেছে। ইহার মধ্যে সেবার ভাবটী, আর্ত্তের অনুগত হইয়া, তাহাদের [সে]বাবের প্রবৃত্তিটী যেন ক্রমশঃই ফুটিয়া উঠিতেছে এবং ঐ সঙ্গে সঙ্গে [স্বার্থ]ত্যাগ ও সংযমের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য পড়িয়াছে। এইরূপ শুভ মূহুর্ত্তে, [জগ]তের ভাবী কল্যাণ-কর্ম্মিগণের মঙ্গলার্থে "সেবক-কর্ত্তব্য"† প্রকাশিত হইল। [ই]হাতে স্বেচ্ছা সেবকগণের গুণ ও কর্ম্ম সম্বন্ধে, অতি সরল ভাষায়, একান্ত [আব]শ্যক বিষয়গুলি লিখিত হইল।

---

* ক্ষুদ্র পুস্তিকা। "ব্রহ্মচর্য্য" ইত্যাদি বহু সৎগ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র [চক্র]বর্ত্তীর অনুমত্যানুসারে এই সুপাঠ্য বিষয়টী আমরা পত্রিকাস্থ করিতে [সম]র্থ হইতেছি।—মূল্য ৴০ এক আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—এম্, ধর, [illegible]এ, কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। সম্পাদক।

† সুবিধার জন্য এই পুস্তিকাতে 'সেবক' কথাটী সেবক ও সেবিকা এই উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইল। লেখক

অহিংসা, অমলতা।—অহিংসা ও অমলতা এই দুই মহাশক্তি দ্বারা জগতের পশুবল দমন হইবে। এই দুই মহাবল হৃদয়ে জাগিলেই, মানবের দায়িত্ব জ্ঞান বাড়িয়া যায়; তখন নিজ নিজ জীবনে ঐ দুই মহৎ গুণ পোষণ দ্বারা জগতের অশেষ কল্যাণ সাধনে লোককে তৎপর করে এবং তাঁহারা মহা কর্ম্মী হইয়া উঠেন।

নানা বিপদে আপদে পড়িয়া, আজ অহিংসা ও অমলতাকে জগতে শান্তি স্থাপনের উৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া সব দেশের মনিষিগণেরই ধারণা জন্মিয়াছে। অহিংসা এবং অমলতা সাধন করিয়া সৎ আচরণের এই উৎকৃষ্ট সুযোগ। এখন দর্শনের তত্ত্ব বিচার ছাড়িয়া, বালকের সরলতা অবলম্বন পূর্ব্বক, সেই তত্ত্বজ্ঞান কাজে লাগাইতে হইবে। ধর্ম্মের অন্তত্ম মূলতত্ত্ব—অমলতা ও অহিংসা সাধন দ্বারা অমল ও ধবল হইলেই জগতে প্রকৃত শান্তি আসিবে; তখন ধর্ম্মের দোহাই দিয়া অর্থাৎ গোঁড়ামীর দোহাই দিয়া, জাতীয়তার এবং স্বদেশ-প্রেমিকতার দোহাই দিয়া, পরস্পরের মধ্যে নানা দ্রোহাচরণের ভাব জগৎ হইতে উঠিয়া যাইবে; অতএব জগতের কল্যাণ-কর্ম্মিগণকে সর্ব্ব প্রকারে হিংসাত্যাগী ও অমল হইতে হইবে। তাঁহারা সর্ব্বদাই জগতের ও নিজ নিজ হিত কামনা করিবেন এবং পবিত্র রহিবেন।

উদারতা, সমপ্রাণতা।—জগতেরই আমরা—এই জগতের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ সাধনই আমাদের কর্ত্তব্য, সেই হিসাবে জগতের সকলেই জগতের সকলের সেবক; ইহাতে নিজ নিজ দলের গণ্ডীর সংকীর্ণতা রাখিতে হইবে না। কল্যাণ-কর্ম্মিগণ কাজের শৃঙ্খলার জন্য বিভিন্ন দল গঠন করিবেন; কিন্তু কেহ ব্যক্তিগত বা দলগত কোন পৃথক ভাব অন্তরে পোষণ করিবেন না। জগতের মঙ্গল সাধনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, তাঁহারা আনন্দে কর্ম্মক্ষেত্রে বীরের ন্যায় চলিতে থাকিবেন, আর্ত্ত মাত্রকেই তাঁহারা সেবার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া জানিবেন—জগতের জীব, জন্তু, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, ফুল, ফল, জল, বায়ু, ধূলি—সকলকেই আপন বলিয়া গ্রহণ করিবেন, সকলেরই আর্ত্তি ঘুচাইয়া, শুদ্ধভাবে অবস্থানের ব্যবস্থা, কায়মনোবাক্যে করিবেন। ইহাই সেবক অর্থাৎ জগৎবাসী মাত্রেরই অন্যতম কর্ত্তব্য। অতএব জগৎ-

...ণ উদারতা এবং সমপ্রাণতা অভ্যাস করিয়া, তদ্রূপ আচরণ ...ন।

সেবায় বিশ্বাস।—জগতের সর্ব্ব প্রকার সেবা মানবের কর্ত্তব্য এবং সেবা নিজের এবং জগতের কল্যাণ হইবে, সেবকগণের ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস ...। জগতের সেবা যিনি যতটুকু পারেন, তাহাই তত্রদিন করিবেন; ...ন যথেষ্ট পারিবেন না বলিয়া কেহ যেন নিজের এবং জগতের ...ধনে উদাসীন না থাকেন; কিন্তু চির দিন যথাসাধ্য সেবা ...ই হইবে,—ইহার প্রতিই লক্ষ্য থাকিবে, শ্রদ্ধা থাকিবে, বিশ্বাস ...বে।

...পর সহায়তা।—জগতের হিতসাধনে সকলেই সকলের সাহায্য করি- ...ইহাতে দ্বেষ, হিংসা, দলাদলীর ভাব লেশমাত্র থাকিবে না; নানা কাজে ...মনে খাটিবেন; সম্পূর্ণ লক্ষ্য থাকিবে নিজের এবং জগতের কল্যাণ ...। কাজ জগতব্যাপী; সেই জন্য নানা রকম কাজ সেবকগণকে করিতে ...; দেশকাল ভেদে, আবশ্যক বোধে তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন দল গঠন পূর্ব্বক ...র সহায়তাদ্বারা নানা সৎকার্য্য করিবেন।

...য়িত্ব বোধ।—জগতবাসী প্রত্যেকে মনে রাখিবেন যে, তাঁহাকে সাধ্যমত ...র এবং জগতের হিতসাধনে তৎপর হইতে হইবে। যিনি যতই দুর্ব্বল ...দ্র হউন না কেন, প্রত্যেককেই নিজের এবং জগতের মঙ্গলার্থ কিছু না ...করিতেই হইবে এবং তিনি তাহা করিতে সক্ষম। বলবান কর্ম্মীর অধিক ...দেখিয়া, দুর্ব্বল জন নিজ কর্ত্তব্য সাধনে নিশ্চেষ্ট হইবেন না। নিজ ...শক্তি অনুসারে কাজ করাই জগৎবাসীর দায়িত্ব, এই দায়িত্ববোধেই ...গণকে সর্ব্বদা কাজ করিতে হইবে।

...প্রেমিকতা।—সেবকগণ প্রেমের অসীম শক্তিতে আস্থাবান হইবেন, শাস- ...ভাব তাঁহাদের অন্তরে স্থান পাইবে না; পরন্তু তাঁহারা আর্ত্তকে নিরুপায় ...য়া, নিজ নিজ দায়িত্ব বোধে, তাঁহাদের দুঃখ দূর করিতে যত্নবান ...বেন—দয়া বা অনুকম্পার ভাব যেন কাহারও মনে না আইসে। আর্ত্ত জনকে ...পন ভাবিয়া, শুদ্ধ কর্ত্তব্য জ্ঞানে তাঁহাকে প্রেমের সহিত সেবা করিবেন, ...ভাবে জগৎকে সেবা করিবেন। প্রেমের ভাব হৃদয়ে জাগিলে, কোন

কাজই হীন বলিয়া মনে হইবে না ; জগতের কল্যাণ সাধনে ক্লান্তি কখন কখন আসিবে কিন্তু উদ্যম ও তুষ্টির অভাব কখনও হইবে না—বিশ্রাম পাইলেই আবার হৃদয়-ভরা উৎসাহে কাজ করিতে সততই প্রবৃত্তি জন্মিবে; কাজে অপেক্ষা থাকিবে না, কাহাকেও কাজ দেখাইয়া দিতে হইবে না। যেখানে যাহা করিলে মঙ্গল হয়, অবিচলিত চিত্তে, নীরবে, সানন্দে সেবক মাত্রে তাহা পূর্ণ উদ্যমে করিয়া যাইবেন—প্রশংসা বা নিন্দার কথা তাঁহাদের মনে আসিবে না। নিজের এবং জগতের কল্যাণ সাধন ব্রতে তাঁহারা মহাপ্রেমে ডুবিয়া, কর্ম্ম যজ্ঞে দেহ মন প্রাণ আহুতি দিবেন, প্রেমের সেবায় জগৎ আপন হইয়া যাইবে।

জ্ঞান-চর্চ্চা।—সেবকগণ আলস্য শূন্য হইয়া, বিবিধ জ্ঞানানুশীলনে যত্নশীল হইবেন, নচেৎ কেবল ভালবাসিয়া, আপন মনে করিয়া, নিজের এবং জগতের কল্যাণ করা সম্ভবপর হইবে না। কি উপায়ে নিজের এবং জগতের [illegible] মঙ্গল হয়, জ্ঞানোপার্জ্জন দ্বারা তাহা বিশিষ্টরূপে অবগত হওয়া চাই। অজ্ঞতা এবং ভ্রান্তিদ্বারা যাবতীয় অনিষ্ট হয়। ঐ জ্ঞান-চর্চ্চায় কোন সংকীর্ণতা থাকিবে না। যে দেশে যাহা ভাল পাইবেন, তাহাই সেবকগণ আগ্রহে শিখিয়া লইয়া কাজ করিবেন। এই জন্য তাঁহারা নানা ভাষা শিখিবেন, বিভিন্ন দেশ পর্য্যটন করিবেন। জগতের জ্ঞানিগণের সঙ্গলাভে সতত যত্নশীল হইবেন, নানা জ্ঞানালোচনার স্থানে যাইয়া বহু কষ্ট সহ্য করিয়া, উৎসাহের সহিত জ্ঞানোপার্জ্জন করিবেন।

নিষ্ঠা।—সেবকগণ সর্ব্বপ্রযত্নে, প্রথমেই নিজ নিজ জীবনে অতি শুদ্ধাচার পরায়ণ হইবেন। তাঁহাদের আচার, ব্যবহার, খাদ্য, পানীয়, পরিচ্ছদ, চিন্তা সবই বিশুদ্ধ এবং পবিত্র হইবে। তাঁহারা সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিবেন যেন কোন দূষিত খাদ্য, পরিচ্ছদ বা ভাব তাঁহাদের পবিত্রতা কোন প্রকারে নষ্ট করিতে না পারে। অতি সাধনায় দেহ মন পবিত্র করিয়া লইতে হইবে। এই যে আত্মশোধন—ইহাও জগতেরই সেবা জানিবেন। সেবকগণ কোন বিষয়েই উদাসীন হইবেন না—গৃহ-পরিজন সবই জগতের। স্থির বৈরাগ্যে সব কাজ করিতে হইবে।

আত্ম-শোধন, জগত-শোধন।—আত্ম-শোধন হইতেই জগত-শোধনের [illegible] ও শক্তি জন্মিবে। জগতের হিত করিতে গিয়া, গৃহ পরিজন ত্যাগ [illegible] হইবে না ; বরং গৃহ পরিজন হইতেই জগত-শোধন কার্য্য আরম্ভ [illegible] হইবে। প্রত্যেক নরনারী নিজ নিজ হিতসাধন করিলে, প্রত্যেক নিজ নিজ গৃহ শোধন করিলেই, জগত-শোধন কার্য্য বিনা হুজুগে, অতি [illegible]রূপে সম্পন্ন হইবে। "মঙ্গল—গৃহ।"

"Home, the spot of earth supremely blest ;
A dearer, sweeter, spot than all the rest."

আত্ম-নির্ভরতা।—সেবকগণ সর্ব্বদাই নিজের ক্ষমতায়, নিজের পায় ভর [illegible], জীবনে অগ্রসর হইবেন। আর্ত্তের জন্য তাঁহারা যেমন ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসায় জল এবং ব্যাধিতের জন্য যেমন ঔষধ, পথ্য ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা [illegible]বেন; সেইরূপ আবার ঐ সব সেবার সঙ্গে সঙ্গেই, তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য [illegible] শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসা, শুশ্রূষা, স্বাস্থ্য-রক্ষাবিধান এবং অন্যান্য আবশ্যক [illegible]কারিক জ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিয়া আর্ত্তগণকে, দুঃস্থগণকে [illegible]বান করিয়া, দুঃখ দূর করিবার শক্তি জন্মাইয়া, চিরদিনের তরে তাঁহাদের [illegible] শান্তির ব্যবস্থা করিবেন। সেবক সর্ব্বদাই এ বিষয়ে বিশেষ: লক্ষ্য [illegible]বেন; নচেৎ তাঁহাদের সেবা ও অর্থ সাহায্য দ্বারা দিন দিন কেবল [illegible]খাপেক্ষী, সাহায্য (ভিক্ষা) প্রয়াসীর দল পুষ্ট হইয়া, কর্ম্ম-বিমুখগণের [illegible] দ্বারা, জগতের হিত না হইয়া অহিতই হইবে।

মিতব্যয়িতা।—জগত-সেবকগণ সব বিষয়ে, যতটুকু যাহা আবশ্যক [illegible] তাহাই ব্যবহার করিবেন। যে পরিমাণ পানীয় ও আহার্য্য গ্রহণ করিলে [illegible] নিবারণ হইয়া দেহ পোষণ হয়, লোভ পরবশ হইয়া, তাহার অধিক গ্রহণ করিবেন না। পরিচ্ছদাদি বিষয়েও ঐরূপ যে ঋতুতে যেরূপ পোষাক ব্যবহার করিলে শীতাতপ হইতে দেহরক্ষা পায়, বিলাসিতার জন্য, তাহার [illegible] পরিচ্ছদাদি ব্যবহার করিবেন না। অর্থ সঞ্চয় বিষয়ে এবং অর্থ ব্যয় [illegible]ও মিতাচারী হইবেন। লোভবশতঃ বা বিলাসিতার জন্য প্রয়োজনের [illegible] খাদ্য, পরিচ্ছদাদি ব্যবহার করিলে শরীর সুস্থ থাকে না এবং জগতের [illegible] হইতে একের জন্য অপরিমিত ব্যয় হওয়ায়, অন্যের প্রয়োজনীয় [illegible] অভাব ঘটিবেই ঘটিবে। সেবকগণ সর্ব্বদাই মনে রাখিবেন, এই

জগতের দ্রব্য ভাণ্ডার, জগতের জীব, জন্তু, বৃক্ষ, লতা, জল, বায়ু, আক
সকলের জন্যই। কেহ অজ্ঞানতা বশতঃ নিজ নিজ আবশ্যক দ্রব্যের অ
গ্রহণ করিলে অন্যায় হয়, অসত্যাচরণ হয়। এই অসত্যাচরণের ফলে জগ
নানা অভাবের সৃষ্টি—নানা কলহ, বিবাদের ইহাই অন্যতম কারণ। মিতা
দ্বারা জগতে সুখ-শান্তি আসিবে।

অন্যান্য গুণাবলী।—সেবকগণ সকল গুণের আকর হইবেন। তাঁহা
ধৈর্য্যশীল হইবেন। জগত-শোধন কার্য্য অল্প সময়ে হইতে পারে না—ই
জানিয়াই তাঁহারা অতি ধীর ভাবে, সতর্কতার সহিত আলস্য শূন্য হই
জগতের হিতসাধনে যত্নশীল হইবেন; এক জীবনে, যতদূর সাধ্য অগ্র
হইবেন। কাজ অসমাপ্ত থাকিলে, খেদ করিয়া সময় নষ্ট না করিয়া, কা
প্রাণপণে করিয়া এবং পরবর্ত্তী সেবকের হাতে কার্য্যভার দিয়া প্রফুল্ল ম
দেহত্যাগ করিবেন। সেবা কার্য্যে আলস্য বা ঔদাস্য আসিলেও ঐ ভা
কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন; আবার সেবায় মন আসিলে, অ
বদনে, নিঃসঙ্কোচে, পূর্ণ উদ্যমে কাজ আরম্ভ করিবেন। এই রূপেই কা
চলিতে থাকিবে। ধৈর্য্য হারাইলেই সর্ব্বনাশ। সেবকগণের মনে অভি
থাকিবে না। জগতের তাঁহারা, জগৎ তাঁহাদের—সবই আপন—পর
মঙ্গল সাধনই সেবকের কর্ত্তব্য। ইহাতে অজ্ঞানতা বশতঃ কেহ অন্যায়
করিলে বা বলিলে, তাঁহাকে ধীরভাবে ভ্রম বুঝাইয়া দিবেন; ইহাতে অপ
বোধ কখনও আসিবে না, অভিমানও হইবে না। ছোট বড় জ্ঞান হইতে,
দরিদ্র জ্ঞান হইতে, মূর্খ জ্ঞানী এই সব বিরুদ্ধ ভাব হইতেই—আত্মাভিমান মন
জাগিয়া উঠে। কিন্তু অধিকতর জ্ঞানে, ধনে, মানে অধিকারী হইলেই অজ্ঞান,
দুর্ব্বল, দরিদ্রের প্রতি কর্ত্তব্য বাড়িয়া যায় এবং প্রেমের সহিত তাঁহাদের
সেবাতে মনে আনন্দই হয়। ইহাতে অভিমান, ক্রোধ কোথা হইতে
আসিবে? আবার আর্ত্তত্রাণে দয়া বা কৃপার ভাব কখনও মনে আসিবে না—
দায়িত্বজ্ঞানই সর্ব্বদা প্রবল থাকিবে, শুদ্ধ প্রেমের ভাবে হৃদয় পূর্ণ থাকিবে;
তখন আলস্য ঘুচিয়া যাইবে। সেবকগণ স্বার্থত্যাগী হইবেন: কর্ত্তব্য সম্পা
দন-জনিত আত্মপ্রসাদে তাঁহারা সদাই প্রফুল্লচিত্ত থাকিবেন। সেবকগণ
বিলাসিতা এবং মাদক দ্রব্যাদি ত্যাগ করিবেন; কারণ, নেশার বশীভূত হইলে

...ট এবং বুদ্ধি নাশ পাইলেই সর্ব্বনাশ হয়। সব বিষয়েই সেবকগণ
...রিয়া চলিবেন। সত্যই জগতে প্রতিষ্ঠিত এবং এক সত্যের সাধনা
...গুণাবলী প্রবাহিত। সেবকগণের জীবনে সত্যের জয় হইলেই,
...তি আসিবে—সত্যের জয় হইবেই হইবে।

প্রকৃতি-পূজা।

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সাংখ্যরত্ন)।

...য়া জগতের কর্ম্মাকাশে অদ্ভুত অরুণোদয় দেখিয়া ভারত অবাক্
...হে,তাহার ক্ষীণদৃষ্টি আজ এ বালক-ভানুর কিরণ সহ্য করিতে অসমর্থ
...া অবনত হইতেছে; এ জন্ত দায়ী কে?—ভারতের নবীন মনীষা,
...অপরাধের জন্য প্রথম দোষী বলিয়া জগতের আদি দার্শনিক
...প্রণেতা কপিলকেই স্থির করিয়াছেন; কারণ ইনিই প্রথমে
...নী রূপবতী প্রকৃতির বাহুবন্ধন হইতে পুরুষকে দূরে সরাইয়া তাহার
...পরীতঃ শ্রেয়ান্" ইত্যাদি বৈরাগ্যের বীজমন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন।
...য়ে প্রণয় থাকিলে রূপময়ী গুণশীলা প্রকৃতি সতী নিশ্চয়ই শিল্পে,
...া, ভূষণে, বসনে পক্ষচারিণী অপ্সরার মত পুরুষকে নানাবিধ
...ন করাইতেন। পুরুষ-পাদপের অঙ্গে অঙ্গে মুগ্ধা মাধবী বল্লরী
...জড়িতা হইয়া অসংখ্য কামনা কুসুমের সৌরভে পুরুষের উদাস
...ও অপুর করিয়া তুলিতেন, জগতটা বেশ সুখময় সুরস বলিয়াই বোধ
...—নিরস্ত্র নিরস হৃদয় কপিল সে পথে কেন কণ্টক রোপন
...ন?

...ীয় অপরাধী—ভারতের নবম অবতার 'বুদ্ধদেব'। তিনি অপরূপ রূপ-
...া, অতুল ঐশ্বর্য্য, অমিত বাহুবল, বিবুধ বিজয়িনী মনীষা লইয়া, সদ্যঃ
...তী, প্রেম বিহ্বলা, পতিগত প্রাণা গোপার হৃদয়ে ব্যথা দিয়া কি বুদ্ধক

মন্ত্রেই নিশীথে গোপনে গৃহ ছাড়িয়া পলাইলেন! রাজপুরী বিষাদ-ভারে মলিন হইয়া গেল, গোপা বাণাহত কুরঙ্গিনীর ন্যায় ধূলি-বিলুণ্ঠিতা হইয়া কাঁদিলেন, রাজ্যে হাহাকার উঠিল, শোকে বৃদ্ধ পিতামাতার অস্থি-পঞ্জর চূর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু সিদ্ধার্থ আর গৃহী হইলেন না, অধিকন্তু 'নির্ব্বাণের' ফুৎকারে জাতির কর্ম্ম-প্রদীপ নিবাইয়া দিলেন;—কৃষক লাঙ্গল ছাড়িল, যোদ্ধা অস্ত্র ছাড়িল, মেয়েরা ঘরকন্না ছাড়িয়া দিল, 'নির্ব্বাণের' প্রভাব দেখিয়া উদরস্থ অগ্নিদেবতা ভয়ে নির্ব্বাপিত হইয়া আপন পথ দেখিলেন,—এত ছাড়া ছাড়ির মধ্যেও জাতির প্রাণটা তাই স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া রহিল! এই—"হা অন্ন" যুগে জঠরাগ্নিভীতিকর সেই নির্ব্বাণের স্রোত আবার বাঞ্ছনীয় কিনা, আ... পাঠকগণই বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

তৃতীয় অপরাধী—সেই মুণ্ডিত মস্তক, অদ্বিতীয় অদ্বৈতবাদী, নিষ্ঠুর 'শঙ্কর', যিনি অতি প্রবল দস্যুর মত দিবা দ্বিপ্রহরে সবলে "উভয় ভারতীর" প্রেমপাশ ছিন্ন করিয়া মণ্ডন মিশ্রকে কাড়িয়া লইলেন। নবীনেরা বলিতেছেন, ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী সে দৃশ্যে ব্যথিতা হইয়া সে দিন বড়ই কাঁদিয়াছিলেন; কাঁদিবার কথাও বটে, কারণ—বুদ্ধের তবু হৃদয় ছিল, দয়াও ছিল; শঙ্কর প্রথম সুরেই বলিয়া উঠিলেন,—"গৃহ ছাড়,—'খ পুষ্প বদিতি'— জগতটা আকাশ কুসুমবৎ নিতান্ত মিথ্যা;—শুধু মায়ার ফাঁকী। ... রজত ভ্রমের ন্যায় মায়া-বেদেনী ব্রহ্মে এই জগত রূপ ভ্রম ঘটাইতেছে ... মাত্র; সরিয়া পড়,—ও কুহকিনী অঘটন ঘটাইতে পারে!—মস্তক মুণ্ডন কর, কমণ্ডলু হাতে লও, ব্রহ্ম ধ্যানে বসিয়া যাও, নতুবা সে তোমার ... চুষিয়া মজ্জা খাইবেই।"—পুরুষ সবিস্ময়ে ভাবিল,—"তাই ত! মানে মানে সরিয়া পড়ি, পৈত্রিক প্রাণটা তো বাঁচিয়া থাকুক, প্রণয়ে আর কাজ নাই! যেথানে প্রকৃতির অপাঙ্গে শর-সন্ধান, তথায় জীবন-বিহঙ্গের গতিক ভাল নহে! আর এ রমণী-রাজ্যের ত্রিসীমায়ও আসিব না; এবার মায়াকে ভালরূপ শিক্ষা দিতে হইবে।" "খ পুষ্পবৎ"—বুঝিয়া লোকে দৈহিক চর্চ্চা, বিজ্ঞান চর্চ্চা, শিল্প চর্চ্চা ছাড়িয়া চক্ষু বুঝিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিল,—

"মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা"

...হ বুঝিয়া ব্রহ্ম সন্ধান পাইয়াছিল কিনা জানি না; নবীনেরা ...লেন,—অন্ধকারের সন্ধান পাইয়া তাহাতে, যে তাহারা ডুবিয়া ...লেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই!—দেখুন তো, শঙ্করের কি ...চার!

...গৃহে এমন যুপ দর্শন বন্ধ হইলে সে গৃহ কয় দিন থাকিতে পারে? ...অন্তরে বাহিরে ঝঞ্ঝা ঘটাইয়া ভারতবাসীকে গৃহ শূন্য করাই শঙ্করের ...ছিল। রমণী উপেক্ষিতা হইলে প্রলয় পয়োধিজলে ধ্বংসের তাণ্ডব নৃত্য ...হয়, এ কথাটি যে পরিমিতির সূত্রবৎ নিতান্ত নির্ভুল, তাহা ...ভোগী মাত্রেই বুঝিতে পারেন। শঙ্করের অত্যাচারে উপেক্ষিতা প্রকৃতি ...তের ভাগ্যেও অচিরাৎ তাহারই বিধান করিয়া দিলেন! কিন্তু কি করা ..."গতস্য শোচনা নাস্তি";—সে কপিল, বুদ্ধ বা শঙ্কর নাই,—থাকিলে ...নবীনেরা ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া লইতেন।

...সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া গিয়াছে, বিরাট জাতিটার ভাঙ্গা কপাল জোড়া ...আবার তাহাকে গৃহী সাজাইতে হইবে, পুরুষের পাশে আবার ...সুন্দরীকে দাঁড়া করাইয়া উভয়ের শুভদৃষ্টি করাইতে হইবে, ত্যাগের ...অকর্ম্মণ্য জাতিটার শিরায় শিরায় এখন ভোগের মদিরা ঢালিয়া দেওয়া ...আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে; নতুবা আর রক্ষা নাই। শুধু আপোষ ...হইবে না, পাশ কাটাইলেও চলিবে না,—দস্তুর মত প্রকৃতি-পুরুষে ...মাখি করিয়া দেখিয়া-শুনিয়া সংসার করিতে হইবে।

...বাঙ্গালী স্ত্রীর মত প্রকৃতির মাথায় অবগুণ্ঠন দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে আর ...না। অশনে, বসনে, শিল্পে, বাণিজ্যে তাহাকে লইয়া একটা বিরাট ...অভিনয় করিতে হইবে, নতুবা অভাব মিটিবে না। স্বাধীনতা না ...শুধু শাখা সিন্দুর পরিয়া এ যুগের প্রকৃতি আর ভুলিবার মেয়ে ...। জগতের বক্ষ তাহার বিচরণ-ভূমি করিয়া দাও, নতুবা সে তোমার বক্ষ- ...বসিয়া কিরূপে আপন মোহিনী ছটায় বিশ্বের নয়ন ঝলসিত করিয়া ...? তুমি পুরুষ,—বাহিরের জিনিস দুই হাতে ঘরে তুলিয়া আন; উনি ...—উহা ভাঙ্গিয়া-চুড়িয়া হিসাব নিকাশ লইয়া মজুত জমার একটা পাকা

রকম বন্দোবস্ত করিয়া লইবেন। জন্মগত ত্যাগের ধারা ছাড়িয়া দিয়া, পাশ্চাত্য জাতিপুঞ্জের পদাঙ্কানুসরণে প্রাণের দায়ে প্রকৃতির রাজ্যে চাকরী গ্রহণ না করিয়া, এবার আর বুদ্ধ-শঙ্করের মত কাহারও পলাইবার উপায় নাই।

কথাটী খুব সুন্দর, খুবই সত্য, খুব প্রয়োজনীয়ও বটে; দারুণ অভাব দৈন্যের মধ্যে কখনই উচ্চ চিন্তার বিকাশ হইতে পারে না, পেটের ক্ষুধায় কালিদাসও বুদ্ধিহারা হইয়াছিলেন, পেটে অন্ন থাকিলে জ্ঞানরূপ দু'দণ্ড চিন্তা করিয়া জগৎ-ব্যাপারটার একটা কিনারা মানুষ সহজেই করিতে পারে। ঐ যে সমুদ্রতট-নিবাসী শ্বেতকায় বীরগণ সৌরকর পরাজিত করিয়া সূর্য্যের প্রতিদ্বন্দী হইতে বাসনা করিতেছেন, ইহা কি প্রচুর অন্নশক্তির পরিচায়ক নহে? এত সুলভ অন্নের গুরুতর চাপে পড়িয়াও তাহাদের অগ্নিশর্ম্মা যে এতদিন জরাগ্রস্ত হয় নাই,—তাহার কারণ, সেই খাণ্ডব-দহনোত্থিত কর্ম্মের শক্তি, যাহা অহোরাত্র তাহাদের শিরায় শিরায় বিচরণ করিতেছেন। প্রকৃতির উপাসনা করা চাই,—স্বাস্থ্য-বিহীন ভারতকে জড় শক্তির উপর দাঁড়াইয়া কর্ম্মের নির্ম্মল বাতাসে আগে স্বাস্থ্যবান হইতে হইবে; জড়ের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া জড়াতীতের সন্ধান লও, নতুবা জড়ের চাপে হৃদয় নিষ্পেষিত হইয়া যাইবে। ভোগে প্রকৃতিকে পরিতৃপ্তা করিতে না পারিলে সে কিছুতেই ছাড়িয়া দিবে না, বিশেষতঃ শঙ্কর-বিহীন জগতে প্রকৃতি-পুরুষের ছাড়াছাড়িটা বড়ই কঠিন। প্রকৃতি এ বিজ্ঞান-সম্মত দাবী কেনই বা ছাড়িবেন?—তাই পুরুষ ছাড়িতে চাহিলেও প্রকৃতি ছাড়েন না।

কথাটা বাঙ্গালী তেমন বুঝিতেছে কিনা জানি না,—বাঙ্গালীর উপাস্য দেবতা, চতুর চূড়ামণি, প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ, বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন,—তাই তিনি প্রকৃতির সহিত শুধু প্রণয় করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই,—অধিকন্তু রীতিমত সাক্ষী রাখিয়া একটা দাসখতও লিখিয়া দিয়াছিলেন। কি জানি, যদি কখন—"অসার সংসার বিবর্জ্জনেষু" ইত্যাদি বাহিরের টানে মন উচাটন হইয়া উঠে, তখন প্রকৃতি ঐ নিদর্শনের বলে আবার তাহাকে আমলে আনিতে পারিবেন।

নবীনেরা আদর্শ ঠিক ধরিয়াছেন, তাই কপিল, বুদ্ধ, শঙ্করের নিরস উচ্ছেদক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, বাসন্তী পূর্ণিমায় প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ পাতান স্থির হইয়া

গিয়াছে। উপবাসে পরমার্থ লাভ হয় না; প্রকৃতি-পুরুষে বন্ধ করিয়া ভারতের হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া, আর না খাইয়া থাকিতে হইবে না। বহুকাল পরে সমুদ্রের মলয় বায়ু মাঙ্গলিক মিলন বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছে। এখন প্রশ্ন, এ মিলন কি ভারতের অনাস্বাদিত? অথবা ইহা পূর্ব্বস্মৃতির উন্মেষ মাত্র?

আর একটী কথা,—

এই মধুময়ী মিলন নিশায়, মধুময় মিলনমঞ্চে দাঁড়াইয়া দূর অতীতের অদ্ভুত-কর্ম্মা, পরম কারুণিক, মহাপ্রাণ দেব পুরুষগণের প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ সন্ধান কেন? মিলন-সাক্ষী নারায়ণ পূজার তুলসী-দল কি এ কল্প-কাননে ছিল না? মিলনের সিন্ধু মন্থন করিয়াই ত কপিল শঙ্করের মুক্তির মাণিক সংগ্রহ করা, মিলনের উর্দ্ধলোকে বসিয়াই ত অমিতপ্রভাব অমিতাভের নির্ব্বাণ ধারায় তাপিত বিশ্ব শীতল করা! তোমরা হয় ত বলিবে, এ মিলন—অন্তরের। মিলন কি কখন বাহিরে হয়? তাঁহারা প্রকৃতিকে উপেক্ষা করেন নাই,—প্রকৃতির ছলনাময়ী মোহিনী মূর্ত্তিকে ত্যাগ করতঃ মুক্তি সীমন্তিনী দ্যুতিমতী মূর্ত্তিকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারা নিষ্কর্ম্মা ছিলেন না,—জ্ঞান-কর্ম্মের অদ্ভুত সমন্বয় একমাত্র ইহাদের হৃদয়েই দেখিতে পাওয়া যায়। যুগে যুগে যুগধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইতে পারে,—যুগ অবতারের অবতরণও রূপান্তরিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা নিরর্থক নহে। মানব হৃদয়ের উপর উহা সনাতন সত্যের পুনঃ পুনঃ সাময়িক সংস্করণ মাত্র।

অনুসন্ধান কর, দেখিতে পাইবে—এই আপাততঃ বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে লোক-কল্যাণী একই অমৃত জ্যোতি বিরাজিতা রহিয়াছেন; বেদ ইহাকে 'অমৃতের জিহ্বা' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন,—যাহাকে পাইয়া এই অসম্পূর্ণ জাতিটাই একদিন অমরত্বের গৌরব করিয়া বলিত—"কিমু নূনমস্মান্ কৃণবৎ অরাতি"—নূন অরাতি বৃন্দ আর আমাদের কি করিতে পারে?—"অপাম সোমমমৃতা"—আমরা সোম পানে অমর হইয়া গিয়াছি।

সময়ান্তরে দেখা যাইবে—কপিল, বুদ্ধ, শঙ্করের, প্রকৃতি পূজার [illegible] প্রণালী কিছু আছে কি না।

অভিনেত্রী।

(শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দেবী)।

অভিনেত্রী রূপে এই বিশ্ব-নাট্যশালে,
কত অঙ্কে গর্ভাঙ্কেতে নাট্য অভিনয়ে,
হাসাইনু কাঁদাইনু দর্শক সকলে,
হাসিয়া কাঁদিয়া নিজে,—বিভিন্ন সময়ে।
কত রূপে কত জনে দিনু দরশন ;
না হইল ফললাভ ;—মাত্র আনাগোনা,
বৃথাই কলঙ্ক কালী করিনু লেপন ;
শুষ্কাঞ্চলে দিনু গ্রন্থি ফেলি দূরে সোনা।
সত্যকে করিয়া মিথ্যা, মিথ্যা সত্য করি'
খেলিলাম কত খেলা এ নাট্যশালায়
আবরি' সত্যের পথ, করিয়া চাতুরী।
অন্ত অভিনয় ;—বেলা অবসান প্রায়।
যবনিকা পড়িতেছে ;—যাই এই বেলা
অন্তিম বিদায় ল'য়ে ;—সাঙ্গ ভব খেলা।

গৃহদাহ।

(শ্রীদেবেন্দ্রমোহন গুপ্ত)।

(এক)

"কত রবি জ্বলে ?"
"কেবা আঁখি মেলে ?"
"বেশী কথা ব'ল না—
বায়ু পাছে খেলে।"

এক ঘরে তিন বুদ্ধিমান্ নিদ্রিত ছিল। অঙ্গ চেষ্টা মাত্রই শক্তি ক্ষয়; সুতরাং শিশির-বসন্ত দিন-যামিনী তন্দ্রার রসায়নী মদিরা পানে তাহারা নিষ্ক্রিয় শক্তি-সঞ্চয়ে নিবিষ্ট থাকিত ; দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন,—কিছুই তাহাদিগকে উদ্বিগ্ন করিতে পারিত না ; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক আধিদৈবিক—কোন উপদ্রবেই তাহাদের চিত্তের চঞ্চলতা জন্মিত না। এই নির্ব্বিকার ভাবটী বুঝিতে না পারিয়া, প্রতিবেশিগণ অনেক অপ্রিয় আলোচনা করিত, নিন্দা-পঞ্চাননেরা—"আ'ল্সে, কুঁড়ে, অকর্ম্মার টিপি"—ইত্যাদি ললিত পদন্যাসে রসনা কণ্ডুয়ন করিতেন,—বুদ্ধিহীন, অসভ্য রাস্তার ইতরগণ এমনই অশ্লীল ভাষায় গালি বর্ষণ করিত যে, তাহা ঐ অলসত্রয়ের নিদ্রা ভঙ্গ করিতে না পারিলেও, পরলোকে তাহাদের ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষকে ব্যস্ত সমস্ত করিয়া তুলিত।

এই ভাবে কত কাল যায়, অকস্মাৎ বৈশাখের এক রুদ্র মধ্যাহ্নে, গৃহদাহের আগুন আসিয়া সেই "অলস-অবশ" দেহের ত্বক-মাংস স্পর্শ করিল ; অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে আলোক সমারোহ দর্শনে বিস্মিত হইয়া এক জন জিজ্ঞাসা করিল—"কত রবি জ্বলে ?"—আর একজন বহির্জগতের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া মুদিত নেত্রেই বলিলেন—"কেবা আঁখি মেলে ?"—তৃতীয় ব্যক্তি বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ ; তিনি, অতিরিক্ত বাক্যব্যয়ে শরীরে বায়ুর প্রাবল্য হইতে পারে এই আশঙ্কায়, সঙ্গীদের সাবধান করিয়া দিলেন—"বেশী কথা ব'ল না,

যায় পাছে খেলে।"—এমন সময় গৃহের জলন্ত চালা সশব্দে পতিত [illegible] হতভাগাদের শ্মশান বহ্নি রচনা করিয়া দিল!—সে গৃহ নাই, গৃহ [illegible] পড়িয়া আছে; হতভাগাদের দেহ-মৃত্তিকার উপর অনেক ঘাস [illegible] জঙ্গলতা জন্মিয়াছে; সেখানে দ্বিপ্রহরে ঘুঘু ডাকে, দয়েল শিস্ [illegible] বুলবুল্ দম্পতি মাথার চূড়া দোলাইয়া খেলা করে, শালিক-দম্পতি চঞ্চল [illegible] পতঙ্গ কুল সংহার করে, রাত্রে শৃগালের চিৎকারে নৈশাকাশ বিদীর্ণ [illegible] যায়।

* * * * *

বাঙ্গালার "সমাজ-গৃহে" তিন জন ঘুমাইতেছেন; তাঁহারা বুঝিতে [illegible] নিদ্রায় কুম্ভকর্ণ, আলস্যে পাষাণবৎ জড়, অচল, অটল; সর্ব্বনাশে [illegible] ভ্রূক্ষেপ নাই, গৃহদাহে তাঁহাদের আনন্দ। মাঝে মাঝে দারুণ অভি[illegible] স্কন্ধে বিধাতার বজ্র নামিয়া আসিতেছে, কিন্তু অসাড় দেহে কোনই [illegible] পাওয়া যাইতেছে না, তাঁহাদের প্রশান্ত চিত্তে কিছুতেই তরঙ্গ উঠে [illegible] সুতীব্র অঙ্কুশাঘাতে, ত্বক ভেদে, শোণিত স্রাবে, মাংস উৎকীরণেও এই [illegible] বেদিগণের যন্ত্রণা বোধ নাই। ধন্য তাঁহাদের সহিষ্ণুতা, অসীম তাঁহাদের [illegible] প্রকৃত ঋষিতনয় বটে—এই ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ কুল!—ঋষিত্ব [illegible] এবং ক্ষত্রিয়ত্বের ইহারাই তো প্রকৃত উত্তরাধিকারী!

শান্তরসাস্পদ বিশ্ববিদ্যালয়ের তপোবন ছায়ায় পরম কারুণিক [illegible] পদতলে বসিয়া যুবকগণ এমন সব আধ্যাত্ম বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আসি[illegible] যাহা কর্ম্ম কঠোর জীবন সংগ্রামের পক্ষে আদৌ অনুকূল নহে। ঋষি[illegible] ব্রাহ্মণত্ব,—হিগেল, স্পেন্সার ও মার্টিনোর মধ্যে শেষ হইতেছে; [illegible] ফুটবল ক্ষেত্রে,—বড় জোর কদাচিৎ চিকিৎসা বিদ্যালয়ের শবচ্ছেদ [illegible] ক্ষত্রিয়ত্ব বিরাম লাভ করিতেছে। পঞ্চবিংশতি বর্ষ শান্তরসাস্পদ [illegible] বাসের পর, এই ঋষি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-তনয়গণ গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিয়া [illegible] অন্ধকার দেখিতেছে। দীর্ঘকাল অভিভাবকগণের শোণিত তুল্য অর্থরাশি [illegible] ব্যয় করিয়া, তাহাদিগকে একরূপ—"নিঃশেষ বিদ্রাবিত কোষজাতং"—[illegible] পর ইহারা স্বয়ং ক্ষুন্নিবৃত্তির কোন উপায় করিতে পারিতেছে না। এ [illegible] দায়ী কে? তরুণ ললাটে চিন্তার কুটিল রেখা কেন? উৎফুল্ল মুখ-কমল [illegible]

[illegible]ইয়া যায়,—কা'র দোষে? ক্ষুধার তাড়নায় দেশের নয়নানন্দ [illegible] দিন দিন শীর্ণ ও চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ হইতেছে কেন? হতভাগ্য সেই [illegible]লাট-লিপি সেই জাতির, যাহার সর্ব্বোত্তম মস্তিষ্কগুলি ক্ষেত্র ও [illegible] আপনাদিগকে পরিচালিত করিতে সুযোগ পায় না; মার্জ্জিত [illegible]তম বৃত্তি যেখানে নীরবে রোদন করে, মস্তিষ্কের উচ্চতম শক্তি [illegible] শিরে ম্রিয়মান হইয়া থাকে।

[illegible] সংবাদপত্রে, মাসিকপত্রে, সর্ব্বত্র উচ্চকণ্ঠে যুবকদিগকে গালি [illegible]তেছে;—"বাছুবাছাধনেরা,—রাজা দুলারা"—প্রভৃতি বহু মধুর বাক্য [illegible]হাদের উদ্দেশ্যে বর্ষণ করা হইতেছে। গৃহেই কি কম লাঞ্ছনা?— [illegible] "গর্ভস্রাব, অপদার্থ" বলেন,—বড় ভাই ছোট ভাইকে গলগ্রহ [illegible]ন, পরিজনেরা অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। বাহিরে চাকুরীর [illegible]ক্ষেত্রে এবং ওকালতীর প্রাথমিক দশায় শোচনীয় কাহিনী তো [illegible]তীত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদিগকে গালি দিতে কষ্ট হয় না? [illegible]না? পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও মিত্রভাবী সমালোচকগণ! আজ তো [illegible] গালি দিতেছ! আর ও গালির অর্থ তো এই—"এত অর্থব্যয় [illegible] কষ্টে তোদের বড় বড় পরীক্ষায় পাশ করাইলাম,—এখন আমা[illegible] [illegible]সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিতে পারিস্ না কেন? নিজেরাই বা দু'টা দুধের গ্রাসে [illegible]রিতে পারিস্ না কেন?"—কেন?—যখন পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রম অতীত [illegible] হইতেই "মেষশালায়" পুত্র বা ভ্রাতাটীকে পাঠাইয়াছিলে,—তখন [illegible]মনে ছিল না? জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পঞ্চবিংশতি বর্ষ যাহাদের মেষশালায় [illegible]ত হয়, তাহারা মেষ হইবে না তো, সিংহ হইবে নাকি? তোমরা [illegible]—সুশীল ও সুবোধ বালক, শিক্ষক মহাশয়গণ চাহিয়াছিলেন— [illegible], একান্ত বশংবদ ছাত্র,—দেশের শাসকগণ চাহিয়াছিলেন— [illegible]নিরীহ, রাজভক্ত, ভবিষ্য প্রজাকুল! চারিদিক হইতে রক্তবর্ণ চক্ষু [illegible] ইহাদিগকে ভয় দেখাইয়াছে,—স্বাধীন ভাবে কার্য্য তো দূরের কথা, [illegible] ভাবে চিন্তা করিতেও যে ইহাদের মনে আতঙ্ক হইয়াছে। বিনিময়ে [illegible] হারাইয়াছে—উদ্ভাবনী শক্তি সম্পন্ন, নির্ভীক ও উদ্যমশীল কর্ম্মপরায়ণতা!

এ দাবী খুব স্বাভাবিকই বটে! নিজেরা মোহান্ধ,—পাঠাইয়াছিলে ইহাদিগকে মোহ-গর্ত্তে, এখন চাহিতেছ—তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও দীপ্ত প্রতিভা!

পরাধীন জাতির স্বভাবই এই,—তাহারা সকল দোষ পরের ঘাড়ে চাপাইয়া নিজেরা পরিষ্কার থাকিতে চায়। নিজে যাহা পারে না, তাহা অন্যে পারে না—বা করে না কেন, সে জন্য তাদের বড়ই আক্রোশ। বলি, এত যে গালাগালি চলিতেছে, নিজেরা কিছু করিয়াছ কি?—বালকদের মেষ করিয়া তো তোমরাই তুলিয়াছ! কৈ?—দেখিলাম না তো যে, কয় জন পিতা বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বা কয় জন সমালোচক—এ পর্য্যন্ত বালকদের সম্মুখে কয়টা আদর্শ ধরিয়াছেন? তোমরা এ পর্য্যন্ত ছাত্রদের জন্য কয়টী কর্ম্ম প্রস্তুত করিয়াছ? কয়টী শিল্প বিদ্যালয়, কয়টী কৃষি বিদ্যালয়, কয়টী বাণিজ্য শিক্ষার স্কুল কলেজ করিয়াছ,—বা কোন্ পিতা ছেলের জন্য কৃষিক্ষেত্র শিল্পাগার, ব্যবসায়ের মূলধন বা জীবিকা অর্জ্জনের অপর কোন অভিনব পন্থা করিয়া দিয়াছ? মাড়োয়াড়িদের দেখিয়া তোমাদের অন্তর্দাহ হয়,—কিন্তু কোন্ পিতা স্বয়ং মাড়োয়ারী সাজিয়া পুত্রকে শিশুকাল হইতে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায় শিক্ষা দিয়াছ? রাজার কেরাণীখানায় কতিপয় ইংরাজী-নবিশ মুহুরীর দরকার, বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষাও দেওয়া হইতেছে, কিন্তু তোমরা সকল ছেলেকে কেরাণী করিতে চাহিলেও, সেখানে অত লোকের আবশ্যকতা নাই। কয়েকটা ডিপুটীগিরি ও কয়েকটী হাকিমীগিরি পদ আছে, সকলের ভাগ্য তাহা জুটিতে পারে না;—শান্তি রক্ষকের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিলে, প্রায় গ্রামে পুলিসের থানা বসাইতে হইবে; উকিল মোক্তারের সংখ্যা যাহা হইয়াছে, উহাই আমরা হজম করিতে পারিতেছি না, বৃদ্ধি পাইলে বিসূচিকা অবশ্যম্ভাবী। রাজার ইংরাজী-নবিশ দরকার, কিন্তু তোমাদের দরকার—অন্নবস্ত্রের, তোমাদের দরকার—ছেলের পড়ার খরচ ও কন্যা বিবাহের দান-সামগ্রী ও পণের টাকা। সামান্য দিয়াশালাই হইতে আরম্ভ করিয়া অসংখ্য অগণ্য তোমাদের অভাব;—তোমরা শুধু অঙ্ক কষিয়া বা ইংরাজী শিখিলে বা ইতিহাস মুখস্থ করিলে,—চলিবে কেন?

যতগুলি অভাব, ততগুলি পথ এবং ততগুলি ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দেও। সামান্য ম্যাট্রিকুলেসন্ পর্য্যন্ত পড়াইয়াই ছেলেদের ঐ সব পথে, ঐ সব ক্ষেত্রে

কর। তার পর যদি ছেলেরা চলিতে না পারে, তখন নিন্দা করিও। হে নিন্দা-পঞ্চাননগণ! তোমাদের দায়িত্বহীন প্রলাপের কোনই নাই।

পৃথিবীর এক কোণে ক্ষুদ্র বৃটন দ্বীপ,—এশিয়া প্রান্তে প্রশান্ত সাগরের ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ্ জাপান দ্বীপ,—এদের অধিবাসীরা সুবিস্তীর্ণ বসুন্ধরার অভাব নিবৃত্তি করিয়া আপনাদের ধন-সম্পদ রাখিবার স্থান পাইতেছে আর তেত্রিশ কোটি নরনারীর আবাস ভূমি, সলিল বিপুলা, শ্যামলা, ভারত ভূমি "কোথায় অন্ন, কোথায় বস্ত্র, কোথায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত" বলিয়া আঘাতে আঘাতে ললাট ক্ষত বিক্ষত করিতেছে। কে অভাব পূরণ করিবে? ইংরাজ যদি না করে? ইংরাজ যদি না করে? করিবেই বা কেন? তা'দের নিজেদের সকল অভাব পূরণ করিয়া যদি উৎবৃত্ত হয়, তবে তো করিবে? তোমাদের জন্য তাদের স্বার্থে আঘাত পড়ে, তবুও কি তাহারা দাতাকর্ণ সাজিবে? আর, তারা তো শুধু এক মুষ্টি অন্ন বা পরিধেয় বস্ত্র লইয়া ব্যস্ত নহে; তা'দের ব্যবসায় তো শুধু বেণিয়াতি সদয়পত্র নহে,—তাদের জীবনস্রোত যে কত শত দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে—

"দেখিবে তাদের হায়, রাজ্য রাজ্য ব্যবসায়,
বিপণি সমর ক্ষেত্র, অস্ত্র বিনিময়।"

সত্য বটে, ইহাদের দেশে রাজশক্তির আশ্রয়েই শিল্প বাণিজ্য প্রসারিত হইয়াছে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—ইহারা যদি সীমান্ত সমর, পৃথিবীর সমর, এবং আপনাদের বাণিজ্যের হানি করিয়া তোমাদের অভাব নিবৃত্তিকে তাদের রাজনীতির মুখ্য অভিপ্রায় বলিয়া মনে না করে, তবে তোমরা কি করিবে? নিদ্রা যাইবে,—না—অভিসম্পাত করিবে? এই যে ক্ষুধার কষ্ট, এই যে নগ্নতা, এই যে অভাবের অনল,—এর প্রতীকার করিতে যদি তোমরা চেষ্টা না কর, তবে ধ্বংস অনিবার্য্য। প্রয়োজন হইয়াছে,—ভাব-প্রবণ হৃদয়ের দ্বার রুদ্ধ কর; ও আলেয়ার অনুসরণে জাতীয় মৃত্যু সুনিশ্চিত। যদি বাঁচিতে চাও, বর্ত্তমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মোহ কুয়াসা-জাল ছিন্ন করিয়া নবযুগের

অরুণালোকে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ কর। তোমাদের প্রতিভা শত দিকে শত মুখে প্রধাবিত হউক। নিরক্ষর অবোধ কতগুলি কৃষক, মজুর প্রভৃতি ঘর্ম্মজলে তোমাদের জন্য খাদ্য জন্মাইবে, আর তোমরা শুধু কলমের জোরে তা'দের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবে,—এই ভাবে কয় দিন চলে? সোনার বাঙলার সোনার মাটি, তাই এত দিন তোমরা বাঁচিয়া আছ।

প্রতি গৃহে একটী বাগান কর, আশৈশব ছেলেদের কোদালি হাতে দি… সকালে বিকালে ঐখানে পাঠাও; তরকারি, শাক-শবজি, ফলে-ফুলে বাগা… হাসিয়া উঠুক,—আর ঐ শ্যামলতার তরঙ্গে ফুলের হাসি রাশির মধ্যে শিশু… মুখের কল হাস্যধ্বনি উঠুক। শিশুগণ বুঝুক,—তা'দের ছোট বুকটুকুর মধ্যে… আনন্দ তরঙ্গ উথলিয়া উঠিতেছে,—তাহার প্রকৃত প্রাণশক্তিটুকু প্রকৃতি… ঐ সজীব স্নিগ্ধ শ্রীর মধ্যেই। তাহাকে বুঝিতে দাও,—জীবনের প্রকৃত উৎ… জগতের কোন্ খানে। প্রকৃতির সহিত এই ভাবে পরিচিত হইলে, আ… তাহারা কৃষিকে হেয় মনে করিবে না, কৃষিক্ষেত্রই তাহাদের নিকট পবিত্রতা… কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। অন্ন-ব্রহ্মের সাধনায় তাহারা অগৌরব অনুভব করিবে না। অগৌরব কোথায়? লজ্জা, সঙ্কোচ কোথায়? যেখানে মানুষ স্বভাবের নীতির লঙ্ঘন করে, যেখানে মন আপনার নিকট আপনি অপরাধী।—২০৲ টাকা বেতনের কেরাণী অবৈধভাবে ৪০৲ টাকা উপা… করে, তা'তে লজ্জা নাই? ছলনায় পরস্ব গ্রহণ করা হয়, তাতে অগৌরব নাই? আত্মশক্তিতে খাদ্য উৎপাদন,—যাহাতে নিজের ও সমগ্র মানব-সমাজের প্রাণ রক্ষা হয়, ক্ষুধার্ত্তের অন্ন প্রস্তুত হয়,—সেইটা হইল অগৌরবের কথা! আর কৃষিই তো মানবের স্বাভাবিক কর্ম্ম। ইহাতে ছলনা নাই, পরস্বে প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত নাই, কাহারও রক্ত চক্ষু দেখিতে হয় না; পদে পদে সেলাম ঠুকিতে হয় না,—নির্দ্দোষ, পবিত্র, সরল, আনন্দময় এই ভুবন-মঙ্গল-ব্রত। অতীতের গৌরবময় ভারতের দিকে চাও,—মানব সভ্যতার প্রভাতে হোম গন্ধে সামচ্ছন্দে এই কৃষকের গানে,—তখনকার আকাশটা পরিপূর্ণ। উপনিষদের যুগে রাজাধিরাজগণ হল চালনাদ্বারা প্রজাকুলের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছেন,—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমকালে গোধনে রাজার পশুশালা পরিপূর্ণ!—শিক্ষাভিমান যতই করি না কেন, জগৎ দাঁড়াইয়া

এই বৈশ্য শক্তির উপর,—আর সকলেই পরান্নভোজী …া!

…বল, ক্রিকেট, খেলার জন্য তোমারা তো কত খরচ কর,— …কে তোমাদের চক্ষু যায় না কেন? বহ্নিমুখ পতঙ্গের মত …র দৃষ্টি শুধু ধ্বংসের দিকে। ও বিলাতী বাবুগিরি-খেলা …করিয়া দাও।—চিন্তাহীন, অলসগণ দন্তপাটী বাহির করিয়া …সে জিজ্ঞাসা করিবেন—"এতে কি হয়? বাগান করিলেই কি ক্ষুধা …হইবে?"—ভাবিয়া দেখিলে বুঝিবে,—দেশে যদি অন্ততঃ এক লক্ষ গৃহে, …ক বাগান থাকে,—তবে কি হইতে পারে? আর, সর্ব্বোপরি কৃষির …দ্রব্য আনয়ন করায় শুধু এ দেশের নহে—সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে মঙ্গল। …তে যে পরিমাণ বিলাসিতা, যত খানি অলসতা ও যতটা মিথ্যা …মান জন্মিয়াছে—তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়! ধ্বংসের আয়োজন …বিপুল,—সৃষ্টি ও স্থিতির আয়োজন কত ক্ষীণ!

নিম্ন-প্রাথমিক এবং উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে বিশেষ ভাবে কৃষিশিক্ষার …ন করা হউক এবং ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য হল-চালনা, বীজ-…, মৃত্তিকায় সার ক্ষেপন,—শস্যের জন্ম, বৃদ্ধি, রোগ, উপদ্রব এবং তাহার …কার প্রভৃতি সম্বন্ধে কার্য্যতঃ শিক্ষা দেওয়া হউক। এর পর, …তি জিলায় ২।১টী ভাল কৃষি-উচ্চ-বিদ্যালয় থাকিলেই চলিতে পারিবে। অবশ্য সকল ছেলেই জীবনে কৃষি-বৃত্তি অবলম্বন করিবে না; তাহা সম্ভবপরও …। কিন্তু যে দেশ পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা, তথায় কৃষি চির দিনই …জীবিকার প্রধান অবলম্বন থাকা উচিত,—প্রকৃতির এই অভ্রান্ত ইঙ্গিত। …প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে ছাত্রদিগকে কৃষির প্রাথমিক শিক্ষা দিবার পর, শক্তি ও …প্রবণতা অনুসারে, যাহারা কৃষিকে জীবনের বৃত্তি রূপে গ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে উচ্চ-কৃষি-বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা, …কার্য্যে পরিণত যাহাতে হয়, তজ্জন্য অভিভাবক দায়ী। বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইয়া যুবকগণ যেন ক্ষেত্র পায়। উচ্চ জাতীয় মধ্যবিত্ত ভদ্রমণ্ডলি! তোমরা আজ জীবনের তটান্ত সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছ,—তোমাদের জীবন-…য়া সন্নিকট উপস্থিত! জানি,—সহরে দ্বিতল-ত্রিতল গৃহবাসীগণ আরাম

কেদারায় বৈদ্যুতিক পাখার তলে বসিয়া এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে না ;—কিন্তু প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র পল্লী গ্রামে যাও, দেখিবে—সেখানে কি শোচনীয়, বর্ণনাতীত অবস্থা ! কে তাহা দেখিবে,—কে তাহা বুঝিবে ? ক অনশন—কত নিরাশা—কত শিশুর অকাল মরণ—কত বিধবার অসহায় অ —কত বৃদ্ধের আর্ত্তনাদ—কত বিয়োগান্ত নাটকের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী যে পল্লী মায়ের শ্যামলাঞ্চলে আবৃত রহিয়াছে,—কেই বা তাহার প্রকৃত রহস্য জানিতে চায়,—আর কেই বা মুখ ফুটিয়া তাহা প্রকাশ করে ? সে চিত্র আঁকিতে গেলে বড় লোমহর্ষণ হইবে,—বড় দুঃখময় সে ইতিহাস। দেশের যাঁহারা শাসক, দেশের যাঁহারা নেতা হইতে অভিলাষী,—তাহারা জানেন কি,—বর্ত্তমান সময়ে পল্লীগ্রামে শত করা কত পরিবারে, এক বেলা বই দু' বেলা অগ্নি জলে না। কত দরিদ্র-নারায়ণ উপবাসী থাকেন ?—সহরে যাঁহারা "বাবু" নামে পরিচিত, বিলাতী সভ্যতার দায়ে পড়িয়া—বস্ত্রে, পোষাকে যাঁহারা আপাদ মস্তক মুণ্ডিত হইয়া ফেরেন,—পল্লীগ্রামে তাঁহাদের পিতামাতা, কন্যা-ভগিনী যে নগ্নতায় লোক চক্ষুর সম্মুখে বাহির হইতে পারেন না,—তাহা কি কেহ জানেন না ? অন্য দেশে এ অবস্থায় রাষ্ট্রবিপ্লব হয়,—ধর্ম্মঘট হয়,—নানা বিভীষিকা উপস্থিত হয় ; কিন্তু এ দেশের প্রকৃতি ভিন্ন ধাতুতে গঠিত, বাঙ্গলার উচ্চ শ্রেণীর অন্তঃকরণ সহিষ্ণুতায় গড়া। অনাহারে মরিবে,—তবু বংশ মর্য্যাদার জন্য কথাটী বলিবে না ; নিদাঘ-মার্ত্তণ্ড-দগ্ধ বৃন্তচ্যুত ফুলের মত এদের জীবন-পুষ্প নীরবে ঝরিয়া পড়ে। যন্ত্রণার অভিব্যক্তি নাই ; তাই রিপোর্ট আসে,—"ফ্যামিন্" নাই। বঙ্গালি ! তোমার গৃহে আগুন লাগিয়াছে,—তোমার সব যায়,—আর উদাসীন থাকিও না ভাই ! এই স্বজাতি ধ্বংস, এই আত্ম-পরিজন ক্ষয়, এই দারুণ হৃদয়-বিদারক অবস্থার প্রতীকার কর। হায় ! লোক পিতা বিদ্যাসাগর !—হায় ! দয়াময়ী মহারাণী স্বর্ণময়ি !—হায় ! দরিদ্র-নারায়ণ-সেবক স্বামী বিবেকানন্দ !—এ নিদারুণ দৃশ্য দেখিবার পূর্ব্বেই তোমরা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছ ! এ শ্মশানের বুকে আজ করুণার লেশ মাত্র নাই !

শিক্ষিত উচ্চ জাতীয় বাঙ্গালি ! আজ যদি তোমার হাতে কৃষি থাকিত, আজ যদি তোমার গৃহে খাদ্য থাকিত, তবে কি ব্যবসায়ীর অন্যায় লাভ

(…ering) রহিত করিবার জন্য রাজদ্বারে হত্যা দিতে হইত ? না,—…র আতঙ্কে ম্রিয়মান হইতে হইত ? না,—গামছা মাত্র পরিহিত নিম্ন-…কৃষকের মত ২৲ দুই টাকা মূল্যে একটী ইলিস মৎস্য খরিদ করিয়া …দের মনে বাঙ্গলার দুঃভিক্ষ সম্বন্ধে সন্দেহ উৎপাদন করিতে ? আর …হ অপনোদন করাও সহজ নহে। যে সকল -দেশীয় রাজকর্ম্মচারী …র অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতে শিখেন নাই, তাঁহারা দেখেন—…র গৃহ পার্শ্বে কচুগাছ, বেতবন অপর্য্যাপ্ত রহিয়াছে, গৃহপ্রাঙ্গণে ২।১ টা …বা কুক্কুট বিচরণ করিতেছে,—সুতরাং দুর্ভিক্ষ কোথায় ? তাঁহারা …ন না যে, অন্ন ভিন্ন এ দেশের ক্ষুধা বারণ হয় না,—শুধু কচু বা শুধু মাংস …র ভক্ষ্য নহে। এই সব নিরক্ষর সরল কৃষক বহু কষ্টে অন্নোৎপাদন করে …কিন্তু এদের ক্ষেত্রে পড়িয়া থাকে—নাড়া,—গৃহে পড়িয়া থাকে—গো-ভক্ষ্য …এবং তণ্ডুলের খোসা ; তণ্ডুল চলিয়া যায়—ব্যবসায়ীর আড়তে অথবা …পারে ! বৎসরের ছয় মাস অতিক্রম হইতে না হইতেই ব্যবসায়ীর …কান হইতে দ্বিগুণ মূল্যে ঐ চাউল ইহারা খরিদ করিয়া খায়, অথবা …রেঙ্গুন হইতে আগত, অখাদ্য বিস্বাদ তণ্ডুলে উদরের জ্বালা নিবৃত্তি করে ; …লার সন্তান-সন্ততিগণ মায়ের-দেওয়া সুস্বাদু অন্ন হইতে বঞ্চিত হয়। …ত ভদ্র সম্প্রদায় ! তোমাদের নিদ্রা ভঙ্গ না হইলে অদৃষ্টে আরও কত …না আছে,—কে বলিবে ?

…র্ত্তমান সময়ে দেশে যাহারা কৃষক আছে, তাহাদের হাত হইতে কৃষি …য়া লওয়ার কথা বলিতেছি না। মায়ের অবোধ সন্তানের অধিকার—বলে …করিয়া বুদ্ধিমান ছেলে কান্তিপুষ্ট হইবেন,—সে কথা হইতেছে না। …নী এই,—পবিত্র কৃষিক্ষেত্রের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধার ভাব আনয়ন করিতে, …—যাহা দেশের প্রাণ—সর্ব্ব প্রযত্নে তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে, দেশের …দেবতা শ্রেষ্ঠতম পূজার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ, …, কায়স্থগণ বাঙ্গলার দেশনায়ক ও পথপ্রদর্শক ; তাঁহারা যাহা করিবেন, …পর জাতিও তাহারই অনুবর্ত্তন করিবে,—আর তাঁহাদের আদর্শে …আদর্শ-কৃষি বিস্তার লাভ করিবে। অন্ন অথবা প্রাণশক্তি লইয়া ইতর-…, লোলুপ ব্যবসায়ীরা যাহাতে খেলা করিতে না পারে, বিদেশীয়

বণিককুল যাহাতে ক্ষুধিত ভারতবাসীর সম্মুখ হইতে রৌপ্যচক্রের সহায়তায় এই প্রাণশক্তি স্থানান্তরে লইতে না পারে,—তৎপ্রতিকার হে শিক্ষিত বাঙ্গালি! তোমাদের করিতে হইবে। দেশ তোমাদের মু চাহিয়া আছে। তোমার অশিক্ষিত, সরলচিত্ত কৃষক ভ্রাতাদের হাত ধর প্রলোভনের মধ্য দিয়া কিরূপে অগ্রসর হইতে হয়, "ধর্ম্ম-গোলা" করিয়া কির উৎপন্ন দ্রব্য রক্ষা করিতে হয়, আপনার শ্রমার্জ্জিত উৎপন্নের উপর আপ কি ভাবে প্রভুত্ব করা যায়,—সেই সব তাহাদিগকে শিখাইয়া দাও; যে লক্ষ্মী অচলা হউন। অন্নপূর্ণা যত দিন প্রসন্না না হইতেছেন,—তত দি অপরাপর সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে। উদর যখন ক্ষুধিত, দৃষ্টি যখন দুঃস্বপ্ন-জড়ি দেহ তখন অবসন্ন থাকিতে বাধ্য। এই উদরের জ্বালা বড় জ্বালা—

"পেট পেট পেট রে
পেট বড় সব ছোট।"

—প্রভু জগদ্বন্ধু।

সকলেই বলে বাঙ্গালীরা বড় শিথিল-প্রকৃতি, কোন কার্য্যেই ইহারা সঙ্কল্প রক্ষা করিতে পারে না,—কথাটা সত্য বটে; কার্য্য প্রারম্ভে ইহারা ভীষ্মের প্রতি লইয়া অগ্রসর হয়; কিন্তু দু'দিন যাইতে না যাইতেই সকল দৃঢ়তা গলিয়া জল হইয়া যায়,—কাহাকেও খুজিয়া পাওয়া দায় হইয়া উঠে। অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, অধিকাংশ স্থলে ইহার জন্য দায়ী—ঐ উদরের জ্বালা, ঐ নি অভাবের তাড়না। অভাবের উষ্ণ চিন্তায় মস্তিষ্কের শক্তি বাষ্প হইয়া উ যায়; সদনুষ্ঠান, লোকহিত ব্রতাদির প্রতি দৃষ্টি পাত করা অসম্ভব হই পড়ে; পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস জন্মে,—জাতির আ অশ্রদ্ধা বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়ায়। অনেক অবস্থাপন্ন কৃতবিদ্য ব্যক্তির মুখে স্বজাতি নিন্দা শুনিতে শুনিতে শ্রবণ বধির হইয়া গিয়াছে! তাঁহাদের চক্ষে ভারতেত দেশবাসিগণ সকলেই দেবতা;—ভারতবাসী পতিত,—ভারতবাসী চোর,— ভারতবাসী প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী!! এই এক-চক্ষু, বিকৃত-রুচিগণের মনে যদি সহানুভূতি থাকিত,—যদি দেশের ও দশের অবস্থা ইহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত,—তবে এরূপ প্রগল্ভ ভাষা তাহাদের রসনায় উচ্চারিত হইত না। হায়! শনি যার রন্ধ্রগত, তা'র সকল কার্য্যে বিফলতা, সকল উদ্যমে গ্লানি

মান লাভ হয়। ক্ষুধার্ত্ত জাতি জগতের সম্মুখে আপনার পরিচয় দিতে না; তাহার ভাষা কেহ বোঝে না; তাহার শক্তি,—কার্য্যে পরিণত সুযোগ পায় না; নিন্দা, অপমান এবং মনস্তাপকে সে আপনার লিপি বলিয়া নীরবে গ্রহণ করে। তাহারা পেটের দায়ে চোর হয়, র তাড়নায় ডাকাতি করে, দুর্দ্দশায় পড়িয়া প্রবঞ্চনা করিতে শিখে—

"বুভুক্ষিতং কিং ন করোতি পাপং।"

র জাতি, যুগাবতার চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি সৃষ্টি করি- —যে জাতির মধ্য হইতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র াগর, স্বামী বিবেকানন্দ, রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি গণের অভ্যুদয় হইয়াছে, আজ নিঃসঙ্কোচে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে প্রগল্ভ র সেই জাতিকে—চোর, প্রবঞ্চক, জুয়াচোর—প্রভৃতি বলা হয়! স্পর্দ্ধা ঐ চিন্তাহীন বিকৃত-রুচি আত্মদ্রোহিগণের!! জগতের সর্ব্বোত্তম ের বিকাশ যে জাতি দেখাইতে পারে,—তাহার প্রতি এইরূপ রূঢ় , পরানুকরণ-প্রিয় অপদার্থগণের পক্ষেই সম্ভবপর বটে।

নিন্দা করা সহজ,—দায়িত্বহীন সমালোচনায় আমোদে সময় াহিত করা যায় বটে; কিন্তু তাহাতে প্রকৃত কাজ হইবে না। র উচ্চ শিক্ষিতগণ নিন্দা ও সমালোচনা ছাড়িয়া কাজ কিছু তেছেন কি? এই যে সম্মুখে শরৎকাল আগত প্রায়; কৃষকের সোনার মাঠে হাসিতেছে, শীঘ্রই "ধান্য শীর্ষে স্বর্ণ ঝাপি" পূর্ণ করিয়া লইয়া গৃহে কমলার আগমন হইবে। শিক্ষিতগণ! এইবার চঞ্চলাকে অচলা করিতে কর। কৃষকের গৃহে গৃহে ছুটিয়া যাও,—ভাই যেমন ভাইকে বুঝায়, নই সরল ভাবে, সহজ কথায়, সহানুভূতির সহিত তাহাদিগকে রক্ষণ-নীতি াইয়া দাও। তাহাদিগকে বল—"ভাই, আমরা তোমাদের বড় ভাই— মরা এতকাল আমাদিগকে খাদ্য দিয়া বাঁচাইয়াছ, শীতে গ্রীষ্মে বর্ষার রিধারা সহ্য করিয়া তোমরা আমাদের জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছ। তোমাদের খাইয়া আমরা মানুষ, তোমাদেরই সহায়তায় আমরা শিক্ষা লাভ রিয়া আজ তোমাদের সাহায্যের জন্য আসিয়াছি। তোমরা ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করিও না। ঐ যে পাগড়ী মাথায় মাড়োয়াড়ীর দল টাকার

খলি লইয়া আসিয়াছে, ওদের নিকট খাদ্য দিও না। নিজ সম্বৎসরের খাদ্য বাদে তোমাদের যে শস্য বাঁচে,—তাহা লইয়া গ্রামে গ্রামে 'ধর্ম্মগোলা' স্থাপন কর। অভাবের সময় ঐ স্থান হইতে শস্য পাইবে। ৫৲ টাকা মন দরে চাউল বিক্রয় করিয়া, আবার যেন ১০৲ টাকা মন দরে খরিদ করিতে না হয়।

কৃষকদের মিতব্যয়িতা শিক্ষা দাও; সকল কাজে, সকল বিষয়ে তাহাদিগে পরামর্শ দাও; তাহাদের সুখ-দুঃখের সহিত আপনাদিগকে মিশ্রিত কর;—যেমন ভৃত্যের সহিত কথা বলে, উচ্চ কর্ম্মচারী যেমন অধীনস্থের প্রতি ব্যবহার করে, তেমন ভাবে নহে;—তোমাদের শিক্ষার কৃত্রিম আবরণ খুলিয়া ফেলিয়া শিশু যেমন শিশুর সহিত মিশে—সেইরূপ সরল প্রাণে কৃষকের সহিত মিশিতে শিখ। আর তাহা যদি না পার—তাতে যদি লজ্জা করে—তাহা হইলে আসিয়া যদি প্রাণে সঙ্কোচ আনে,—তবে হে শিক্ষিত নামের কলঙ্ক!—হে আত্ম প্রতারিত!—হে নরলোকে চন্দ্রলোকের জীব!—আর বেশী দিন তোমা এ দেশে তিষ্ঠিতে হইবে না। ঐ বিপুল বণিক-শক্তি গর্জ্জন করি আসিতেছে,—ঐ রাক্ষসী তোমার রক্ত মাংস মেদ মজ্জা শোষণ করিয়া তোমা প্রাণহীন দেহ-কঙ্কালকে সর্ব্বসাধারণের পদতলে ফেলিয়া দিবে!

রাজা, মহারাজা, জমিদার, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট এবং বড় বড় কাউন্সিলী কথা বলিতেছি না; "দেশ" বলিতে আমরা তাঁহাদিগকে বুঝি না। "দে বলিতে বুঝি,—ঐ কোটি কোটি নরনারী—যাহারা বহু পরিশ্রমে প্রাণপা করিয়া আপনার ও পরিজনগণের গ্রাসাচ্ছাদন উপার্জ্জন করিতেছে। তাহা আমার দেশবাসী নহে,—দেশবাসীর দারুণ দুর্ভিক্ষের সময়েও যাহাদের অ কান্তি পুষ্টি দেখা যায়,—যাহারা দারিদ্র্যের প্রতি বিদ্রূপ করে—নি গণের প্রতি চোখ রাঙ্গায়; নিত্য নব নব বিলাসিতার আগুণে যা দেশ ও সমাজকে উৎসন্ন দিতে চাহিতেছে। হে আমার দেশবাসি বহুদিন নিদ্রা গিয়াছ, আর নহে। গৃহে আগুন লাগিয়াছে, নয়ন উন্মীলিত ভাই!—"জাগৃহি—জাগৃহি।"—নব জাগরণে একবার কর্ম্মের ভেরী বাজাও তোমাদের গম্ভীর নিনাদে বিলাসিতা, আলস্য এবং আভিজাত্যের হীন গৌর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ুক। সৌম্যাতিসৌম্যা, রম্যাতিরম্যা ঋষিগণের তপোক্ষে ভারতভূমি—আবার স্নিগ্ধ শ্যামল শোভায় ধরণীবক্ষ উদ্ভাসিত করুন।

বিধিলিপি।

(শ্রীমতী চারুশীলা দেবী)।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, শেষ)।

৪

যে গ্রামে কল্যাণীর ভ্রাতা বিনোদের বিবাহ হইল, দৈব যোগে কিশোরও সেই গ্রামের কন্যা বিবাহ করিয়া আনিলেন; সেই জন্য কিশোরের এই দ্বিতীয় বার বিবাহের কথা, সে গ্রামে অপ্রকাশ রহিল না।—একদিন বিনোদ বাটীতে আসিয়া কল্যাণীকে জিজ্ঞাসা করিল—'হ্যাঁ, দিদি! তোমার দেওর আবার বিয়ে করলে কেন গা?"

কল্যাণী তখন তাহার নবাগতা ভ্রাতৃ-জায়াটীকে কাপড় ছাড়াইয়া দিতেছিল; বিনোদের কথা শুনিয়া সে বিস্মিত হইয়া বলিল—'আবার বিয়ে করলে?'

বিনোদ বলিল—'হ্যাঁ।'

কল্যাণী অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল—'সে কি কথা? সে তো কাতায় ছিল; আসলই বা কবে,—বিয়েই বা করল কবে?'

বিনোদ বলিল—'হ্যাঁ গো!—আমি কি মিছে কথা বল্‌ছি? কাল বিয়ে হয়ে গেছে। যেখানে আমার বিয়ে হয়েছে, সেই পাড়ারই মেয়ে;—শুনলেম আবার তোমাদের বউয়ের নাকি বোন হয়।'

কল্যাণী ক্ষণেক নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল—'কি আশ্চর্য্য! আমি তো সবে আজ আট দিন এসেছি;—এর মধ্যেই এত কাণ্ড হয়ে গেল?'

কল্যাণী আর স্থির থাকিতে পারিল না, স্বামীর কাছে গিয়া বলিল—'আমায় আজই নিয়ে যেতে হবে।'

বিস্ময় আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কেন গো! ব্যাপার খানা কি, বল তো!—কাল ভাইয়ের ফুলশয্যা,—ফুলশয্যা করবে না—ভাইয়ের বিয়ে?'

ছোট্ট একটা কিল দেখাইয়া কল্যাণী বলিল—'এখন তোমার ও তামাসা আমার ভাল লাগে না! ব্যাপার বড় গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে,—তোমার গুণধর ভাইটী আবার বিয়ে করে বসেছেন!'

বিনয়ের মুখের হাসি মুখেই বিলীন হইয়া গেল,—শঙ্কিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—'কেন?—হঠাৎ এ রকম করবার কারণটা কি?'

কল্যাণী তখন স্বামীর নিকট উমার সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল। বিনয়কুমার কোনই উত্তর করিলেন না; চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। কল্যাণী তার পর মা'র কাছে গেল; মা ভাড়ার ঘরে বসিয়া তরকারী কুটিতেছিলেন। কল্যাণী বলিল—'মা! আমাকে আজই যেতে হবে।'

মা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—'সে কি রে? আজ তুই যাবি কি? কাল বিনোদের যে ফুলশয্যা!'

কল্যাণী বলিল—'তাতো জানি মা,—কিন্তু কি করব বল? আমার কি আমোদ আহ্লাদ করা সাধ নয়? আমার যে আজ না গেলেই নয়।'

তখন কল্যাণী উমার কাহিনী এবং কিশোরের পুনর্ব্বার বিবাহের কথা সবিস্তারে মাতাকে বলিল; মাতা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন—"যা হোক মেয়ে, বাবা,—তোমার শাশুড়ী!—ঢের ঢের দেখেছি, কিন্তু তোমার শাশুড়ীর মতন মেয়ে মানুষটা আজ পর্য্যন্ত আমি দেখিনি! আর তাও বলি;—শাশুড়ী না হয় বজ্জাত; কিন্তু কিশোর তো ব্যাটা ছেলে, লেখাপড়া শিখেছে; ছ'বছর যাকে নিয়ে ঘর করেছে, বিপদে পড়ে একবার যদি সে বাপকে দেখতেই গিয়ে থাকে, তা অমনি এই অপরাধে হুম্ ক'রে বিয়ে করাই কি তার উচিত হ'ল?'

কল্যাণী বলিল—'কি জানি মা! কি যে হ'ল, কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছি না।—আহা বউটা বড় ভাল মানুষ গো; কিছুই জানে না। বাপ মরে, শাশুড়ী পাঠাবে না; ভয়ে সে কাঠ! তার অবস্থা তখন দেখলে, প্রাণ ফেটে যায়! আমিই বলে-কয়ে, জোর ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছিলেম; সব দোষ আমারই। আমিই বলেছিলেম—'ঠাকুরপো এলে, আমি বুঝিয়ে বলব'; কিন্তু কপাল দেখ, ঠিক সেই সময় আমিও এয়েছি এখানে চলে!'

মা দুঃখিত হইয়া বলিলেন—'আহা, তাই তো বাছা! মেয়ে মানুষের

...ল! শুধু শুধু একটা সতীন হ'ল!—তা আজ আর গিয়ে কি করবি ...! যা হবার তা তো হয়েই গেছে; বিয়ে তো আর ফেরাতে পারবি না! কাল ফুলশয্যার পরে—পরশু যাস্।'

কল্যাণী বলি—'না মা, তুমি বুঝতে পাচ্ছ না—কি ব্যাপার হয়েছে! আমার মন আর এক দণ্ডও স্থির হতে পাচ্ছে না। গিয়ে আর কিছু করতে ...রি আর না প্যারি, ঠাকুরপোকে সব খুলে বলতে পারব। গোড়ার কথা ...নিশ্চয়ই কিছু জানে না; জানলে—কখনও সে বিয়ে করত না। ঠাকুরপো ...র সময় বাড়ীতে থাকে না, দুই এক দিন পরেই হয়ত চলে যাবে; আবার ...বে আসবে, তার ঠিক নেই।'

সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাতা আর কন্যাকে বাধা দিতে পারিলেন না। উমার দুঃখের কথা শুনিয়া করুণায় তাঁহার নারী হৃদয় ভরিয়া গেল এবং নিজের নবাগতা বধুটির মুখের দিকে বারবার চাহিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"এত আদরের ছেলের বউকে কেমন ক'রে লোকে এমন কঠোর শাস্তি দেয়?"

* * * * * *

স্বামীর সহিত কল্যাণী বাটী ফিরিয়া আসিবামাত্র তাহার দাসী,—উমার শ্বশুর বাড়ী আগমন, শাশুড়ীর ব্যবহার ও কিশোরের পুনর্ব্বিবাহ,—যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্তই বলিল। কল্যাণী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল; বিনয় কেবলমাত্র একটী—'ওঃ'—বলিয়াই চুপ করিয়া রহিল;—চিরদিনই সে কম কথা বলে; অল্পভাষী নির্ব্বিরোধী মানুষ সে।

কল্যাণী ঝিকে দিয়া গোপনে কিশোরকে ডাকিয়া পাঠাইল। ...মার শাশুড়ীর সহিত যদিও কল্যাণীর বাক্যালাপ ছিল না, কিশোর কিন্তু বিনয়ের বাটীতে না আসিয়া থাকিতে পারিত না। তাহার প্রধান কারণ,—আজ পর্য্যন্ত কিশোরের পাঠের ব্যয় ভার বিনয়কুমারই বহন করিতেছিলেন। দ্বিতীয় কারণ,—কল্যাণীর ব্যবহার, কল্যাণীর কথাবার্ত্তা,—কিশোরের মন্দ লাগিত না। অবশ্য মাতার অজ্ঞাতেই কিশোর এ বাটীতে যাতায়াত করিত; কেননা তাহার মাতা, কল্যাণীকে দু'টী চক্ষে দেখিতে পারিতেন না।

খবর পাইয়া কিশোর কল্যাণীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিল; তখনও তাহার হাতে বিবাহের সুতা বাঁধা! এই সুতাটী যেন তাহাকে বড়ই লজ্জা দিতে লাগিল! আমায় হাতটী বেশ করিয়া ঢাকা দিয়া কোনও প্রকারে সুতাটা একটু লুকাইবার চেষ্টা করিয়া কল্যাণীকে জিজ্ঞাসা করিল—"ডেকেছিলে কেন বৌদি?"

কল্যাণী বলিয়া উঠিল—"ছি, ছি, ঠাকুরপো! লেখাপড়া শিখে তোমার এমন বুদ্ধি হল? কি করলে, বল তো?"

বিরক্ত হইয়া কিশোর বলিল—'তা' কি করব বল! মাকে দেখতে একটা লোক চাই তো।—পাছে কোন দিন মায়ের ঝঞ্ঝাট সইতে হয়, তাই তুমিও আগে থেকে দাদাকে নিয়ে সরে পড়েছ!'

কল্যাণী বলিল—'মা যদি দেখবার লোক চাইতেন, তা হ'লে তাঁর লোকের অভাব হ'ত না। পরের মেয়েগুলো ঘরে এনে দিবারাত্র—'মর খ্যাংরা',—'ধর খ্যাংরা'—করলে কি আর তারা পোষ মানে?—ভয়ে আর কত ভক্তি হয়, যত প্রাণের শ্রদ্ধায় হয়।'

কিশোর বলিল—'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, জানি। আমার মা বজ্জাত; কিন্তু তোমরা যদি লক্ষ্মী,—তবে তোমরাই কোন্ মিলে-মিশে ঘর করতে পারলে? তুমি ভিন্ন হয়ে মায়ের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করলে; আর ছোট গিন্নির কথা,—আর কি বলব? মুখে আনলেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।'

এবার ক্রুদ্ধ হইয়া কল্যাণী বলিল—'আর তোমাদের কাহিনী বললে গঙ্গাস্নানের ফল হয়! কিছু বলি না, তাই তোমাদের এত বাড়াবাড়ি!"

কিশোর বিরক্ত হইয়া বলিল—'যাক্।—যা ভাল বুঝেছি, তাই করেছি। তার জন্যে কারও কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নই। আর তাই নিয়ে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করবারও আমার ইচ্ছে নেই।—এখন আমাকে ডেকেছিলে কেন, তাই বল।'

'এই জন্যেই ডেকেছিলেম। রেগো না ঠাকুর পো। শোন,—শোন,—বোস, মাথা ঠাণ্ডা কর।"

কিশোর বলিল—'আমার মাথা ঠাণ্ডাই আছে। কি বলবে বল? আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনছি।'

ল্যাণী বলিল—'না—দাঁড়িয়ে শোনবার কথা নয়; অনেক কথা আছে। বলছি!—তুমি যা শুনেছ, তার একবর্ণও সত্যি নয়; যা সত্যি ঘটনা, বলছি শোন,—'

তুমি কি মাকে মিথ্যাবাদী বলতে চাও?"—বলিয়াই কিশোর বিরক্তির রকের উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

ল্যাণী বলিল—'তিনি গুরুজন, তাকে কোন কথা বলি—এমন স্পর্দ্ধা নেই; কিন্তু যেটা সত্যি কথা, সেইটী আমার কাছে শুনে তুমি ক'রে দেখ,—ঠিক্ কি না।'

খন কল্যাণীর কাছে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া কিশোর বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও হইয়া কল্যাণীর মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। র মনে তখন একটী তুমুল ঝটিকা বহিতেছিল। নিরপরাধিনী প্রতি সে একটা অমানুষিক অত্যাচার করা হইয়াছে,—এই কথাটাই মনে বার বার তীব্রভাবে আঘাত করিতে লাগিল। সে নীরবে নীচু করিয়া হতাশভাবে বসিয়া রহিল।

ল্যাণী বলিতে লাগিল—'তুমি একবার শ্বশুর বাড়ী যাও। গেলেই সব তে পারবে।'

মাথা নীচু করিয়া একটী গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া কিশোর বলিল—'আর মুখে উমার কাছে যাব বৌদি! যাবার পথ তো রাখিনি! কিন্তু কথা জিজ্ঞাসা করি বউ দি!—সত্য ক'রে বলবে?"

ক। কেন বলব না?

কি। উমার উপর মায়ের কেন এমন বিদ্বেষ হয়েছিল,—এর কারণ তে পার?"

ক। কারণ আর কি?—এক হতে পারে, উমার বাপ টাকা কড়ি কিছু নি; কিন্তু শুধু যে তাই, তাও মনে হয় না; ওঁর স্বভাবই হ'ল এম্‌নি, রে দেখতে পারেন না। নইলে আমার বাপ তো দিতে-থুতে কসুর করেন কিন্তু আমাকে নিয়ে যা করেছেন, তা আমিই জানি। তোমরা জানো,— রাই বজ্জাত, বেইমান, পাজী!—কিন্তু গোড়ার কথা যদি শোন! আহা, এই বউটাকে মা এমনি যন্ত্রণা দিতেন যে, দেখ্‌লে পরের প্রাণও ফেটে যেত!

কিন্তু অমন নিরীহ ঠাণ্ডা মেয়ে আমি কোথাও দেখিনি। সে আমার চেয়ে ঢের ছোট; কিন্তু তার বুদ্ধি দেখে, তার কথা শুনে, আমি অবাক হয়ে যেতেম।"

অনুতপ্ত কিশোর বলিল—"এ কথা আগে কেন আমাকে একটুও জানাওনি বউ দি।"

কল্যাণী বলিল—"সে যখন নিজে তোমাকে কিছু বলেনি, তখন আমি কোন্ মুখে তা' বল্‌ব, ঠাকুর পো! যদিই বলতেম,—আমার কথা তখন তুমি বিশ্বাসও করতে না; আরও, তোমাদের ঘর ভাঙ্গাচ্ছি বলে, আমাকে—ইতর ছোট লোক—বলে খানিকটা গালাগালিই দিতে! তোমাদের বিশ্বাস,—আমিই তোমার দাদাকে লাগিয়ে পৃথক হয়ে এলেম, কিন্তু তুমি তো আসল কথা কিছু জান না।—যা সহ্য করেছি,—তা আমিই জানি। মানুষের প্রাণে আর কত সয় বল! তুমি বার মাস কলিকাতায় থাক, ঘরের খবর তো কিছু রাখ না।—কিন্তু তোমার দাদা বাড়ীতে থাকতেন, সব দেখতে পেতেন। বিনা চক্ষের জলে আমার এক দিনও যায় নাই।—এক দিন দুধ জ্বাল দিচ্ছি,—মা এমন ঠেলে দিলেন, আমি হুমড়ি খেয়ে গরম দুধের কড়ায় পড়ে গেলুম,—এই দেখ তার চিহ্ন!—" বলিয়া কল্যাণী বহু দিনের শুষ্ক ক্ষত-চিহ্নটী কিশোরকে দেখাইল।—কিশোর চমকিয়া উঠিল।

কল্যাণী বলিতে লাগিল—"ছ'মাস এই ঘা নিয়ে কি কষ্টই পেয়েছি। তার পর, আর এক দিনের একটা ঘটনা শোন।—পান সেজে ছিলেম, একটু চুণ বেশী হয়েছিল, তাই আমার বাপান্ত করতে করতে ধাঁ করে পেটে এমন লাথি বসিয়ে দিলেন যে,—সে কথা আর কি বলব? তখন আমি সাত মাস অন্তঃসত্ত্বা! সেই লাথি খে'য়ে,—আমার সন্তানটী নষ্ট হয়ে যায়। যন্ত্রণায় যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ি, তখন তোমার দাদা ডাক্তার নিয়ে এলেন। সেই থেকে তোমার দাদা পৃথক হলেন; বল্লেন—'মাকে কিছু বলতে পারব না,—অথচ বিয়ে করেছি, চক্ষের সামনে স্ত্রীটাকেও তো মেরে ফেলতে পারি না। তার চেয়ে পৃথক হওয়াই ভাল; লোকে যা বলে বলুক। যখন অসুখে বিসুখে পড়বেন, তখন প্রাণ দিয়ে সেবা করব।'—আমরা চলে গেলে, তোমার মা এই ছোট বউটার উপরই যত ঝাল ঝাড়তেন;—দেখে আমার খালি মনে হোত—

…রে আজ কালকার মেয়েগুলো সব কি এক শিখেছে—গায়ে কেরাসিন ঢেলে পুড়ে মরা,—তাই না ছোট বউ করে বসে কোন দিন।—কিন্তু এ যা …,—তার পুড়ে মরাও ভাল ছিল।"—বলিয়া কল্যাণী একটু চুপ করিল। …আরও নীরব। আবার কল্যাণী বলিল—"যা হবার হয়ে গেছে। এখন …নিজে গিয়ে, তাকে নিয়ে এস।"

…কিশোর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"নিয়ে এসেই বা কি হবে বউ দি? …তো তা হলে সুখ পাবে না?"

কল্যাণী বলিল—"তবে এক কাজ কর,—তুমি তো কলিকাতায়ই থাকবে, …খানেই তাকে নিয়ে রাখ; কিন্তু এর মধ্যে একদিন গিয়ে তার সঙ্গে …করে এস।"

"…দেখা যাক।—গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা?"—বলিয়া কিশোর চলিয়া …।—কিশোর গৃহে গিয়া সেই যে বাহিরের একটা কক্ষে শয়ন করিল, …কাহারও সাধ্য হইল না—তাহাকে তোলে! ফুলশয্যার দিন নববধূ তাহার …বাড়ীর ঝিয়ের কাছেই শয়ন করিয়া রহিল!

বঙ্গসমাজে এমনি এক একটী অত্যাচারী শাশুড়ীর জন্য বাঙ্গলার কত …হ বালিকা যে অশেষ প্রকার নির্য্যাতন সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়াই …কালে দেহত্যাগ করিতেছে, সে সমস্ত কথা ভাবিতে গেলেও শরীর …আতঙ্কিত হইয়া উঠে!

৫

কতদিন হইয়া গেল; উমার আর কোনও সংবাদ নাই। কিশোর কল্যাণীর কথামত উমার পিত্রালয়ে গিয়াছিল; কিন্তু গিয়া দেখিল, …থায় কেহই নাই, গৃহদ্বার তালাবদ্ধ। প্রতিবেশীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল,—কাশীনাথ বাবুর মৃত্যুর পরেই অনিল ডাক্তার হইয়া যুদ্ধে গিয়াছিল, তাহার পর সে কিম্বা বাড়ীর অন্যান্য সকলে কে কোথায় আছে,—তাহা তাহারা কিছুই বলিতে পারিল না। কল্যাণীর কথামতই যে … পি… …তে উমা নির্ম্মলের সহিত গিয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে উমার যে

আর কোনই দোষ নাই,—ইহা ভাবিয়া আত্মগ্লানির তীব্র কষাঘাতে কিশোর নিয়ত দগ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু উপায় কি?—বহু চেষ্টায়ও উমার বা অনিয়ের কোন সন্ধানই মিলিল না।

নিয়তির কঠোর নিষ্পেষণে সহসা কিশোরের মাতার কাল হইল, সংসারের একটী দৈত্য তিরোহিত হইল!—কেবল তিনি যে বিষবৃক্ষ রোপন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই এখন শাখা-পল্লব বিশিষ্ট হইয়া কিশোরকে অনুক্ষণ দগ্ধ করিতে লাগিল। কিশোর যাহাকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়াছিল, সে বালিকাটীও সহসা এক দিন সংসার-উদ্যান হইতে ঝরিয়া পড়িল। কিশোর এখন বজ্রদগ্ধ পাদপের ন্যায় শাখ-পল্লবহীন,—সংসারের তপ্ত নিশ্বাসে সে যেন পলে পলে জ্বলিতেছিল। পরিণাম চিন্তা না করিয়া সহসা সে যে কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, সারা জীবন এখন তাহাকে তাহারই ফল ভোগ করিতে হইবে!

সে হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছে, উপার্জ্জনও করিতেছে, কিন্তু ভোগ করিবার লোক কৈ? একা,—সে বড় একা! আবার উমার প্রতি এই নিষ্ঠুর আচরণের জন্য তাহার বন্ধুগণও তাহাকে প্রায় ত্যাগই করিয়াছে। নির্ম্মল আর তাহার মুখ দর্শন করে না; বাহিরে গিয়াও সে শান্তি পায় না;—ঘরে, বাহিরে—তাহার জ্বালা!

এক দিন বৈশাখের দ্বিপ্রহরে গাড়ী করিয়া সে কোর্টে যাইতেছিল, এমন সময় একটী বাড়ীতে তাহার দৃষ্টি পতিত হইল। দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া—কে ঐ সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তি? আহা! কি সুন্দর! কি মনোমুগ্ধকর! গৈরিক বসন পরিহিতা, রুক্ষ কেশের ভার পৃষ্ঠদেশ ছাড়াইয়া জানু স্পর্শ করিতেছে!—গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া কিশোর মুহূর্ত্তেক মাত্র সে পবিত্র মূর্ত্তিটী দেখিয়াই চমকিয়া উঠিল, কিন্তু সেই সময় নারীর দৃষ্টিও কিশোরের দিকে পড়ায়, তিনি ত্রস্তে গৃহমধ্যে চলিয়া গেলেন।

কিশোর একটুকু কি ভাবিল; কোচম্যান্কে গাড়ী থামাইতে বলিয়া সে সেই বাটীর দিকে গেল। দেউড়ীতে একজন হিন্দুস্থানী দ্বারবান বসিয়া হিন্দি রামায়ণ পাঠ করিতেছিল। কিশোর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"বাড়ীটা কার?"

দ্বারবান মহোদয় কিশোরের কথায় কোনও উত্তর না দিয়া পড়িতে পড়িতেই প্রশ্ন করিল—'আপ কাহাসে আতা হ্যায়?'

কিশোরের তখন ধরাচূড়া পরা, কোর্টের পোষাকেই দেহ সজ্জিত ছিল, পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়াই দ্বারবান একটু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল; অন্তরে কিছু প্রাপ্তির আশাও বোধ হয় জাগরিত হইতেছিল।—সে ভৃত্যকে ডাকিল।

কিশোর পকেট হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া তাহার দিকে ফেলিয়া বলিল—'আমি বলিব না; বাড়ীটা কার, তাই জানতে এসেছি।'

দ্বারবান চক্চকে টাকাটী কুড়াইয়া তাহার কুর্ত্তার জেবে রাখিয়া বলিল—'কোঠী ডাগ্দার সাব্—আ, সি, বাসুকা হ্যায়।'

অনুমানে কতকটা বুঝিয়া কিশোর পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিল—'ডাক্তার বসু?'

'হাঁ, জী!—বাহারমে লিখা হ্যায় উন্‌কো নাম,—দেখ্ লিজিয়ে।'

কিশোর ফুটপাতের উপর দাড়াইয়া দেখিল, দ্বারের পার্শ্বে প্রস্তর ফলকে খোদিত রহিয়াছে—'ডাক্তার এ, সি, বসু,—নং কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট।'—কিশোর প্রথমে ইহা লক্ষ্য করে নাই। সে পুনর্ব্বার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করিল—"ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে কখন 'ভেট' হতে পারে?"

দ্বারবান উত্তর করিল—'সাব্ আভি বাহারমে গিয়া।—বারহ বাজে কোঠিমে আবেগা।'

অগত্যা কিশোর ডাক্তারের প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে, স্থির করিল। দ্বারবান টাকা পাইয়াছিল, মনটা সন্তুষ্টই ছিল, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বৈঠকখানার ঘর দেখাইয়া দিল। কিশোর পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিল,—বেলা ১১ টা; আরও ১ ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিতে হইবে। বারান্দায় সেই নারী মূর্ত্তিটী দেখিয়া কিশোরের মনে কেমন একটা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাই সে ডাক্তার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া যাইতে পারিতেছিল না। কোচম্যানকে ডাকিয়া

অপেক্ষা করিতে বলিয়া সে বৈঠকখানার ঘরে না বসিয়া, ফুটপাতের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ঘণ্টাখানেক পর ডাক্তার সাহেবের মোটর বংশীধ্বনি করিতে করিতে গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার এ, সি, বসু,—গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়াই গৃহদ্বারে কিশোরকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—'কিহে কিশোর যে!—অনেক দিনের পরে!"

বলা বাহুল্য ডাক্তার এ, সি, বসু—আমাদের অনিলচন্দ্র ভিন্ন আর কেহ নয়। যুদ্ধে গিয়া অনিলের পশার, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইয়াছিল; দেশের মধ্যে সে এখন একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি।

অনিলের কথা শুনিয়া কিশোর একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—'শুধু আজ নয় ভাই! আমি অনেক দিন থেকেই তোমার অনুসন্ধান করছি—কিন্তু কোথাও তোমার কোন খবর পাইনি। তোমার বাড়ীতেও গিয়েছিলাম, সেখানে শুনলেম, তুমি যুদ্ধে গিয়েছ; তার বেশী আর কোন খবরই পাই নাই।"

'বেশ বেশ—তা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন? এস।'—বলিয়া অনিল অগ্রবর্ত্তী হইল; কিশোর তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। অনিলের মুখে যদিও হাসি কিন্তু সে যেন আর পূর্ব্বের মত প্রাণ খুলিয়া কিশোরের সহিত কথা কহিতে পারিতেছিল না।

কিশোর তাহার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিল; নীরবে সে অনিলের সঙ্গে গিয়া উপরের একটী ঘরের ভিতর বসিল। অনিল কাপড় ছাড়িয়া হাত মুখ ধুইয়া তাহার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিল।—কিছুক্ষণ এ কথা সে কথার পর মাথা নীচু করিয়া নিতান্ত অপরাধীর মত কিশোর বলিল—"আমি উমাকে নিয়ে যেতে চাই। পাঠাবে কি?"

উচ্চ হাস্য করিয়া একটু ব্যঙ্গ স্বরেই অনিল বলিল—"উমার সৌভাগ্য! কিন্তু তোমার গৃহের দ্বার তো চিরদিনের জন্য তার পক্ষে রুদ্ধ হয়ে গেছে।—তোমার বাড়ীতে আর তার জায়গা হবে কি করে?"

অনিলের এই শ্লেষবাক্য কিশোরের প্রাণে বড়ই আঘাত করিল; কিন্তু সে তাহা সহ্য করিয়া ধীরভাবে বলিল—'আমি যদি তখন বাড়ীতে থাকতেম,

হলে এমন কাণ্ডটা ঘট্‌তে পারত না। তার জন্য আমায় ক্ষমা কর ই!"

কিশোরের বিনয়-নম্র ভাবে অনিলের মনটাও যেন কিছু নরম হইয়াছিল; একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"বেশ! উমা যদি যেতে ইচ্ছা করে, যেতে রে; আমার তাতে আপত্তি নেই।"

কিন্তু উমা যখন শুনিল কিশোর তাহাকে লইতে আসিয়াছে, তখন সে একটু দৃঢ় স্বরেই বলিল,—'না কখনই না—আমি যাব না!'

অনিলের স্ত্রী যোগমায়া বলিল—'ঠাকুরঝি! মেয়ে মানুষের স্বামীই সব। জামাই যখন তোমাকে নিতে এসেছেন, তখন তোমার যাওয়া চিৎ।"

উমা বলিল—"কেন? তোমার বুঝি একমুঠো ভাত বেঁচে যায়!"

খোঁচা খাইয়া ব্যথিতা হইয়া যোগমায়া বলিল—'অমন কথা বলিস্ নি ই! তোর মত ননদ কত সাধনার ফলে তবে পেয়েছি, কিন্তু তোর নারী জন্মটা কি ব্যর্থই যাবে? স্বামীর সেবা না করতে পারলে, নারীর জীবনই যে বৃথা!'

উমা তেমনি শক্ত হইয়া বলিল—'হ্যাঁ! বিনা অপরাধে যে আমাকে ত্যাগ রে আবার একটা বিয়ে করেছিল, আমি আবার তাঁর পায়ে ধরে গিয়ে সাধ্‌ব? সে মেয়ে আমি নই!—ওঁর পথ উনি বেছে নিয়েছেন, আমার পথও আমি বেছে নিয়েছি। এমন নিষ্ঠুর স্বামীর সেবা করার চেয়ে, জগৎ-স্বামীর সেবা করায় অনেক ফল আছে।'

যোগমায়া আর কিছু বলিল না। কিশোর উমাকে লইয়া যাইবার জন্য কয়েক দিন আনাগোনা করিল; কিন্তু উমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা!—সে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিল না। অবশেষে বিফল মনোরথ হইয়া কিশোর নিবৃত্ত হইলেন।

৬

কলঙ্কের পশরা মাথায় লইয়া যে দিন প্রত্যাখ্যাতা উমা শ্বশুর বাড়ী[illegible] দ্বারদেশ হইতে ফিরিয়া আইসে, সে দিন তাহার মনের অবস্থা যে কি [illegible] হইয়াছিল, তাহা অন্তর্যামীই জানেন। একবার সে মনে করিল, আজকাল[illegible] মেয়েদের মত গায়ে কেরাসিন তৈল ঢালিয়া পুড়িয়া মরে! কিন্তু পরক্ষ[illegible] ভাবিল—"ছি! ছি! আমি কি এমনই নির্ব্বোধ? কেন আত্মহত্যা ক[illegible] যাব? যারা দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে এমনি করে আত্ম[illegible] করে, তারা বড়ই বোকা মেয়ে! ভগবান নারীর জন্ম যে কেবল সহ্য কর[illegible] জন্যেই দিয়েছেন! তবে দুঃখে নুয়ে পড়লে চলবে কেন? জগতকে নারী[illegible] দেখাবার নিতান্ত দরকার হয়েছে। এমন করে আত্মহত্যা [illegible] নারীজাতির আরও অধঃপতন ঘটাবার তো এ সময় নয়! সমাজ [illegible] আমাদের উপর যে রকম আঘাত করতে আরম্ভ করেছে, আমাদের উচিত—এর উপযুক্ত প্রতিঘাত করা। আমাদের আর এখন দুঃখের ভারে অধৈর্য্য [illegible] পড়বার সময় নয়; নিজের পায়ে ভর দিয়ে মাথা উচু করে দাঁড়া[illegible] হবে,—তবেই সমাজ শিক্ষা পাবে।—এ সংসারে কে কার? স্বামী পুত্র নিয়ে কেউ আসেও নি, কেউ যাবেও না। আমাকে ত্যাগ করে যারা সুখী [illegible] আমি কেন তাদের জন্য আক্ষেপ করব?"—উমা এমনি করিয়াই মনকে [illegible] করিয়া তুলিল।

এক দিন উমা কল্যাণীর একখানি পত্র পাইল। কল্যাণী লিখিতেছে—

"ভাই ছোট বউ!

ঠাকুর পোর ভারি ব্যারাম; আজ চৌদ্দ দিন একজ্বরি অবস্থায় পড়ি[illegible] আছেন। ডাক্তার বলিতেছেন—রোগ কঠিন। মা নাই, অনেক দিন তিনি স্বর্গগামিনী হইয়াছেন। ঠাকুর পো যা'কে বিবাহ করিয়াছিলেন, সেও মায়ের অনুসরণ করিয়াছে। ঠাকুরপোর অসুখের জন্য আমাকে এখানে ঠাকুরপোর বাসায় আসিতে হইয়াছে। একা আমি রীতিমত ঠাকুরপোর শুশ্রূষা করি[illegible] উঠিতে পারিতেছি না, শেষে কি শুশ্রূষার অভাবে মারা পড়িবেন? তুমি কি [illegible] দিন কতকের জন্য একবার আসিতে পার না? শুনেছি, তুমি সন্ন্যাসিনী [illegible]। তা সন্ন্যাসিনীর তো সেবা ব্রতই পরম ধর্ম; স্বামী হিসাবে নয়, শুধু [illegible] সেবা-ধর্ম পালন করিতেও যদি দিন কতক এস, তা হলে আমার [illegible] হয়। তোমার দিদির এ অনুরোধটা কি রাখিতে পারিবে না? [illegible] যে না বুঝিয়া আবার বিবাহ করিয়াছিলেন, তার জন্য তিনি [illegible]। ইতি—

আশীর্ব্বাদিকা—তোমার দিদি কল্যাণী।"

[illegible] চিঠিখানি পড়িয়া নীরবে উমা বহুক্ষণ কি চিন্তা করিল। তাহার পর [illegible] নিকট গিয়া চিঠিখানা যোগমায়ার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিল; [illegible] সহাস্যে চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া বলিল—কার চিঠি? বরের নাকি? 'পড়ে দেখ'—বলিয়া উমা চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে উমা আসিয়া [illegible]—'বউদি! রামদীনকে গাড়ী যুড়তে বলে দাও; আর দাদাকে বল—[illegible] যাব?'

[illegible] খোঁচা খাইবার ভয়ে যোগমায়া কিছুই বলিল না; কিন্তু কিশোরের [illegible] চিন্তিত হইয়া পড়িল। অনিলকে কল্যাণীর চিঠিখানা দেখাইয়া [illegible] সমস্তই বলিল। অনিল উমাকে যাইবার সম্মতি দিয়া বলিল—[illegible] বলে দাও—কিশোর কেমন থাকে আমাকে যেন খবর দেয়, আমি [illegible] গিয়ে দেখে আসব।"

কিশোরের বাসায় উপস্থিত হইয়া উমা দেখিল,—সমস্তই যেন কেমন নীরব নিস্তব্ধ! কোথায় কাহারও সাড়াশব্দ নাই। বাহিরের দরজার কাছে এক জন ভৃত্য বসিয়াছিল, বৈঠকখানার ঘরে কিশোরের মুহুরি বসিয়া লেখাপড়া করিতেছিল। স্ত্রীলোক দেখিয়া তাহারা কেহই কোন কথা বলিল না। কেমন একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় উমার বুকটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। অভিমানের বশে সে মনকে যতই কঠোর করুক না কেন, পতিভক্তি তার হৃদয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত প্রবাহিত হইতেছিল;—সে যে হিন্দু নারী, পতিভক্তিই যে তার সব ধর্ম্মের সার!

ধীরে ধীরে উমা অন্দর মহলে প্রবেশ করিল। রান্নাঘরে কল্যাণী কিশোরের জন্য পথ্য তৈয়ারি করিতেছিল। উমা রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে ডাকিল—'দিদি!'

কল্যাণী দুধের কড়াটা উনানে চাপাইয়া তাড়াতাড়ী বাহিরে আসি
সানন্দে বলিয়া উঠিল—'এসেছিস্ বোন্! আঃ—বাঁচলেম!'

উমা নত হইয়া কল্যাণীর পদধূলি গ্রহণ করিল; কল্যাণী আশী
করিল—'স্বামী সোহাগিনী হ'য়ে সুখে ঘর কর: কোলে একটী সোনার
খোকা হোক্!'—তাহার পর বলিল—'যার ভার, সে না হ'লে কি হয় বো
একলা আমি যে কি বিপদে পড়েছিলেম, তা আর কি বল্‌ব? যাও, ঠাকুর
উপরে শুয়ে আছে, দেখা ক'রে এসগে।'

উমা মাথাটী নীচু করিয়া কত কি ভাবিতে ভাবিতে উপরে গেল। ঘরে
মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল—সেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, দিব্য কান্তিবিশি
হৃষ্টপুষ্ট, উন্নত দেহ কিশোর—দারুণ রোগে শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে
উমা ক্ষণেকমাত্র সেই ম্লান দেহের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর ধী
ধীরে পালঙ্কের পার্শ্বে দাড়াইয়া দুই হস্তে কিশোরের পা দু'খানি চাপিয়া ধরি
দুই পায়ের মধ্যে মুখ লুকাইয়া তাহার বহুদিনের রুদ্ধ অশ্রু মুক্ত করিয়া দিল
কিশোর উঠিয়া বসিয়া দুই হস্তে উমাকে বুকের কাছে টানিয়া বলিল—
'উমা এসেছ? কাঁদছ কেন? আর তো আমি মর্‌ব না,—যখন তোমাকে
পেয়েছি!' কিশোরের চক্ষের কোণেও অশ্রুজল ঝরিতেছিল। কিছুপরে
কিশোর আবার বলিল—'আমি বড়ই নিষ্ঠুরের মত কাজ করেছি,—আমায়
ক্ষমা কর্‌তে পার্‌বে উমা?'

এবার উমা কথা কহিল। স্বামীর বুকের উপর হইতে মুখ তুলিয়া
তাড়াতাড়ি সে বলিল—'না—না, তোমার দোষ কিছুই নাই! এ সমস্ত
আমার—বিধিলিপি।"

চাষা।

(শ্রীমদনমোহন করবর্ম্মা, সারস্বতাশ্রম, চন্দননগর)।

আমরা সবাই গরীব কৃষক পর্ণ-কুটির-বাসী,
ভোর বেলা হতে সন্ধ্যা অবধি, কাজ শুধু ভালবাসি।
প্রভাতের কাজ প্রভাতে সারিয়া,—প্রাতঃরাশ মত দু'টী
মুড়ি আর গুড় কোঁচড়ে বাঁধিয়া, মাঠের পানেতে ছুটি;—
গাচনী করেতে, বলদ লইয়া সরু বাঁকা পথে চলি,
চাষার সম্বল, লাঙ্গল গুলিকে কাঁধের উপরে ফেলি।
দিন শেষে যবে সন্ধ্যা বেলায়, আঁধার আসে গো ঘিরি,—
কাজ করি শেষ, সে দিনের মত আপন কুটিরে ফিরি।

দাওয়ায় জ্বলিছে মাটির পিদিম, মিট্‌মিটে আলো তার,
করুণায় ভরা দেখে আমাদের শ্রান্ত দেহের ভার।
দিন-ভোর মাঠে খেটে-খুটে সাঁঝে ফিরিয়া এসেছি বলে,—
শান্তি যেন গো আচলে ঢাকিয়া, তুলে লয় তার কোলে।
ছেলে মেয়ে সব ঘিরে এসে বসে দাওয়ার উপরে যবে,—
ভুলে যাই মোরা, দুখ বলে কিছু আছে আমাদের ভবে।
কত সুখ শান্তি, প্রাণ খোলা ভাব, রয়েছে এ গ্রাম ছেয়ে,
সহরবাসীর জীবন জুড়াতো কণাটুকু তার পেয়ে।

অভাব মোদের নাইকো কিছুই আনিনি তাহারে ডাকি।
ক্ষেতের ফসল সোম্-বছরের, গোলায় ভরিয়া রাখি।
বাকি যাহা থাকে বেচিয়া সে সব, বাজার হইতে আনি
লজ্জা ঢাকিতে সবার মতন বস্ত্র এক এক খানি।

সকল মোরা পারি না করিতে গরীব চাষার দল,
চেষ্টা করিয়া সকলী হ'য়ে—ডাকিনাক অমঙ্গল।
"দিন মজুরির" মতন আমরা "ফসল মজুরি" করি,
শেষ হয়ে গেলে একটী, আবার অন্য একটী ধরি।
আমাদের শুধু দুনিয়ার সনে মাঠ মাঝে পরিচয়,
মাঠ ভরা আছে কত কাজ পড়ে, সদা যেন মনে হয়।

আমরা গরীব নীচ জাতি বলে, পড়ে থাকি এক পাশে,
বাহিরে-ভিতরে রত্নলোক সবে—'চাষা'—ব'লে উপহাসে।
ঠিক্ তো! আমরা তাঁহাদের মত ধনী জ্ঞানবান নই;
লাঙ্গল, কোদাল,—এই সব নিয়ে, দিন-ভর সারা হই।
তাঁহাদের মত এ দেশে ও দেশে, আপন দেশের লাগি'
পারি কি অমন—'বলিতে'—'লিখিতে'—হয়ে দেশ অনুরাগী?
আমরা সবাই হাতে কাজ করি—মুখে কথা নাহি কই;
সহর-বাহিরে খোলা মাঠে থাকি,—জানি না তো কাজ বই।
আমাদের দ্বারা দেশের বল গো, কি কাজ সফল হবে?
'মুখ্যু'-'সুখ্যু' মোরা, হীন জাতি চাষা, খেটে-খুটে মরি সবে।
আমরাও যদি দেশের লাগিয়া কোদাল লাঙ্গল ছাড়ি'
শিখি লেখাপড়া;—তা হলে কি কারো চড়িবে উনুনে হাড়ী?

সৎশাস্ত্র ও সাধুসঙ্গের উপকারিতা।

(শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা, বিদ্যাবিনোদ)।

যেখানে সৎশাস্ত্র ও সাধুসেবা, সেইখানেই পুরুষকার; এবং যেখানে পুরুষকার, সেইখানেই উভয়-লৌকিক অর্থ সিদ্ধ। মানুষ আপনা আপনি জ্ঞানলাভ করিতে পারে না; এই জন্য অন্যের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ আবশ্যক। সৎশাস্ত্রের অনুশীলন ও সাধুসঙ্গ অবলম্বন, এই দ্বিবিধ উপায়ে, প্রভূত উপদেশ লাভ হইতে পারে;—উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত বলবান। ফলতঃ, আর যাহাতে সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে না হয়, এরূপে আত্মাতে মন সমাহিত করা উচিত। এই নশ্বর কলেবর বহুবিধ রোগের আধার; ঐরূপ আত্ম-সমাধিদ্বারাই সকল রোগ দূর হয়। সাধুসঙ্গ এবং সৎশাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনায়, আত্মাতে মনঃ সমাধান শিক্ষিত হইয়া থাকে।

পুরুষকার সহায়ে দৈবকে জয় করিতে অভিলাষী পুরুষের, ইহলোক ও পরলোকে সিদ্ধিলাভ হয়। সেইরূপ, দৈবের পরতন্ত্র হইয়া, পুরুষকার পরিহার করিলে,—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং আত্মা পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞান, মন ও ইন্দ্রিয় সমূহের সঞ্চালন দ্বারা অবশ্যই অভীষ্ট ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। বাল্যকাল হইতে পুরুষকার অভ্যাস করা উচিত; কেননা, তদ্দ্বারা কার্য্য মাত্রেরই আশংসিত ফললাভ হয়। দৈবের উপর নির্ভর করিলে, সকলই পণ্ড হইয়া থাক। বিষয় স্ফূর্ত্তির সমকালেই শরীর ও মন উভয়েরই স্ফূর্ত্তি হয়, ও তদ্দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে।

নিজ সাধনা,—অর্থাৎ পরম পুরুষার্থ বলেই, বৃহস্পতি—দেবগণের এবং শুক্র—দৈত্য সমূহের আচার্য্য হইয়াছিলেন। দীনহীন সামান্য ব্যক্তিও পুরুষার্থের আশ্রয়ে ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে। পৌরুষ দোষে নহুষাদি মহাপুরুষেরাও স্বর্গধাম হইতে নরক কুণ্ডে নিপতিত হইয়াছিলেন। পৌরুষ-বলেই সাংসারিক অসার সুখ দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গের অভাবে প্রোক্ত পৌরুষ দোষ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলতঃ, সৎশাস্ত্রের অনুশীলন ও সাধুসঙ্গাদি দ্বারা পুরুষার্থের সিদ্ধি হয়; দৈব কখন সিদ্ধ হইতে পারে না।

ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, পুরুষকার বিপদ হইতে সম্পদে উদ্ধার করে। প্রযত্ন সহকারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অপায়বর্জ্জিত বিষয়েরই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। গুরুজনের ইহাই উপদেশ। বৃহস্পতি ও শুক্র যেরূপ সাধনা করিয়াছিলেন, তদনুরূপ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। দৈব হইতে তাঁহাদের কিছুই হয় নাই; পৌরুষ বলেই তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধি ও বুদ্ধি বিক্রমের বৃদ্ধি হইয়াছিল। দুঃখের সময় নির্বুদ্ধিতা বশতঃ দৈব আশ্রয় করা মনকে, আশ্বাস দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। পৌরুষ প্রকাশ পূর্ব্বক দেশ দেশান্তরে গমন করিলে, অভীষ্ট ফললাভ হয়। ভোজন না করিলে ভোক্তার, গমন না করিলে গন্তার ও কথা না কহিলে বক্তার—তৃপ্তিলাভ হয় না। এইরূপে দেখা যায় যে, পুরুষার্থই সকল কার্য্যের হেতু। ধীমান্ ব্যক্তি পৌরুষ সহায়ে যেমন দুস্তর সঙ্কটে উদ্ধার পান, শুদ্ধ দৈব মাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক কোন চেষ্টা না করিলে, সামান্য বিপদেও সেরূপ মুক্তিলাভ হয় না।। যে ব্যক্তি যে প্রকার পুরুষকার প্রয়োগ করে, তাহার তদনুরূপ ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কিন্তু নিরুদ্যম হইলে, কিছুই সিদ্ধ হয় না।

কেহ কখনও দৈবকে দেখে নাই এবং কখন দেখিবেও না। যাহা পরলোকে ভোগ করিতে হয়, তাদৃশ ঐহিক কর্ম্মফলকেই পণ্ডিতেরা "দৈব" নামে নির্দ্দেশ করেন। মানব ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া, পুনরায় জীর্ণ হয়। কিন্তু জরা, যৌবন ও বাল্যের ন্যায় দৈবকে দেখিতে পাওয়া যায় না। পণ্ডিতগণের মতে, অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত যে কার্য্যতৎপরতা, তাহাই পুরুষার্থ; আর অনর্থ কার্য্যে যত্ন করা—মত্ত চেষ্টা মাত্র।

ধীমান্ ব্যক্তি সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র সমালোচন সহায়ে স্বীয় বুদ্ধি মার্জ্জিত করিয়া, কার্য্যসংসাধিনী ক্রিয়া বলে উদ্ধার লাভে সমর্থ হন। সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র আয়ত্ত থাকিলে, সরোজ ও সরোবরের ন্যায়, জ্ঞানের যথাকালে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বাল্যকাল হইতে আলস্য পরিহার এবং যত্নপূর্ব্বক সৎশাস্ত্রও সাধুসঙ্গাদি অভ্যাস করিলে, অনায়াসেই উপযুক্ত সময়ে স্বার্থসিদ্ধ হয়; ইহাতে কিছুমাত্রও সংশয় নাই। পরাৎপর বিষ্ণুও পুরুষকারদ্বারা দৈত্যদিগের দমন, অসীম বিশ্বকার্য্য ব্যবস্থাপন ও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন।

হে প্রিয়দর্শন অয়স্কান্ত ভায়া! এই উপদেশ পূর্ণ ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী তোমাকে

উপহার দিয়া, মিষ্টবাক্যে তোমাকে শেষবার বলিতেছি—তুমি সর্ব্বদাই স্বীয় পুরুষকারে এরূপ যত্ন করিবে যে, অরণ্য মধ্যে গমন করিলেও তত্রস্থ বিষধর সরীসৃপেরাও যেন তোমাকে দংশন করিতে সমর্থ না হয়।

আতা।

(ডাক্তার শ্রীজীবনবিহারী সিংহ)।

(সঙ্কলিত)

আতাকে (Anona Squamosa) বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানের, কোন কোন শ্রেণীর লোকে—'আতা কাঁটাল'ও বলিয়া থাকে। ইহার হিন্দুস্থানী নাম—সরিফা। ইংরাজী—Anona Reticulata। তামিল এবং তেলুগু ভাষায় ইহার নাম—সীতা ফল। সংস্কৃত পর্য্যায়—আতৃপ্যং গণ্ডগাত্রঞ্চ বহুবীজ-মপি স্মৃতম্। সংস্কৃত নাম—আতৃপ্য, গণ্ডগাত্র, বহুবীজ। কথিত আছে, আতাফল আমেরিকা হইতে এ দেশে আনীত হইয়াছিল; ইহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, তাহা হইলে ইহার সংস্কৃত নাম কিরূপে হইবে? ইহা নোনা জাতীয় গাছ।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই যথেষ্ট পরিমাণে আতা জন্মে। কিন্তু পূর্ব্বে এই গাছ আমাদের দেশে ছিল না, আমেরিকা হইতে আনিয়া এ দেশে রোপণ করা হয়—এ অভিমত অনেকেরই দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলা অপেক্ষা পশ্চিমোত্তর প্রদেশের আতা বড় এবং সুস্বাদু হয়। ইহা খাইতে শীতল, বড়ই তৃপ্তিকর এবং মিষ্ট; কিন্তু অনেকের ইহাতে কাসি ও সর্দ্দি হয়। বৈদ্যশাস্ত্র মতে, ইহা তৃপ্তিকর, রক্তবর্দ্ধক এবং সুস্বাদু, শীতল, হৃদ্য ও ইহাতে বল ও মাংস বৃদ্ধি হয় এবং দাহ, রক্তপিত্ত ও বায়ু নষ্ট হইয়া থাকে।

আতা গাছ দুই প্রকারের আছে। এক—সাধারণ আতা, দ্বিতীয় নোনা

আতা। সাধারণ অপেক্ষা নোনা আতার গাছ বড় হয়; উভয়েরই পাতা লম্বা লম্বা। প্রথম প্রকারেরটী—পাকিয়া সবুজ বর্ণই থাকে, মধ্যের রং সাদা; দ্বিতীয়টী—পাকিয়া গোলাপী হয়, ভিতরের বর্ণ ততটা সাদা নয়। পশ্চিমের কোন কোন স্থলে প্রথমটীকে সীতাফল ও দ্বিতীয়টীকে রামফল কহে।

রস—মধুর।

বিপাক—মধুর।

বীর্য্য—শীত।

গুণ—হৃদ্য, বাতপিত্তঘ্ন, রক্তদুষ্টি (পিত্তজ) নাশক, দাহঘ্ন, রক্তবর্দ্ধক, শ্লেষ্মকর, তৃষ্ণানাশক, বমি ও উৎক্লেশ (বমির ভাব) নিবারক।

প্রয়োগ—নোনা ফলটী আতার মত শীতবীর্য্য নহে। ডাক্তার ওয়াট সাহেব লিখিয়াছেন—অপক্ক শুষ্ক নোনা-আতায় এক প্রকার কাল রং এবং তাজা পাতায় এক প্রকার মাঝারি রকম নীল রং প্রস্তুত হয়। ইহার ছাল অত্যন্ত সঙ্কোচক (অতিসারাদিতেও প্রয়োগ করা যায়)। মালয় ও চীন দেশের অধিবাসিগণ এই ছালকে বলকারক বলিয়া ব্যবহার করে। মার্কিন ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ার অধিবাসিগণ নোনা আতার ছালকে অতিসারঘ্ন ও মূলের ছালকে ক্রিমিনাশক মনে করে।

নোনার পাতা—কোষবৃদ্ধি ও পা-ফোলার উপরে বাঁধিয়া রাখিলে, বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

(সরিফা) আতার শাঁস, উত্তম চিনি ও নেবুর রসের সহিত সরবৎ করিয়া খাইলে শরীর অত্যন্ত স্নিগ্ধ থাকে।

উক্ত ওয়াট সাহেবের মত,—পাকা আতা (সরিফা) থেঁৎলাইয়া লবণ সহ দুষ্ট ব্রণ বা ফোড়ার উপরে প্রলেপ দিলে শীঘ্র পুঁজ হইয়া ফাটে। আতার কচি পাতা ভঁয়সা ঘৃতের সহিত বাটিয়া দিলেও ফোড়া ফাটে। শুষ্ক ও অপক্ক আতা ফলের গুঁড়া, ক্ষুদ্র কীট মারিবার জন্য প্রযুক্ত হয়। আতার ছোট একটী ডাল, কর্ণে রাখিলে পালা-জ্বর আরোগ্য হয়। শিশুদিগের হাব্রিস্ রোগে এই পাতার ক্বাথ সেবন করাইলে ও কচিপাতা মলদ্বারে বাঁধিলে উপকার পাওয়া যায়। আতার শিকড়ের ভেদক গুণ আছে। কোন কোন দেশে, কবিরাজেরা ইহা আমাতিসারের প্রথম অবস্থায় ব্যবহার করেন।

...ন' নামক হকিমি পুস্তকে, আতাবীজের উকুন বিনষ্টকারী শক্তির ...ত আছে। ইহার পাতার রসে ক্রিমি নষ্ট হয়।

...র কচি কচি পাতা ঘৃত অথবা মাখনের সহিত বাটিয়া ফোড়া, ...পরে প্রলেপ দিলে, শীঘ্র পাকিয়া উঠে। ইহার মূলের ছাল অতিশয় ... আমাদের দেশের অবধৌতেরা তরুণ রক্ত-আমাশয় রোগে ইহা ...াইয়া থাকেন। তাহাতে অনেক রোগী একদিনেই আরোগ্য ...; ক্বচিৎ কাহারও আরোগ্যলাভ হয় না। আতার বীজ কিম্বা ...তার শাঁস চূর্ণ করিয়া, বেসমের সঙ্গে চুলে লাগাইলে, উকুন মরিয়া ...। ...লকদিগের বৃহদন্ত্র বাহির হইয়া পড়িলে, প্রথমে তাহা বিবরে প্রবেশ ...তৎপরে উপরে আতা-পাতার ক্বাথ লাগাইলে, উহা আর বাহির ...

...র ছালে দড়ি, শিকা, প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। কিন্তু ইহা অপেক্ষা ...ছাল উৎকৃষ্ট।

...গ্রামের লোকে, তামাক পাতার সহিত আতার পাতা বাটিয়া, চূণ ... ঈষৎ তপ্ত করিয়া, গো মহিষাদির ঘা'য়ের পোকা মারিয়া ...

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা।

(অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী) *

(শ্রীমাখনলাল ধরবর্ম্মা, প্রচারক)।

...ম প্রস্তাব।—নূতন সভ্য নির্ব্বাচন।

...য় প্রস্তাব। সভার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থানুসারে ...ত উপনয়নাদি দশবিধ সংস্কার প্রতিপালন ও ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ

---

* বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবা-... আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যার পত্রিকায় স্থানাভাব বশতঃ মুদ্রিত হয়

সম্পাদন অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া যে মন্তব্য গৃহীত হইয়া আসিতেছে, এই [illegible] তাহা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছেন। কায়স্থ মণ্ডলী এতদ্বিষয়ে ঔদা[illegible] পরিত্যাগ করেন, তজ্জন্য এই সভা বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছেন।

তৃতীয় প্রস্তাব।—ক্ষত্রিয় বর্ণোচিত 'দেবী' ও 'বর্ম্ম' উপনাম ব্যব[illegible] করিবার জন্য; এই সভা কায়স্থ সমাজের স্ত্রী পুরুষ সকলকে অনু[illegible] করিতেছেন।

চতুর্থ প্রস্তাব।—(ক) বঙ্গের উত্তর-রাঢ়ীয়, দক্ষিণ-রাঢ়ীয়; বঙ্গজ ও [illegible] শ্রেণীর মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহাদি কার্য্য প্রচলনের বাধা নাই এবং [illegible] আবশ্যকতা ও কর্ত্তব্যতা এই সভা নির্দ্দেশ করিতেছেন। (খ) [illegible] ক্ষেত্র সম্প্রসারণ জন্য মৌলিকে বিবাহের কর্ত্তব্যতা এই সভা [illegible] করিতেছেন।

পঞ্চম প্রস্তাব।—ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের কায়স্থদিগের এক সমাজ[illegible] হওয়া এবং সকলের শাস্ত্রবিহিত সমান সদাচারী হওয়া সম্বন্ধে যে সকল [illegible] নিখিল ভারতীয়-কায়স্থ-মহাসম্মেলনের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে গৃহীত হইয়া[illegible] এই সভা সেই সকল প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছেন।

ষষ্ঠ প্রস্তাব।—বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ার ব্যয় সঙ্কোচ ও [illegible] প্রচলিত সমাজের সর্ব্বনাশকর পণপ্রথার উচ্ছেদ সাধনের উদ্দেশ্যে কায়[illegible] সভা হইতে এ পর্য্যন্ত যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা কি[illegible] পরিমাণে সফল হইলেও তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভের প্রত্যাশায় এই [illegible] সমগ্র কায়স্থ সমাজ ও সমাজের নেতৃবর্গের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতে[illegible] এবং প্রত্যেক কায়স্থকেই বিশেষতঃ বরকর্ত্তাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে মনোযো[illegible] হইতে ও স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিয়া জাতীয় কল্যাণ সাধনে সহায়তা করি[illegible] সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন ও এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পল্লী সমিতি [illegible] সকল-প্রধান কেন্দ্রে বা স্থানে সমিতি গঠন করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

নাই; এই সংখ্যায় মূল প্রস্তাবগুলি প্রকাশিত হইল। যে সকল মহাত্মা [illegible] প্রস্তাবক, অনুমোদক ও সমর্থক ছিলেন,—তাঁহাদিগের নাম আমরা এই সংখ্যায় [illegible] মুদ্রিত করিতে অসমর্থ হওয়ায় তাঁহাদিগের নিকট আমরা করযোড়ে [illegible] প্রার্থনা করিতেছি। সম্পাদক।

[illegible] প্রস্তাব।—কায়স্থ সভার স্থায়িত্ব কামনায়, দরিদ্র কায়স্থ বালক[illegible]দের শিক্ষালাভের এবং সহায়হীনা কায়স্থ বিধবাদিগের যথাসাধ্য [illegible]র জন্য এবং শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেবের পূজা, আগন্তুক বৈদেশিক [illegible] অবস্থান, শাস্ত্রগ্রন্থ ও কায়স্থজাতি সম্বন্ধীয় পুস্তক সংরক্ষণ, সভার [illegible] নিয়মিত কার্য্য ও মাসিক অধিবেশন প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহার্থ [illegible]র কোন সদর রাস্তার উপর শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেবের একটী মন্দির [illegible] ও গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য 'চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার', স্থাপিত আছে, এই [illegible]ভাণ্ডারে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতে সহৃদয় কায়স্থ মাত্রেরই নিকট [illegible] করিতেছেন; বিশেষতঃ বিবাহাদি সামাজিক কার্য্য উপলক্ষে এই [illegible] প্রত্যেক কায়স্থকে অবস্থানুরূপ সাহায্য দান করিতে অনুরোধ [illegible]ছেন।

[illegible] প্রস্তাব।—এই সভা কায়স্থদিগের নানাবিধ উচ্চ শিক্ষার এবং বিবিধ [illegible]কলাবিদ্যা শিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছেন ও যাহাতে [illegible] জাতির মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার ও আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার বিস্তৃতি হয় এবং [illegible]মোদিত ও সময়োপযোগী স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী [illegible] সকলকে সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন।

[illegible] প্রস্তাব।—সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রানুমোদিত এবং কায়স্থগণের তাহাতে [illegible] বাধা নাই, এই সভা তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

[illegible] প্রস্তাব।—কায়স্থ সভার উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য [illegible]প্রধান স্থানে শাখা-সমিতি গঠিত হউক, এবং সভার আর্থিক [illegible] অনুসারে স্থায়ী বৃত্তিভোগী প্রচারক নিযুক্ত করা হউক। প্রচার সমিতির [illegible] সর্ব্ব বিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য এই সভা কায়স্থ মাত্রকেই অনুরোধ [illegible]তেছেন।

একাদশ প্রস্তাব।—'হরিদ্বার ঋষিকুল আশ্রমে' বিদ্যার্থী কায়স্থ-বালকের [illegible]অধিকার রহিত করার তীব্র প্রতিবাদ স্বরূপে নিখিল-ভারতবর্ষীয়-কায়স্থ-[illegible]সম্মেলনের বিগত অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, এই সভা তাহা [illegible] অনুমোদন করিতেছেন।

দ্বাদশ প্রস্তাব।—৺দেবরাণী ও মহেন্দ্রনাথ গুহ ভাণ্ডার বাবত ৫০০৲ টাকা

আয় সুদ যাহা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক সভার টাকা বলিয়া বিবে
হইয়াছে এবং যাহা ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্ম মহা
নিকট আছে, তাহা এই সভা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সম্পত্তি বলিয়া
করিতেছেন এবং উক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্ম মহাশয়কে তাহা সভায় প্র
করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

ত্রয়োদশ প্রস্তাব।—স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্রবর্ম্ম মহাশয় তৎ প্র
"সারদাচরণ-আর্য্য-বিদ্যালয়" কায়স্থ সভাকে দান করিয়া গিয়াছেন; উ
উন্নতি কল্পে সাহায্য করিবার জন্য এই সভা সকল কায়স্থকে অ
করিতেছেন এবং উক্ত বিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়াদির বার্ষিক বিবরণ, স
বার্ষিক বিবরণের সহিত প্রকাশিত করিবার আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করি
এবং বিদ্যালয় সম্বন্ধে কর্ত্তব্য অবধারণ ও সম্পাদন করিতে কার্য্য-নি
সমিতির উপর বিশেষ ভার অর্পণ করিতেছেন।

চতুর্দ্দশ প্রস্তাব।—সভার বর্ত্তমান আয় দ্বারা আবশ্যকীয় ব্যয় নি
হইতেছে না বলিয়া এই সভা নির্দ্দেশ করিতেছেন যে, অতঃপর সভ্যগ
বার্ষিক চাঁদা ৩৲ টাকা স্থলে ৬৲ টাকা নির্দ্ধারিত হউক।

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে অনেকে আপত্তি করেন। বার্ষিক চাঁদা বৃদ্ধি করি
সভ্য সংখ্যা কমিয়া যাইবে এবং সভার উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে; এই আশঙ্কা
(অধিকাংশের মতে) প্রস্তাবটী গৃহীত হয় নাই। সাধারণ ভাবে বার্ষি
৩৲ হারে চাঁদা দিবার ব্যবস্থা থাকিলেও, সভার হিতার্থে সহৃদয় স্বজাতিবৎ
মধ্যে কতিপয় সভ্য বার্ষিক ৬৲ ও ১২৲ টাকা হারে চাঁদা দিয়া থাকে
যাঁহারা সক্ষম, কায়স্থ সভা তাঁহাদিগকে বার্ষিক ৬৲ ও ১২৲ টাকা হি
চাঁদা দিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন।

পঞ্চদশ প্রস্তাব।—কায়স্থ সভার নিয়মাবলী সংশোধন।

ষোড়শ প্রস্তাব।—বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভার উনবিংশ বর্ষের কর্ম্মচারী নি
ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গঠন।

সপ্তদশ প্রস্তাব।—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার ও তাঁহার অনুজদ্বয় বঙ্গদেশী
কায়স্থ-সভার অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন তাঁহাদের স্ব ভবনে আহ্বান করি
এবং তাহার সমুদায় ব্যয়ভার বহন করিয়া যে মহত্ত্ব ও সুজাতি প্রী

দর্শিত দিয়াছেন, তজ্জন্য এই সভা তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

অষ্টাদশ প্রস্তাব।—এই সভা,—ব্রাহ্মণগণ, উপস্থিত কায়স্থ ভ্রাতৃগণ, গত বর্ষের সম্পাদক, প্রচারক ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণকে, অভ্যর্থনা-সমিতি ও স্বেচ্ছাসেবকগণ এবং সভার কার্য্যে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে—ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন; বিশেষতঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয় সভার ব্যয় হ্রাসের জন্য গত ত্রয়োদশ মাস কাল তাঁহার নিজগৃহে সভার কার্য্যালয় রক্ষা ও তড়িতালোকের ব্যবস্থা করাতে এই সভা তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

উনবিংশ প্রস্তাব।—সভাপতিকে ধন্যবাদ।

বিবিধ।

(ক) উপনয়ন :—

১। বিগত ২৩শে শ্রাবণ "পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ সভার" প্রধান উদ্যোক্তা মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায়বর্ম্মা বাহাদুরের চেষ্টায় ঢাকা সহরে রায় শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক-কুমার ঘোষবর্ম্মা বাহাদুর এম, এ, বি, এল (গবর্ণমেণ্ট উকিল) মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ শিশিরকুমার এবং শ্রীমান্ বিমলকুমার ঘোষের উপনয়ন সুসম্পন্ন হইয়াছে।

২। বিগত ২৬শে শ্রাবণ উক্ত সভার উদ্যোগে ঢাকা সহরে আর একটী কেন্দ্রে ত্রয়োদশ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়াচারে উপনীত হইয়াছেন।

(খ) শ্রাদ্ধ :—

১। বিগত ১লা শ্রাবণ শনিবার পাবনা জিলান্তর্গত পাটধারী নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দেববর্ম্মা বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পত্নী ৺প্রমোদাসুন্দরী দেবী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার আদ্যকৃত্য গত ১৩ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন হইয়াছে। চান্দাইকোণা নিবাসী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় পৌরহিত্য কার্য্যে বৃতী হইয়াছিলেন; এজন্য তিনি কায়স্থ সমাজের নিকট চির ধন্যবাদার্হ। এই শ্রাদ্ধে স্থানীয় উপবীতী ও অনুপবীতী কায়স্থ মহোদয়গণ যোগদান করিয়া কৃতীকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

২। কাশপুর নিবাসী স্বজাতি হিতৈষী শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষবর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ৺শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা মহাশয় বিগত ১২ই শ্রাবণ পরলোক গমন করিয়াছেন; তাঁহার আদ্যকৃত্য গত ২৪শে শ্রাবণ যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে

সম্পাদিত হইয়াছে।—আমরা এই রোগশোকে জর্জ্জরীভূত বৃদ্ধ গোবর্দ্ধন মহাশয়কে যে কি বলিয়া প্রবোধ দিব, তাহা জানি না।—ইতিপূর্ব্বে ক্রমান্বয়ে এই মহাত্মার গুণবতী স্ত্রী এবং উপার্জ্জনক্ষম আরও কয়েকটী পুত্ররত্ন অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন।—শ্রীভগবান্ এই অশীতিপর বৃদ্ধের মনে শান্তি প্রদান করুন।

(গ) অন্যান্য :—

আমরা শোক সন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি—বগুড়া জেলান্তর্গত রায়কালীর স্বনামধন্য জমিদার ৺ আনন্দচন্দ্র রায়চৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয় বিগত ১৪ই ভাদ্র সোমবার অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকার সময় তাঁহার কলিকাতার বাসভবনে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

আমাদের নিবেদন।

বঙ্গদেশ ও আসাম বিভাগের পোষ্ট-মাষ্টার জেনারেল বাহাদুর, বিগত ২৪শে আগষ্ট তারিখে যে নোটিস প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে— গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে সর্ব্বপ্রকার ভিপিই "রেজেষ্ট্রী" করিয়া পাঠাইতে হইবে। ইহা দ্বারা, আমাদের পত্রিকা এখন হইতে ২/০ স্থলে ২৶০ ভি পি করিতে হইবে। যে সকল গ্রাহকের নিকট পত্রিকার মূল্য বাকী আছে, তাঁহারা দয়া করিয়া তাঁহাদের দেয় মুল্য, মণি অর্ডার যোগে পাঠাইলে তাঁহাদের এই অতিরিক্ত ৶০ আনা ব্যয় বাচিয়া যায়।

আমরা ক্রমে ক্রমে সকল গ্রাহকের নিকটই ভিঃ পিঃ করিতেছি। যাঁহাদিগের ভিঃ পিঃ গ্রহণে আপত্তি আছে, তাঁহারা দয়া করিয়া অবিলম্বে পত্রদ্বারা তাঁহাদের মতামত জানাইবেন। ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে অযথা ক্ষতিগ্রস্থ করায় কোন লাভ নাই।

শারদীয়া পূজার পত্রিকা।

আশ্বিন ও কার্ত্তিক একত্রে আগামী ১৫ই কার্ত্তিক তারিখে প্রকাশিত হইবে। ঐ সময়ে যে সমস্ত গ্রাহক স্থানান্তরে থাকিবেন, তাঁহারা স্থানীয় পোষ্ট আফিসে বন্দোবস্ত করিবেন, কিম্বা তাঁহাদের ঠিকানা পরিবর্ত্তন সংবাদ পত্রদ্বারা আমাদিগকে অবিলম্বে জানাইবেন।

প্রবন্ধ গৌরবে এবং ভাষা সম্পদে এই যুগ্মসংখ্যা পত্রিকা অত্যুৎকৃষ্ট হইবে। ইহার একাংশ কেবলমাত্র মহিলাগণের প্রবন্ধাদি দ্বারা সুশোভিত করা হইতেছে।

(সম্পাদক)।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

...। আশ্বিন, ১৩২৭ সাল। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

...ীয় জীবনে সাহিত্যের উপযোগিতা। *

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সাংখ্যরত্ন)।

"সভা চ সমিতিশ্চ অবতাম্ প্রজাপতের্দুহিতরৌ সম্বিদানে।"

...ঋষিগণ সভা সমিতিকে প্রজাপতির দুহিতা বলিয়াছেন। জাতীয় ...সাহিত্যের উপযোগিতা বিষয়ে যথামতি কিছু বলিবার আশায় আমি ...ভাবে এই সভার করুণা প্রার্থনা করিতেছি।

"যেতে কে চ সভাসদস্তে তে মে সন্তু সবাচসঃ।
এষামহং সমানীনাং বর্চ্চো বিজ্ঞানমাদদে ॥"

...সভাসদগণের বাক্য যেন আমার বাক্যকে সমর্থন করে, তাঁহাদের তেজ ও ...আমি যেন প্রাপ্ত হইতে পারি।

"যদ্বোমনাঃ পরাগতং যদ্বদ্ধং ইহ বেহ বা।
তদা বর্ত্তায়ামাস ময়ি বো রমতাং মনঃ ॥"

...যদি কাহারও মন পরাগত অথবা অন্য বিষয়ে আবদ্ধ থাকে, উহা আবর্ত্তিত ...আমার মনের সহিত যুক্ত হউক।

...মহান্ হৃদয়ের উন্নত চিন্তা সাহিত্যে প্রচারিত হয়; সমাজ ঐ চিন্তায় ...হইয়া দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র এবং বৃহত্তম কার্য্যগুলিকে সেই চিন্তা ...এক একটী পরিমার্জ্জিত সংস্করণ রূপে প্রকাশিত করে।

* ফরিদপুর "সাহিত্য-সমিতির" দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত। সঃ

বক্তার নীরব হৃদয়ের কল্পনা এবং সাহিত্যিকের হৃদয়-নিবদ্ধ নীরব ভাষা যতদিন বক্তৃতা ও সাহিত্যে জাতীয় জীবনে ধ্বনিত হইয়া কার্য্য-শক্তিতে পরিণত না হয়,—ততদিন সে স্পন্দন-শক্তি শুধুই শক্তিমাত্র; ততদিন সে সুরধুনী—সুরধুনীই মাত্র, কিন্তু পতিতপাবনী জাহ্নবী নহেন।

জাতীয় জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রেই সাহিত্যের স্বরূপ প্রকাশ, সাহিত্য ও জাতীয় জীবনের সম্বন্ধও তাই অতি ঘনিষ্ঠ। ইহারা পরস্পর যেন পরস্পরের প্রতিমূর্ত্তি ভাবে বিরাজিত। জাতীয় জীবনের প্রতি অঙ্গে যেমন সাহিত্যের প্রভাব বিদ্যমান, সাহিত্যের প্রতি অধ্যায়েও তেমন জাতীয় জীবনের ব্যবহারিক ও নৈতিক অবস্থাগুলি বেশ পরিস্ফুট। মনস্বী বঙ্কিমের চিন্তায় সমাজ-ভূমি সরস ও উর্ব্বরা হইয়াছে, আবার বঙ্কিমের প্রতি গ্রন্থেই সমাজের বাহ্য, আন্তরিক অবস্থা, ব্যবহার-নীতি, দেশ-প্রীতি অবিকল চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে।

সাহিত্যের শক্তি জাতীয় শিরায় শিরায় বিচরণ করিয়া জাতির বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্তবৃত্তিকে উচ্চ পরিণতির পথে লইয়া যায়,—প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই এ গুরু দায়িত্বের বিষয় স্মরণ থাকা কর্ত্তব্য। নতুবা শুধু সাময়িক রুচির প্রতি লক্ষ্য করিয়া কুরুচি-মূলক সাহিত্যের রচনায় লেখকের লেখনী নিয়ত সঞ্চালিত হইলে, ঐ লেখনী-প্রসূতা প্রবৃত্তির একান্ত উপাসনায়, জাতি অচিরাৎ উচ্চ চিন্তায় বিমুখ কিন্তু বিলাস বাসনায় মুগ্ধ হইয়া পড়ে।

সাহিত্যের চিন্তা যে পর্য্যন্ত সাহিত্যিকের হৃদয়ে মাত্র নিবদ্ধ, সেই পর্য্যন্তই উহাতে তাহার স্বামীত্ব; কিন্তু ঐ ভাব রাশি সাহিত্যাকারে প্রকাশিত হইবার পর, উহা সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হয়; সুতরাং জাতির কল্যাণ কামনা যাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও নাই, সে লেখকের এ সার্ব্বজনীন সম্বে শুধু নিজ স্বার্থের প্রেরণায় হস্তক্ষেপ করিবার কি অধিকার থাকিতে পারে? বঙ্গে পাঠক পাঠিকার অভাব নাই,—ইহাদের ক্ষুধাও অত্যন্ত; কিন্তু রসনা অসংযত, খাদ্যও অতি কদর্য্য। প্রৌঢ়, যুবক, যুবতী, অনূঢ়া কন্যা, বিদ্যালয়ের বালক—সকলেই একমাত্র নায়ক নায়িকা সম্পর্কীয় উপন্যাস পাঠে নিমগ্ন। গ্রন্থের প্রাকৃতিক বর্ণনা,—চরিত্র বিশ্লেষণ,—বিশিষ্ট উপদেশ—ইত্যাদি

ছে।

... করিয়া, শুধু নায়ক-নায়িকার স্বাভাবিক ও কবিকল্পিত অস্বাভাবিক ...চ্ছাস অংশটুকুকে নিভুলরূপে অন্তরস্থ করিবার জন্য,—যুবক, যুবতী, ..., বালিকাগণ বিষম আগ্রহান্বিত। অধিকাংশ উপন্যাসেই এই স্থানগুলি ...ত ও অনাবৃত ভাবে চিত্রিত রহিয়াছে। গ্রন্থকারগণও এই সকল স্থানে ...ণত হৃদয়ক্ষেত্র বিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যই যেন লজ্জাহীনা বারবণিতার মত ...র ভাবে অবস্থান করিতেছেন।

এ মোহ-মদিরা পান করিয়া কত বালকের মস্তিষ্ক অসাড় হইয়া গিয়াছে,—... যুবক যুবতী ব্যর্থ প্রণয়ের রুদ্ধ তপ্তশ্বাসে অধীর হইয়া অসাধ্য সাধনে ... অগ্নিকুণ্ডে ঝাপ দিয়া পড়িয়াছে ও পড়িতে উদ্যত হইতেছে, তাহার সংখ্যা ...—কত সতী-লক্ষ্মীর পবিত্র নয়নাশ্রু পাষণ্ডের পদতলে মুছিয়া যাইতেছে,—...র কত দেবোপম হৃদয়-মন্দির গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন করিয়া উহার ...যাত্রী ... কবিজনপ্রদর্শিত ঔপন্যাসিক কৌশলময় পথে আবর্জ্জনা পূর্ণ ...হৃদয়দ্বারে ...গীতা হইতেছেন।

অধিক কি বলিব,—এই সরস উপন্যাস আলোচনার প্রবল প্রভাবে দেশের ...ঢ়, যুবক, যুবতী, বালক, বালিকাগণ পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই এক এক খানি ...লি উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়া দাড়াইয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় ...। ইহাদের বাক্যালাপে ঔপন্যাসিক শব্দ বিন্যাস, ভ্রমণে রঙ্গালয়ের বঙ্কিম ...তি, বেশ-বিধানে ঔপন্যাসিক কৌশল, চিত্তে উপন্যাসের উদ্‌ভ্রান্ত চিন্তা।

জাতীয় জীবনের এই বিলাস-প্রবণ ভাবোচ্ছ্বাস, যাহা জাতির উচ্চ চিন্তা ...র্ব্ব করিয়া দিতেছে, তাহার প্রধান কারণ—সাময়িক কু-প্রবৃত্তিমূলক ...ন্যাসিক সাহিত্যালোচনা মাত্র। এই একমার্গানুসারিণী মদিরার ধারা ...সাহিত্যিক ও রঙ্গালয়ের অভিনেতাবর্গ বঙ্গের সমাজ-ভূমিতে মুক্ত হস্তে বহুদিন ...ঢালিয়া আসিতেছেন। আজ বঙ্গের এই মৃত ভস্ম-স্তূপীকৃত জীবন-শ্মশানে, ...র্ম্মোচ্ছ্বাসময়ী মৃত সঞ্জীবনী ভাগিরথীকে ডাকিয়া আনা, সাহিত্যিক ভগীরথ-...গণের কর্ত্তব্য নহে কি? সাহিত্য জাতির প্রাণ,—কিন্তু সে প্রাণের স্পন্দন ...আজ এত মৃদুল কেন?

সাহিত্যের ভাষা যেন প্রৌঢ় হইতে যৌবনের মধ্য দিয়া বালক-ভূমিতে ...নামিয়া আসিতেছে,—সাহিত্যও তাই পূর্ণাঙ্গ শব্দ উচ্চারণ করিতে অসমর্থ

হইয়া পড়িতেছেন। অবিরত অঙ্গহীন অস্পষ্ট শব্দ আবৃত্তি করিতে করিতে সাহিত্যের ভাব ও রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে,—এখন তাহাকে আর খাঁটি বাঙ্গলার সাহিত্য বলিবার উপায় নাই।

দখিন, পচিম, দিঠি, আলা, মুখানি ইত্যাদি স্বয়ম্ভূ শব্দালঙ্কারে সাহিত্য অলঙ্কৃত কি কলঙ্কিত,—জীবিত কি মৃত,—তাহা সাহিত্যরথিগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। আমি এ শব্দগুলিকে ভাষার অঙ্গে অনর্থক বিষাক্ত বাণ নিক্ষেপের অত্যাচার মাত্র বলিতে চাহি।

আমার বিশ্বাস, এরূপ শব্দ-সম্পদে যে ভাষা গৌরবিনী, তাহাতে মাধবী রজনীর মিলন গীতি, নব বিবাহিত দম্পতির ললিত সম্ভাষণ, দীর্ঘ প্রবাসী বিরহীর সকরুণ আক্ষেপোক্তিই সুন্দর বর্ণিত হইতে পারে;—কিন্তু যে সাহিত্যের তার স্বরে জাতীয় জীবনের রুদ্ধ কর্ম্মের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে,—যে সাহিত্য দেশের ভাবী-মঙ্গল যুবক ও বালকদিগের প্রাণে অদম্য কর্ম্মোৎসাহ আনয়ন করিবে,—ইহা কখনও সে সাহিত্যের ভাষা হইবার উপযুক্ত নহে। পশ্চিম-বঙ্গ নিবাসী সাহিত্যিকগণ তাঁহাদের কথোপকথনের ভাষা লইয়া সাহিত্যের আসরে যে ভাবে অনধিকার চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গবাসী লেখকগণও ঐ ভাবে সাহিত্য-সংগ্রামে নিজস্ব ভাষা লইয়া প্রবৃত্ত হইলে, অচিরাৎ আবার বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সংসাধিত হইবে! তাহার ফলে, উভ-বঙ্গবাসীকে উভয়ের অন্তর হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেও হইতে পারে। সমস্ত বঙ্গের প্রৌঢ় লেখক অবধি সুকুমার মতি বালকগণ পর্য্যন্ত কেহই পশ্চিম বঙ্গের 'দখিন' বায়ুকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই; কিন্তু এ নবাগতের সংমিশ্রণে নিজ গৃহস্থিত যুথী, যাথীর সৌরভটুকু বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন।

লেখকগণ আরও বলিতেছেন,—বিদেশীয় শব্দ ও ভাবাভরণ ব্যতীত আর বঙ্গীয় ভাষা-লক্ষ্মীর লজ্জা নিবারণ হয় না। আমার বিশ্বাস, যতটুকু কষ্ট অম্লান বদনে স্বীকার করিয়া আমরা সম্পূর্ণ ভাবে এ সমুদ্র যাত্রার উদ্যোগী হইয়াছি,—ততটুকু কষ্ট স্বীকার করিয়া বাঙ্গলা ও সংস্কৃতের অভিধান সমন্বয় করিয়া লইলে, গৃহে বসিয়াই এ পরিশ্রমের অনেক সার্থকতা লাভ করা যাইতে পারে।

প্রত্যেক জাতরিই জাতগিত বিশিষ্টতা রহিয়াছে,—ঐ বিশিষ্টতা টুকু তাহার সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং উহার উপরেই তাহার জাতীয়ত্বের আসন প্রতিষ্ঠিত;

অন্য জাতের ভাব-সাগরে ডুবাইয়া দিলে, সে জাতির অস্তিত্বের নিদর্শন থাকে? প্রত্যেক ভাষারও জাতিগত বিশিষ্টতার মত—নিজস্ব বিশিষ্টতা আছে; অন্য ভাষাগত ভাব ও শব্দের ইতস্ততঃ বন্ধনে, তাহার ঐ স্বাধীনতা গ্রাস করিয়া লইলে, জাতির মত অপরার সংশ্রবে ভাষার আসনও ম্লান হইয়া উঠে;—বঙ্গভাষা আজ এই জীবন্মৃত্যুর সন্ধিলগ্নে উপনীতা হইয়াছেন।

তাই, আমরা এখন জাতীয় ভাবোদ্দীপ্ত ওজস্বী সাহিত্যিকের সাহিত্য কামনা করি,—যাঁহার জ্বলন্ত ভাষায় বিলাসময়ী কবিতা-সুন্দরী দূরে সরিয়া যাইবেন। জবা বিল্বদল হাতে লইয়া ঐ যে ভারতবাসী শক্তির মন্দির দ্বারে উপস্থিত হইতেছেন, সাহিত্যিক-গুরু উহাদিগকে কোন্ মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে পারেন!

"বসুধা বিলুণ্ঠিতা ধুসরতনী বিললাপ
বিকীর্ণ মূর্দ্ধজা"—

বিয়োগ-বিধুরা কবিতা-সুন্দরীর উপাসনায় তাহাদের অভীষ্ট পূর্ণ হইবে না। তাই, তাহারা সেই মন্ত্র-সাহিত্য প্রার্থনা করিতেছেন—যাহার ভাষায় "মহাশক্তি",—চিত্তে কৃপা—অথচ সমর-নিষ্ঠুরা বলিয়া বর্ণিতা হইতে পারেন। আমরা সেই জাতীয় ভাষাকে আকাঙ্ক্ষা করি,—যে ভাষা দুর্ভিক্ষ-তাড়িত বিপন্ন দেশবাসীর জন্য অনায়াসেই রাজ-চক্ষু হইতে দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু বহির্গত করাইতে পারে। সেই দ্যুতিময়ী ভাষা-দেবীকে নমস্কার করি, যিনি অনশন-ক্লিষ্ট ক্ষুদ্র শিশুর মলিন মুখ-বিবরে অযাচিত দেশ-সেবকের করুণ হস্তে সুপথ্য দান করাইতে পারেন। সেই দেবীতমা রণরঙ্গিণী ভাষাকে শত শত প্রণাম করি,—যিনি ভীমা ভৈরবীর মত বলবানের নিষ্পেষণে দলিত দুর্ব্বলের রক্ষার্থে ন্যায়ের শাসন রূপে অগ্রগামিনী হইতে পারেন,—যাঁহার আহ্বানে বিধাতার পাঞ্চজন্য বাজিয়া উঠে,—দস্যু ভয়ে পলাইয়া যায়। সেই কঠোর নীতি নিপুণা শব্দ-শক্তির উপাসনায় কৃতার্থ হইতে চাহি,—যিনি প্রকৃতিপুঞ্জের সুখ সাচ্ছন্দ্যে উদাসীন রাজশক্তিকে মথিত করিয়া লুব্ধ রাজন্যবর্গকে বুঝাইয়া দিতে পারেন—'প্রজা-হিতই রাজধর্ম্ম।'—সেই সাহিত্যেই

জাতির অশেষ কল্যাণ বিধান করে, যাহার প্রভাবে পশুবৃত্তি [illegible] হইয়া দেব-বৃত্তির পদতলে অবনত হয়; তাহাই প্রকৃত সাহিত্য,—[illegible] হৃদয়ে হৃদয়ে অপরিমেয় অনুবেদনা আনয়ন করে, যাহার শক্তিতে [illegible] আত্মরক্ষায় জাগরিত হইয়া উঠে।

যখন যে জাতি সৎসাহিত্যে বিমুখ হইয়া একমাত্র প্রবৃত্তিমূলক [illegible] সাহিত্যের আলোচনায় হৃদয়ের উচ্চ উদ্ভাবনী শক্তির অবমাননা করিয়া[illegible] তখনই সে জাতি কর্ম্মহীন হইয়া অবনতির নিম্ন সোপানে গড়াইয়া প[illegible] ইতিহাস ইহার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য লইয়া বিদ্যমান।—জার্ম্মাণ জাতির সা[illegible] জীবন একত্র সমালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, উহারা [illegible] সাহিত্যের জীবন্ত স্বরূপ মাত্র। সাহিত্যের শব্দ-শক্তি যেন কর্ম্মের [illegible] ঘনীভূত হইয়া মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। উহাদের বালক অবধি অ[illegible] বৃদ্ধের শিরায় শিরায় যে বিশ্ববিজয়িনী সমর লিপ্সা গজ্জিয়া উ[illegible] যে শক্তিময়ী কামধেনুর দুগ্ধপানে বিক্রম কেশরী কাইজারের বিশ্ব [illegible] অভাবনীয় বীরত্ব ও কৌশল উদ্ভাবন, জার্ম্মাণ জাতির সাময়িক ও পূ[illegible] সাহিত্যকগণ ভাষার প্রবল প্রভাবে উহাদের হৃদয়ভূমিতে ঐ স[illegible] শক্তির আসন অচল করিয়া রাখিয়াছেন।

জার্ম্মাণ কবি "গেটে" বলিয়াছেন—

"শান্তিময় দিনের স্বপ্ন! যাহার ইচ্ছা সে দেখুক, যুদ্ধই আমাদের ম[illegible] আমরা জয়লাভে অগ্রসর হই।"

'শিলার' বলিয়াছেন—

"দুর্ব্বলের আশ্রয় ন্যায়ের বিচার, সে আইনে পৃথিবীর কোনই প[illegible] হয় না। যুদ্ধে মানবীয় শক্তি বিকশিত হয়, যুদ্ধ অতি হীনকেও উন্নত [illegible]

আর এক 'কবি' বলিয়াছেন—

"আমার মনে হয়, যুদ্ধ যে ভাবে জাতির চরিত্রের উপর কার্য্য [illegible] তাহাতে যুদ্ধই মানব-চরিত্র গঠনের প্রধান উপাদান।"

জার্ম্মাণের মন্ত্রগুরু "নিৎসেক" তীব্রভাষায় খৃষ্টধর্ম্মের পবিত্র সাম্যবা[illegible] প্রতি জার্ম্মাণ জাতির বীতস্পৃহা জন্মাইয়া উহাদিগকে একমাত্র বাহুব[illegible] উপাসক করিয়া তুলিয়াছেন।—তিনি বলিয়াছেন,—

[illegible]নীতি-প্রচারক খৃষ্টান ধর্ম্ম জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শত্রু; [illegible]ত প্রকার পাপ আছে, তাহার মধ্যে এই খৃষ্টান ধর্ম্মই প্রধান। এই [illegible]কাপুরুষতার নামান্তর খৃষ্টান ধর্ম্মকে দূর করিয়া শক্তিকে উপাসনার [illegible]তে হইবে।"

[illegible]-সাহিত্যিক যে উদ্দেশ্যে এ কথা কয়েকটী বলিয়াছেন,— [illegible]জাতির জীবনক্ষেত্রে আজ তাহা সর্ব্বতোভাবেই সুসিদ্ধ হইয়াছে। [illegible]বৃত সাহিত্যিকেরই প্রয়োজন, নতুবা যোদ্ধার কঠোর হৃদয়ক্ষেত্রে [illegible]সাহিত্যের কি উপযোগিতা থাকিতে পারে?

[illegible]বীর লক্ষ্মণও রামচন্দ্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে এই ভাবেই একদিন বাহুবলের [illegible]বার প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন;—

"অথবা দুর্ব্বল ক্লীবো বলং ধর্ম্মোহনুবর্ত্ততে।
দুর্ব্বলো হৃতমর্য্যাদো ন সেব্য ইতি মে মতিঃ॥"

* * * * *

"ধর্ম্মমুৎসৃজ্য বর্ত্তস্ব যথা ধর্ম্মে তথা বলে।"

[illegible] পরিত্যাগ করিয়া আপনি যে ভাবে ধর্ম্মের সেবা করিতেছেন— [illegible] বাহুবলের উপাসনা করুন।—এই সামরিক সাহিত্যও সাময়িক ও [illegible]ভাবে জাতীয় জীবনের কল্যাণ সাধন করে;—কিন্তু এই সাহিত্যের [illegible] জাতির সর্ব্বাঙ্গে বিসর্পিত হইলে, সমাজ পাশবিক বলের লীলাভূমিতে [illegible]ত হয় মাত্র।

[illegible]জাতীয় জীবন সংযমিত না হইলে ভাগ্য প্রসন্ন হইতে পারে না,—এই [illegible] পথে সৌম্যমূর্ত্তি সৎ-সাহিত্যই প্রধান সহায়। সৎ-সাহিত্য [illegible]ভাবে জাতীয় অতীত গৌরব, অতীত কর্ম্মকুশলতা, অতীত নির্ভিকতা, [illegible]ত আত্মোৎসর্গ, অতীত ভগবদনুরক্তি ইত্যাদির স্মারক হওয়া কর্ত্তব্য; [illegible] জাতির আত্মনির্ভরতা দিন দিন শিথিল হইয়া পড়ে, আত্মশক্তিতে [illegible]স ও উপেক্ষা আসিয়া উপস্থিত হয়। যে জাতি যখন যত উচ্চ সাহিত্যের [illegible]চনা করিয়াছে,—তখন তাহাদের লক্ষ্য তত মহান্, আদর্শ তত নির্ম্মল, [illegible] তত সুখময় হইয়াছে!

[illegible]-প্রবাহিত অপরিসীম জ্ঞানরাশি সাহিত্যরূপে পূজিত হইয়া দূর

অতীত যুগে ভারতবাসীকে এক অভিনব একত্বের ক্ষেত্রে উপনীত করাইয়াছিলেন। এ জাতি তখন একভিন্ন দ্বিতীয়ের সংবাদ রাখিত না,—উষার আলোকে পার্থিব অগ্নিমধ্যে লীলাম্বুরাশির অতলগর্ভে তাঁহারা শুধু আত্মজ্যোতি দেখিতে পাইতেন। সাহিত্যালোচনার সেই এক অপরূপ যুগ চলিয়া গিয়াছে, যাহা ভাবিয়া আজ আমরা বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া পড়ি।

তাহার পর অনুসন্ধানাত্মিকা, উপনিষদ্‌ময়ী "ব্রহ্মবাণী" যে দিন ভারতবাসীকে চরিতার্থ করিতে সাহিত্যরূপে আবির্ভূত হইলেন, সেই দিন সেই নবীন সাহিত্যের নবীন জ্ঞানালোকে বালারুণবৎ স্নিগ্ধ জ্যোতিষ্মান্ হইয়া ভারতের পঞ্চম বর্ষীয় বালক সানন্দে আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—'পিতঃ আমাকে সেই কথাটী বলুন—যাহা জানিলে আর কিছুই অজ্ঞাত থাকে না,—তাহাই আমি বুঝিতে চাহি, যাহা বুঝিলে মানব,—

"তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং
গুহা গ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি।"

—সাহিত্যের এ সার্থকতা আর কোন জাতির ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই। তাঁহারাই প্রকৃত সাহিত্যিক, যাঁহাদের প্রতিভাময়ী কবিতা-বাণী জড়ত্বের মধ্যে দিয়া মানব হৃদয়ে চৈতন্যের আলোক আনিয়া দিতে পারে; পত্নীপ্রীতি, পতি-প্রীতি, সমাজ-প্রীতি—এক অখণ্ড অনন্ত প্রীতিতে পরিণত করিয়া দেয়।

নতুবা যে কবিতা বিদ্যুজ্জ্বালা মাত্র বর্ষণ করিয়া মানব-আঁখি ঝলসিত করে, সে কবিতার কবি নির্জ্জীব প্রতিমা গড়াইতে পারেন বটে, কিন্তু তাহার জীবন প্রদানের ক্ষমতা রাখেন না।

মানবের লক্ষ্য মানবত্ব,—সম্মুখে একত্বের পথ সুবিস্তৃত। ব্যষ্টিকে ফেলিয়া সমষ্টি, জাতিকে ফেলিয়া ব্যক্তি,—এ পরম পন্থায় কখনও নির্ব্বিঘ্নে অগ্রসর হইতে পারে না। তাই, বৈদিক ঋষিগণ কোটি কোটি মানবের বিভিন্ন পথ-গামিনী চিত্তবৃত্তিকে এক মহান্ ভাবসাগরের দিকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন;—ঐ একত্বের পথেই সাহিত্য ও জাতীয় জীবনের মধুর মিলন-লগ্ন অবস্থিত।

কৃষি-বিস্তার।

(শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী)।

"বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস,
তার অর্দ্ধ চাষ-বাস।
তার অর্দ্ধ চাকরী-পাশ,
ভিক্ষায় নাই কোন আশ॥"

—ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা আজকাল অনেকের মুখে শুনা যাইতেছে, কল-কারখানা এবং যৌথ কোম্পানীও খোলা হইয়াছে ও হইতেছে। ভারতের ন্যায় উর্ব্বরা দেশে, কৃষি বিষয়ে উৎসাহ হইলে, অন্ন-বস্ত্রের অনেকটা দূর হইবে—তাহাতে সন্দেহ নাই। তার পর, প্রচুর উৎপন্ন হইয়া শিল্প বাণিজ্যেরও উন্নতি হইবে। কিন্তু শিক্ষার অভাবে, লোকে কৃষি বিষয়ে আলোচনার অবসর পায় না। সুতরাং কৃষি বিস্তারের পন্থাও তেমন পরিষ্কার রূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই, নানা অভাবের লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া আজকাল লোকের চৈতন্য হইয়াছে; সেই জন্যই কৃষি বিষয়ে যৎসামান্য উৎসাহও দেখা যায়। এখন এই কৃষি বিস্তার বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হওয়া দরকার। আশা করি, নিম্ন লিখিত প্রণালী গুলি আলোচিত হইয়া গেলে, কৃষি বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি হইবে এবং অন্ন-বস্ত্রাদি সম্বন্ধে অভাব অভিযোগ অনেকটা কমিয়া আসিবে। উন্নত প্রণালী অবলম্বিত হইলে কৃষি বিষয়ে লোকের শ্রদ্ধাও বৃদ্ধি পাইবে।

বিভিন্ন বিভাগ।

এ সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয়ের প্রত্যেকটীর তত্ত্বালোচনা পূর্ব্বক ঐ গুলির সুবিধার জন্য উহাতে প্রধানতঃ যে কয়েকটী বিভাগ একান্ত আবশ্যক,

তাহার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। কার্য্য-কারণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক, প্রণালী বদ্ধ হইয়া কাজ আরম্ভ করিলেই অন্যান্য বিষয়ের ন্যায়, কৃষি বিষয়েরও উন্নতি অবশ্য হইবে। প্রত্যেক কৃষক উদ্যামের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেই দেশের মহা মঙ্গল হইবে।—এখন বিভাগ গুলির বিষয় বলা যাইতেছে।—

১। তত্ত্বানুসন্ধান-বিভাগ।—ইহাতে নানাবিধ শস্যাদির উৎপাদন প্রণালীর তত্ত্বানুসন্ধান (বৈজ্ঞানিক ভাবে) করা হইবে।

২। পরখ-বিভাগ।—ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরীক্ষাদ্বারা নির্ণয় করা হইবে—

(ক) শস্যাদির বিভিন্ন উৎপাদন প্রণালী এবং বৃক্ষ-লতাদি ও পশুর শরীরের গঠন প্রণালী ইত্যাদি।

(খ) বৃক্ষ, লতা ও পশুর কি কি ব্যাধি হওয়া সম্ভব এবং তাহার প্রতিকার ও উপায়।

(গ) অতি প্রয়োজনীয় বৃক্ষ-লতাদির (চারা হইতে বড় হওয়া পর্য্যন্ত) প্রত্যেক অবস্থার গঠন ও রাসায়নিক গুণ নির্ণয়।

(ঘ) জমি খালি না রাখিয়া, ফসলের পর ফসল উৎপন্ন করিবার সুবিধা জনক প্রণালী উদ্ভাবন এবং উহার উপকারিতা নির্ণয়।

(ঙ) নূতন নূতন গাছ-গাছড়া ও তৃণ-শস্যাদি, পরীক্ষিত নূতন নূতন স্থানের জল, বায়ু এবং শীতাতপ গ্রহণ পূর্ব্বক কিরূপে অতি উত্তম রূপে জন্মিতে পারে,—তাহার উপায় নির্দ্ধারণ।

(চ) ভূমি ও জলের দোষ-গুণ ঠিক করা।

(ছ) স্বাভাবিক বা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত সারের রাসায়নিক গুণ নির্ণয় পূর্ব্বক ঐ দুই রকম সার কোন্ কোন্ শস্যোৎপাদনে কিরূপ উপকারী বা অপকারী, তাহা ঠিক করা।

(জ) নূতন নূতন ঘাস ও তৃণাদি, ঘোটকাদি জন্তুর খোরাকের উপযোগী করিয়া লওয়ার উপায় উদ্ভাবন করা এবং ঐ খাদ্যগুলির উপকারিতা ঠিক করা।

(ঝ) গৃহপালিত পশুদিগের খাদ্য-বস্তুর রাসায়নিক গুণ বাহির করা এবং ঐ সব খাদ্য হজমের উপায় স্থির করা।

(ঞ) মাখন, ঘি, দধি, ক্ষীর ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার সহজ, উৎকৃষ্ট ...) এবং লাভ জনক উপায়।

...) বিভিন্ন পরখ-বিভাগ দ্বারা তদন্তর্গত ভূমির পরীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক, ...তে কিরূপ ফসল উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার একটা তালিকা ...সেই সেই প্রদেশে বিতরণ। ইহাদ্বারা ভূমির দোষ গুণ জানিয়া, ...চাষ-আবাদের সুবিধা হইবে এবং তাহাদের শ্রমও সফল হইবে।

...সকল কাজ সুচারু রূপে সম্পন্ন করিবার জন্য বহু পরখ বিভাগ থাকা ...।

...। বৃক্ষ-লতাদি রোপণ ও উহার ব্যবসা প্রচলন বিভাগ।—ইহাতে ...ত কাজের ব্যবস্থা করিতে হইবে:—

(১) নূতন নূতন ফসলের উৎপাদনের ব্যবস্থা করা।—এই জন্য এই ...বিজ্ঞানবিদ্ কর্ম্মচারিগণ দেশ-বিদেশে ভ্রমণ পূর্ব্বক নানাবিধ নূতন ...শাক, শবজী, শস্য, বৃক্ষ এবং তৃণাদি নিজেদের দেশে কোন্ কোন্ ...ভাবে এবং উত্তম রূপে উৎপন্ন করা যাইতে পারে, তাহার উৎকৃষ্ট ...উপায় ঠিক করিবেন।

(২) বৃক্ষ-লতা এবং ফসলাদির ব্যাধির বিষয় আলোচনা করিয়া প্রতিকারের উপায় করা। এই জন্য প্রত্যেক বিভাগে এক একটা ...রেটরী' থাকিবে এবং উহাতে ব্যাধির কীটাণু প্রভৃতি পরীক্ষার ...যন্ত্র এবং রাসায়নিক পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং ঔষধ প্রস্তুতের যন্ত্রাদি ...।

(৩) কৃষকগণ বৃক্ষ, শস্যাদির কোন ব্যাধির বিষয় জানাইলে, তাহার ...রোপায় করিয়া দেওয়া; নূতন কোন ব্যাধি হইলে, ঐ ব্যাধিগ্রস্থ ...দি যাহাতে তাঁহাদের পরীক্ষাগারে পাঠান হয়, তাহার ব্যবস্থা করা; ...ঐ নূতন ব্যাধির কারণ নির্ণয় পূর্ব্বক তাহার প্রতিকার করা।

(৪) নানা পরখের পর—বৃক্ষ-লতা, ফসলাদি চিকিৎসার যে সকল উত্তম ...আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি অতি সহজ সহজ প্রাদেশিক ভাষায় ...কৃষকগণের মধ্যে বিতরণ করা, আলোচনা করা এবং ঐ সব ...গৃহে স্থায়ীভাবে রাখিবার ব্যবস্থা করা।

(ঙ) বৃক্ষ-লতা-ফসলাদি সম্বন্ধীয় ব্যবসার নানা প্রকার উপায় নির্দ্ধার[ণ] করা এবং তাহার ব্যবস্থা করা।

৪। কীট-পতঙ্গাদির তত্ত্বানুসন্ধান বিভাগ :—

(ক) তৃণ, লতা, বৃক্ষ এবং ফসলের অনিষ্টকারী কীট পতঙ্গাদি[র] তত্ত্বানুসন্ধান পূর্ব্বক তাহাদের ধ্বংসের উপায় করা।

(খ) ঐ অপকারী কীট-ধ্বংসকারী নূতন কীট খুঁজিয়া বাহির করা [এবং] উহা কৃষকদিগকে দিবার ব্যবস্থা করা।

৫। পশু-পক্ষী পালন ও উহার ব্যবসা প্রচলন বিভাগ।—ইহার [কার্য্য] হইবে :—

(ক) গৃহ-পালিত পশু-পক্ষীর খাদ্যাখাদ্য বিচার, তাহাদের পালন [ও] বর্দ্ধনপ্রণালী নির্দ্ধারণ; ইহাদের স্বাস্থ্যরক্ষা বিধান এবং ইহাদের দ্বারা ব্যব[সা] চালাইবার নানাবিধ উত্তম উত্তম পন্থা নির্দ্দেশ করা।

(খ) ইহাদের মধ্যে যাহাতে মড়ক না লাগে, তাহার ব্যবস্থা করা [এবং] মড়ক লাগিলে তাহা দূর করিবার ব্যবস্থা করা।

(গ) মড়ক লাগিলে, তাহার প্রতিকার ও বিস্তার-নিবারণের উপা[য়] ছাপাইয়া বিতরণ করা; পুনঃ পুনঃ বিজ্ঞাপন বিলি করিয়া, নূতন ন[ূতন] বিপদের আশঙ্কা দূর করা; উত্তম চিকিৎসক পাঠাইয়া পশু-পক্ষীর চিকিৎসা এবং ঐ ব্যাধি দূর করিবার ব্যবস্থা করা।

(ঘ) দুগ্ধবতী গাভী, মহিষাদি পালনের উত্তম ব্যবস্থা করা এবং কৃষক-দিগকে ঐ বিষয় শিক্ষা দেওয়া। দুধ হইতে ঘৃত-মাখনাদি প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা দেওয়া, উহার কল বসান ও চালান শিক্ষা দিবার জন্য সুদক্ষ লোক দ্বারা কৃষকদিগকে শিক্ষিত করা। দুগ্ধ, ক্ষীর ইত্যাদির ব্যবসা শিক্ষা দেওয়া এবং ঐ সব বিক্রয় ও দেশে বিদেশে চালানের সুযোগ করিয়া দেওয়া।

৬। ঋণদান বিভাগ :—

(ক) লাঙ্গল, গরু, নানাবিধ কল, বীজ ইত্যাদি কিনিবার সুবিধার জন্য কৃষকদিগকে অতি অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

[(খ)] কৃষকদিগের ঋণ গ্রহণের সুবিধার জন্য নানা স্থানে ব্যাঙ্ক-স্থাপন [করা। ই]হাতে কৃষি বিস্তারের বিশেষ সাহায্য হইবে।

[৭।] শিক্ষা বিস্তার বিভাগ।—কৃষি সম্বন্ধীয় প্রাথমিক বিষয় শিক্ষার জন্য [গ্রামে] গ্রামে পাঠশালা স্থাপন এবং পাঠশালা-স্কুল-কলেজে কৃষি-শিক্ষা-বিভাগ ও [কৃষি-]বিষয়ক লাইব্রেরী খোলা এবং নানাবিধ পুস্তক, প্যাম্ফ্লেট বহুল রূপে [প্রচারের] ব্যবস্থা করা।

[কর্ত্ত]ব্য।—কৃষি বিস্তার বিষয়ে উৎসাহী কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণকে চাষ[ের] [উ]ন্নতির জন্য মিলিত হইতে হইবে। উদ্ভিদ্ বিদ্যা, প্রাণীতত্ত্ব বিদ্যা [...] এবং রসায়নাদি বিষয়ে যিনি যতটুকু জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, কৃষি সম্বন্ধীয় [...]বিষয়ে তাঁহাদিগের সেই জ্ঞান লাগাইতে হইবে।—বৃক্ষ, লতা এবং [...]তে—উদ্ভিদ্ বিদ্যা, পশু-পক্ষীর ব্যাপারে—প্রাণীতত্ত্ব জ্ঞান, জমির উন্নতি[তে]—বিজ্ঞান ও রসায়নের বিদ্যা, যন্ত্রচালনা ও কল-কারখানা স্থাপনে—[ইঞ্জিনিয়]ারিং বিদ্যাদির প্রয়োগ করিতে হইবে এবং এই রূপে লব্ধ বিদ্যা কাজে [লাগা]ইতে হইবে; নচেৎ রসায়নে এম, এ, পাশ দিয়া, উকিল হইয়া বসিলে [কি হই]বে? আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে এ বিষয়ে বিশেষ রূপে ভাবিতে [হইবে।] ক্রমশঃ শিক্ষিত সমাজ—বস্ত্রবয়ন, সূতা কাটা, চামড়া পাকান (ট্যানিং), [...] করা ইত্যাদিতে মন দেওয়াতে শিল্প শিক্ষায় লোকের অপমান-বোধ [দূর হই]য়াছে। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এখন দোকান খুলিয়া স্বাধীন ভাবে [জীবিকা] নির্ব্বাহ করিতেছেন। কৃষি-বিষয়ে অতঃপর মন দিতেই হইবে। [কৃষির উৎ]পাদন না হইলে,—পাট, তুলা ইত্যাদি জন্মাইতে না পারিলে,—[...]পরার ব্যবস্থা, শিল্পোন্নতির পথ যে একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে! [...]কৃষি-বিভাগ গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদিগকে ছোট ছোট অসম্পূর্ণ [...] গঠন করিয়াই কাজ করিতে হইবে। দেশের কৃষকগণ হইতে [...] সহিত তাঁহাদের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করিতে হইবে। অযথা অভিমান, [...] দূরে ফেলিয়া, বিভিন্ন কৃষি বিভাগে জ্ঞানী কৃষকগণকে মেম্বর করিয়া [...]কে সমান আসন এবং সম্মান দিয়া, তাঁহাদের সহিত কৃষির উন্নতি [...] সচেষ্ট হইতে হইবে।

[...]কে ‘চাষা’ বলিয়া অবজ্ঞার চক্ষে দেখিলে, আর কতকাল তাঁহাদের

সঞ্চিত জ্ঞানের সহায়তা লাভে আমরা বঞ্চিত থাকিব? যে দেশে অন্নদাতা পিতার সমান, সে দেশে চাষীকে ঘৃণা করা উচিত নহে। কৃষকের প্রতি উদাসীন থাকিয়া, কৃষকের অসম্মান করিয়া, চাষ আবাদের অবহেলা করিয়াই আজ আমাদের এত দুর্গতি। আশা করি, উন্নতিশীল এবং নিজের ও জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ, উল্লিখিত প্রণালীর উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া কৃষি বিভাগে মনোনিবেশ করত আত্মরক্ষা ও সহস্র সহস্র অন্ন-বস্ত্রহীন নরনারী বালক বালিকার জীবন রক্ষার উপায় বিধান পূর্ব্বক সভ্য জগতে মানব নামের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন।

অনন্তে।

(শ্রীমুরারিমোহন করবর্ম্মা, চন্দননগর)।

ভাই!

আন্তরিক সুখ যদি তাহে কিছু নাহি পাও,
পরের অনিষ্ট তবে করিবারে কেন ধাও?
সুমধুর প্রত্যুত্তরে হয় যত পরিশ্রম,
উগ্র বা কঠোর স্বরে নহে ত তাহার কম;
তবে কেন অপরের মনঃ প্রাণ জুড়াইয়া
তোষ না তাহার কর্ণ সুমধুর বাক্য দিয়া?
স্বার্থেতে যদ্যপি ক্ষতি হয় অল্প আপনার,
তবে কেন করিবে না অপরের উপকার?
সকলেরি আছে যদি তোমার মতন হিয়া,
কেন নাহি পরে দেখ আপনার মধ্য দিয়া?
জগতের ছুটাছুটী মাঝে শান্তি নাহি পাও,—
শান্তি কেন্দ্র ছাড়ি তবে কেন বল দূরে যাও?

আপনারে সংরক্ষণে যদ্যপি সমর্থ নও,
তবে কেন মহাশক্তি শরণ নাহিক লও?
আপন স্বাতন্ত্র্য যদি রাখিতে নাহিক পার,
অনন্তে মিশায়ে দাও ক্ষুদ্র বিন্দু আপনার।
জ্ঞানের খদ্যোৎ যেথা দিনালোকে প্রভাহীন,
জগতের ত্রিত্ব যেথা একত্বে হয়েছে লীন;—
চির শান্তি লক্ষ্য যদি—নির্ভয়, নিশ্চিন্ত মন,
শান্তিময় মা'র পায় দাও আত্মা বিসর্জ্জন।

অনুরোধ।

(পণপ্রথা সম্বন্ধে)।

(শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী বর্ম্মা)।

ভাই! কে কোথায় আছ, সমাজের শিক্ষিত সম্ভ্রান্তগণ! ধনকুবেরগণ! রকবর্গ অগ্রসর হও! নিরন্ন, বিপন্ন, অবসন্ন পিতৃকুলকে কন্যাদায় ার করিবার জন্য অগ্রসর হও! যাহাদিগকে লইয়া সমাজ শরীর ষ্ঠি, যাহাদিগকে লইয়া সমাজ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত,—সেই অন্নহীন কঙ্কালসার ্যবিত্ত কায়স্থগণ কন্যাদায়ে কিরূপ বিব্রত, বিপদে পতিত, তোমরা হিতাকাঙ্ক্ষীবর্গ! একবার চিন্তা করিয়া দেখ,—অর্থাভাবে কন্যাভার পিতৃকুল কিরূপ দুশ্চিন্তায় কালাতিপাত করিতেছে। এ রোগের মাদেরই হাতে,—ইহার প্রতিকারের কর্ত্তা তোমরাই। ধনকুবের গ্যায় রক্ষার দিকে অগ্রসর না হইলে আর উপায় নাই,—বিরাট জের বিশাল বক্ষ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া চূর্ণ বিচূর্ণিত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত সুতরাং করযোড়ে কাতরকণ্ঠে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, ের শিক্ষিত সম্পন্নগণ যিনি যেখানে আছেন, কন্যাভার নিপীড়িত

পিতৃকুলকে সমাজকে পণ-প্রথার ভীষণ অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়া আপনাদের জীবন সার্থক ও স্বকর্ত্তব্য সম্পাদিত করুন!

আমরা কাহাকেও অর্থ সাহায্য করিতে বলিতেছি না—কাহাকেও ঘটকের আসনে উপবিষ্ট হইয়া বর সংগ্রহ করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিবার অনুরোধও করিতেছি না।—আমাদের মাত্র এই অনুরোধ যে, প্রত্যেক সঙ্গতিশালী হিন্দু,—পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, আত্মীয় স্বজনগণের বিবাহে গরিবের ঘর হইতে কন্যা বা পাত্রী গ্রহণ করুন এবং প্রত্যেকেই সমাজের এই কুপ্রথা নিবারণের জন্য পণ-অলঙ্কার-যৌতুকাদি না লইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। তাহা হইলে, আমাদের বিশ্বাস অনেক সুফল ফলিতে পারে; কারণ, বড় লোকেরা যে ভাবে কার্য্য করেন, তাঁহাদের আশ্রিত, অনুগত, মুখাপেক্ষী দলও সেই পন্থা অনুসরণ করেন,—বড় লোকেরা যদি স্ব স্ব পুত্র-কন্যার বিবাহে পণ-গ্রহণ বা পণ-দান না করেন,তাহা হইলে তাঁহাকেই আদর্শ করিয়া তাঁহাদের চেষ্টায় এক জন দুই জন বা দশ জন গরিব, কন্যার বিবাহের পণ যোগাইতে সর্ব্বস্বান্ত না হইয়া, রক্ষা পাইতে পারে।

সমাজের ধনীগণের মধ্যে কাহাকে ভ্রমেও গরীবের কন্যা গ্রহণ করিতে দেখা যায় না। কেন?—উত্তরে বলা যাইতে পারে, তাঁহারা সমানে সমানে মিলিত হইতে চাহেন,—স্বকীয় অবস্থানুরূপ ঘরের পুত্র-কন্যার সহিত আপনার কন্যা-পুত্রের বৈবাহিক ক্রিয়া সম্পাদিত করেন। ফলে কিন্তু ইহা হতভাগ্য সমাজের কোনই মঙ্গল সাধিত না করিয়া, অমঙ্গলই আনয়ন করে। যদি গরিব দেখিলেই তুমি ঘৃণা করিবে,—অযথা গরিবের কন্যা গ্রহণ করা অসম্মান মনে করিবে,—তবে গরিব দাঁড়াইবে কোথায়? আর যদি ঘৃণাই করিবে, তবে কোন্ সাহসে, কোন্ গূঢ় উদ্দেশ্য সাধন মানসে, তাহাকে বা তাহাদিগকে তোমার সমাজের লোক বলিয়া,—তোমার স্বজাতি বলিয়া স্বীকার কর? যদি গরিবকে তুমি স্বজাতি বলিয়া—স্ব-সমাজের লোক বলিয়া স্বীকার কর, তবে তাহাকে সাহায্য করিতে, রক্ষা করিতে, পণপ্রথার দায় হইতে মুক্ত করিতে, তুমি লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ বাধ্য।

সত্য বটে,—টাকার লোভ সম্বরণ করা বড় কঠিন—যাহার-তাহার কর্ম্ম নয়;—টাকার লোভ সম্বরণ করিতে হইলে কলিজা দৃঢ় হওয়া প্রয়োজন।

...মাজের দিকে, সমাজের অধঃপতনের দিকে, দরিদ্রগণের দুরবস্থার দিকে ...ত করিয়া দিনান্তে একবার সমাজকে উন্নত করিবার জন্য চিন্তা করিলে, ...র অনেকের হৃদয় কন্যাদায়গ্রস্থগণের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য বিগলিত ...। সমাজের জন্য চিন্তা চাই,—গরীবের প্রতি সহানুভূতি চাই,—ত্যাগ ...চাই,—বিপন্নের বিপন্মুক্তির ইচ্ছা চাই,—তবে ত সমাজ রক্ষিত হইবে, ...হইবে, সমাজের দুর্দ্দশা ও কলঙ্ক এবং কুপ্রথা বিদূরীত হইবে; ...কেবল স্বার্থ-চিন্তায় সময়াতিপাত করিলে চলিবে না, আপনার ভাবে ...হইলে চলিবে না, অন্যের ইষ্ট না দেখিয়া কেবল আপনার ইষ্ট লইয়া ...থাকিলে বা মাথা ঘামাইলে কস্মিন্ কালেও সমাজের বা গরীব সামাজিক-...র কোনই উপকার বা প্রতিকার হইবে না। সমাজকে আপনার করিয়া ...ত হইলে বিপন্ন দুঃস্থগণের অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রতি সর্ব্বাগ্রে ...করিতে হইবে; নচেৎ সমাজ-সেবার মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে। ...মুই করুণ কণ্ঠে বলিতেছি,—সমাজশীর্ষগণ! হতভাগ্য সমাজের কু-প্রথার ...ছেদের জন্য আপনারা একাগ্র অন্তরে সচেষ্ট হউন। যে কারণে পণপ্রথা ...রোত্তর শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া সমাজকে অবিরত বিড়ম্বিত করিতেছে, ...কারণগুলির মূল নির্ণয় করিয়া তাহার উচ্ছেদ সাধনে কৃতসংকল্প ...। যাহারা ভগবানের কৃপায় ২।৪টী পুত্ররত্নের অধিকারী হইয়াছেন, ...দের নিকটেও আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ,—তাঁহারা "ছেলে-বেঁচা ...ব্যবসা"টী পরিত্যাগ করুন,—সমাজ-সেবায় ব্রতী হউন,—সমাজ তাঁহাদের ...স্বীকার দেখিয়া ধন্য হউক।

একদিন এক মহাপ্রাণ মনস্বী প্রাণের প্রবল আবেগে জলদ-গম্ভীর স্বরে ...য়াছিলেন,—

"না জাগিলে সব ভারত ললনা
এ ভারত আর জাগে না জাগে না"

...রাও আজ তাঁহারই সুরে সুর মিলাইয়া যুক্তকরে মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি,—...জের বিষম দুর্নীতি নিবারণ কল্পে যাঁহার যেরূপ এবং যতটুকু শক্তি আছে, ...প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেক মহিলা ততটুকু শক্তি, সমাজের মঙ্গল কামনায়

নিয়োজিত করুন। মহিলাগণের প্রত্যেকেই যদি স্ব স্ব পুত্রের বিবাহে পণগ্রহণ না করেন, তাহা হইলে অতি অল্প দিন মধ্যে আমাদের পবিত্র সমাজ আবার কলঙ্ক-কালিমা-হীন আনন্দ নিকেতনে পরিণত হইবে। আমরা প্রত্যেক মহিলাকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা অতঃপর ঐ প্রথাকে সমাজ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য নিজেরা সাধ্যানুসারে চেষ্টা করুন এবং স্ব স্ব পতি-পুত্রকেও সমাজ সেবায়, সমাজের উন্নতি কামনায় নিযুক্ত হইবার জন্য উৎসাহিত করুন। সমাজ আশ্বস্ত হউক, রক্ষা লাভ করুক।

কর্ম্মজীবন ও কর্ম্মের স্বার্থকতা।

(বহু শাস্ত্রের সার সঙ্কলন)

(শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ, কবিরত্ন)।

যাহার যেমন বাসনা, তাহার সেইরূপই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। দেবতারা কিছুই করেন না; তাঁহারা কেবল উপলক্ষ মাত্র। প্রত্যেক জীবে যে চিৎশক্তি বিরাজ করেন, সেই শক্তিই জীবের প্রাক্তন-কর্ম্ম-বাসনাময়ী শক্তিস্বরূপ। ঐ শক্তি যে জীবে, যে প্রকারে প্রস্ফুরিত হয়, তদনুরূপেই তাহার ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। লোকে যে কার্য্য করিব বলিয়া, তদুদ্দেশে ধারাবাহিক যত্ন করে, কাল সহকারে তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। চিৎ, তপস্যা বা দেবতা স্বরূপ হইয়া, কোনরূপ ফল প্রদান করেন না। তিনি জীবের কর্ম্মানুসারী ফলই দান করিয়া থাকেন। যাহার যেরূপ ফল লাভের বাসনা, তাহার তদনুরূপ কার্য্য করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। কার্য্য করিলে, তাহার ফল প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। এ বিষয়ে, দৈব বা অদৃষ্ট কোনরূপেই হন্তা বা অন্তরায় হইতে পারে না। সর্ব্বগত অন্তরাত্মা চিৎস্বরূপে সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছেন। তিনিই শুভাশুভ সকল কার্য্যেরই ফলদাতা। বিহিত কিম্বা অবিহিত, যেরূপ

[illegible] যায়, তাহা হইতে তাদৃশ [illegible] প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অতএব [illegible] বিচার পুরঃসর পরম-পদের অনুবর্ত্তী হওয়া উচিত। [illegible] কর্ম্ম হইতেই এই সংসারের আবির্ভাব হইয়াছে; এ কথা বালকও [illegible] দৈব বা অদৃষ্ট কথনও ইহার সৃষ্টি করে নাই। লোকে যে যান-বাহন [illegible] করে, সুদৃশ্য অট্টালিকায় দুগ্ধফেনানিভ শয্যায় শয়ন করে, স্বর্ণপাত্রে [illegible] অন্ন, ক্ষীর, সর, উপাদেয় মিষ্টান্নাদি পরম সুখে ভক্ষণ করে, বহুমূল্য [illegible] ভূষণ পরিধারণ করে, বহু লোকের পোষণ বা পালন করে এবং এইরূপ [illegible] সুখাদি সম্ভোগ করে, তৎসমস্তই তাহার নিজ কর্ম্মের প্রত্যক্ষ ফল। [illegible] অনেকের যে ইহার বিপরীত ঘটনা সংঘটিত হয়, কর্ম্ম না করা বা [illegible] করাই তাহার একমাত্র কারণ। ধনবানেরা যে প্রাসাদে বসিয়া হাস্য-[illegible] দিনযাপন করিতেছে, অসংখ্য দাসদাসী যে অহরহ তাহাদিগের [illegible] রত রহিয়াছে, এ সকল কি আপনা হইতে আসিয়াছে? না,—[illegible] তাহা নহে। যাহার যেরূপ সাধনা, তাহার সেই প্রকার সিদ্ধি হয়, [illegible] নিশ্চয় অবধারণ করা উচিত। কেহ রৌদ্র-বাত-শিশির সহ্য করিয়া তপস্বী [illegible] কেহ তাহার বিপরীত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে ফল-লাভেচ্ছার তারতম্যই [illegible] চোর নিশা জাগরণ করিয়া চুরি করে, যোগী ব্যক্তি রাত্রি জাগিয়া [illegible] লাভ করে। এইরূপ লোকভেদে, ইচ্ছাভেদে, ফলভেদ হইয়া থাকে। শাস্ত্রকারেরা কর্ম্মের এই প্রকার অবশ্যম্ভাবী ফল দেখিয়া, বারংবার উপদেশ [illegible] দিয়াছেন,—কর্ম্মই লোকের জীবন এবং কর্ম্ম না করাই মৃত্যু। যাহারা কর্ম্ম [illegible] করে, অদৃষ্ট ও দৈব তাহাদিগকেই আক্রমণ ও অধঃপাতিত করিয়া থাকে। [illegible] ন্যায় কঠিন পদার্থ আর নাই, কিন্তু ব্যবহার না করিলে তাহাকেও [illegible] ও ভগ্ন হইতে হয়; ইহাই উদাহরণ স্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া সর্ব্বদা কৃত-[illegible] হইতে হয়। লোকে কর্ম্ম না করিয়া নিজের দোষে যে ক্লেশাদি ভোগ [illegible] দৈব ও অদৃষ্ট নামে কল্পিত দুইটী উপদেবতার উপর সেই ক্লেশাদি আরোপ [illegible] থাকে এবং তাহাতেই তাহাদের মনে প্রবোধ বা শান্তি সঞ্চারিত হয়; [illegible] উপর নিখিল দোষারোপ করিয়া তাহারা বেশ তৃপ্তিলাভ করে। এইরূপ [illegible] ও অদৃষ্ট-নির্ভরতায় প্রতি দিন প্রতি পদে কত যে সর্ব্বনাশ সংঘটিত [illegible] তাহা চিন্তা করিলেও হৃদয়ে ঘোর দুঃখের সঞ্চার হইয়া থাকে।

লোকে বিনা যত্নে কর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত দেবতাদিগকে সময়ে সময়ে যে পূজাদি [illegible] প্রদান করে, ভাবিয়া দেখিলে তাহা পূজা নহে, অতি নিকৃষ্ট অধম উৎকোচ [illegible] মাত্র ; দেবতা কখনও এই উৎকোচে সন্তুষ্ট নহেন, বরং রুষ্ট হই[illegible] থাকেন। এই জন্য দেবোদ্দেশে পূজাদি প্রদান করিয়াও লোকের প্রকৃত [illegible] পাওয়া দূরে থাক, সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটিয়া থাকে।

কর্ম্ম না করা মহাপাপ ও আত্মার সাক্ষাৎ গ্লানি। কর্ম্ম করা যে [illegible] কর্ত্তব্য, তাহা ক্ষুদ্র-বুদ্ধি কীট-পতঙ্গাদিও জ্ঞাত আছে। তাহারাও আদিত্যো[illegible] উদয়াবধি প্রদোষ পর্য্যন্ত কেবল কর্ম্মই করিতেছে, এক পলও বিশ্রাম নাই[illegible] সামান্ত জীব পিপীলিকা স্বকার্য্যে কেমন ব্যস্ত ও মনোযোগী ; জগতের ম[illegible] মহাপ্রাণীদিগের তো কথাই নাই। মহাপ্রাণ মহাতেজঃপুঞ্জ প্রভাকর এক ক্ষণ[illegible] বসিয়া নাই ; দিবাকর যদি বসিয়া থাকেন, সমস্ত সংসার অন্ধকারে আচ্ছ[illegible] অবসন্ন হইয়া উঠে। কেননা, দিবা-বিভাবরী বিভাগ না থাকিলে, লোকে[illegible] জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া অসম্ভব। বায়ু অনবরত প্রবাহিত হইয়া প্রা[illegible] সাধন করিতেছে, মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্রাম করে না,—নিমেষমাত্র বিশ্রাম করিলে[illegible] মহাপ্রলয় সংঘটিত হইয়া থাকে ; কেননা, নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ সক[illegible] প্রাণী বিনষ্ট হয়। এইরূপে কর্ম্ম হইতেই সংসারের আবির্ভাব ঘ[illegible] য়াছে। সর্ব্বত্র কর্ম্মেরই সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়।

কর্ম্মের যথার্থ সার্থকতা প্রতি পদেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কর্ম্ম [illegible] করিলে, পৃথিবী শস্যশূন্য, সূর্য্য আলোক শূন্য, অগ্নি তেজঃ শূন্য, গ্রহগণ জ্যোতি[illegible] শূন্য, বায়ু স্পন্দন ও জীবনী শূন্য এবং তজ্জন্য নিখিল ভুবন অস্তিত্ব শূন্য হইত[illegible] আমরা কেহই বর্ত্তমান থাকিতাম না। সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি—শূন্য হইত। মে[illegible] আর বারিবর্ষণ করিত না, পর্ব্বত আর পৃথিবী ধারণ করিত না, নদী আর[illegible] প্রবাহিত হইত না, সাগর আর সলিলের আধার হইত না, ধরণী আর বহন [illegible] করিত না ;—ফলতঃ সকলই লয় পাইত। অতএব কর্ম্মই জীবের জীবন ও [illegible] অকর্ম্মই মৃত্যু ভাবিয়া, সর্ব্বদা কর্ম্ম-সাধনে তৎপর হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

সকল শাস্ত্রই ভূয়োভূয়ঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কর্ম্ম হইতে ধর্ম্মার্থ-কাম-মুক্তি চতুর্ব্বর্গ লাভ হয় ; গীতা শাস্ত্রে এ বিষয়ের ভূরিভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। কর্ম্মই জীবন এবং কর্ম্ম হইতেই সংসার। কর্ম্ম না করিলেই বন্ধন হইয়া থাকে

[illegible]র শেষ দশা উপস্থিত হয়। এই জন্য স্বয়ং ঈশ্বর কর্ম্মের সৃষ্টি করি-[illegible]বা স্বয়ং ঈশ্বর কর্ম্মস্বরূপ। জগৎপতির সৃষ্টির প্রত্যেক পরমাণুতে [illegible] জাজ্বল্যমান নিদর্শন স্পষ্টই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যাহারা [illegible]রে, তাহারাই জড়,—জড়ের কখন হ্রাস ব্যতিরেকে বৃদ্ধি নাই। [illegible]নে তৃণরাশি পতিত হইয়া রহিয়াছে নয়নগোচর হইতেছে, উহার [illegible] ভিন্ন বৃদ্ধি নাই,—ইহারই নাম জড়াবস্থা। যে ব্যক্তি কর্ম্ম না করে [illegible]ই প্রকার জড়াবস্থা ও ক্ষয়দশার আবির্ভাব হইয়া থাকে। এইরূপে [illegible] উন্নতি বা বৃদ্ধিই কর্ম্মের লক্ষণ। এই সকল বিশেষ অবধান সহ[illegible]রিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, 'স্বর্গ'—কর্ম্মেরই নামান্তর মাত্র। অর্থাৎ [illegible]কোনরূপ ক্লেশ নাই, অবিছিন্ন সুখপরম্পরা কেবল বিরাজমান হই-[illegible] তাহারই নাম স্বর্গ। কর্ম্মেও অবিচ্ছিন্ন সুখ ভিন্ন দুঃখের নাম গন্ধও [illegible] অতএব কর্ম্ম ও স্বর্গ উভয়ই এক পদার্থ, কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। যে [illegible] কর্ম্মের রাজা বা নিয়ন্তা, তিনিই ইন্দ্র,—অর্থাৎ সকলের প্রধান। [illegible] যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে, তাহারই প্রাধান্যলাভ হইয়া থাকে। সংসারে এ [illegible] দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগকে এ বিষয়ে অধিক বলা [illegible]।

[illegible] দ্বিবিধ,—শুদ্ধ বা নিবৃত্ত কর্ম্ম এবং অবিশুদ্ধ বা প্রবৃত্ত কর্ম্ম। যাহা [illegible] বা পরমার্থ কিংবা আত্মার চরম উৎকর্ষ অথবা ঈশ্বরের উদ্দেশে [illegible] হয়, তাহার নাম শুদ্ধ কর্ম্ম। আর তদিতরকে অবিশুদ্ধ কর্ম্ম কহে। [illegible] মুক্তি ও অবিশুদ্ধ কর্ম্মে বন্ধন সংঘটিত হয়। সংক্ষিপ্তভাবে এই [illegible] কীর্ত্তিত হইল ; ইহাতে বুধগণের বুঝিবার কোন বাধা [illegible]।

[illegible] এই প্রবন্ধটী পরম-প্রীতিময়ী ধীরবুদ্ধি-সম্পন্না দৌহিত্রী শ্রীমতী [illegible] লেখক কর্ত্তৃক উপহার প্রদত্ত হইল। লেখক।

আর্দ্রক।

১ (সঙ্কলন)।

(ডাক্তার জীবনবিহারী সিংহ)।

আর্দ্রককে বাঙ্গলায়—আদা বলে। হিন্দুস্থানী—আদ্‌রথ, বা আদি। ইংরাজীতে—Ginger। সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—আর্দ্রকং, শৃঙ্গবেরং, কটুভদ্রং তথার্দ্রিকা। সংস্কৃত নাম—আর্দ্রক, শৃঙ্গবের, কটুভদ্র, আর্দ্রিকা। এতদ্ব্যতীত রাজনির্ঘণ্টে ইহার এই নামগুলি দৃষ্ট হয়—গুল্মমূল, মূলজ, কন্দল, বর, মহীজ, সৈকতেষ্ট, অনুপজ, রাহুচ্ছত্র, সচ্ছাক, সুশাসক, শার্ঙ্গ, আর্দ্রশাক।

আদা, আর্দ্রক শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। সচরাচর তিন প্রকার আদা দেখিতে পাওয়া যায়। আদা (Zingiber Officinale) ভারতবর্ষ এবং মার্কিন খণ্ডে জন্মে।

আদার গাছ অনেকেই দেখিয়াছেন; ইহা প্রায় দেড় হাত লম্বা হয়; মূল হইতে কতকগুলি কাণ্ড উঠে ও তাহার দুই দিক কাজল-লতার মত লম্বা লম্বা পাতা লাগান থাকে; ইহারই মূল আদা। গাছ বর্দ্ধিষ্ণু হইলে, একটী মূল আধ সের তিন পোয়া পর্য্যন্ত ওজনে হয়।

আদার মূলই ব্যবহৃত হয়। ইহা কটু এবং আগ্নেয়। বৈদ্যশাস্ত্র মতে আদায় কফ, বাত, শূল ও পিত্ত নষ্ট হয়। ভোজনের অতি অল্প কাল পূর্ব্বে আদা ও লবণ একত্র সেবন করিলে, অগ্নি বৃদ্ধি এবং কণ্ঠ ও জিহ্বার শোধন হয়। মধু অথবা চিনির সহিত আদা খাইলে, সর্দ্দি ও কাশি নষ্ট হইয়া থাকে। ছোলার সহিত আদা সেবন করিলে পিত্ত নষ্ট হয়। শুষ্ক আদার নাম শুণ্ঠী। ইহা নানা প্রকার পীড়ায় বিস্তর উপকার দর্শে। আদা চিবাইলে দন্তের যন্ত্রণার লাঘব হয়।

বন-আদা (Zingiber Cassumunar) অতিশয় তীক্ষ্ণ। খাইবার জন্য বন-আদা কেহ ব্যবহার করে না। প্লীহা প্রভৃতির উপর ইহার প্রলেপ দিলে "বিলিষ্টারের" মত ফোস্কা হয়, অথচ জ্বালা করে না।

আব-আদার (Curcuma Amada) সংস্কৃত নাম—[illegible]র-হরিদ্রা; ইহার গন্ধ অনেকটা কচি আমের মত। পেঁপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড, কাঁচা তেঁতুল

[illegible]আদার রসে অন্ন-ব্যঞ্জন পাক করিলে, ঠিক কাঁচা আমেরই মত সুস্বাদু হয়।

[illegible]আদা আমরা সচরাচর ব্যবহার করি, তাহার রস—কটু (ঝাল)। [illegible]—মধুর। বীর্য্য—উষ্ণ। গুণ—তীক্ষ্ণ, ঈষৎ গুরুপাক (পরিপাকের শক্তি [illegible]কিন্তু নিজে পরিপাক পাইতে একটু সময় লয়); কিন্তু "রাজ-নির্ঘণ্ট"-[illegible]মতে, ইহা 'লঘু',। ভাবপ্রকাশের মতে—ইহা অগ্নির উদ্দীপক, রুক্ষ, [illegible]হীন) বাতশ্লেষ্ম নাশক। অধিকন্তু নির্ঘণ্ট মতে ইহা বক্ষোরোগ [illegible]উষ্ণ হইলেও পাকান্তে শীতল, রুচিপ্রদ, শোথ, কফ ও কণ্ঠরোগঘ্ন, [illegible], আনাহ ('বায়ুতে পেট টেনে রাখা) নিবারক এবং শূলঘ্ন [illegible]—ভেদক ও বৃষ্য। কটু বস্তু মাত্রেই অতি মাত্রায় সেবনে অবৃষ্য বা [illegible]হানিকর। কিন্তু আদা এ নিয়মের বহির্ভূত। আদা বরং বীর্য্যবৃদ্ধির [illegible]তাই করিয়া থাকে।

[illegible]জনের অতি অল্পক্ষণ পূর্ব্বে লবণযুক্ত আর্দ্রক সর্ব্বদাই বিশেষ উপকারী। [illegible]দীপক, রুচিকর এবং জিহ্বা ও কণ্ঠ পরিষ্কারক। কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মূত্রকৃচ্ছ, [illegible], রক্তজ্বর ও দাহে এবং গ্রীষ্ম ও শরৎকালে আর্দ্রক প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

[illegible]রোগ।—আমাদের দেশে আপামর সাধারণ সকল লোকেই আদার গুণে [illegible]ইংরেজের পক্ষে চা-ব্যবহার যেরূপ, আমাদের পক্ষে আদা-লবণ অবিকল [illegible]। সেই নিমিত্ত, কাহারও কার্য্যোৎসাহ দর্শন করিলে, চলিত [illegible]লোকে বলিয়া থাকে—"আদা-জল খেয়ে কাজে লেগে গেছে।"—এ [illegible]অনেকেই নিয়ম মত প্রতিদিন প্রাতে আদা-ছোলা খাইয়া থাকেন। এই [illegible]আচার এক্ষণে ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে ও তৎপরিবর্ত্তে চা-সেবন [illegible]হইতেছে। এই প্রাত্যহিক চা-সেবনের পরিণাম—অনেক স্থলেই অজীর্ণ [illegible]পিত্ত রোগ।

[illegible]—ফোলা, বাত, ব্যথা, শূল, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, জ্বর, কাশ, হাঁপানি, [illegible], মন্দাগ্নি, শ্লীপদ, কোষবৃদ্ধি, শিরঃপীড়া প্রভৃতি রোগের উপশমকর। [illegible]অনেক ঔষধের অনুপান স্বরূপ ইহার রস মধু সহ ব্যবস্থা দিয়া [illegible]। যেহেতু, ইহা বাতশ্লেষ্ম নাশক; অথচ কটুত্ব সত্ত্বেও পরিপাকান্তে [illegible]পরিণত হয় বলিয়া, পিত্তের অবিরোধী।

সংস্কৃত যুগের প্রাচীন কবিরাজ মহাশয়গণ আদা সম্বন্ধে কহিয়া গিয়াছেন,— "যদি জগদীশ্বর জগতের সমুদায় উদ্ভিজ্জাদি ধ্বংস করিতে উদ্যত হন, তবে— "অন্ততঃ আদা, গুলঞ্চ ও ত্রিফলা রাখিয়া দিন'—বলিয়া আমাদি[illegible] সার্ত্তনাদ প্রার্থনা করিতে হইবে।"

অতি প্রাচীন যুগে আদার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া, কোনও [illegible] কবি এই সংস্কৃত শ্লোকটী রচনা করিয়াছিলেন—

"বাতপিত্তককেভানাং শরীরবনচারিণাম্।
এক এব নিহন্তাঽসৌ লবণার্দ্রক কেশরী॥"—

অর্থাৎ—দেহ-কানন-চারী বাত-পিত্ত-কফ রূপ মাতঙ্গগণের একমাত্র বি[illegible] সেই—আদা ও লবণ।

আদা সেবন করিলে, সেই মূহর্ত্তেই মুখের মধ্যে লালা নিঃসরণ হয়, মু[illegible] পরিষ্কার হয়, নয়ন ঈষৎ অশ্রুসিক্ত হয়, শরীর মধ্যে একটু উত্তেজনা আ[illegible] হয়।

আর্দ্রক ঘটিত মুষ্টিযোগ।—(১) আদার রস এক তোলা, বিটলবণ [illegible] এক আনা, ইহা ক্ষুধাজনক ও উদরাধ্মান নাশক, কণ্ঠ ও বুকের ভার নিবা[illegible] (২) আদার রস ২ তোলা ও সোরা ৵৹ আনা সেবনে রসাশ্রিত জরে উ[illegible] কার হয়। (৩) আদার রস ও লেবুর রস একত্রে ২ তোলা, অল্প সৈন্ধব [illegible] বা নারিকেল-লবণ (নারিকেলের মধ্যে সৈন্ধব পুরিয়া ৩।৪ ঘণ্টা প্রচণ্ড আগু[illegible] পোড়াইয়া লবণ বাহির করিয়া লইলেই নারিকেল লবণ প্রস্তুত হয়) সহ সে[illegible] করিলে শূল, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, অক্ষুধা ও অম্লপিত্ত দূর হয়। (৪) আ[illegible] ও বেলপাতার রস সৈন্ধব চূর্ণ সহযোগে বাতের উপকারী হয়। (৫) আ[illegible] সৈন্ধব ও জয়ন্তী পাতা, প্রত্যেক সমভাগে পিষিয়া কাপড় পুঁটলীতে গরম [illegible] দিলে, বাতের ব্যথা ও ফিক্ বেদনা দূর হয়। (৬) আদা, হিং, সো[illegible] বিটলবণ, মুসব্বর এবং জলে ধৌত ইসব্‌গুল সমভাগে একত্র বাটি[illegible] কাপড়ের পুঁটলীতে গরম করিয়া তলপেটে বা পেটে স্বেদ দিলে, বাধকে[illegible] বেদনা বা বায়ুশূল আশু আপাততঃ দূর হয়। (৭) আদা ও সোরা, ধুতুর[illegible] পাতার রসে পিষিয়া স্ত্রীলোকের স্তন ফোলায় দিলে উপকার হয়। [illegible] প্রলেপ অন্য স্থানের ব্যথা বা ফোলায় লাগাইলেও উপকার হয়।(৮) আদার রসে[illegible]

[illegible]তে ফেনাইয়া, বুকে মালিস করিলে, শ্লেষ্মা সরল হইয়া উঠিয়া যায়। [illegible]খিলে শিরঃপীড়া দূর হয়। (৯) আদা, ক্ষেতপাপড়া ও সিউলীপাতা [illegible]থেঁৎলাইয়া, আগুনে আধপোড়া করিয়া শীতল হইলে, তাহার রস [illegible] প্রতি দিন মধু সহ সেবন করিলে পুরাতন জ্বর আরোগ্য হয়। [illegible] আদার রস এক ছটাক, পিপুল চূর্ণ আধ তোলা, মিছরী আধ ছটাক [illegible]জাল দিয়া অবলেহ,—করিবে—ইহা বারে বারে একটু একটু করিয়া [illegible] কফ সরল হইয়া উৎকাসি প্রভৃতি নিবারিত হয়। (১১) অত্যন্ত [illegible]রভাব হইলে, ভাত না খাইয়া শুধু আদার কুচি সহ খই খাইলেই [illegible]সরিয়া যায়। (১২) নাভির চতুর্দ্দিকে আমলকি বাটিয়া প্রলেপ দিয়া, [illegible] মধ্যে আদার রস পুরিয়া শয়ান থাকিলে, আমাজীর্ণ ও অতিসার [illegible]হয়। (১৩) আদার রস ঈষদুষ্ণ করিয়া মুখ মধ্যে আকণ্ঠ ধারণ [illegible], গলার শ্লেষ্মা ও ক্লেদ উঠিয়া গিয়া, কণ্ঠ পরিষ্কার হয় এবং কণ্ঠরোগ দূর [illegible]। (১৪) আদার রস ও টাবা লেবুর রস একত্র মিশাইয়া তাহাতে [illegible] (সৈন্ধব, সচল ও বিট্) দিয়া নস্য লইলে ক্রূর শ্লেষ্মা বাহির হইয়া [illegible]ল্কা ও শিরঃপীড়া দূর হয়।

[illegible]রের "মৃত্যুঞ্জয়-রস," সন্নিপাতের "চক্রী," শ্বাসের "শ্বাস-ভৈরব", বাতের [illegible]গজাঙ্কুশ," প্রভৃতি ঔষধে আদার ভাবনা দেওয়া হইয়া থাকে।

বল্লাল সেন ও বঙ্গজ সমাজ।

(শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ ভৌমিক দেববর্ম্মা, বিদ্যানিধি)।

[illegible]চিন্তা, সমাজ-চিন্তা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সমাজ যখন যে ধর্ম্ম- [illegible] অনুপ্রাণিত হয়, সামাজিক মানব মণ্ডলী তখন তদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া [illegible]যোগী ধর্ম্মের উপাসনা করিয়া থাকে। যদিও বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবসান সময়ে [illegible] সেন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি সমাজ হইতে বৌদ্ধভাব তখন

একেবারে তিরোহিত হয় নাই। সুবিদ্বান বল্লাল, উদার বৌদ্ধ ধর্ম্মের সমাদর করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই কারণেই কি আমরা তাঁহার প্রথম জীবনে জাতি-ভেদের প্রতি তদীয় বিদ্বেষ দেখিতে পাই? এই কারণেই বোধ হয়, তাঁহার বিবাহ-পদ্ধতিও কথঞ্চিৎ বিশেষত্ব বিশিষ্ট।

বল্লালের চারিটী স্ত্রীর মধ্যে চালুক্য-রাজদুহিতা রমাদেবী প্রথম। দ্বিতীয়া স্ত্রী কায়স্থ জাতীয়া। তৃতীয়া পত্নী দক্ষিণাবর্ত্ত (সম্ভবতঃ দ্রাবীড়) দেশীয়া। চতুর্থা পত্নী নীচ জাতীয়া ছিলেন। সম্ভবতঃ তখনও সমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল।

আর একটী কথা এখানে ভাবিবার বিষয়।—যে সকল ক্ষত্রিয় পশ্চিম হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে বাস করিতেন, তাঁহারা সাধারণতঃ কায়স্থ-ধর্ম্মাবলম্বী হইতেন। তাহার কারণ, বৌদ্ধধর্ম্ম প্লাবিত বঙ্গদেশে বর্ণাশ্রমের প্রভাব ও প্রচলন তখন ছিল না বলিলেই চলে। দেশাচারের বশীভূত হইয়া, অথবা ধর্ম্মের উদারতা আলোচনা করিয়া অনেক ক্ষত্রিয় রাজা বৌদ্ধ মতাবলম্বন করিতেন। বোধ হয় সেই সময় হইতেই নবাগত ক্ষত্রিয়গণ সংস্কারচ্যুত হইয়া ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বোধ হয় সেই জন্যই বঙ্গীয় কায়স্থদিগকে আমরা নিরুপবীত দেখিতে পাই। সে যাহা হউক, বল্লালের বিবাহ-ব্যাপার আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয়—তদানীন্তন ক্ষত্রিয়, ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, কর্ণাট ক্ষত্রিয় এবং কায়স্থ—এক এবং অভিন্ন জাতি। (১)

(১) দাক্ষিণাত্য ও কনোজীয় কায়স্থগণ এদেশে আসিয়া সংস্কারচ্যুত হইলেও কান্যকুব্জ ও দাক্ষিণাত্য সমাজে ইঁহাদের করণ-কারণ ও আদান-প্রদান বন্ধ হইয়াছিল না। বল্লালের সমসাময়িক বারেন্দ্র কায়স্থ কুলজী গ্রন্থ ঢাকুরে লিখিত আছে, একজন বারেন্দ্র কায়স্থ ঐরূপ একটী পশ্চিম দেশীয়া কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সস্ত্রীক দেশে আসিয়া তাহার স্ত্রীর পাকস্পর্শে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব কটুম্বাদিকে নিমন্ত্রিত করিয়া ভোজনে উপবেশন করিলে অন্ন পরিবেশন জন্য নববধূ, পরমান্নের থালা হস্তে তথায় উপস্থিত হইয়া সহচারিণী শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীকে তদীয় মাতৃ-ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন :—"কোই মান্‌কো গরুয়ান্,—কেকর্ পাত্‌মে আগে দেঙ্গী পর্‌মান্?"—অর্থাৎ ইঁহাদের মধ্যে কে গরীয়ান (শ্রেষ্ঠ),—কাহার পাতে আগে পরমান্ন দিব?"—নববধূর

...র অসবর্ণ জাতীয়া কনিষ্ঠা স্ত্রীর সম্বন্ধে ঘটকগণ নানা অশ্লীল ও ...উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন; অনাবশ্যক ও অবিশ্বাস্য বোধে ...র আলোচনা পরিত্যক্ত হইল। শাস্ত্র-সম্মত ও সমাজ-হিতকর অনেক ...দেশাচারের অনুরোধে নিন্দিত ও উপেক্ষিত হইয়া থাকে। সমাজ-...ও শাস্ত্রানুমোদিত হিন্দু-বিধবা-বিবাহের অনুষ্ঠাতা, হিন্দুসমাজের ...হিতৈষী, পুণ্যাবতার বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে ...হিল, তাহা কে না জানে? বল্লাল যে এই কারণে কতিপয় লোকের ...ভাজন হয়েন নাই, তাহা কে বলিতে পারে? দেশাচার,—কতিপয় ...বিক অশিক্ষিত লোকের কুসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

...কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে 'বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি' বল্লাল সেনের পিতা বিজয় ...র রাজধানী বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন। জেলা ...সাহীর অন্তর্গত থানা গোদাগাড়ীর অধীন "দেবপাড়া"কেই তাঁহারা, ...বিজয়পুর" নির্দ্দেশ করেন। বিজয়পুরের নাম কি কারণে "দেবপাড়া" ...হে, 'সমিতি' তাহার কোন হেতু নির্দ্দেশ করেন নাই। আমাদের ক্ষুদ্র ...বেচনায় যাহা উপলব্ধি হইয়াছে তাহা এই :—ক্ষত্রিয়গণের সাধারণ সামাজিক ...পাধী "দেববর্ম্মা"। সেনবংশীয় রাজাদিগের সম্পূর্ণ নাম নির্দ্দেশ সম্বন্ধে ...ঐতিহাসিকগণ যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, আমরাও তদনুসারে সেই ভ্রান্তির ...ভূত হইয়া "সেনবংশ" এই ভ্রমাত্মক নাম ব্যবহার করিতেছি। ইহা অতি ...তা, এই ভ্রম বশতঃই চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজাদিগকে আমরা সেনবংশীয় রাজা ...নিয়া তাঁহাদিগকে বৈদ্য জাতীয় বলিতেও কুণ্ঠিত হই না। সেনবংশীয় ...রাজাদিগের সম্পূর্ণ নাম বিজয় সেন দেববর্ম্মা, বল্লাল সেন দেববর্ম্মা ইত্যাদি। (২) ...সে যাহা হউক তদানীন্তন বিজয়পুরবাসিগণের এ ভ্রান্তি ছিল না, সুতরাং

...ই—কেকুরী মেকুরী—কথা শুনিয়া ভোক্তৃগণ চম্পট দিলেন! নিতান্ত ঘনিষ্ট ...আত্মীয় যাঁহারা ভোজন করিলেন,—তাঁহারা "কেকর্-পাতিয়া" নামে অভিহিত ...হৈল। লেখক।

(২) ১৩২৬ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা'য় এই বিষয় ...আলোচিত হইয়াছে। সম্পাদক।

রাজধানীর ধ্বংস হইলেও, বিজয়পুর নাম বিলুপ্ত হইলেও, তাঁহাদিগের অধ্যুষিত গ্রামাংশ সাধারণের নিকট "দেবপাড়া" বলিয়াই অভিহিত হইত।

সেনবংশীয় রাজাদিগের পরিচয় সুস্পষ্ট করিবার জন্য বিবিধ প্রাচীন ও প্রচলিত ইতিহাসাদির সাহায্যে উক্ত সেন বংশের একখানি বংশ-পরি এখানে প্রকাশ করিলাম :—

আদিশূর (১০৩২—১০৬০)
|
সামন্ত সেন
|
হেমন্ত সেন
|
বিজয় সেন (১১২৫—১১৫০)
|
বল্লাল সেন
|
লক্ষ্মণসেন (১২০৩)
(মাতামহ চন্দ্রসেন) (জামাতা হরিসেন)

মধুসেন | বিশ্বরূপ সেন | কেশব সেন
শুকসেন
দনৌজ মাধব বা দনুজমর্দ্দন (১২৮৮)

উল্লিখিত দেবপাড়ায় প্রাপ্ত বিজয়সেন দেব প্রতিষ্ঠিত প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের শিলালিপিতে লিখিত আছে—

"বংশে তস্যাময়স্ত্রী বিততরত কলাসাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য
ক্ষৌণীশ্রৈর্বীরসেনপ্রভৃতিভিরমিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্বভুবে।
যচ্চারিত্রানুচিন্তা পরিচয় শুচয়ঃ সূক্তিমাধ্বিকধারাঃ
পারাশর্য্যেণ বিশ্বশ্রবণ পরিসর প্রীণনায় প্রণীতাঃ।"

পারাশর্য্য (ব্যাসদেব) যাঁহাদিগের চরিত্র বর্ণনায় বিশ্ববাসীকে প্রীতিদান করিয়াছিলেন, সেই চন্দ্রবংশীয় দাক্ষিণাত্য ভূপতি বীরসেন প্রভৃতির বংশে সেন রাজগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

শিলালিপি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছে, বল্লাল সেন মহাভা
সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় সুবিখ্যাত নল রাজার পিতা বীরসেনের বংশধর।
বেলার অন্তর্গত চাটমহর থানার অধীন মাধাই নগরে প্রাপ্ত
সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেনের তাম্র শাসনে দেখিতে পাওয়া
সেনরাজগণ কর্ণাট ক্ষত্রিয় বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।—অপর এক খানি
শিলালিপিতে লিখিত আছে,—বল্লাল সেনের 'প্রপিতামহ সামন্ত সেন
মহা বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি—

"দুর্ব্বৃত্তানাময়মরিকুলাকীর্ণ কর্ণাটলক্ষ্মী
লুণ্ঠকানাং কদনমবনোত্তাদৃগেকাঙ্গবীরঃ।"

কর্ণাট-লক্ষ্মী লুণ্ঠনকারী দুর্ব্বৃত্তগণের কদন বিধান করিয়াছিলেন।
বঙ্গ-রাজমালার লেখক বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি, এ, মহাশয় এই
প্রমাণ এবং বিহ্লন দেবের বিক্রমাঙ্ক চরিত ও কহ্লন করিব রাজ-তর-
ঙ্গিণী উপর নির্ভর করিয়া স্থির করিয়াছেন,—কল্যাণের চালুক্য রাজগণের
রাজ্য কর্ণাট রাজ্য। এই চালুক্য রাজবংশেই বল্লাল সেন বিবাহ করিয়া-
ছিলেন। সুতরাং এই চালুক্য বংশের দৌহিত্র বল্লাল পুত্র লক্ষণ সেনের কর্ণাট
রাজ বংশ অলঙ্কৃত করার কথা সম্পূর্ণ সার্থক।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত নাসিক (পঞ্চবটী) নগরের কিয়দ্দূরবর্ত্তী
পাণ্ডু লুনামঠ (Loona Cave) অতি প্রাচীন বৌদ্ধাশ্রম। এই স্থানে যে সকল
শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার দুই এক খানিতে সেনবংশের কিঞ্চিৎ
পরিচয় দৃষ্ট হয়। তাহার একখানিতে লিখিত আছে—

"বঙ্গাধীশ্বরো বল্লালঃ করণঃ।"—ইত্যাদি

আর একখানিতে লিখিত আছে :—

"ব্রাত্যক্ষত্রিয় কুলেশ্বর বল্লাল নাম বঙ্গেশ্বর।"—ইত্যাদি।

কবি গোপতি ভট্ট তদীয় বল্লাল চরিত গ্রন্থে কায়স্থদিগকে পুনঃ পুনঃ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মনু-সংহিতার করণ ও কায়স্থ একই। মনু-সংহিতার সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার কুল্লুক ভট্ট তদীয় ভাষ্যে ইহা সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে, বল্লাল সেন কায়স্থ এবং বঙ্গীয় কায়স্থগণ মহাভারত-বর্ণিত চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় হইতে বিভিন্ন নহে।

যজুর্ব্বেদ, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, মৃচ্ছকটিক নাটক, কাশ্মীর রাজ-তর… প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রখ্যাত গ্রন্থে কায়স্থ জাতির উল্লেখ আছে। প্রা… ইতিহাসাদিতেও দৃষ্ট হয়, বহুদিন হইতে কায়স্থ জাতি বঙ্গদেশে রাজ… রাজত্ব করিতেছেন। পালবংশ ও সেনবংশ ব্যতীতও রায় উপাধিধারী … জন, সিংহ উপাধিধারী তিন জন, নন্দী উপাধিধারী সাত জন, দত্ত উপাধি… চারি জন, দাস উপাধিধারী ছয় জন এবং ভৌমিক উপাধিধারী ছয় জন … রাজা বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছেন। ইহাতে নূতনত্ব বা বিশেষত্ব … নাই ;—রাজার জাতি রাজত্ব করিয়াছেন, ইহাই ত সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

বাঙ্গলার ইতিহাসে আমরা বুদ্ধিমৎ খাঁ, কালিদাস নন্দী, কৃ… প্রতাপাদিত্য, দলপতি রায়, চন্দ্রদ্বীপাধিপতি ভবানন্দ রায়, রামচন্দ্র রায়, … রায়, সীতারাম রায়, পাতালভেদী, শিবচন্দ্র বিশ্বাস, বসসিংহ, ভূ… নারায়ণ দত্ত, কর্কট নাগ, মুকুটমণি প্রভৃতি কায়স্থ-জাতীয় রাজার … দেখিতে পাই। ভৌমিক উপাধিধারী পূর্ব্ব-বঙ্গীয় ছয় জন কায়স্থ রাজার … সর্ব্বজন-বিদিত। এ সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল।(৩)

বন্ধু।

(শ্রীবিজয় গোপাল সরকার বর্ম্মা)।

"রঘুরাম,—ওরফে বাবুরাম,—ওরফে শিবরাম, গত ৩ বৎসর কাল… দস্যুবৃত্তি এবং হত্যাদি দ্বারা সর্ব্বসাধারণের মনে বিষম ভীতি উৎপাদন ক… লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই বিজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, যে … ব্যক্তি তাহাকে জীবিত কিংবা মৃতাবস্থায় লইয়া আসিতে পারিবে, তাঁ… ১,০০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। ইতি

অনুমত্যানুসারে

শ্রীরাজীবলোচন।

উপনিবেশ সমূহের প্রধান কর্ম্মচারী।

(৩) বর্ত্তমান প্রস্তাব সম্বন্ধে লেখক মহাশয় গত বৎসরের 'আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা' পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছেন।

…চিত্তে এক ব্যক্তি বৃক্ষসংলগ্ন বিজ্ঞাপনটী পাঠ করিতেছিল। …অনুমান ৩৫ বৎসর, দীর্ঘাকৃতি, পরিধেয় বসনের বিশেষ কোন… বহুদিন ক্ষৌরকার্য্য অভাবে মুখখানি শ্মশ্রুরাজি পরিপূর্ণ। …তে বিজ্ঞাপনের শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া, লোকটী নীরবে কি… লাগিল। তখন সন্ধ্যার ম্লান ছায়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া …বনরাজি ও দূরস্থিত পর্ব্বত-গাত্রে যেন একখানা কাল আবরণ …রিতেছিল। ক্বচিৎ কোন পর্ব্বত-শিখরে দু'একটী ক্ষীণ আলোক …ছিল।—অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত লোকটী স্থির ভাবে কি ভাবিতেছিল। …লইয়া কৃষ্ণ-বসনে রাত্রি আসিল,—তাহার সম্মুখের লেখাগুলি …ষ্পষ্টতর হইতে লাগিল,—আর ভাল দেখা যায় না; কিন্তু তবু …নাই; কি যেন একটা সম্মোহিনী শক্তি তাহাকে সেই স্থানে …তেছিল,—সে যেন লেখাগুলি হইতে তাহার দৃষ্টি অপসারিত …রিতেছিল না। তাহার সম্মুখে জ্বলন্ত অক্ষরে ভাসিতেছিল— …সমন্বিত তিনটী বাক্য,—আর অন্তঃস্থলে জাগিতেছিল—দূর …একটী স্নিগ্ধ বাল্য দৃশ্য!

…দিনের কথা। জীবন-নাট্যের প্রথম অঙ্ক তখনও শেষ হয় নাই,— …চিত্তে তখনও সংসারের তপ্ত-শ্বাস স্পর্শ করে নাই। বাল্য-কালের …রাজ্যে যখন সে রাজীব লোচনের সহিত প্রফুল্ল মনে বিচরণ …দু'জনার মধ্যে বড়ই প্রণয় ছিল।—এক সঙ্গে স্কুলে গমন, …বৈকালিক ভ্রমণ, এক সঙ্গে নদীতে সন্তরণ,—এইরূপে কত বাল্য- …মধ্যে শৈশবের সুখময় দিনগুলি কত দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছিল— …তাহারা লক্ষ্য করিতে অবসর পায় নাই। তার পর প্রথম …আশা লইয়া দুই জনে এক সঙ্গে বিদেশ যাত্রা,—ঘটনা বিপর্য্যয়ে …পথে দুই জনে বিভিন্ন দিকে গমন ও রাজীবের সহিত বিচ্ছিন্ন …—সে যেন দূর অতীতের আনন্দ ও বেদনাময় এক স্বপ্নরাজ্য! তার পর …কাটিয়া গিয়াছে,—উভয়ের জীবন-স্রোত সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে …ইয়াছে,—দুর্নিবার ঘটনা নিচয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে সে স্রোতে কত …রচনা করিয়াছে। রাজীব,—নিজের কৃতিত্ব ও সৌভাগ্যের বলে

উপনিবেশ সমূহের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী; আর সে?—না,—তাহা ভাবা যায় না!

"জীবিত কিংবা মৃত!"—এও কি সম্ভব? তাহার বাল্যবন্ধু, তাহার সহপাঠী,—এত উদার, এত কোমল!—সে চাহে—তার প্রাণ? সব ভুল! সব ভ্রান্তি!

বনের মাঝে জোনাকী গুলি জ্বলিতেছে,—ঝক্ ঝক্ করিয়া তাহাদের আলোগুলি পুঞ্জিতা লতিকা মস্তকে হীরার হার জড়াইয়া দিতেছিল। উর্দ্ধে আকাশে সংখ্যাতীত নক্ষত্ররাজি ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠিতেছে,—দূরে পর্ব্বত উপরে বৈশাখী মেঘ সজ্জিত হইতেছে,—প্রকৃতির অস্বাভাবিক নীরবতা যেন ঝটিকার অবশ্যম্ভাবী আগমন সূচিত করিতেছে;—তবুও তাহার কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। সহসা বনমধ্যে শৃগালকণ্ঠে কর্কশ রব উত্থিত হইল, সে রব তাহার কর্ণে বড়ই বিসদৃশ লাগিল,—সহসা বিজ্ঞাপন হইতে চক্ষু ফিরাইয়া সে আকাশের পানে চাহিল; শ্রান্ত ধরণী গাত্রে তখন রাত্রির নিবিড় যবনিকা পড়িয়া গিয়াছে।

সহসা কি ভাবিয়া জীর্ণ ও মলিন কোটের পকেটে হাত দিয়া, সে কি পরীক্ষা করিল। যাহা খুঁজিতেছিল,—তাহা পাইয়া আশ্বস্ত হইল। একবার তখন চতুর্দ্দিকে সশঙ্কিত দৃষ্টিপাত করিয়া দূরের শ্রেণীবদ্ধ কয়েকটী আলোক রশ্মির দিকে সে দৃঢ় পদে চলিতে আরম্ভ করিল। তাহার পাদুকাঘাতে কত উপল খণ্ড দূরে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। অসমতল কঙ্করময় রাস্তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্তে কয়েকবার তাহার পদ স্খলিত হইল; কিন্তু তাহাতে সে ভ্রুক্ষেপ করিল না; তাহার গন্তব্য স্থানে যেন তাহাকে আকর্ষণ করিতেছিল;—সেই আলোক রশ্মিই তাহার একমাত্র লক্ষ্য।

সহসা ঘনীভূত অন্ধকার রাশি বিদীর্ণ করিয়া একটী কঠোর স্বর শ্রুত হইল—"কে যায়?"

সে চমকিয়া উঠিল; একবার পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কি ভাবিল।—আবার নৈশাকাশ ভেদ করিয়া, শব্দ আসিল—"কে যায়?"—বক্তা একটু নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।

এবার সে আর দ্বিধা করিল না,—দৃঢ় পাদ বিক্ষেপে বক্তার সমীপবর্ত্তী

সংযত স্বরে বলিল—"আমি একবার রাজীব বাবুর সহিত এখনই সাক্ষাৎ করতে চাই; তাকে খবর দেও, তার বাল্যবন্ধু—অজিত বাবু দেখা করতে এসেছেন।"

প্রহরী আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিল; গাঢ় অন্ধকারে তাহার মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাইল না; কিন্তু যে প্রধান কর্ম্মচারীর বাল্যবন্ধু হইতে স্পর্দ্ধা করে, তাহার বেশ ভূষার বিশৃঙ্খলতা সে লক্ষ্য করিল; সন্দেহ সূচক বিশেষ কিছু দেখিতে না পাইয়া, অপর এক জন সিপাহিকে ডাকিয়া, আগন্তুকের বক্তব্য বলিল।

দ্বিতীয় প্রহরী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহাকে একটু দেখিল; কিন্তু "বাল্য-বন্ধু" কথাটীতে যেন তাহার সকল সন্দেহের অবসান হইল, সংক্ষেপে বলিল—"যান।"

২

শ্রেণীবদ্ধ বহুসংখ্যক তাঁবু, তন্মধ্যে একটী অতি বৃহৎ; রুদ্ধ দ্বার দেশে এক পাহারী দণ্ডায়মান ছিল। দ্বিতীয় সিপাহি, সমভিব্যাহারী আগন্তুককে দেখিয়া বলিল—"হুজুরকে খবর দেও,—তাঁর বাল্যবন্ধু অজিত বাবু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাহেন।"—প্রহরী বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁবুর দরজা উঠাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

আগন্তুকের হাত দু'খানি তখনও পকেটের মধ্যে রহিয়াছে, যেন ইহার উপরই তাহার জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে। সে প্রতিক্ষণেই আশঙ্কা করিতেছিল,—এইবার তাঁবু মধ্য হইতে একটি কঠোর আদেশ বাণী শ্রুত হবে, নিমেষ মধ্যে তাহার স্বাধীনতা অপহৃত হইবে। হউক,—ক্ষতি নাই!—সে তো প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছে!

দুই চারি ফোটা বৃষ্টির জল পড়িল, দূরে ঝটিকার শব্দ শ্রুত হইল, সহসা আকাশ উদ্ভাসিত করিয়া বিজলি চমকিল,—ক্ষণিকের জন্য দিগ্‌মণ্ডল প্রকাশিত করিয়া ভীষণ বজ্র নির্ঘোষের সহিত মুসল ধারায় বৃষ্টি আসিল।—আর সে অপেক্ষা করিবে না,—কাহারও অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই, তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিবে;—তার পর,—

সহসা দ্বার খুলিয়া গেল। তাঁবুর মধ্যের তীব্র আলোক-রশ্মি আগন্তুকের সমুদয় শরীরটা সুস্পষ্ট করিল। সমভিব্যাহারী প্রহরী তাহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল!—এ কে?

আলোক রাশি আবৃত করিয়া দীর্ঘাকৃতি, সৌম্য-দর্শন রাজীব লোচন দুই বাহু প্রসারিত করিয়া উচ্ছ্বাসে ও সানন্দে বলিল—"কে! অজিত! এস, ভাই এস।—বৃষ্টিতে কেন? ভিতরে এস।"—প্রসারিত হস্তের একটী প্রবল আকর্ষণ,—তার পর আগন্তুক তাঁবুর মধ্যে উপস্থিত হইল।

তাহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া রাজীব বলিল—"একি! তুমি যে একেবারে ভিজে গিয়েছ?—যাও, পাশের কামরায় যাও। আল্‌নায় সমস্তই পাবে, এখনই কাপড় ছেড়ে ফেল।"

মন্ত্রমুগ্ধবৎ অজিত পাশের কামরায় প্রবেশ করিল, দেখিল—আল্‌নায় আবশ্যক বস্ত্রাদি সজ্জিত রহিয়াছে। বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করিতে করিতে হতভাগার মনোলোকে কত কি উদয় হইতে লাগিল।—"তবে কি প্রসিদ্ধ গুণ্ডা রঘুরাম, ওরফে বাবুরাম, ওরফে শিবরামই যে রাজীবের বাল্যবন্ধু অজিত, তাহা কি রাজীব বুঝিতে পারে নাই?"

সহসা পার্শ্বের ঘরে একটী স্বর শুনা গেল,—কে যেন বলিতেছে—"হুজুর! রামদীন বলছে, যে লোকটী হুজুরের কাছে এসেছে, সেই প্রসিদ্ধ গুণ্ডা রঘুরাম!"

নিয়তি!—নিয়তি!—হতভাগা চমকিয়া উঠিল।—তবে আর কেন? এইবার নিশ্চয় তাহাকে ধৃত করিবার কঠোর আদেশ শুনিবে! সে দৃঢ় মুষ্টিতে পকেটের পিস্তল দুইটী ধরিল।—না!—এইবার অপেক্ষা না করিয়া সে স্বয়ং আত্ম পরিচয় দিবে।

পার্শ্বের ঘরে রাজীবের উচ্চ হাস্য শুনা গেল; রাজীব বলিল—"বটে! রামদীনের মাথায় কিছু ছিট আছে নাকি? তা না হলে, আমার ছেলে বেলার বন্ধু অজিতকে বলে কি না—রঘুরাম!"—রাজীব আবার উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।

সসম্মানে সিপাহি বলিল—"হুজুর! রামদীনের ভুল তো কখনও দেখা যায় না। বিশেষতঃ, এক বৎসর পূর্ব্বে সেই একা রঘুরামকে প্রায় ধরিয়াছিল। ভুল হওয়া অসম্ভব।"

এবার আর রক্ষা নাই!—আগন্তুক দৃঢ় পদে অপর কামরার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।—সহসা রাজীবের কণ্ঠস্বর শুনিল—"আচ্ছা, যখন পদোন্নতির সময় আসবে, আমি রামদীনের কার্য্য-দক্ষতার কথা মনে রাখব।—আমার বন্ধু সম্প্রতি কিছু আর্থিক কষ্টে পড়েছেন কিনা,—তাই বেশভূষার পারিপাট্য নাই। দেখ,—আমাদের দু'জনের খাবার দিতে বল,—দেরী না হয়, আমার বন্ধু পরিশ্রান্ত।"

প্রহরী চলিয়া গেল।

"অজিত, ভাই! কাপড় ছাড়া হয়ে থাকলে, এ ঘরে এস।—খাবার এসেছে।"—সে আহ্বান কত মধুর,—যেন স্কুলের ছুটির পরে, সেই বন্ধু তাহাকে খাবার খাইতে আহ্বান করিতেছে!—হতভাগার মনে একটী শান্তির প্রবাহ বহিয়া গেল। সে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অন্য ঘরে গেল।

৩

দুই জন খাইতে খাইতে নানা বিষয়ের কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। সহসা রাজীব বলিল—"আরে ভাই! ব্যাপার শুনেছ? একজন সিপাই বলে কিনা, তুমি নাকি রঘুরাম?"—রাজীব হোঃ—হোঃ—করিয়া হাসিতে লাগিল।

অজিতের বুকের মধ্যে একবার কাঁপিয়া উঠিল; সে নির্ব্বাক হইয়া রাজীবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার কথা বলিবার শক্তি রহিল না।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর, রাজীব বলিল—"সেই ছোট বেলার কথা মনে আছে তো?—তোমাদের বাড়ীর ধারের সেই জঙ্গলে আমরা ডাকাতের খেলা করতেম! ওঃ—কি দুষ্টই ছিলেম আমরা!—আবার, মনে আছে তো,—যখনই কোন লোক দেখতেম, তখনই আমাদের তীর-ধনুকগুলো লুকাতেম?—এটা কিন্তু সত্যিকার ডাকাতেরও নিয়ম!"—অতীতের সেই মধুর স্মৃতি মনে পড়ায়, রাজীব আবার উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।

অজিত সহসা হাতের গ্রাসটী রাখিয়া বলিল—"তুমি যদি সব জান্তে"—তাহার স্বরে, সে নিজেই চমকিয়া উঠিল ;—এ স্বর যেন তাহার নহে,—এ স্বরে যেন কাহারও মর্ম্মের আর্ত্ত হাহাকার কাঁপিয়া উঠিতেছে।

একটু অন্যমনস্ক ভাবে রাজীব উত্তর করিল—"কি আর জান্‌ব ভাই ?—এখন সে ছেলে-বেলার দিন ফুরিয়ে গিয়েছে,—এখন রক্ত-মাংসে গড়া, প্রকৃত একটা ডাকাত নিয়ে খেলা করছি।"—একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিল—"সেই রঘু ডাকাত কি আর এ অঞ্চলে আছে ? কোন্ বনে জঙ্গলে লুকিয়ে রয়েছে।"

বাম হাত খানি পকেটের মধ্যে রাখিয়া অজিত বলিল—"যদি সত্যিই তুমি রঘুরামকে লুকিয়ে রাখ ?"

"জ্ঞাতসারে ?—চাকুরী যাওয়া তা হলে তুচ্ছ কথা, আমার জেল হওয়াও নিশ্চয় ! অপরাধটী তো কম নয় !"

"আর যদি তাকে ধরাইয়া দিতে পার, তবে তোমার পদোন্নতি নিশ্চয়ই !"—অজিতের কণ্ঠে একটু বিদ্রূপের ভাব ফুটিতেছিল।

"সে কথা আর বল্‌তে ?—কিন্তু তাও সম্ভব নয় ; কারণ, আমি খবর পেয়েছি—সে এ অঞ্চলে আদৌ নাই।—খাও ভাই !—কত দিন পরে আবার এক সাথে বসে খাচ্ছি।"—রাজীবের স্বর যেন একটু কাঁপিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ নীরবে আহার করিবার পর অজিত সহসা বলিল—"তোমার বোধ হয় বিশ্বাস—রঘুরাম প্রকৃতই গুণ্ডা।"

তাহার দিকে একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া রাজীব বলিল—"না বিশ্বাস ক'রে কি করি ?:বিশেষতঃ, তার জন্য একটা বিজ্ঞাপনও বের করতে হয়েছে।"

"ভাই, তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না। কিন্তু আমি জানি, তার উপর যতগুলি অপকর্ম্মের বোঝা দেওয়া হয়েছে,—তার অর্দ্ধেকও সে করে নাই।—তার নিতান্তই কুগ্রহ ! তাই অপরের অপরাধ তার ঘাড়ে চাপান হয়েছে।"

রাজীব মুখখানা অজিতের খুব কাছে লইয়া বলিল—"আমি তার সমস্ত অপরাধই মার্জ্জনা করতে পারি,—কিন্তু সেই যে সুবাই পাহাড়ে একজন বৃদ্ধার খুনের কথা শুনেছি,—সেইটী যেন আমায় বড়ই ব্যথা দিচ্ছে।"

...কথায় জোর দিয়া অজিত বলিল—"ভাই ! আমি দৃঢ় করে ...—মানে,—যদি সেই রঘুরামকেই জিজ্ঞাসা কর, সেই বলবে,—...খুন করে নাই।—না, ভাই !—তার অধঃপতনের সীমা নরহত্যা ...া নাই—"

...ভাবে একটী নিশ্বাস ফেলিয়া রাজীব বলিল—"হতভাগাটাকে কোন ...পথে চালিত করা যায় নাকি ?"

...পথে চালিত করবে,—তাকে ?—তাও কি সম্ভব ? সে যে মানুষের ...আসতেও ভয় পায়।"—আশা ও নিরাশার মধ্যে তখন অজিতের প্রাণ ...লিল।

...য, আমি বলি কি,—সে এক কাজ করুক না কেন ? কিছু টাকা ...করে, বোম্বে গিয়ে আফ্রিকা কিম্বা আমেরিকা যা'ক ; সেখানে গিয়ে ...জীবনের সূত্রপাত করুক। আমার বিশ্বাস, ক্ষেত্র পেলে, তাকে দিয়ে ...সংকাজ হতে পারে।—সৎভাবে থাক্‌লে তার জীবনের অবশিষ্ট ...লো সে ভাল ভাবেই কাটাতে পারিবে।—উঃ—কি বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল !—...কি আজ রাত্রে এখানেই থাকবে ?"

...একটা দমকা বাতাস তাঁবুটাকে কাঁপাইয়া দিল ; প্রবল বেগে বৃষ্টি পতনের ...উভয়ের কর্ণে প্রবেশ করিল। তাঁবুর মধ্যে একটা আরাম ও সুখের ...ফুটিয়া উঠিতেছিল,—বাহিরে প্রকৃতির তাণ্ডব পূর্ণবেগেই চলিতেছিল।

...অজিত দৃঢ়স্বরে বলিল—"না, ভাই ! আমার একটা চাকুরী পাবার কথা ...; কাল সকালেই এক জনের সাথে দেখা করতে হবে, সে অনেকটা ...—আর দেরী করলে চলবে না"—একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিল—"...বিশেষতঃ—এখন আমার পক্ষে প্রতি মুহূর্ত্তই মূল্যবান।"

দুই জন উঠিয়া হাত মুখ ধুইল।

৪

"এক কাজ কর ভাই ! আমার নিজেরই দুইটী ঘোড়া আছে ; একটা ...আমায় দিচ্ছি,—চাকুরী পেলে সুবিধামত তার দাম দিও।—তুমি একান্তই ...,—তা' না হলে, তোমায় কি ছাড়তে ইচ্ছা করে ?—হ্যা, দেখ,—তুমি ...জান,—আমার সংসারে বড় কেহ নাই,—যা' রোজগার করি,—

তা শুধু জমেই। এই দেখ না।”—তাড়াতাড়ি একটী বাক্স টানি
তন্মধ্যস্থিত রাশিকৃত নোটের তাড়া দেখাইয়া রাজীব বলিল—“আচ্ছা বল দে
এত টাকা এই জঙ্গলে বসে কি করব? আমি বলি কি,—তুমি একটা
কর, এই নোট গুলো তুমি নাও।—একি? অমন করছ কেন?—
কেন?—তুমি কি জান না ভাই, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই।—
নাও।”—৫।৬ তাড়া নোট অজিতের আড়ষ্ট হাতের মধ্যে গুজিয়া দিয়া রাজী
আবার বলিল—“সুবিধা মত শোধ দিও।—সিপাই!”

একজন সিপাহি আসিল। রাজীব বলিল—“আমার কালো ঘোড়া
আমার বন্ধু কিনলেন,—সেইটা এখনই সাজিয়ে দিতে বল।—আমার সাদা
টাও সাজাও; ইনি এখনই যাবেন,—আমিও ওর সাথে খানিকটা যাব
—সেলাম দিয়া সিপাহি প্রস্থান করিল।

দুইটী ঘোড়া সজ্জিত হইয়া তাঁবুর সম্মুখে আসিল, অজিত নীরবে রাজীবের
সহিত ঘোড়ায় চড়িল;—তখনও পর্ব্বত গাত্রে অজস্র ধারায় বারিবর্ষণ
হইতেছিল, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিয়া তাহাদের গন্তব্য পথ দেখাই
দিতেছিল,—ঝটিকাবেগে পথের দ্বিপার্শ্বস্থিত বৃক্ষরাজি কাঁপিতেছিল।

প্রায় ২ মাইল চলিয়া আসিবার পর, রাজীব থামিল; দেখাদেখি অজিতও
ঘোড়ার রাশ টানিল। একটী রাস্তা দেখাইয়া রাজীব বলিল—“এই রাস্তা
বরাবর কারাচী পর্য্যন্ত গিয়াছে।—তবে আসি ভাই!—মনে রেখো!”—
তাহার স্বর একটু কাঁপিয়া উঠিল।

এই বাল্য-বন্ধু! ইহাকেই সে আসিয়াছিল হত্যা করিতে?—একি স্বপ্ন!
অজিতের কথা কহিবার শক্তি ছিল না,—অতি কষ্টে আর্দ্র কণ্ঠে সে বলিল—
“রাজীব,—ভাই! তোমায় কি বলব—”

“কিছু বল্‌বার দরকার নাই! আমি কে তা জান তো?—উপনিবেশের
প্রধান কর্ম্মচারী! এই ধর,—যদি সেই হতভাগা রঘুরামকে এখন পাই,—
তবে তাকে ধরিয়ে দিতে আমি বাধ্য!”

“রঘুরাম আজ থেকে মরেছে ভাই! আর তার নামও তুমি শুনতে পাবে
না!—সে এখন প্রকৃত মানুষ হ’তে চেষ্টা করবে।”

অন্ধকারে দূরে দৃষ্টিপাত করিয়া রাজীব বলিল—“তাই হোক ভাই!—

...ন, তাই হোক। সর্ব্বদা ভগবানে বিশ্বাস রেখো, তিনি মঙ্গলময়,—
...সৎকার্য্যে মঙ্গল দান করেন। সৎ সংকল্পে থেকো, মনে অসীম
...—এস তবে, চিঠি লিখো।”

...আলিঙ্গন;—তার পর রাজীব ঘোড়ার পিঠে কষাঘাত করিয়া
...মিশিয়া গেল। অজিত অনেকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিল;
...বৃষ্টি তাহাকে প্লাবিত করিতেছিল—কিন্তু সে দিকে সে ভ্রুক্ষেপ
...না। সে দেখিতেছিল—এক খানি স্নিগ্ধ মুখ, তাহার কাণে
...—কয়েকটী আশার বাণী,—আর মস্তকে ঝরিতেছিল—একটী
...আশীর্ব্বাদের পুণ্য ধারা।

...বাল্য-বন্ধু!—ভগবান! ভগবান! হৃদয়ে বল দাও!”—অন্তঃস্থল-
...একটী সুদীর্ঘ শ্বাস,—কয়েক বিন্দু তপ্ত অশ্রু জল; তার পর,—দূরে
...তীর বেগে ঘোড়া ছুটাইল।

বিবিধ।

(সম্পাদক)।

(ক) উপনয়ন:—

বিগত ৩রা আশ্বিন রবিবার বিক্রমপুরস্থ বাসাইল গ্রামের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত
...মদনমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ের তন্ত্রধারকত্বে ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত
...চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পৌরহিত্যে, বিক্রমপুর হাসড়া নিবাসী ৺শ্রীশচন্দ্র
...র দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান সুধীরচন্দ্র গুহের ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহের
...পুত্র শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র গুহের উপনয়ন কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে।

(খ) শ্রাদ্ধ:—

বিগত ২৫শে ভাদ্র তাড়াশের ভূম্যধিকারী শ্রীল শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশভূষণ রায়
...তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশ দিবসে ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন করিয়াছেন।
...শ্রাদ্ধ উপলক্ষে স্থানীয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণ
...পণ্ডিত মণ্ডলীতে অন্যূন দশ সহস্র লোকের সমাবেশ হইয়াছিল।

(গ) অন্যান্য :—

কায়স্থ সভা।—বিগত ৭ই আশ্বিন সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় টাউ… সেরপুরের তালুকদার শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র নাগ মহাশয়ের ভবনে কা… জাতির একটী সভা হইয়াছিল। উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক, ছাত্র … অন্যান্য প্রায় শতাধিক কায়স্থ ভদ্র মহোদয়গণ সভায় যোগদান করিয়াছিলে… শ্রীযুক্ত মনোমোহন দেব বি, এস, সি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করি… বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বিস্তারিত … প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাল বক্তৃতায় উপনয়নের আবশ্যকতা বিশদ ভাবে বুঝা… দিয়াছিলেন। উপসংহারে শ্রীশ বাবু বলিয়াছেন্ যে, সেরপুরের কায়স্থ … নাগবংশই প্রধান। এই বংশের আদি বাসস্থান চন্দ্রদ্বীপ বাকলার অন্ত… কড়াপুর গ্রাম। উক্ত গ্রামের স্বনাম ধন্য শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র নাগ ও শ্রীযু… বিজয়চন্দ্র নাগ মহোদয়গণ যদি এ বিষয়ে উদাসীন থাকেন, তবে তাঁহাদে… অভাবে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ কখনই এরূপ সুযোগ পাইবেন না।— রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

…খণ্ড। { কার্ত্তিক, ১৩২৭ সাল। } ৭ম সংখ্যা।

আগমনী।

(শ্রীদেবেন্দ্রমোহন গুপ্ত)।

…ঐ ত আবার দিঙ্মণ্ডল সুপ্রসন্ন, বালার্ক কিরণে অভিনব তরুণতা, দিবা… …লীর সন্ধিলগ্ন অপূর্ব্ব মাধুরীময়! তড়াগে তড়াগে কলহংস নাদে কাহার …মন সূচিত হইতেছে? গাভীগণ—"হা অম্ব! হা অম্ব!"—রবে কাহার …পথ চাহিয়া আছে? কুমুদ-কহ্লার-পদ্মদল কাহার অভয় চরণ স্পর্শ …র জন্য ঊর্দ্ধ মুখ হইয়া আছে? শেফালিকা পুঞ্জে একি পুণ্য গন্ধ! …বিল্বদল আগ্রহে কম্পিত কেন? বিশ্ব-হৃদয়ে এ কি মহা প্রতীক্ষা! …বক্ষে এ কি পুলক স্পন্দন রে!

…য়ি সর্ব্বান্তর-শায়িনি! সর্ব্বভূতান্তরাত্মে! সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মে! বিশ্ববীজ-… সনাতনি! মহামায়ে!—এ ভারত কত কাল সমাধি পথে তোমার …স্বামী পরা প্রকৃতির সন্ধান পাইয়াছে! কত যুগ, কত যুগান্তর ধরিয়া সে …মার অপরা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া জবা বিল্বদলে এই বাহ্য পূজায় নিযুক্ত …ছে! আর অনাদি যুগ হইতেই তো জননী, ভগিনী ও সহধর্ম্মিনী রূপা …মার চরণে আত্ম নিবেদন করিয়া ভারত ধন্য ও কৃতার্থ হইতেছে! মা …! মূলাধার হইতে সহস্রার দল পর্য্যন্ত পদ্মে পদ্মে সে তোমার চরণ স্পর্শ …করিয়াছে, দেশ-কাল নাম রূপের অতীত তোমার মহা সত্তা অন্তরে

অনুভব করিয়া ও বহিরিন্দ্রিয় সাহায্যে তোমার ভাবঘন মূর্ত্তিটী নিরীক্ষণ করিতে তাহার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিল ; যে চক্ষু তোমার দর্শন পথে সহায় হয় না ; প্রাণের আকুলতায় ভারতের বীর তীক্ষ্ণ শরাঘাতে সে জড় চক্ষু উৎপাটন করিতে গিয়াছিল ; আবার তোমার দর্শন লাভে অধীর হৃদয়, ভারতের সর্ব্ব ত্যাগী সাধক, সুষুপ্ত বিশ্ব বুকে মহা নিশায় শিবাদলের বিকট চীৎকার পিশাচ পিশাচী কুলের তাণ্ডব নৃত্য এবং ভৈরব অট্ট হাসির মধ্যে এ শবাসনে অন্তশ্চর-বায়ু নিরোধপূর্ব্বক কতকাল তোমার মহা সাধনায় নিযুক্ত আছে !

হে অম্ব ! কতবার তুমি আসিয়াছ, ভক্তের আকুল ক্রন্দনে কতবার তোমার অব্যক্ত অরূপ সাগরে রূপের প্রতিমা স্ফুরিত হইয়াছে, মাতৃগত-প্রাণ সাধকের—'মা মা'—রবে অধীর হইয়া বরাভয়-প্রদা মূর্ত্তিতে আকুল হৃদয়ে ছুটিয়া আসিয়া কতবার তুমি স্নেহাঞ্চলে সন্তানের অশ্রু মুছাইয়া দিয়াছ !—জননি ! কত রামচন্দ্র, কত শ্রীমন্ত, কত রামপ্রসাদ, কত সর্ব্বানন্দ, কত রামকৃষ্ণকে তুমি অঙ্কে ধারণ করিয়াছ ; ঐ পাদপদ্মে বিলুণ্ঠিত কত ভাগ্যবানের শির তোমার মঙ্গল হস্তের স্নেহ স্পর্শে শান্তি লাভ করিয়াছে। ভারতের বক্ষ হইতে ও রাতুল চরণ চিহ্ন তো কখনও বিলুপ্ত হয় নাই !

বহু বার যদি আসিয়াছ জননি ! তবে আর একবার এস মা !—এস মাতা এস দেবি ! এস সত্যপাতক-সংহন্ত্রী ! সন্তান-পালিনি ! দীন-দুঃখহরা ঐ মা ! অশ্রুধারায় ও চরণ যুগল ধৌত করিয়া দিই। ভারতে আজ অশ্রুধারার তো বিরাম নাই ! এস সর্ব্বার্থসাধিকে ! হৃৎপদ্ম শূন্য পড়িয়া আছে !—মা ! ভারতবাসী আজ হৃতসর্ব্বস্ব, বিরাট শূন্যতায় ভারতের হৃদয় মুমূর্ষু প্রায় হইয়া আছে। এস পরিপূর্ণে ! এই মহাশূন্য পরিপূর্ণ করিয়া বস। এস ইষ্ট দেবি ঐ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর পূজিত পদ যুগল আমাদের ললাট দেশে স্পর্শ করি, ঐ চির-শীতল সর্ব্ব সন্তাপহর পাদ যুগ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনটি দিনের জন্য হৃদয় জুড়াই মা !

আনন্দময়ি ! কি দেখিতে আসিতেছিস্ মা ? তোর সে সাধের পিত্রালয় যে নিরানন্দে মুহ্যমান। চিদানন্দময়ি ! তোর পিত্রালয়ে আর ত পাখী আনন্দের গান গায় না, তোর শৈশবের ক্রীড়া প্রাঙ্গনে আর তো তেমন শিশুর

কলধ্বনি শুনিতে পাই না, আর ত তেমন চঞ্চল চরণে রুণুঝুনু নূপুর বাজে না মা ! নিত্য অভাবের তাড়নায় এখানে স্নেহে অভিসম্পাৎ, ... বিভীষিকা, মহত্ত্বে অবিশ্বাস এবং জীবনে দুঃস্বপ্ন উপস্থিত ; নৈরাশ্যের ... দহনে—স্নেহ, প্রেম, শ্রদ্ধা ও প্রীতির উৎস যে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে মা ! ... এস অম্বিকে ! দেখিবে এস। অই দেখ, তোমার কোটী কোটী সন্তানের অকাল মরণ, অই দেখ তোমার লক্ষ লক্ষ অনশন-ক্লিষ্ট ছিন্ন-বেশা মাতার যন্ত্রণা ক্লিষ্ট মুখচ্ছবি, অই দেখ দেখ, তোমার কোটী কোটী বৃদ্ধ পিতার "মহাক্ষীণ দীন জরা রোগ যুক্ত" লোল কম্পিত ... ;—আর অই শোন—আর্ত্তের চিৎকার, ব্যাধি প্রপীড়িতের হাহাকার। শুনিতে কি পাও জননী ! এই বিরাট, বুভুক্ষিত, মুমূর্ষু জাতির আর্ত্তনাদ ? দয়াময়ি ! বুঝিতে কি পার মা, কি আগুনে আমরা দিন দিন জ্বলিতেছি ? সর্ব্বান্তরযামিনি ! জানিতেছ কি যে, এ কোটী কোটী বক্ষ মধ্যে কি তুষানল হু হু করিয়া জ্বলিতেছে ? মা করুণাময়ি ! এক এক সন্তানের ক্রন্দনে তোর কোমল হৃদয় বিগলিত হইয়া করুণার ধারা প্রবাহিত হইত, আর আজ এই কোটী কোটী বক্ষ পঞ্জর ভেদ করিয়া উন্মত্ত আবেগে আকুল উচ্ছ্বাস ছুটিতেছে, কোটী কোটী ললাট যে অধীর আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইতেছে, এতেও কি পাষাণি ! তোমার মাতৃবক্ষে স্নেহের স্পন্দন জাগিতেছে না !

মা ! আর তো চলে না, জাতির এ জীর্ণ জীবন-তরি আর তো অগ্রসর হইতে পারে না ; প্রলয় সাগর যে ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে ইহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। মা, ভাবিয়াছি ; ভাবিতে ভাবিতে দেহ অবসন্ন হইয়া পড়ে, অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসে। ভাবিয়া শুধু বুঝিয়াছি, ভাবনা-স্রোত ঠিক পথে চলিতেছে না ; যে পথের শেষে মুক্তির উষালোক দেখা দিবে, এ সে পথ নহে। এ ভাবনা শুধু কর্ম্মহীন ব্যর্থ হাহাকারে পর্য্যবসিত হইতেছে মা। মা, তোমার লক্ষ লক্ষ তরুণ যুবক-সন্তানের মধ্যে এমন তীব্র কর্ম্মের প্রেরণা আনিয়া দাও, যাহাতে চিরভ্যস্ত সংকীর্ণ গণ্ডী পদাঘাতে ছিন্ন করিয়া তাহারা অভিনব প্রতিভায় নব নব কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে ; ... সাধনা-যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা কর, যাহা হইতে সুধাভাণ্ড করে মুক্তির দেবতা

উত্থিত হইয়া অভ্রান্ত ভাষায় নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারেন,—এ মরণোন্মুখ জাতির সম্মুখে জীবনের—"কঃ পন্থা?"

মা শিবে! একবার মাত্র পিতৃগৃহে শিবনিন্দা হইয়াছিল, তাই অভিমানিনী কন্যা আমার নীরব অভিমানে দেহত্যাগ করিয়াছিলে! তোর সে দিনকার, সে মলিন মুখস্মৃতি যে ভারত লক্ষ লক্ষ বৎসর বুকে করিয়া রাখিয়াছে; মা! তোর সেই ত্যক্ত পূত দেহ-লতিকা বিষ্ণু-চক্রে এক-পঞ্চাশৎ খণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইলে ভারত যে সেই বিচ্ছিন্ন অংশগুলি লইয়া তার বুকের উপর তোর জন্য এক-পঞ্চাশৎ পীঠস্থান রচনা করিয়া রাখিয়াছে, তা কি তুমি দেখিতেছ না মা অভিমানিনি! পিতৃকুলের বর্ত্তমান দৈন্য, এ গ্লানি, এই মনস্তাপ—তুমি কোন্ প্রাণে সহ্য করিতেছ মা? আজ যে তোর পিতৃকুল জগতের চক্ষে হেয়, নিন্দিত ও দ্বারে দ্বারে লাঞ্ছিত,—এতেও কি তোমার অভিমান হয় না মা?

মা! অনশনে, দারিদ্র্যে, মহামারীতে, দারুণ ঝঞ্ঝাবাতে, জলপ্লাবনে, নৃসংশ নরহত্যায়, নানা উপদ্রবে,—দেশের উপর এই যে গভীর নৈরাশ্য ও বিষা-দের কৃষ্ণ ছায়া নিবিড় হইয়া পড়িয়াছে,—এই ঘনান্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া হাস্যমুখী মা আমার, প্রসন্ন আননে এমন একটী স্মিত হাস্য কর, যাহাতে হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত নব রাগে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

মা! দাসত্বে, পদসেবায়, পরানুকরণে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, চিন্তায়, সাহিত্যে, শিল্পে—সর্ব্বত্র এই যে ঘোর আত্মাবমাননা ও পৌরষহীন দুর্ব্বলতা অসিয়াছে,—এর মধ্যে দাঁড়াইয়া অগ্নি রুদ্রে!—"মাভৈঃ"—রবে এমন একটী রুদ্র হুঙ্কার কর, যাহাতে এই প্রবদ্ধ জীবকুলের সকল বন্ধন টুটিয়া যায়, যাহাতে এই ম্রিয়মান, ত্রস্ত ও ভীতগণ প্রতিক্ষণ শিরায় শিরায় অনুভব করিতে পারে যে, অমৃতের তনয় ইহারা,—ধরণী বক্ষে অমৃতের বার্ত্তা ঘোষণা করিবার জন্য মহাশক্তি অংশে ইহাদের জন্ম হইয়াছে।

মা! যদিও জীব ভূমিষ্ঠ হইয়াই তোমার করুণার পরিচয় পায়, যদিও মূর্ত্তিমতী ব্রহ্মকৃপা স্বরূপা তুমি প্রসূতি রূপে তখনই জীবের অসহায় লুণ্ঠিত মস্তক ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বসিয়া থাক, বক্ষের পিযুষ ধারায় তৃষিত কণ্ঠে শুভ্র দুগ্ধধারা ঢালিয়া দাও; জগদম্বে! যদিও তুমিই প্রসূতি মাতা-রূপে জীবকে পালন কর, মূত্র-পুরীষ লিপ্ত জীব শিশুকে আগ্রহে বুকে লইয়া যদিও তুমি

...যাতনা সহ্য কর, যদিও তোমার পরিচয় তুমি নিজেই অনুক্ষণ ...তবু তো আমরা তোমাকে চিনিতে পারি না! জীবের বাল্যে ...ক্রীড়া-সঙ্গিনী ভগিনী-রূপে পার্শ্বে থাকিয়া কতই না খেলা কর, ...সহধর্ম্মিণী-রূপে জীবের সকল কর্ম্মে তুমি জীবন সঙ্গিনী হইয়া কত ...পালন কর, তার পর আবার অভিনব সৃষ্টি লীলায় বালিকা উমা রূপে ...জন্ম গ্রহণ করিয়া কত শুষ্ক কঠোর বক্ষে কত স্নেহের উৎসই না ...মরুভূমি—মন্দাকিনী ধারায় প্লাবিত কর; মা! তোমার সে বালিকা-...কিশোরী গৌরীমূর্ত্তি নিস্পন্দ নয়নে দেখিতে দেখিতে যদিও মানব ...তোমারই অস্পষ্ট ছায়া দেখিতে পায়, যদিও নয়নতারা তুমি, অনু-...ক্ষণ নয়নের সম্মুখে ভাসিতেছে,—তবু তো নয়ন তোমার সন্ধান পায় ...তাই আমরা গললগ্নী কৃতবাসে উর্দ্ধমুখে ডাকিতেছি—এস মাতা! ...আকারে একবার দিব্যদেহ লইয়া এ নয়নের সম্মুখে দাঁড়াও। সত্য ...তোমায় একবার সত্যভাবে ভাল করিয়া দেখি। এমন ভাবে ...দেখিতে চাই যাহাতে—

"ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ।"

...লক্ষ্যহীন শিক্ষায়—মেরুদণ্ডহীন, হিতাহিত বোধ শূন্য, পশুবল ও জড় ...বিলাসী, ভোগের কৃতদাস এই যে কতগুলি মনুষ্য নামধেয় দ্বিপদ ...দেশে জন্মিতেছে ও মরিতেছে, ইহারা কি তোমারই সন্তান? মা! ...তোমার অংশীভূতা, দেশের ভাবী মাতৃকাদের বিলাসের পণ্যদ্রব্য মনে ...রক্ত-মাংসময়ী নারীমূর্ত্তির অন্তরালে দাঁড়াইয়া বিশ্বব্যাপিনী মা আমার ...জীবের শ্রদ্ধা ও ভক্তি গ্রহণ করিতে প্রতীক্ষা করিতেছ,—আত্মকল্যাণ-...জ্ঞান তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে না। মা! পরিণয় ব্যাপারে ...কালে, ইহারা ভাবী পত্নী বা পুত্রবধূকে যখন ইতর জন্তুরও অধম ...নিষ্ঠুরভাবে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি পরীক্ষা করে, তখন তোমার ...আঘাত লাগে, তোমার চিন্ময়ী কায়া হইতে তখন ঘৃণা ও ক্ষোভে ...বিচ্ছুরিত হইতে থাকে, শ্রদ্ধাহীন মানব তাহা অনুভব করিতে ...মা! কন্যার পিতাকে ইহারা যখন জলোকাবৎ শোষণ ও ঘৃণ্য ...মত তাড়না করে,—ত্রিনয়নে! তখন যে তোমার ত্রিনেত্র হইতে

দরবিগলিত ধারায় অশ্রু ঝরিতে থাকে, ইহারা তাহা বিশ্বাস করিতে চাহে না
মা! এই অন্ধ গণ-জীবিগণ শত স্নেহলতার আত্মাহুতিতেও তৃপ্ত হইতে
না।

মা! শ্রদ্ধাহীনগণের অন্তঃকরণ কামাগ্নিসন্তাপে সন্তপ্ত, দুষ্পূরণীয় ভোগ
প্রবাহে তাহাদের দৃষ্টিও বিষময়। ধরাতলে তোমার প্রতিরূপা, শান্তি
কান্তিমতী সাধ্বীগণের প্রতি যখনই শ্রদ্ধাহীন মানব তাহার লালসা
নিক্ষেপ করে, তখনই তোমার দেবেন্দ্র-মুনীন্দ্রগণধ্যেয়, শুদ্ধাতিশুদ্ধ, আন
মূর্ত্তিটি মুহুর্মুহু কম্পিত হইতে থাকে, তখনই তোমার ত্রিনেত্রে প্রলয়
কালানল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, মাত্র সন্তান-বাৎসল্যে তুমি সে
সংযত করিয়া রাখ,—তাই জড়-সম্বন্ধ-দৃষ্টি মানব সে দৃশ্য দেখিতে পায় না
কিন্তু জননি! মোহান্ধ জীব যখন পশুবলে কোন মাতৃমূর্ত্তির অবমাননা ক
তখন তোমার রোষানল আর নিবৃত্ত হয় না,—তখন সবংশে
ভস্মীভূত হয়,—রাবণ, দুর্য্যোধন, বৃত্রাসুর ও শুম্ভ নিশুম্ভের দাম্ভীক মস্তক
ধরাবলুণ্ঠিত হইয়া শৃগাল কুকুরের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। মা! কবে মানবের
শীতল হইবে, লালসাবহ্নি কতদিনে নির্ব্বাপিত হইবে জননি? প্রশা
বিপ্লকুল, সমাহিত বৃত্তিচয়, আত্মস্থ মানব কতদিনে জগতের মাতৃকায়
মুখপানে প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিতে শিখিবে? কবে নিখিল রমণীকুলের
আমাদের দৃষ্টি শ্রদ্ধাভরে অবনত হইবে মা?

অপূর্ণে! আমরা অপরাপর দেশের প্রচলিত নারীপূজা শিখিতে চাই
আমরা চিরদিন পুষ্পবিল্বদলে যে ভাবে 'কুমারীপূজা'—'মাতৃপূজা' ও 'ইষ্টদে
পূজা' করিয়া আসিতেছি, জগতের সর্ব্ব মাতৃ-বিগ্রহকে আমরা সেই ভাবে পূ
করিতে চাই। দাও মা! সেই দ্রবময়ী ভক্তি জাহ্নবীধারা দাও,
বিগলিত করুণার স্নেহপ্রবাহে হৃদয় শীতল কর মা!—শ্রদ্ধাং দেহি, ভক্তিং দে
দয়াময়ি!

অন্নপূর্ণে! আমরা নিরন্ন; শক্তিময়ি! আমরা শক্তিহীন; সর্ব্বমঙ্গলে
ঘোর অমঙ্গলে আমরা বেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছি!—তোমার মঙ্গলঘট কোথা
স্থাপন করিব জননি? অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহামায়ে! আমরা শিল্পে বাণিজ্যে
জগতে হীনাদপি হীন, শ্রেয়ঃ আমরা বুঝি না, প্রেয়ঃ আমরা পাইতেছি না

লক্ষ্মী— সকলেই অপ্রসন্না,—তাই সমস্ত ভারত চীৎকার করিয়া
:—

"বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্
রূপং দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতী দেহি মে।"

আমরা আজ ভিখারী, কিন্তু এই কর জননি! যেন তোমার সন্তান
বিশ্বে আর কুত্রাপি মাথা নত না করে। অয়ি অনন্তে! তোমার
ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দাও, অনন্তের শিশুগণ যেন গোষ্পদে
পানের চেষ্টা করিয়া শুষ্ক কণ্ঠে রোদন না করে,—ক্ষুদ্র মানবের দ্বারে
করিয়া যেন ইহারা দিন দিন আরও ক্ষুদ্র হইয়া না পড়ে।

ভারতের প্রাণে যে আশা জাগিয়াছে,— সে যাহা আকাঙ্ক্ষা
যে যে দ্রব্যে তাহার অভিলাষ হইয়াছে,—তাহা যদি সমগ্র মানব-
উন্নতি পথে সহায় হয়, যদি তাহা জগতের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণকর
জানি পুত্রবৎসলে! সে সমস্তই সে পাইবে। কিন্তু জননি! সে সব
মঙ্গলের পরিপন্থী হয়, যদি তাহা আত্ম-বিস্মৃতি জন্মাইয়া ভারত-
ভোগসর্ব্বস্ব, দাম্ভিক, জড়বাদী ও পশুবলদৃপ্ত করিয়া তুলে, তবে হে
জননি! এই অনশন, এই নগ্নতা, এই নানা দুঃখ দুর্ব্বিপাকের মধ্যেই
কে নিঃশেষ করিয়া ফেল,—জগৎ হইতে হিন্দু নাম বিলুপ্ত হইয়া
তথাপি তোমার সন্তান সৃষ্টিমধ্যে স্বার্থপর, হিংসাপরায়ণ পশু হইয়া সুখে
পাত করিতে অভিলাষী নহে। দাও মাতঃ! ঐহিক সুখ-সমৃদ্ধি,
বস্ত্র দাও, শিল্প, শৌর্য্য, বিদ্যা প্রভৃতি দাও, কিন্তু সর্ব্বোপরি আমাদের
দাও—দধীচির মত বিশ্বহিতে আত্মনিয়োগের মহাবল, যাহা মুহূর্ত্তে
ক্ষুদ্র গণ্ডী ছিন্ন করিয়া মানবকে দেবলোকের ঊর্দ্ধে লইয়া যায়; আর
চাহিতেছি :—

"জ্ঞান-বৈরাগ্য-মোক্ষত্বং ভিক্ষাং দেহি চ পার্ব্বতি!"

———

বামা—রচনা।

স্ত্রী ধর্ম্ম

(শ্রীমতী সরযূবালা সেন, ফরিদপুর)।

মানুষের ইতিহাসে কোন্ কালে বা কি অবস্থায় বিবাহ-প্রথা প্রথম প্র
হইয়াছে, তাহা পরিষ্কার রূপে জানা যায় না ; কিন্তু মনুষ্য জাতির
কাল হইতে যে দাম্পত্য-নীতির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। বি
দেশে, বিভিন্ন প্রকারে স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ব্যবস্থা হইয়াছে ; কিন্তু তা
আর্য্য-সভ্যতার প্রারম্ভ হইতে এই মিলন-নীতির ইতিহাস যাহা আমরা
পারিয়াছি, উহাই বোধ হয় এ দেশের প্রকৃতির অনুকূল এবং আমাদের
মধুর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পিতৃগৃহে বালিকা-কন্যা পিতামাতার
লালিত-পালিত ও শিক্ষিত ; কখনও কৈশোর অথবা যৌবনের প্রারম্ভ
পিতৃগৃহে কুমারী, সেবা-ধর্ম্ম ও সংসার-নীতি শিক্ষা করিয়া থাকে। ক
উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করিবার ভার পিতামাতার উপর ন্যস্ত থাকে ; ই
কন্যার স্বাধীনতা নাই। সকল অবস্থার সহিত আপনাকে মিলাইয়া নি
জন্যই এ দেশের রমণীর সৃষ্টি। ধনী পিতার কন্যা—দরিদ্র স্বামীর
আপনাকে বিলাইয়া দেয় এবং দরিদ্র-কন্যা—ধনী স্বামীর গৃহে গিয়া চঞ্চ
হয় না।—ইহাই এ দেশের রমণীর শিক্ষা।

আবার, জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইহার জীবন-কাহিনী ত্যা
জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। গুরুজনের শুশ্রূষা, পরিজনের সেবা, প্রাণপণে সন্তান-পা

প্রতি অগাধ প্রীতি,— ইহাই রমণীর ধর্ম্ম। পুরুষ—বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে
হইয়া বিবিধ কর্ত্তব্যে নিযুক্ত থাকে, পরিশ্রান্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন
—স্ত্রীর প্রীতি, ভক্তি ও সেবার মধ্যে আপনার শ্রান্তি দূর করিয়া
পুরুষের দেবতা আছে, ধর্ম্ম আছে, শাস্ত্র আছে ; রমণীর দেবতা,
ধর্ম্ম, রমণীর শাস্ত্র,—একমাত্র স্বামী। স্বামী-সেবা না করিয়া
নের অর্চ্চনা করিলে, বিশ্বপতি সে উপাসনা গ্রহণ করেন না। এই
লি যে নারীর জীবনে পরিস্ফুট হয় নাই, তাহার জীবন নিরর্থক হইয়া

ন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত নারী কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর
থাকে। বিশ্রাম—ইহার কোন কালে নাই ; এই পরীক্ষাই ইহার
। পুরুষ বলিয়া থাকে,—'স্ত্রী অনন্ত শক্তির মূর্ত্তি'—সত্য কি না, জানি
আমি শুনিয়াছি,—আদি কালে এক ব্রাহ্মণ কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া
মধ্যাহ্নের প্রখর তাপে, তপ্ত কলেবরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ;
চার্য্যা—যত্নে, উৎসাহে ও সানন্দে পতির শ্রান্তি দূর করিবার জন্য
সেবা করিতে লাগিলেন ; পত্নীর ঈষৎ হাস্যোদ্দীপ্ত মুখ মণ্ডল দেখিয়া
মুগ্ধ হইলেন। হাস্যকালে স্ত্রীর শুভ্র দন্তরাজি বিকসিত হইয়া উঠিল,—
স্বামী মুগ্ধ হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে ডুবিয়া গেলেন ; তিনি
লেন,—এই যুবতীই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছে ; ইহার আলোকে চন্দ্র
দীপ্ত হইয়াছে, ইহারই প্রেমে উদ্ভিদ্ বাঁচিয়া আছে, দেব-যক্ষ-কিন্নরগণ
এক বিন্দু অনুগ্রহ লাভ করিবার জন্য অনাদি অনন্ত কাল আরাধনা
য়াছেন।—কৃষকের শ্রান্তি দূর হইয়া গেল,— নব উৎসাহে ও বিপুল
হইয়া আবার তিনি বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে নির্ভয়ে অগ্রসর হইলেন।—এই
নী?

ভারতের এক শান্ত তপোবনে শুদ্ধাচারী তপস্বী যুবক যজ্ঞ কাষ্ঠ আহরণ
র জন্য গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন ; প্রেমময়ী স্ত্রী স্বামীর
আশঙ্কায় তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইলেন। নিয়তির কঠোর ও
শক্তি, যুবকের প্রাণ বিনষ্ট করিল ; বনবাসিনী যুবতী, স্বামীর বিরহ

সহ্য করিতে মর্ম্মান্তিক ক্লেশানুভব করিলেন। যিনি তাহার সমগ্র ধর্ম্ম, যিনি তাহার চির উপাস্য দেবতা, ইহকাল ও পরকালে যাহার সহিত তাহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপিত,—এমন প্রিয় জনের বিরহ আর্য্য নারী সহ্য করিতে অসমর্থা হইলেন; পতিব্রতার অন্তর্নিহিত নারী-শক্তি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, সসাগরা পৃথিবী কম্পিত হইল! যে নিয়তি, জলস্থল চরাচর কোটী সূর্য্য, কোটী কোটী গ্রহ, নক্ষত্রাদির উপর অবাধে নিজের শাসন দণ্ড পরিচালিত করিয়া আসিতেছেন, পতিব্রতার পবিত্র তেজের নিকট তিনি আত্ম-সমর্পন করিলেন। সাবিত্রীর হৃদয় হইতে সতীত্বের যে জ্যোতিঃ বহির্গত হইয়াছিল, কোটী চন্দ্র-সূর্য্যের জ্যোতিঃ সে আলোকের কাছে হীনপ্রভ হইয়া গেল।—এই ঘটনার পর কত যুগ-যুগান্তর কালের আবর্ত্তে বিলিন হইয়াছে, কিন্তু সতীর পবিত্র নাম আজ পর্য্যন্তও ভারতের ঘরে ঘরে বাল-বৃদ্ধবনিতা সম ভাবে কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইতেছে,—কৃতার্থ হইতেছে।

এক ম্লান অপরাহ্নে স্বামীর ঋণ পরিশোধ করিতে অসূর্য্যম্পশ্যা এক রাজ-মহিষী, পুণ্যধাম বারানসী ক্ষেত্রে আত্ম-বিক্রীতা হইয়াছিলেন। সসাগরা পৃথিবীর যিনি অধিশ্বরী, সৌভাগ্যের যিনি চির অধিকারিণী, দুঃখ যিনি কোন দিনই অনুভব করেন নাই, সংখ্যাতীত নর-নারী যাঁহার সেবা করিলে কৃতার্থ হইয়া যায়, এমনি একটী সাধ্বী, দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে শিশুপুত্রের হাত ধরিয়া, সাধারণ গৃহস্থের ঘরে দাসীবৃত্তি করিতে গমন করিলেন!—এদিকে ঋণগ্রস্থ স্বামী, প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য মাথার মুকুট অপরকে বিলাইয়া দিয়া, ঋণের দায়ে শ্মশানবাসী নীচ চণ্ডালের গৃহে দাস ভাবে আত্ম-গোপন করিলেন। স্ত্রী—স্বামীর সংবাদ জানেন না, স্বামী—স্ত্রীর সংবাদ জানেন না। সহসা এক দিন পুত্র রোহিতাশ্ব সর্প দংশনে প্রাণ হারাইল। দুঃখের ভরা বুঝি এতদিনে পূরিল!

ঘোরা তমসাচ্ছন্ন রজনী, প্রকৃতির তাণ্ডবে জীব শশঙ্কিত, মুহুর্মুহু ভীষণ বজ্রপাতে চতুর্দ্দিক কম্পিত হইতেছে, মূসল ধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে!—এমনি দুর্য্যোগে,—দীনা, পুত্রশোকাতুরা একাকিনী রমণী মৃত-পুত্র-বক্ষে ভীষণ শ্মশানে উপস্থিত হইলেন!—তাঁহার হৃদয়ের ঝটিকা বোধ হয় তখন প্রলয়ের ঝঞ্ঝাবিকাকেও পরাজিত করিতেছিল। অকস্মাৎ আকাশের গাঢ় অন্ধকারময়ী

...বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠিল,—ক্ষণিকের জন্য দিগ্মণ্ডল সুপ্রকাশিত হইল। ...শ্মশানবাসী চমকিয়া উঠিল, রমণীর মুখ দেখিয়া শিহরিল!—উভয়ে উভয়কে ...পারিলেন!—মৃত-পুত্র বক্ষে উভয়ে শোকে অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন ...লাগিলেন! তাঁহাদের দুঃখে দেবতারাও স্থির থাকিতে পারিলেন না। ...বিশ্বামিত্র মৃত পুত্রের জীবন দান করিলেন, রাজ দম্পতিকে ঋণ মুক্ত ...দিলেন!—এ দৃশ্য বুঝি ভারতেই সম্ভবপর।

...সতী রমণীর হৃদয়ের শক্তি বিশ্ব-বিজয়িনী। এ শক্তির নিকট কালও ...ভূত হইয়া যায়, মৃত—প্রাণ পায়, ব্রহ্মাণ্ড স্তম্ভিত হইয়া যায়। এই শক্তির ...অভিভূতা হইয়া যে রমণী ইহাকে চিনিতে পারে না, সে বাস্তবিকই ...ভাগিনী। এই নারীশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, আত্ম-জয়ের শিক্ষা সর্ব্বথা ...গ্রহণ করিতে হইবে। নিজের সুখ—স্বামীর এবং পরিজনের সুখের মধ্যে ...দিতে হইবে; আপন দুঃখ, আপন ক্লেশ, প্রাণপণে সহ্য করিতে ...; স্বামী কিম্বা পরিজনকে আপন দুঃখ সন্তাপের ভাগী করিতে হইবে ...—এই শিক্ষা যত্নে গ্রহণ করিতে পারিলে, রমণী বোধ হয় ধন্যা হইয়া যায়। ...সুখ হইতে শান্তি অনেক শ্রেষ্ঠ। যে নারী সর্ব্বদা "সুখের" জন্য ...লালায়িতা,—"শান্তি" তাহার নিকট হইতে দূরে পালায়ন করে, দুঃখ তাহার ...পাশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। চণ্ডীদাস গাহিয়াছিলেন—

"কহে চণ্ডীদাস—সুখ-দুঃখ দু'টী ভাই,
সুখের লাগিয়া যে জন ফুকরে,
দুঃখ যায় তা'র ঠাঁই।"

...পুনঃ পুনঃ স্বামীর ইচ্ছার বিরোধী হইলে, স্বামীর স্নেহ হইতে বঞ্চিত ...হয়। স্বামীকে এরূপ ভাবে সেবা করিতে হইবে যে, তাঁহার প্রতি ...চালনের মধ্যে, তাঁহার প্রতি ইঙ্গিতে, তাহার অন্তঃকরণের ভাবগুলি ...হইতে হইবে। স্বামী অসৎ পথ অবলম্বন করিলে, স্ত্রী আপন চরিত্রের ...ও মধুরতা দ্বারা স্বামীকে লজ্জিত করিয়া দিবে;—চরিত্রের এমনি ..., রমণী ধর্ম্মের এমনি তেজ। বিপথগামী স্বামী কেন, যম পর্য্যন্ত এই ...নিকট অবনত হইয়া যায়,—এরূপ প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। যে স্বামী ...কেবল ভোগের সামগ্রী বলিয়া ধারণা করেন, সে স্বামীর ভ্রম অপরিমেয়।

এই স্ত্রী,—সুখে, দুঃখে, শোকে, সন্তাপে,—স্বামীর অনুবর্ত্তিনী। যে রম
যথার্থ রমণী-ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি স্বামী গৃহে অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূ
বিরাজ করেন; সেখানে স্বামী—রাজা, স্ত্রী—মন্ত্রী; স্বামী—বীর, স্ত্রী—বীর
এই স্ত্রী,—স্নেহময়ী, প্রীতিময়ী, করুণাময়ী হইলে, নিজেও যেমন ধন্যা হ
যায়, স্বামীর কর্ম্ম-ক্লান্ত ও সংসারের নানাবিধ সন্তাপ-দগ্ধ জীবনকেও অমৃ
করিয়া দেয়।

পঞ্চ-শস্ত।

(শ্রীসুচারুবালা সোম, কোন্নগর)।

(১)

সুশিক্ষা প্রভাবে লোকে সুশিক্ষিত হয়;
সুশিক্ষিত হ'লে জ্ঞান বাড়ে সুনিশ্চিয়।
জ্ঞান-বলে হিতাহিত কার্য্য বুঝা যায়;
সর্ব্ব ভ্রম ঘুচে যায় জ্ঞানের প্রভায়।

(২)

তটিনী সলিল পান করে না কখন,
বৃক্ষ রাজি, ফল কভু না করে ভক্ষণ।
নিজ তরে সাধু নাহি ব্যয় করে ধন,—
দেয় অকাতরে পর-মঙ্গল কারণ।

(৩)

চূণ বিনা পান কভু সুস্বাদ না হয়;
দরিদ্রের অলঙ্কার শোভনীয় নয়।
ব্যঞ্জন লবণ হীনে হয় যেই রূপ,
অজ্ঞানীর শাস্ত্র ব্যাখ্যা নেহারি তদ্রূপ।

(৪)

কাক-দলে হংস যথা শোভা নাহি পায়,
গাড়লের পালে সিংহ তদ্রূপ দেখায়।
গর্দ্দভ-দলেতে অশ্ব বিসদৃশ হয়,
মূর্খ-দলে সুপণ্ডিত তেমতি নিশ্চয়।

(৫)

জিহ্বা যথা মুহূর্ত্তেকে, দ্রব্যাদির আস্বাদন,
অনায়াসে করয়ে গ্রহণ;—
বিজ্ঞ জনে সেই রূপ, সাধু সঙ্গে জ্ঞান রাশি
অল্প কালেতে করে আহরণ।

বিপন্নের বন্ধু।

(শ্রীমতী চারুশীলা দেবী)।

...লেই দেখিতেছেন,—আমাদের সম্মুখে কি ভীষণ দুর্দ্দিন উপস্থিত!
...এরূপ শোচনীয় অবস্থা বোধ হয় আর কখনও হয় নাই। দেশে অন্ন
... বস্ত্র নাই, স্বাস্থ্যেরও সম্পূর্ণ অভাব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।
...শোকে, খাদ্যাভাবে মানুষ আজ জরাজীর্ণ; অন্তরের সুখ-শান্তিও
... তিরোহিত হইয়া যাইতেছে। দারুণ দুশ্চিন্তার আঘাতে সকলেই
...। নিদারুণ দুর্ভিক্ষ যেন আজ রাক্ষসীর বেশ ধারণ করিয়া সমগ্র
... গ্রাস করিতে উদ্যত। দেশ একটা আকুল আর্ত্তনাদ ও হাহাকারে
... পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি বোধ হয় মানুষ এমন দুরবস্থায় কোন দিন পতিত
...ই। ১৭৬ মন্বন্তরের যে সকল কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাও
... বর্ত্তমান দুর্দ্দশার দিন অপেক্ষা অনেক ভাল। কারণ, দশ বার টাকা
... এবং আট টাকা জোড়া কাপড়ের কথা তখনকার দিনে বোধ হয়

কেহ কাণেও শুনেন নাই। আজ আমাদের চক্ষের সম্মুখে অন্নাভাবে লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে; বস্ত্রের অভাবে কত লোক লজ্জা নিবারণে অসমর্থ হইয়া আত্মহত্যা করিতেছে! এ সমস্ত ভাবিতেও আমাদের শরীর শিহরিয়া উঠে। তাহার উপর আবার উড়িষ্যা, মেদিনীপুর অঞ্চলে কত গুলি গ্রাম প্রবল বন্যায় ভাসিয়া গিয়া হতভাগ্য গ্রামবাসীদিগের আজ যে শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়াছে তাহা কল্পনারও অতীত। এই দুর্দ্দিনে তাহাদের মাথা গুঁজিয়া থাকিবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত নাই। স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া আজ তাহারা বন্য জন্তুর ন্যায় গাছতলায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাদের মাথার উপর দিয়া রৌদ্রের প্রখর তাপ এবং মুসল ধারে বৃষ্টি সমভাবেই বহিয়া যাইতেছে। এই ভীষণ জল প্লাবনে অনেকের গো-বৎসাদি ভাসিয়া গিয়াছে। যাহারা কোনও প্রকারে জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহারা খাদ্যাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, নতুবা ভীষণ সংক্রামক ব্যাধির হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়া সংসার যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতেছে। মৃত্যু আজ তাহাদের সম্মুখে তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। স্বয়ং বিধাতা পুরুষ যেন এই সকল হতভাগ্যদিগের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে ধ্বংসের মুখে প্রেরণ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প। কিন্তু আজ এ মহা দুর্দ্দিনেও আমাদের বঙ্গীয় যুবকবৃন্দের কার্য্যাবলী দেখিয়া মনপ্রাণ পুলকে স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে। এই সমস্ত হতভাগ্যদিগকে রক্ষার নিমিত্ত তাঁহারা আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাঁহারা নিজেদের সকল প্রকার কষ্ট পদ দলিত করিয়া সুদূর উড়িষ্যার প্রান্তভাগে গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া তাহাদের অন্ন-বস্ত্র যোগাইতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে যে কথা কেহ কল্পনা করিতেও সমর্থ হন নাই, এখন বঙ্গের সুসন্তানগণ অনায়াসে সেই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। কোন্ সুদূর পল্লীপ্রান্ত হইতে হতভাগ্য বিপন্নদিগের কাতর ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হইয়া এই উদার মহাপ্রাণ যুবকবৃন্দের স্নেহ-প্রবণ হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহারা অনায়াসে এই ভীষণ সংক্রামক ব্যাধিপূর্ণ বিপদ সঙ্কুল স্থানে গমন করিয়া তাহাদিগকে ক্ষুধায় অন্ন, রোগে ঔষধ ও পথ্য দিয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করিতেছেন। নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতা বা স্বার্থের দিকে তাঁহাদের বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য নাই। তাঁহাদের নিজেদের আহার এবং বাসস্থানের অভাব জনিত যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করিতে

...লি তাহারা নিজেদের সে সমস্ত কষ্ট ও অসুবিধাকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান ...নিয় ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প। ভগবান্ এই সকল ...র স্বদেশ বৎসল যুবকবৃন্দের কার্য্যে সাফল্য দান করুন, ইহাই ...আন্তরিক প্রার্থনা। যে দেশের ছেলেরা এমন আত্মত্যাগ মহামন্ত্রে ...হইয়াছেন, যে দেশের ছেলেরা এমন বিশ্ব সেবাব্রতে আপনাকে ...করিতে পারেন, যে দেশের ছেলেরা এত উচ্চ, এত উদার, এত ...র উৎসাহী, কর্ম্মী ও দয়ালু এবং নিঃস্বার্থ ও পরোপকারী, সে দেশের ...কাশ নির্ম্মল মেঘমুক্ত উজ্জ্বল। সে দেশের উন্নতির আশা সুদূর-নহে।—হে বিপন্নের বন্ধু! আত্মত্যাগী মহান্ উদার বঙ্গীয় যুবক ...এই দুর্ভিক্ষ ও জলপ্লাবন প্রপীড়িত বিপন্নগণের অযুত কণ্ঠ বিনিঃসৃত ...আশীর্ব্বাদ তোমাদের মস্তকে অজস্র ধারায় বর্ষিত হইতেছে,—সে ...অক্ষয় বর্ম্ম স্বরূপ হইয়া তোমাদিগকে সর্ব্ব বিষয় হইতে নিয়ত ...। অনন্ত করুণানিদান ভগবান্ তোমাদের অজস্র কল্যাণ বিধান ...। তোমরা দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া চির দিন এইরূপে বিপন্ন ...রে রক্ষা করিয়া অনন্ত অখণ্ড গৌরব-কিরীট মস্তকে ধারণ কর।●

...ং-কার্য্যে—চাই; সাধনা সে সাধনা,—বঙ্গীয় যুবকগণ সম্পূর্ণরূপে ...র্ণ নিয়োগ করিতেছেন; আমাদের শত সহস্র অভাবের মধ্যেও ইহাদের ...লী আমাদের মনে উৎসাহ আনিয়া দেয়।—"প্রতিভা"র পাঠক ...গণের নিকট লেখিকা সুপরিচিতা।—আগামী সংখ্যা হইতে লেখিকার ...পথে" নামক সুবৃহৎ উপন্যাস ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইবে।

সম্পাদক।

মিনতি।

(শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ)।

ফুটো না ফুটো না ফুল,— নিকুঞ্জে আমার।
আসিবে না তাহে অলি, ব্যর্থ মনে যাবে চলি',
ঘুচিবে তাহার আশা সগর্ব্ব ঝঙ্কার।
শঠরাজ দুষ্ট অলি, ফুটিলে কুসুমকলি
আসে পিতে ফুল-মধু,— মত্তে বার বার।
যতক্ষণ মধু রয়, সে যাবত সখা হয়,
ফুরাইলে মকরন্দ নাহি আসে আর।
কলিকা বিকাশ হ'লে, আসি' বসে ফুলে ফুলে;
চুষে মত্ত প্রেমাদরে, ফুলে বার বার।
স-গর্ব্বে গুঞ্জন করে, নব অনুরাগ ভরে,
বসে উড়ে ফুলে ফুলে,— রঙ্গে অনিবার।
বসি' পুষ্প-হৃদি'পরে, কৃত্রিম সোহাগ ভরে
দেখায় কুসুমকুলে—কত অনুরাগ!
গুঞ্জরিয়া ভাঙ্গে মান, হরে প্রসূনের প্রাণ,
মধুর ভাণ্ডার লোটে;— না হেরি বিরাগ।
স্বার্থপর শিলীমুখ, চাহে শুধু আত্ম সুখ
হৃদি মনঃ পূর্ণ তার ঘোর শঠতায়;
সে দুষ্ট নায়ক সনে, কেমনে কুসুমগণে,
রসি' প্রেম রসে ভোলে আত্মমর্য্যাদায়।
ভৃঙ্গ সম স্বার্থপর নাহি হেরি অতঃপর,
নাহি শঠ তার সম এ মহীমণ্ডলে।
সহে দুষ্ট এক ঘরে, ভ্রমে সদা শত ঘরে
নিন্দিত নায়ক অলি নায়িকা-মণ্ডলে।

তাবে কোমল ফুল, নাহি রূপে গুণে তুল,
শাপে বিশ্ব-বাসী;— তোরা জীব অমরায়।
কে আছে তোদের তুল্য! কে বোঝে ফুলের মূল্য!
দেবগণে গাঁথি' যাহা দোলায় গলায়;
ত্রিদিব বাঞ্ছিত ফুল, তুষ্ট যাহে দেবকুল,
প্রকৃতি শোভিতা হন যার মহিমায়।
নিরখি ধৃষ্টের কাজ, কহে কবি পেয়ে লাজ,
ফুটো না কুসুম-কলি মিনতি তাহায়;
স্বার্থপর মধুকর, না আসিবে অতঃপর;—
হ'বে চূর্ণ দর্প তার— বৃথা অহঙ্কার।

প্রাচীন-কীর্ত্তি।

(শ্রীমতী সরলাবালা দেবী)।

[পাবনা-ফকিরপুরের মজুমদার বংশ, বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজে সম্মানিত ও পরিচিত। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মজুমদার, স্বকীয় আচার-বিনয়-বিদ্যা-প্রতিষ্ঠাদি গুণে সেই প্রসিদ্ধ বংশের গৌরব স্বরূপ। এই প্রবন্ধের লেখিকা শ্রীমতী সরলাবালা দেবী উল্লিখিত রমণী বাবুরই বিদুষী কন্যা; স্বকীয় অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধান এবং বংশ পরম্পরাগত জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা তদীয় উচ্চ শিক্ষা ও উন্নত বংশেরই পরিচায়ক। এই প্রবন্ধে প্রচুর পুরাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের বিকাশ ও বিশ্লেষণ আছে, ...তত্ত্বের বহুল রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য প্রত্যেক বিষয়ের প্রচলিত প্রমাণ প্রদত্ত না হইলেও ইহা অতি সত্য যে, ইহা উপন্যাস বা উপাখ্যান নহে। যাহা মিনহাজুদ্দিন বা জেমস্ মিলের মতানুমোদিত

নহে, তাহাতে ঐতিহ্য নাই,—এ ধারণা আমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষালব্ধ। ইহা ঘটকগণের কুলজী গ্রন্থ এবং বাঙ্গলার ইতিহাস-সম্মত ; অপিচ ইহাতে মল্লিখিত "বল্লাল সেন ও বারেন্দ্র-সমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধের অনেক সমর্থন ও সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। হান্টার ও রিস্‌লীর বিচার ও মীমাংসা-বহির্ভূত জাতিতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব লিখিত হইতে পারে—এ বিশ্বাস আমাদের কবে আসিবে ? আমার মতে প্রবন্ধটিকে বারেন্দ্র কায়স্থ জাতির সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকাস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহা কায়স্থ জাতির অতীব আদর ও পরম আহ্লাদের বস্তু ;—তজ্জন্য কায়স্থ-কুল-তিলক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দেব বর্ম্ম-পরিচালিত কায়স্থ সমাজের মুখ-পত্র সুবিখ্যাত "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা" পত্রিকায় প্রকাশ জন্য প্রেরিত হইল। প্রবন্ধের দোষ-গুণ সুধীগণ সমালোচ্য। ইতি

—শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ ভৌমিক।]

পাবনা জেলায় বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, চারি৷পাঁচটি মাঝারী ও কতিপয় বড় জমিদার এবং তালুকদারের বসতি। মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, একমাত্র তাড়াশের জমিদার ৺বলরাম রায়ের বংশই মুসলমানদিগের রাজত্বের পূর্ব্ব হইতে তাড়াশে অবস্থিত। তাড়াশের জমিদার স্বর্গীয় বনমালী রায় বাহাদুরের দুই পুত্র,—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ ভূষণ ও শ্রীযুক্ত রাধিকা ভূষণ রায়, উক্ত বলরাম দেব রায়ের বংশ-সম্ভূত। বলরাম দেব,—দিল্লীর সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পৌত্র, ঢাকার শাসনকর্ত্তা আজিম ওসমানের দেওয়ান ছিলেন।

মোগল-সেনাপতি মহারাজ মানসিংহ, প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করিয়া চলন বিলের শ্যামা, রামা ও বেণী রায়কে শাস্তি দিতে আসিয়া অবশেষে তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। এই শ্যামা-রামার পুরোহিত-বংশই কোলার মিশ্র ঠাকুর বংশ এবং অষ্টমনিষার রায়েরা শ্যামা-রামার জ্ঞাতি। পোতাজিয়ার নবরত্ন-পাড়ার রায়েরাই, ডাকাত বেণী রায়ের কার্য্যের সহায়তা করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সেরপুরের মুন্সী জমিদারগণ বেণী রায়ের বংশ-সম্ভূত। এই সেরপুরের ৺ কালী ও কালীবাড়ী বেণী রায়ের প্রতিষ্ঠিত।

...মান কোলার স্কুল জমিদার চক্রবর্ত্তী ঠাকুরগণ শ্যামা-রামার পুরো-
...মিশ্র ঠাকুর বংশের জ্ঞাতি বংশ। বেণী রায়ের একমাত্র সুন্দরী পত্নী
...মান কর্ত্তৃক অপহৃতা হওয়ায়, তিনি যবন বংশ ধ্বংশের জন্যই দস্যুবৃত্তি
...করেন।

মহারাজ মানসিংহ, প্রতাপাদিত্যকে জয় করিয়া আসাম-কামরূপ-রাজের
...যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সন্ধি করেন এবং দিনাজপুর ও কুচবিহার রাজার
...বিবাদ মীমাংসা করিয়া কুচবিহারের রাজকুমারী পদ্মাবতীর পাণি গ্রহণ
...রেন। বগুড়া অঞ্চল দিয়া জলপথে দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন কালে তাঁহার সহিত
...পোতাজিয়ার রায় জমিদারের সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং তিনি পোতাজিয়ার
...জমিদারের নিকট জরিপী কার্য্যে অভিজ্ঞ সদ্বংশজাত এক ব্যক্তির অনুসন্ধান
...রেন। শেষে জানিতে পারিয়া, অষ্টমনিষার মাঠীয়াদহে, করতোয়া ও বরলের
...স্থলে অপেক্ষা করিয়া গোপীনাথ রায় নামক তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী বারেন্দ্র
...জমিদারকে 'রায়-রায়া' উপাধি দান করিয়া, ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে
...টোডরমলের সাহায্যার্থে বাঙ্গালার জরিপী কার্য্যের প্রধান কর্ম্মচারী
...যুক্ত করেন।

এই গোপীনাথ রায়ের প্রাসাদ, শিব-মন্দিরাদি মাঠীয়াদহ ধ্বংশ করিয়াছে।
...বতী পদ্মা নদী যেমন রাজা রাজবল্লভের ও কার্ত্তিক রায়ের রাজপ্রাসাদাদি
...করিয়া 'কীর্ত্তিনাশা' নাম ধারণ করিয়াছে, মাঠিয়াদহ সেইরূপ এই ক্ষুদ্র
...রেন্দ্র কায়স্থ জমিদারের কীর্ত্তি বিলুপ্ত করিয়াছে।

অষ্টমনিষার শ্রীশচন্দ্র রায়েরাই গোপীনাথের জ্ঞাতি বংশ। পুরাতন পাব
...না "গেজেটিয়ারে" দেখা যায় যে, গাঁড়াদহের জমিদারও অতি প্রাচীন বংশ।
...বংশীয় দেওয়ান নন্দলাল নাগ মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজদ্দৌল্লার শাসন
...কালে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোংর নিয়োজিত প্রধান কর্ম্মচারী হেষ্টিংসের দেওয়ান
...ছিলেন। সেই জন্য এখনও তাঁহাকে "নাগ দেওয়ান" নামে লোকে জানে।

পয়দার জমিদার বংশের পূর্ব্বপুরুষ কুচবিহার রাজ্যের সেনাপতির কার্য্য
...করিয়া আসিতেছিলেন ; পয়দার জমিদার বংশও মুসলমান রাজত্ব কালে
...দেওয়ান ছিল।

পাবনা-সুজানগর-ভবানীপুরে যে জীর্ণ কালীবাড়ী এখনও দেখা যায়

তাহা প্রাচীন জমিদার ভৃগু নন্দীর স্থাপিত। এই ভৃগু নন্দী বাঙ্গলার রাজা বল্লালসেনের দেওয়ান ছিলেন। বল্লালসেন যখন কৌলীন্য প্রথা প্রচলন করিয়া হিন্দু-সমাজ-সংস্কার করিতে প্রয়াস পান, তখন তাঁহার সচিব ভৃগু নন্দীর সহিত এই বিষয় লইয়া মতদ্বৈধ ও মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। বহুদর্শী বিজ্ঞ সচীব ভৃগু তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—"প্রজার সমাজ সম্বন্ধীয় বা ধর্ম্ম কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করা রাজার কর্ত্তব্য নহে।"—ইহাতে বল্লালসেন অতিশয় কুপিত হওয়ায়, ভৃগু নন্দী তাঁহার কার্য্য পরিত্যাগ করত নিজ গৃহ ভবানীপুরে প্রত্যাগমন করেন। এই ভৃগু-বংশ হইতেই বারেন্দ্র কায়স্থ নন্দী-বংশের উৎপত্তি। ::পোতাজিয়ার খ্যাতনামা উকিল ৺ গিরীশ রায়ই ভৃগু নন্দীর জ্ঞাতিবংশ।

পাবনা জেলার বারেন্দ্র কায়স্থ জমিদারগণই, মুসলমান রাজত্ব কালে এবং ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, তাঁহাদিগের গৌরব অক্ষুণ্ণ এবং ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখিয়া চলিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মহারাজ মানসিংহের ন্যায় সামন্ত-রাজও পোতাজিয়ার নবরত্নপাড়ার বারেন্দ্র কায়স্থ রায়-জমিদারদের সহিত নিজে যাইয়া সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। পাবনা জেলার প্রাচীন জমিদারদের মধ্যে—তাড়াশ, পোতাজিয়ার নবরত্নপাড়ার রায় ও অষ্টমনিষার রায় জমিদারদের ন্যায় সম্মান তৎকালে আর কেহ লাভ করিতে পারেন নাই। বারেন্দ্র কায়স্থগণ শুধু যে জমিদারী কার্য্যে, কি মন্ত্রি কার্য্যে অথবা জরিপী কার্য্যে পারদর্শী ছিলেন—এমন নহে, পরন্তু তাঁহারা যুদ্ধ বিদ্যাতেও বিশেষ নিপুণ ছিলেন।

কুচবিহার তৎকালে পয়দার বারেন্দ্র কায়স্থ জমিদারকে 'সামন্ত-রাজ' নামে অভিহিত করিতেন; নেপাল, ভোটান ও বিজ্‌নী প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী রাজ্যে বহু বীর জাতির বসতি থাকা সত্ত্বেও বহু দূরবর্ত্তী পাবনা জেলার পয়দার জমিদারকে জায়গীর দিয়া সেনাপতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। এমন কি, দিল্লীর সম্রাট আকবর শাহ, বহু বীর পরিবেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও, সুদূর পাবনা জেলার থানমরিচ ও মরিচ পুরাণে, নবরত্নপাড়ার রায়বংশীয় বারেন্দ্র কায়স্থ সুবুদ্ধি রায়ের সেনাপতিত্বে তাঁহার ভ্রাতৃগণ, আত্মীয় এবং অন্যান্য স্থানীয় লোক সহ স্থায়ী সেনা-নিবাস স্থাপন করেন।

...জোয় জন-সমাজের মধ্যে বারেন্দ্র কায়স্থ ব্যতীত ছাতকের স্বাধীন ...জমিদার বসন্ত রায়ের উল্লেখ দেখা যায়। সলপ জমিদার বংশও ...জ্ঞাতি বংশ হইতে উদ্ভূত। ইহা ব্যতীত যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ...কায়স্থ জমিদার ও পত্তনিদার দেখা যায়, তাঁহারা মুর্শিদকুলি খাঁর ...গ্রহে, নাটোর রাজবংশের উত্থানের পর হইতে, নাটোর-রাজের ...ক্রমশঃ উন্নত হইতে থাকে।

...প্রাচীন তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া থাকেন, তাড়াশ-বংশ নাটোরের ...ই উত্থিত হইয়াছে,—বাস্তবিক তাহা নহে; প্রয়োজন বশতঃ ...শের কাহাকে কাহাকেও আগ্রহ সহকারে নাটোর রাজার দেওয়ানী ...নিযুক্ত করা হইয়াছিল মাত্র। যে বংশের খ্যাতনামা পুরুষকে, হিন্দুদ্বেষী ...বাদশাহ নিজ পৌত্রের রাজকার্য্য শিক্ষাদান জন্য, সমুদায় বঙ্গদেশে ...থাকা সত্ত্বেও দেওয়ানী কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই বংশের ...নাটোর রাজের কার্য্য করিয়া সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশে পরিণত হইয়া- ...চিন্তা করা বা মুখে বলা বাতুলতার কার্য্য মাত্র। মুর্শিদকুলি খাঁর ...পড়াতেই,—সাওতাল রাজ্যের ও সীতারাম রায়ের যশোহর-মহম্মদপুর ...পতন ও নাটোর রাজ্যের উত্থান।

...কুলি খাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আজিম ওসমানের ঢাকায় শাসন কালে যখন ...রাজধানী ঢাকায় ছিল, তখন তাড়াশের জমিদার, আজিম ওসমানের ...নী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, নাটোর রাজ্যের তখন অস্তিত্বও ছিল না। ...ওসমানের কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া ঔরঙ্গজেব মুর্শিদকুলি খাঁকে ঢাকায় ...নিযুক্ত করিয়া পাঠান; আজিম ওসমানের সহিত মতদ্বৈধ ..., মুর্শিদকুলী খাঁ ঔরঙ্গজেবকে লিখিয়া ঢাকা লইতে বহরমপুরের ...গঙ্গা তীরবর্ত্তী স্থানে বাঙ্গলার রাজধানী স্থাপন করেন এবং উক্ত ...মুর্শিদকুলী খাঁর নামানুসারে "মুর্শিদাবাদ" নামে অভিহিত হয়।

...বিখ্যাত দোলযাত্রার 'প্রসেসন্' আজিম ওসমানের দেওয়ান বলরাম, ...প্রচলন করেন।—ভারতবর্ষে কয়েকটি প্রাচীন রাজবর্ত্মের চিহ্ন দেখা যায়। ...হইতে ধলেশ্বরী নদী পার হইয়া প্রাচীন আটিয়া মহকুমা (যাহা ...জালাইন নামে খ্যাত) দিয়া সিরাজগঞ্জ, উল্লাপাড়া, তাড়াশের মধ্য

দিয়া হাণ্ডিয়াল পর্য্যন্ত যে বিস্তৃত বৃক্ষমালা পরিশোভিত রাজপথের চিহ্ন আ... দৃষ্ট হয়, ইহাও দেওয়ান বলরাম দেবের কৃত। তৎকালে হাণ্ডিয়ালের সন্নি... সমাজ গ্রামে বহু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্যান্য লোকের বসতি থাকায় ... 'সমাজ' নামে অভিহিত হইয়াছে।

তাহেরপুরের রাজবংশ স্থাপয়িতা পণ্ডিত উদয়ানাচার্য্য—যিনি পা... শঙ্করাচার্য্যকেও পরাজিত করিয়াছিলেন এবং যাঁহার কৃত মীমাংসক বা ... স্থান পিনাল কোড্ আজও বৃটিশ মিউজিয়মে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে, ... বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-জমিদার উদয়ানাচার্য্যের যত্নে ও অর্থে সমাজ প্রভৃতি ... তৎকালে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিল।

এই পণ্ডিত উদয়ানাচার্য্যই বল্লালের মত উপেক্ষা করিয়া নিজে বা... ব্রাহ্মণ সমাজ ও বল্লাল-সচিব ভৃগুনন্দী বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজ সংস্কার ক... ছিলেন; অদ্যাপি তজ্জন্য বারেন্দ্র কায়স্থ ব্রাহ্মণগণ আত্মসম্মান বজায় রা... ব্যস্ত।

পাবনা জেলায় যে কয়েকটী প্রাচীন-কীর্ত্তি দেখা যায়, তন্মধ্যে হাণ্ডিয়া... শিব বিগ্রহাদি ও জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রসিদ্ধ। হাণ্ডিয়ালের জোড়-বাঙ্গ... সমাজ-মসজিদ এবং চাটমোহরের স্বাধীন মুসলমান-রাজ-স্থাপিত মস... পোতাজিয়ার নবরত্নপাড়ার রায় জমিদারের নবরত্ন ও সাহাজাদপুরের ... শাহের সমাধি-মন্দির, পাবনা কালাচাঁদ পাড়ার ক্রোড়পতি ব্রজমোহন ... নামক মহাজনের স্থাপিত জোড় বাঙ্গলা ও Mr Valdron Brook... ম্যাপে যে কয়েকটি "শাহী" রাস্তার কথা উল্লিখিত আছে, তন্মধ্যে হাণ্ডি... হইতে ঢাকা পর্য্যন্ত যে শাহী রাস্তাটী গিয়াছে—এই কয়টী ব্যতীত, অপর ... প্রাচীন কীর্ত্তি আমাদের জানা নাই।

এই কয়েকটির মধ্যে হাণ্ডিয়ালের জগন্নাথ মন্দির ও পোতাজিয়ার নবর... সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। হাণ্ডিয়ালের জগন্নাথ-মন্দিরে উল্লিখিত আছে—"ওঁ ন... শ্রীকৃষ্ণায়ঃ শাকেপক্ষেন্দুবাণাজগণিতে শ্রীজগৎপতেঃ শ্রীমন্তবানী দা... ভগ্নপ্রাসাদ উদ্ধৃতঃ (শক ১৫১২)।"—সুতরাং বুঝিতে হইবে নূতন প্রাসা... বহু পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

পোতাজিয়ার রায় বংশের রায় জমিদার "রাও, রায়।" উপাধি প্রাপ্ত...

...খাঁর শাসনকালে মুর্শিদাবাদে তাঁহার অন্যতম সচিবের কার্য্য ... ইনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ-স্থাপিত নবরত্নের সংস্কার একবার করিয়া-...।

...,—যৌবনমদে মত্ত হিন্দুবিদ্বেষী সিরাজ, ঢাকা যাত্রাকালে এই ...উপর স্থাপিত নয়টি স্বর্ণ-কলসীর উপর উজ্জ্বল আলোকমালা দর্শনে ...হইয়া এই মন্দিরটীর উপরে গো-মাংস নিক্ষেপ করত অপবিত্র ... নবাবের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া পূর্ব্বেই মন্দির মধ্যস্থ ...স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। সেই অবধি ঐ মন্দির সংস্কারা-...ভাবিবস্থায় আছে। যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছেন ...তাঁহারে অর্থ সংগ্রহে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া বঙ্গদেশের নানা স্থান হইতে ... এবং বৈদেশিক ইংরাজ রাজ-কর্ম্মচারীদিগের নিকট সুপরিচিত ... এবং অকিঞ্চিৎকর নামের জন্য ব্যতিব্যস্ত, তাঁহাদের প্রাচীন ...দিবু দেখাইবার নাই। বারেন্দ্র কায়স্থদিগের পতনের কারণ ...ই নহে,—কেবল যে আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন প্রভৃতি ...রা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ হিন্দু ও মুসলমান রাজত্ব কালে ও বৃটীশ ...প্রারম্ভে গত ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও পাবনা জেলায় নিজ ... এবং স্বকীয় মান মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, এক্ষণে ...গুণের অভাবে তাঁহাদিগের বংশধরদিগকে নৈতিক ও আর্থিক সর্ব্ব ...অবনতিতে এই প্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইয়াছে।

...সাম্রাজ্য সময়ে হিন্দুস্থানের হিন্দুগণ যেরূপ ধর্ম্মপথচ্যুত হইয়া ধর্ম্ম ...সীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, মুসলমান রাজত্ব কালে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ...নের ব্রাহ্মণগণ সেইরূপ তদানীন্তন রাজ-প্রচলিত শিক্ষালাভে উদাসীন ...কীয় পদলাভে বঞ্চিত হওয়ায় সুচতুর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী কায়স্থ-...প্রার ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিবার অবসর দিয়া নিজেরা কৃষিকার্য্যের ...জীবিকানির্ব্বাহ করিতে গিয়া তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি ... নাম লোপ করিয়াছেন।

...না জেলায় বারেন্দ্র কায়স্থগণও রাজ-প্রচলিত বিদ্যা শিক্ষা ও রাজসেবা ...নিজ গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা না করিয়া কেবল মূর্খতা প্রাপ্ত হইয়া

কতিপয় ধনী আত্মীয়-স্বজনের মুখাপেক্ষী হইয়া ও তাঁহাদের গলগ্রহ হইয়া পরস্পরে কলহাদির দ্বারা নিজ স্বয়োপার্জ্জিত অর্থ ও পৈত্রিক বিপুল ধনসম্পত্তি ধ্বংস করিয়া জন-সমাজে হেয় ও রাজদ্বারে লাঞ্ছিত এবং অতি ঘৃণিতাবস্থায় জীবন যাপন করিতেছেন মাত্র।

ইটালীবাসী বর্ত্তমান চিত্রকরগণ যদিও খ্যাতনামা মাইকেল, র‍্যাফেল প্রভৃতি চিত্রকরদিগের ন্যায় চিত্র অঙ্কনে অসমর্থ, তথাপি তাঁহাদিগের খ্যাতনামা পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম উল্লেখে প্রভাত কালীন হীনপ্রভ তারকামালার ন্যায় কিঞ্চিৎ গৌরব প্রকাশ করেন ;—বর্ত্তমান বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের অবস্থা তদ্রূপ হইয়াছে।—বারান্তরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বালিকার আবাহন।

(কুমারী পূর্ণিমাসুন্দরী ঘোষ)।

প্রবলা প্রাবৃষা অন্ত ;—ঘোর বর্ষা-ধারা
তিরোহিত অতঃপর ; ফুল্ল বসুন্ধরা।
ঘুচিয়াছে পথে কাদা, দুর্য্যোগ দুর্দ্দিন ;
সুখদা শরতে পুনঃ এসেছে সুদিন।
ফুটিছে কমল নীরে,—পুষ্প কুঞ্জ বনে ;
মুখরিত জল-স্থল মধুপ গুঞ্জনে।
ফুলে ফুলে প্রজাপতি করিছে বিহার
দুর্গা-আগমন-বার্ত্তা করিয়া প্রচার।
এ শুভ শরতে হবে মাতৃ-আগমন
জল-স্থল-নভঃ তাই উল্লাসে মগন।
শরতে সুখদা অতি প্রকৃতির শোভা,
অতীব সৌন্দর্য্যময়ী, অতি মনোলোভা।

নানা সাজে সাজাইয়া আকাশ অবনী
সাজিছে মোহিনী বেশে প্রকৃতি আপনি।
কেন জীব-ব্রজ সুখী শরতের কালে ?
দ্বিগুণ শোভিত শশী কেন চক্রবালে ?
কেন হেন সুনির্ম্মল গগন মণ্ডল—
কেন চারুময়ী সদা দিগাঙ্গনা দল ?
কে না জানে এর তথ্য ;—দুর্গা আগমনে
বিজড়িত চরাচর শান্তি-আবরণে।
দেববৃন্দ আসে মর্ত্ত্যে ছাড়ি অমরায়
তিন দিন হয় বঙ্গ ত্রিদিবের প্রায়।
এস, মা! আনন্দময়ি, নিরানন্দ ধামে
উৎফুল্ল সকলে তব আগমন-নামে।
দুর্গতি-নাশনী দুর্গে! অশুভ নাশিয়া
রক্ষ পুত্র-কন্যাগণে ;—শান্ত কর হিয়া।
সোণার বাঙ্গলা হের শ্মশান সমান—
রোগে, শোকে, অন্নাভাবে ওষ্ঠাগত প্রাণ।
কন্যা ডাকে সকাতরে ;—দুর্গতি-হারিণি!
আসি' বঙ্গে দুঃখ নাশ কর গো জননি।
শুনে মরি ডরে,—হবে অশ্বে আগমন,
দোলায় চড়িয়া হবে তোমার গমন।
অগ্রে ছত্রভঙ্গ, পিছে মড়ক ভীষণ
হবে তার ফলে,—কে মা করিবে বারণ ?
পাষাণ-নন্দিনী দুর্গে! হয়েছ পাষাণী,
জন্মফলে হইয়াছ পাষাণ পরাণী!
তোর মেয়ে হয়ে মোর ভিখারিণী-বেশ ;
নাহি মিলে অন্ন-বস্ত্র ;—নিদারুণ ক্লেশ।
ছিন্ন বিমলিন বস্ত্র ;—তাই পরিধান ;

অর্দ্ধাশন, রুক্ষ কেশ,—বিকৃত বয়ান।
বিশ্বেশ্বরী মার কাছে এ বেশ লইয়া
যাইলে সন্তানে তাঁর হবে না কি দয়া?
ঐশ্বর্য্য তাঁহার থাক, তাহা নাহি চাই
ভাল ভাবে খে'তে পে'লে প্রাণে বেঁচে যাই।
এস মা ত্বরায়, তোমা' ডাকি সকাতর
পূর্ণ কর ধন-ধান্যে সন্তানের ঘর।
আয় মা, 'পূর্ণিমা' ডাকে, দেখা দে মা তারে
বালিকা-আহ্বানে মাতা রহিতে কি পারে?
সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা এ দেশ
কর পুনঃ;— নাহি রহে দুর্ভিক্ষের লেশ।

শেষ দেখা।

(শ্রীমতী অমিয়াবালা বসু)।

১

সুভাষিণী তখন স্নান করিতে যাইবে বলিয়া মাথার চুল খুলিতেছিল, এমন সময় বাসন্তী আসিয়া বলিল—"ওলো, শুনেছিস! সরোজ এসেছে যে।"

সুভাষিণীদের পাশের বাড়ীই ছিল বাসন্তীদের, তাহারা উভয়ই সমবয়সী ছোট বেলা হইতেই তাহাদের দুই জনে বড় ভাব। বাসন্তীর স্বামী ঘর-জামাই ছিলেন, কাজেই বাসন্তীকে আর শ্বশুর বাড়ী যাইতে হয় নাই। সুভাষিণীর বিবাহের দুই তিন বৎসর পরে তাহার স্বামী সরোজ, ব্যরিষ্টারী পড়িতে যখন বিলাত চলিয়া যান, তখন সুভাষিণী অন্তঃস্বত্বা; সরোজ বিলাত যাওয়ার ৩। ৪ ম্যাস পরে কন্যা জ্যোৎস্নার জন্ম হয়।

[...]ৎস্না এই চারি বৎসরে পা দিয়াছে; কন্যাটি পরমা সুন্দরী, ঠিক সুতা- [...] মত।

[বা]সন্তীর মুখে স্বামীর আগমন সংবাদটা শুনিয়া সুভাষিণীর মুখ সাদা হইয়া [...]; বলিল—"কই? আমরা তো কিছুই জানিনে।"

[...], এসেছে সে। আজ দাদা হাইকোর্টে গিয়েছিলেন—সেখানে দেখা হয়েছে [...]র সঙ্গে; কিন্তু সরোজ, দাদার সঙ্গে মোটে কথাই বলে নি। তার [...] ভাব দেখে, দাদা একেবারে অবাক্ হ'য়ে গিয়েছেন। এ রকম পরি- [...]র কারণ কি, তাতো কিছুই বুঝতে পারিনে!—তোকে কি আসবার [...] কোন পত্র লিখেছিল?"

[পাং]শু বর্ণ মুখে, সুভাষিণী উত্তর দিল—"না, শীঘ্র কোন পত্র দেননি। [...] তাঁর টাকার দরকার হয়েছে, তখন পত্র লিখেছেন,—আমিও গায়ের [...] বেচে টাকা পাঠিয়েছি।"

"আমি তা হ'লে সব সন্ধান নিয়ে বল্‌বো।"

[বা]সন্তী চলিয়া গেল; সুভাষিণী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহাকে যে [...] করিতে হইবে, রান্না করিতে হইবে, কন্যাকে খাওয়াইতে হইবে,—সে [...]রেই তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল।

[স]রোজ বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, অথচ সুভাষিণী তাহার স্ত্রী হইয়া [জা]নিতে পারিল না? সে যে তাহার স্বামীর আশা-পথ চাহিয়া আছে— [আ]সিয়া জ্যোৎস্নাকে কোলে করিয়া কত আদর করিবে—তাহাকে কত [...]র কথা বলিবে,—এই সব ভাবনায় তাহার প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া- [...]। সুভাষিণীর যথেষ্ট পৈত্রিক অর্থ ছিল—সে তাহার পিতামাতার একমাত্র [...]—কেবলমাত্র স্বামীর ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া, সে তাহার সমস্ত অর্থ ই [...]রে ব্যয় করিয়াছে। অব'শষ্ট ছিল—গায়ের গহনাগুলি, সে তাহাও বিক্রয় [করি]য়া স্বামীর বিলাতের খরচ পাঠাইয়াছে। বাটীর নীচের তালাটা [...] দিয়া যাহা পাইত, তাহা দ্বারাই কষ্টে সৃষ্টে তাহাদের চালিয়া [যাই]ত।

যাহার জন্য সে সমস্ত বিসর্জ্জন করিল—প্রাণাধিকা কন্যার মুখের দিকে [...] তাকাইল না,—সে আজ নিজের দেশে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে একবার

জানাইল না। কে জানে, ইহার মূলে কি এক ভয়ানক কারণ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

জ্যোৎস্না কাছে আসিয়া ডাকিল—"মা!"

"এই যে মা আমার"—বলিয়া সুভাষিণী কন্যাকে বুকের মধ্যে জড়াই বলিলেন—"খিদে পেয়েছে মা?"

জ্যোৎস্না মায়ের দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"বড় খিদে মা।"

মায়ের আর কিছু ভাবিবারও অবকাশ নাই; সে তাড়াতা স্নানান্তে রান্না চাপাইয়া দিল।

আহারান্তে কন্যাকে কোলে করিয়া সুভাষিণী বাসন্তীদের বাড়ী গেল বাসন্তীর দাদা মহেন্দ্র বাবু তাহাকে দেখিয়াই বলিলেন—"সরোজ এসেছে শুনেছিস, সুভাষ?"

সুভাষিণী ম্লান মুখে উত্তর দিল—"শুনেছি, দাদা!"

"তুই কার জন্য আমারই হাত দিয়ে গয়না বিক্রি করিয়েছিলি? স্বামীর ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য এত কর্‌লি তুই, সে স্বামী কি এখন আর তো আছে? এ তোর স্বামী নয়—তার প্রেতাত্মা।"

সুভাষিণী মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল, তার পর একটী দীর্ঘনিশ্বা ফেলিয়া বলিল—"আমার কর্ত্তব্য আমি করেছি; তিনি যদি তাঁর কর্ত্তব্য পালন না করেন,—তা হলে আমি কেন কর্ত্তব্য-পথ-ভ্রষ্টা হব।"

"তুমি তো অতি উত্তম কার্য্যই করেছো; কিন্তু এখন কি কর্‌বে? তো স্বামী খৃষ্টান হ'য়ে এক মেম বিয়ে করেছে,—শুনেছিস?"

সুভাষিণীর অন্তরে যেন এতটা ভীষণ ঝড় বহিয়া গেল। সংক্ষেপে বলিল—"শুনি নাই, তবে অনুমান করেছি।"

"খৃষ্ট-ধর্ম্ম মতে, এক স্ত্রী থাকৃতে আবার বিয়ে করা আইনানুসারে নিষিদ্ধ এতে বোধ হয় বুঝতে পেরেছিস, তোর স্বামী সত্য গোপন ক'রে বিবা করেছে।"

সুভাষিণী মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল, একটী কথাও বলিল না।

মহেন্দ্র বাবু সহানুভূতির স্বরে বলিলেন—"এখন তোমাদের কি হবে?"

সুভাষিণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিল—"ভগবান যা করেন, তাই। মেয়েটার জন্যই ভাবনা হয়; তা দাদা! যখন আপনারা আছেন, তার জন্যও ভাবিনে আমি। আপনার রাণী ও কমলের মত, আমার জ্যোৎস্নাকেও দেখবেন।"

মহেন্দ্র বাবু বিষণ্ণ মুখে চলিয়া গেলেন। জ্যোৎস্না সেখানে পুতুল নিয়ে র মেয়ের সঙ্গে খেলিতে বসিল। আর সুভাষিণী—অশ্রু-বেগ সম্বরণ া বাড়ী ফিরিল।

২

সরোজ সাহেব-কোয়ার্টারে বাসা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেহারা ছিল দিব্যসুন্দর; তাহার বলেই বোধ হয় তিনি বিলাতী মহিলার পাণি গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, পূর্ব্ব-স্ত্রী সুভাষিণীর কথা এক রকম ইচ্ছা করিয়াই ভুলিয়া গিয়াছিলেন; সে যে আছে, এটা তিনি মনে করিতেও চাহিতেন না। কেনই বা করিবেন?—সেই প্যান্‌পেনে ঘোমটা-টানা স্ত্রী নিয়ে কি তিনি ও সুখী হইতে পারেন?

সাহেব মহলে তাহার খানিকটা প্রতিপত্তি হইয়া গেল, আবার স্ত্রীর জন্য নেক স্থান হইতে নিমন্ত্রণও পাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে এখন দস্তর মত সাহেব বলিয়াই মনে হয়। ব্যরিষ্টারীতেও অল্প দিনের মধ্যে তাহার বেশ সার জমিয়া উঠিল।

সে দিন ছিল রবিবার।—বৈকালে স্ত্রীকে লইয়া প্রত্যহ যেরূপ ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে যাইতেন, সরোজ সে দিনও তেমনি গিয়াছিলেন।

তিনটী বালিকা একটি চাকরের সঙ্গে বেড়াইতেছিল; তিনটীই প্রায় সমবয়স্কা। এই তিনটী বালিকার মধ্যে একটীকে দেখিয়া, কি জানি কেন সরোজের হৃদয় একটা অব্যক্ত বেদনায় অধীর হইয়া উঠিল; তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল, মেয়েটীকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহার হৃদয়ের অব্যক্ত যাতনা কতকটা প্রশমিত করেন। সরোজ যতবার সেই বালিকার মুখখানি দেখিতে লাগিলেন, ততই একটি অজ্ঞাত করুণায় তাহার হৃদয় দ্রব হইতে লাগিল; ইতিমধ্যে চাকরটা বালিকাদের এক জায়গায় বসিতে বলিয়া স্থানান্তরে গেল।

উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া সরোজ যেমন তাহাদের নিকটে অগ্রসর হইলেন, অমনি অন্য দুইটী বালিকা অপরকে বলিল—"ঐ দেখ, সাহেবটা তোর পানে কেমন কটমটিয়ে চেয়ে আছে—তোকে ধরে নেবে—আমরা পালাই"—এই বলিয়া তারা দৌড়াইতে আরম্ভ করিল;—দেখাদেখি যেমন অপর বালিকাটীও তাদের পিছু পিছু দৌড়াইতে যাইবে, অমনি সরোজ পিছন হইতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিলে। ভয়ে বালিকার মুখ সাদা হইয়া গেল, সরোজ মিষ্ট স্বরে বলিল—"ভয় কি মা? আমি তোমায় ধর্‌ব কেন, আমি যে তোমায় খুব ভালবাসি।"

বিস্মিতা বালিকা সরোজের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সাহেব যে এমন পরিষ্কার বাঙ্গলা কথা বলে,—এইটাই তাহার খুব আশ্চর্য্য বোধ হইতেছিল

সরোজ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার নাম কি মা?"

বালিকা মৃদু স্বরে উত্তর করিল—"জ্যোৎস্না।"

সরোজের বুকের মধ্যে যেন কেমন করিয়া উঠিল! আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কে আছে?"

"মা আছে,—আরো অনেক লোক আছে,—মামা—মামী—মাসী—"

সে যে বাসন্তীদের বাড়ীর সম্পর্ক ধরিয়া বলিয়াছে, তাহা সরোজ বুঝিতে পারিলেন না।—তখন তিনি অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার বাবা আছে?"

"বাবা কাকে বলে?"

সরোজ খুব বিস্ময়ের সহিত তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন; তার পর বলিলেন—"তুমি কাকেও বাবা ব'লে ডাকো?"

"ও—সেই বাবা! তিনি বিলাতে পড়তে গেছেন, আর আসবেন না।"

রুদ্ধ-শ্বাসে সরোজ জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিলাত কোথায়, তুমি জানো?"

"তোমাদের দেশে।—আচ্ছা সাহেব, তুমি দেখেছ তাকে? মার কাছে তার ফটো আছে—আমি বড় হলে মা আমায় সে ফটো দেবেন।"

একটা জলন্ত গোলা যেন সরোজের বুকে আসিয়া পড়িল, অনিমেষ নেত্রে তিনি বালিকার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এই সেই! এই সেই! যার নাম,—যার কথা,—ইংল্যাণ্ডে থাকিতেও প্রতি পত্রে অবগত হইয়াছেন! এই তো,—এই মুখেই পত্নীর মুখচ্ছবি রহিয়াছে! অব্যক্ত যাতনায় সরোজ কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন।

সেই সময় চাকর আবার বালিকা দুইটী সহ আসিতেছে দেখিয়া সরোজ বলেন—"ওই তোমার সঙ্গীরা আসছে মা, বাড়ী যাও এখন। আমাকে মনে থাকবে তো?"

জ্যোৎস্না মাথা নাড়িয়া আনন্দ ভরে বলিয়া উঠিল—"খুব।"

সরোজ পকেট হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া তাহার আঁচল বাঁধিয়া দিয়া বলিলেন—"এ দিয়ে তুমি খাবার কিনে খেও।"

বালিকা আনন্দে তাহার সঙ্গীদের সহিত চলিয়া গেল। যত দূর দেখা গেল, তিনি অনিমেষ নয়নে বালিকাকে দেখিতে লাগিলেন, তার পর মলিন মুখে ফিরিয়া বাসায় ফিরিলেন।

৩

কি সুন্দর সে মুখখানি!—আহা এমন মিষ্ট কথা সে কোথায় শিখিল? আজ আবার বহু দিন পরে সরোজের মনে পূর্ব্ব-স্মৃতি সব জাগিয়া উঠিল, বিলাতে থাকিতে স্ত্রীর শেষ পত্রখানির কথা তাহার মনে হইতেছিল। পত্রে লিখিতে লেখা ছিল—"আর আমার কিছু রইলো না; আমার যথাসর্ব্বস্ব, আমার মেয়ের গয়না এবং ভাল কাপড়-জামা বিক্রয় ক'রে, এইবার টাকা আসবে।"

জ্যোৎস্নার গায়ে কিছু নাই, হাতে শুধু রেশমী চুড়ি, পরণে যে কাপড় আছে—তাতে একটী দরিদ্রের মেয়ের অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছুই প্রমাণ হয় না;—অথচ সরোজ তাহার পিতা! যাহার জন্য তাদের যথাসর্ব্বস্ব গিয়াছে,—তারা আজ পথের ভিখারী সাজিয়াছে! আজ তিন চারি বছর সে যে এখানে আসিয়াছে, এক দিনও কি খোঁজ লইয়াছে—তাঁহার স্ত্রী বেঁচে আছে কি না? অমন টুকটুকে মেয়ে যার, সে কোথায় সুন্দর সোণার মেয়েকে সাজাইয়া তাকে কত আদর করিবে,—না—সে সব ভুলিয়া রোগে পুষ্ট হইতেছে! আর তার অমন সুন্দর কচি মেয়েটী হয়ত উপ-

যুক্ত আহারও পায় না! যতই সেই কচি মুখ খানি তাহার মনে পড়িতেছিল, ততই অব্যক্ত যাতনায় সে ছটফট করিতে লাগিল।

* * * * * * *

'খৃষ্টমাস' আগত প্রায়; কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীদের বাড়ীগুলি আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। সরোজ তাঁহার বারান্দায় বসিয়া দেখিলেন—কত পিতা, পুত্র-কন্যার জন্য খেলনা ও জিনিষপত্র কিনিয়া লইয়া যাইতেছে। তিনিও তো কন্যার পিতা, তাঁরও কন্যা আছে; কিন্তু আজ তাহকে একটী উপহার দিবার ক্ষমতাও বুঝি তাহার নাই। তাহার পিছনে আছে, এক অচ্ছেদ্য বাধন,—আর সম্মুখে আছে—কন্যার মাতার ভ্রূকুটী-কুটিল ও ঘৃণা-ব্যঞ্জক দৃষ্টি!

কিন্তু অস্থির পিতৃ-হৃদয় কিছুতেই মানা শুনিল না; সেই বালিকা যেন তাঁহাকে বড়ই আকর্ষণ করিতেছিল। আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, সরোজ কয়েকখানি নোট লইয়া আরদালী সহ বাহির হইয়া গেলেন। এ দোকান সে দোকান ঘুরিয়া সুন্দর সুন্দর খেলনা, জামা, কাপড় ও নানাপ্রকার অলঙ্কার—কত কি ক্রয় করিয়া, সরোজ নিকটবর্ত্তী পোষ্ট অফিসে গেলেন ও সমস্ত গুলি প্যাক করিয়া কন্যার নামে রেজেষ্ট্রী করিয়া আসিলেন।

তাহার মনটা আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল; কিন্তু হায়! তাহার সে সুখের স্বপ্ন শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া গেল!—পর দিন সকালে, সেই পার্শেলটা ফিরিয়া আসিল। তাহার উপর কম্পিত হস্তের লেখা—"ধন্যবাদের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করা গেল।

দারুণ মর্ম্ম বেদনায় হতভাগ্য পিতা বসিয়া পড়িলেন।—"ওগো!—এত নিষ্ঠুর, এত নির্দ্দয় তুমি!—পিতার দান মেয়েকে লইতে দিলে না?—মেয়ে কি শুধু তোমারই? পিতার কি তাহার উপর কোন অধিকারই নাই?"—এই কথাগুলি বারে বারে তাহার মনে পড়ায় তাহাকে বড়ই চঞ্চল করিল।

না, না—তাহার কোথায় আছে অধিকার? সেখানকার অধিকার তো সে নিজেই হারাইয়াছে! জ্যোৎস্না—একা তাহার মাতার,—তাহাকে চোখের দেখা দেখিবার অধিকারও বুঝি তাহার পিতার নাই!

সরোজ অসহ্য যন্ত্রণায় অধীর হইতে লাগিলেন।

৪

পার্শেলটা ফেরত দিয়া সুভাষিণী ক্ষুণ্ণ মনে শয্যা গ্রহণ করিল।—"ওগো সুভাষিণীকে; তাহার দিকে দয়ার চক্ষে একবার চাও! তোমার আছে,—মান আছে, সম্ভ্রম আছে, প্রচুর অর্থ, সুন্দরী স্ত্রী—সবই তো আছে সুভাষিণীর কি আছে?—সে শুধু মেয়েটীকে বুকে করিয়াই বাচিয়া এখন যদি তুমি মেয়েকেও লইয়া যাও, তবে সুভাষিণীর রহিবে কি? লক্ষ করিয়া সে জীবন কাটাইবে?"

চোখের জলে সুভাষিণীর বুক ভাসিতেছিল। জ্যোৎস্না নিকটে আসিয়া —"মা! তুমি কাঁদছ কেন, বল তো? বাবার জন্য কাঁদছো বুঝি? না তুমি, আজ আমি বাবার খোঁজ নিয়ে আসব।"

সুভাষিণী আদর করিয়া মেয়েকে বুকের মধ্যে আনিয়া বলিল—'তুই কেমন খোঁজ নিবি, মা আমার?"

"কেন? সেই সাহেবের কাছে।"

"সাহেব কি ক'রে জান্‌বে?"

"সাহেব সব জানে যে।"

"তুই একা যাবি কি ক'রে?"

"আমি একাই যাবো;—আমি সে পথ এখন বেশ চিনেছি। কেউ ত কিছু বলে না মা। ওখানকার পুলিশ আমায় চেনে।"

"না মা, তুমি আর সে সাহেবের কাছে একা যেও না; গিয়েও দরকার ওরা ছেলেমেয়ে ভুলিয়ে নিয়ে চ'লে যায়। ওদের দেশে মানুষ গেলে, ফিরে আসতে চায় না।"

"তা হলে, আমার বাবাও আর আসবে না মা?"

সুভাষিণী অতি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া বলিল—"না।"

জ্যোৎস্না পিতার ফটোখানি মাতাকে দেখাইয়া বলিল—"আচ্ছা মা, এই মুখ, আর সেই সাহেবের মুখ,—ঠিক এক রকম কিন্তু।"

"তা অমন হয়।"

এমন সময় বাসন্তী আসিয়া বলিল—"হ্যালো, সরোজ না কি—"

বাধা দিয়া সুভাষিণী বলিল—"মাপ কর ভাই।—জ্যোৎস্না, এখন যা এখান থেকে, খেলা করগে যা।"

জ্যোৎস্না চলিয়া গেল। বাসন্তী আশ্চর্য্যভাবে বলিল—"তোর ভাবটা যে কি রকম, তা আমি বুঝতে পারি না।"

সুভাষিণী একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"বুঝেও আর দরকার নেই ভাই। জ্যোৎস্নার কাছে কিছু ব'লো না। একেই সে আমায় আলাদা ক'রে তুলেছে—তা'তে এ সব শুন্‌লে, আর রক্ষে রাখবে না।"

"শুন্‌লেম, সরোজ কি সব পাঠিয়েছিল—"

"সে সব ফেরৎ দিয়েছি আমি। তাঁকে অনর্থক কেন আর দায়গ্রস্ত করা ভাই! যদি বিয়ে না করতেন, তা হলেও এক রকম হ'তো। কিন্তু তিনি যখন বিয়ে করেছেন মিথ্যার সাহায্যে, তখন সত্যিটাকে জাগিয়ে আর দরকার নেই; সত্য চিরকালের জন্য নির্ব্বাক হয়ে যাক। যে স্মৃতি তিনি মুছেছেন, তা আর জাগা'ব না। এখন আমরাই তাঁকে মিথ্যাবাদী ব'লে জান্‌ছি, ; কিন্তু যদি প্রকাশ হয়,—তিনি বহু পূর্ব্বে বিবাহিত, এখনও আমি রয়েছি, তার মেয়ে আছে,—তা হলে যে জগৎ সমক্ষে তাঁকে মাথা হেট করতে হবে! তিনি ক্ষণিকের দুর্ব্বলতায় আবার সত্যের দিকে এগিয়ে আসছিলেন দেখে, আমি তাঁকে মিথ্যের দিকেই সরিয়ে দিলেম। সত্যের দিকে এলে যে তাঁর সম্ভ্রম হানির সম্ভাবনা!"

"তোর কষ্ট হলো না?"

"কষ্ট আবার কি?"

"ধন্যি মেয়ে তুই বাপু, আমরা হলে প্রাণান্তেও পার্‌তেম না।"—এই বলিয়া বাসন্তী চলিয়া গেল।

৫

বেলা প্রায় দশটা। সরোজ কোর্টে যাইবার জন্য পোষাক পরিতেছেন, এমন সময় একখানি চিঠি আসিল। পত্রখানির হাতের লেখার উপর দৃষ্টি পড়িবা মাত্র তিনি চমকিয়া উঠিলেন! তাড়াতাড়ি পত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। পত্রে লেখা ছিল—

আমায় মাপ ক'রো—ওগো আমি বড় অভাগিনী! তোমার দেওয়া আমি জ্যোৎস্নাকে স্পর্শ কর্‌তে দিই নাই, তাই আজ সে লোকান্তরের যাত্রা কর্‌ছে।—ওগো এক বার এস, তোমার পিতৃস্নেহ একবার তার ঢেলে, যদিই বা তাকে বাঁচাতে পার! আমি আর পারিনে! আমার মাতৃশক্তি, যমের পরাক্রমের কাছে ব্যর্থ হ'য়ে যায় বুঝি! আর সময় নাই। এই প্রথম, আর বোধ হয় এই শেষবার,—তাকে আদর ক'রে যাও।

—অভাগিনী সুভাষ।"

সরোজের হাত হইতে পত্রখানি পড়িয়া গেল!—সেই রে—সেই! সে চ'লে যায় যে! আর সময় নেই! আর সময় নেই! সরোজের মধ্যে কে যেন বজ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আর সময় নেই! ফুরিয়ে গেছে!"

কাঁপিতে কাঁপিতে সরোজ তখনই মোটরে উঠিলেন; মোটর দ্রুত ছুটিল। সরোজ তখন অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিতপ্রায়!

মোটর থামিবা মাত্র, কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, সরোজ একেবারে জ্বলে উঠিলেন।

তখন সুভাষিণী জ্যোৎস্নার মাথাটী কোলে করিয়া বসিয়া আছে; তাহার চক্ষু হইতে অজস্র ধারায় জল পড়িতেছিল। জ্যোৎস্নার বুকের উপর বাপের চিঠী!

"মা, তুমি যে বল্‌লে, বাবা আসবেন।—কই মা? তিনি তো এলেন না! আর দেখতে পাবো মা!"

মা অধীরভাবে কাঁদিয়া উঠিল,—বলিল "আর তার নাম নিস্‌নে মা, পিশাচ সে,—নইলে—"

"সুভাষ! সুভাষ! সত্যই পিশাচ আমি,—আমায় অভিশাপ দাও—" বলিতে বলিতে উন্মাদের ন্যায় টলিতে টলিতে সরোজ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া একেবারে কন্যার পাশে বসিয়া পড়িলেন।

"এসেছ?—ওগো এসেছ তুমি—" সুভাষিণী স্বামীর পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িল—"ওগো নিষ্ঠুর! দয়া হয়েছে কি? এই নাও তোমার মেয়ে! আমি তোমার হাতে সঁপে দিচ্ছি একে। আমি পারলেম না;—এখন যদি পার, তবে

ফিরে দাও আমার মেয়েকে !—আমি কি নিয়ে থাকব ?—আমি আত্মহত্যা ক'রব, তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব !"

সরোজের চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, কন্যার মাথা কোলে করিয়া মৃদু কণ্ঠে ডাকিলেন—"জ্যোৎস্না ! কোথায় যাচ্ছিস, মা আমার ?"

"বাবা ! তুমি আমার বাবা ? তা আগে বলনি কেন ?"

"আমায় ক্ষমা কর, মা !"

তখনও সুভাষিণী স্বামীর পায়ের কাছে মূর্চ্ছিত প্রায় পড়িয়া আছে। সরোজের ক্রোড়স্থ বালিকা তখন ধীরে ধীরে স্বর্গের পথে অগ্রসর হইতেছিল। সহসা সরোজ জ্যোৎস্নার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"একি ! এমন করছে কেন ? জ্যোৎস্না !—জ্যোৎস্না !—"

"বাবা ! আমি ঘুমুতে যাচ্ছি। ঈশ্বর আছেন যেখানে, আমিও সেখানে যাচ্ছি।"

ধীরে ধীরে তাহার মুখে একটী ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। একবার মায়ের দিকে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে—'মা'—কথাটী উচ্চারণ করিতে করিতে স্বর্গের সৌরভটী স্বর্গের পথে ধাবিত হইল ; ভগবানের আলিঙ্গন বুঝি তাহার জন্য স্বতঃই প্রসারিত ছিল।

"মা ! আর একটীবার কথা বল—আর একটীবার আমায় 'মা' বলে ডাক—"

সুভাষিণী মূর্চ্ছিতা হইয়া স্বামীর পদপ্রান্তে পড়িয়া গেল। হতভাগ্য পিতা, কন্যার মৃতদেহের উপর সযত্নে হাত বুলাইয়া ডাকিতে লাগিলেন—"মা আমার !—মা ! আমার !"—

জীবন্মুক্তি।

(শ্রীমতী উৎপলিনী সিংহ, কোন্নগর)।

জীবন্মুক্ত মানব নিবহ অনাসক্ত হইয়া কার্য্য করেন। তাঁহারা ভবিষ্যৎ ...র জন্য কোনরূপ প্রত্যাশা এবং অতীত কালের নিমিত্ত কোন প্রকার ... করেন না, কেবল মাত্র বর্ত্তমান লইয়াই থাকেন। তাঁহাদিগের ...ত কার্য্যাদি সিদ্ধ হউক বা না হউক, সে বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। ...রা কার্য্য সিদ্ধিতে আনন্দ ও অসিদ্ধিতে কখনই বিষাদ অনুভব করেন না। ...তিক সুখ বা দুঃখ কিছুতেই তাঁহাদিগের ভ্রূক্ষেপ নাই। সেই জন্য সুখ ...দুঃখ—এতদুভয়ই তাঁহাদিগের নিকট সমান বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। ...রা কোনরূপ কৌতুহল বা বিস্ময়ের বশবর্ত্তী নহেন ; এমন কি, অগ্নি—জল ...জল—অগ্নি হইলেও, তাঁহাদের বিস্ময় সমুদ্ভূত হয় না। তাঁহাদের মন সর্ব্বথা ...লন ও রাগ-দ্বেষাদির বহির্ভূত। তাঁহাদিগের স্বভাব কোমল, প্রকৃতি ...ল, জ্ঞান বিজ্ঞান প্রশস্ত, চিত্ত প্রসন্ন ও মূর্ত্তি মধুর ভাবাপন্ন এবং আকার ...রে কোন প্রকার দৈন্য বা অস্থিরতার সম্পর্ক নাই। তাঁহারা ভক্তের ..., বালকের বালক, বৃদ্ধের বৃদ্ধ, ধীরের ধীর, বীরের বীর স্বরূপে বিরাজ ...ন। এই সংসার স্বভাবতঃ ভঙ্গুর ভাবাপন্ন ; ইহাতে সুখ দুঃখের অবসর ...থায় ? ইহা স্বপ্ন-দৃষ্ট গন্ধর্ব্ব নগরের ন্যায়, একেবারেই ভ্রান্তি মূলক। ইহাতে ...র আগ্রহ কি ! এই কারণ বশতঃ মহাত্মারা এই সংসারের কোন অংশেই ...ক্ত হয়েন না।

রূপো ও রূপ।

(শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী)।

রূপো।

ওগো টাকা ! তোমাকে শত কোটী নমস্কার। তোমার আকর্ষণী শক্তি কি ...! জগতে তুমি যাহার প্রতি নির্দ্দয়, সে যতই সৎ হউক না কেন, সংসারে যাহার প্রতিপত্তি আদৌ নাই ; কারণ, কদাচিৎ গুণের আদর দৃষ্ট হয়। তুমি যাহার প্রতি প্রসন্ন,—প্রকৃতিতে সে যতই ছোট হউক না কেন,

জাতিতে সে যতই অপকৃষ্ট হউক না কেন,—জগৎ সমক্ষে সে প্রধান। হায়! গোলাকার আকৃতি বিশিষ্ট রজত খণ্ড! তোমার কি মধুর শব্দ! বড়লোকের অতটুকু ব্যথায় শত লোক—'হায়' 'হায়' করিবে,কিন্তু নীরবে যে কত দরিদ্রের চোখের জলে বুক ভাসিয়া যায়,—তাহা কয় জন লোকে দেখে বা দেখিতে চেষ্টা করে? কখনও যদি কেহ দরিদ্রের কষ্ট দেখিতে পায়, তবে নির্ম্মম প্রাণে বলে—"পূর্ব্ব জন্মের পাপের ফলে ভুগিবেই।"—হে ভগবান! একি! সেই হস্ত, সেই পদ, সেই অধ্যবসায়, সেই মানসিক বল,—তবুও এই বিষম ব্যবধান কেন? সমস্তই কি পূর্ব্ব জন্মের ফল? তবে বলে কেন—"উদ্যোগীনং পুরুষ-সিংহমুপেতি লক্ষ্মীঃ—" তাই যদি হইত, তবে কত উদ্যোগী পুরুষ, কত বিদ্বান, বুদ্ধিমান, শিক্ষিত লোকের চির-দৈন্য ঘোচে না কেন!

রূপ।

'কালো' বলিতে যেন একটা অবহেলার ভাব আসিয়া পড়ে; কালো মানুষ বা কালো জিনিষ, এ যেন জগতে একটা জঞ্জাল! লোকে ছেলেটীর বিবাহ দিবে,—সাধ্য পক্ষে কালো যাতে না হয়, যাতে ডানাকাটা পরিটী এবং তৎসঙ্গে রূপোর চাকৃতিটি পাওয়া যায়, সে চেষ্টা প্রাণপণে করিবে। কালো ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যদি একটী ফুটফুটে ছেলে থাকে, তবে আদর লোকে তাকেই কোলে করিবে! কাহারও গায়ের বর্ণ পরিষ্কার হইলে চলিবে,—খ্যাদা হোক্, টেরা হোক্,—তবু সে সুন্দর; কারণ 'সর্ব্ব দোষ হরে গোরা।' আর কালো যদি সুশ্রী ও শান্ত হয়, তাহা হইলেও চামড়ার দোষে তাহার আসন নীচে,—যেমন কালো-বৌ অনেক স্থলে শ্বশুর বাড়ীতে প্রিয় হয় না, হতেই পারে না; কোথাও নিমন্ত্রিত হইলে—মেয়ে মহলে, তাহাকে পুত্রবধূ বলিয়া পরিচয় দিতে, তাঁহারা যেন লজ্জিত হইয়া পড়েন!

কথা হচ্ছে যে—কালো কেহই পছন্দ করে না। যদিও জানি, সুন্দর জিনিষটী লোকের কাছে বড় ভাল লাগে, কিন্তু তাহা বলিয়া কালোকে উপেক্ষা করিবার আবশ্যক কি? আমার বড় হাসি পায়—এই সাদা-কালোর বিচার দেখে! ভগবান্! বল তো? ঐ যে তোমার বিরাট মহান্ উচ্চ হৃদয়, আকাশ রূপে দেখা যাচ্চে, ঐ বক্ষে কি কালোর স্থান নেই!

আর ওই যে পবিত্র হাতে জগতের প্রিয় ও সুন্দর যে সমস্ত গড়েছ, সে সুন্দর হাতে কি কালোকে গড়োনি? ঐ যে সুন্দর প্রশান্ত প্রাণ,—তাতে কি কালোর জন্য ভালবাসা নেই? তবে লোকে কেন এ বিদ্বেষ মনে স্থান দেয়? কেন এই সাদা-কালোর বিচার?

কালো ছিল বলেই লোকে সাদাটা অনুভব কর্ত্তে পারে.—অসৎ লোক আছে বলে সৎলোকের মর্ম্ম জানে, রোগ আছে বলেই স্বাস্থ্যের জন্য লোক পাগল। যদি সব এক হইত, সব সুন্দর, সব ভাল, সব সাদা তবে কি তার গরিমা বেশী হইত? না—তাহা নয়; লোকে তাহা মনে ধারণাই করিতে পারিত না—ভাল ও মন্দের প্রভেদ কি? আলোর সহিত কালোর পার্থক্য কি? কালোকে ভাল না বাসিলেও, ঘৃণা বা ঘৃণা করিবার মানবের অধিকার নেই। যদি মনে করা যায়, ঐ শ্যাম-বর্ণা শ্যামা মার পাশে জগদ্ধাত্রী গৌরী মা দাঁড়িয়ে,—তাহা হইলে কি একটীকে বাদ দিয়ে অন্যটীকে গ্রহণ করা যায়? ঐ যে শ্যামা-মা,—লোল-রসনা, মুণ্ডমালিনী হইয়া দাঁড়িয়েছেন, তাঁহাকে দেখিলে কি তোমার ঘৃণা হয়? না,—ভয় ও ভক্তিতে তোমার মাথা অবনত হইয়া পড়ে; তাঁর অভয় পদে লইতে তোমার প্রাণ স্বতঃই ধাবিত হয় নাকি? এক ভগবান্ তো কত মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়েন,—কোনটীতে শান্ত শ্রী ফুটিয়া উঠে,কোনটীতে বা ভয়ের ভয়াবহ ভাবের সমাবেশ। ইহার মধ্যে কি পার্থক্য চলে? তবে কেন বলে দাও হরি! কেন মানুষের প্রতি মানুষের এই বিদ্বেষ ভাব প্রকাশিত হয়! সকলেই যে ভগবানের অংশ!

হায় মুগ্ধ মানব! এই সাদা-কালোর বিচার করিবার ক্ষমতা কি তোমার আছে? তুমি কি এই বিরাট সৃষ্টি-রহস্যের বিরাট ব্যাপার, তোমার সীমাবদ্ধ সীমায় আনিতে পার?

স্বর্গ-গত পিতৃ পুরুষের উক্তি।

(শ্রীমতী তমালিনী দাশ, মজঃফরপুর)।

যে মানব বিত্তশাঠ্য না করিয়া, শ্রদ্ধার সহিত আমাদিগের উদ্দেশ্যে পিণ্ড দান করেন, সে ব্যক্তি ধন্য; সে জন জ্ঞানী। এরূপ কোন ব্যক্তি যদি আমাদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমরা কৃতকৃত্য হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করি।১

সেই কুলোজ্জ্বল সন্তানের যদি ঐশ্বর্য্য থাকে, তাহা হইলে তিনি আমাদিগের উদ্দেশে, প্রকৃত ব্রাহ্মণগণকে, রত্ন, ভূমি, যান, ধন ও সর্ব্ব প্রকার খাদ্য দ্রব্য ভক্তির সহিত দান করিবেন।২

যদ্যপি তাদৃশ বিষয় বিভব না থাকে, তাহা হইলে যথাকালে ভক্তি-নম্র হইয়া, যথাশক্তি অন্নদ্বারা প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবেন। তাহাতে আমরা পরম পরিতৃপ্ত হইব।৩

সেই সন্তানের যদ্যপি অন্নদানেরও সামর্থ না থাকে, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে, নিজ শক্তি অনুসারে আম ধান্য অথবা যৎকিঞ্চিৎ মাত্র দক্ষিণা প্রদান করিবেন। ৪

সে সন্তান তাহাতে অসমর্থ হইলে, করাগ্র দ্বারা কতকগুলি তিল গ্রহণ করিয়া কোন উত্তম ব্রাহ্মণকে নমস্কার পূর্ব্বক ভক্তি সহকারে দান করিবেন।৫

এ কার্য্যেও অসমর্থ হইলে ভক্তি-নম্র হইয়া, মাত্র সাতটী বা আটটী তিল জলাঞ্জলী-দ্বারা আমাদিগের উদ্দেশ্যে ভূমিতে নিক্ষেপ করিবেন।৬

ইহাতেও যদি তিনি অসমর্থ হন, তাহা হইলে যে কোন স্থান হইতে গবাহ্নিক তৃণ সংগ্রহ পূর্ব্বক, শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, আমাদের প্রীতির উদ্দেশে গাভীকে প্রদান করিবেন ৬

যদ্যপি কিছুরই সঙ্গতি না হয়, তাহা হইলে বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, কক্ষাগ্র প্রদর্শন পূর্ব্বক—অর্থাৎ উর্দ্ধ বাহু হইয়া, আদিত্য প্রভৃতি লোকপালগণের সমক্ষে, উচ্চৈঃস্বরে নিম্নলিখিত মত, কাতরভাবে প্রার্থনা করিবেন।৮

—"আমার স্বুবর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি বিত্ত নাই,—ধান, যব, তিল প্রভৃতি ধনও নাই, আমার পিতৃ শ্রাদ্ধোপযোগী অন্য কোন বস্তুও নাই, অতএব আমি পিতৃগণকে স-ভক্তি নমস্কার করিতেছি, আমার একমাত্র অকপট ভক্তিদ্বারাই পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হউন; আমি এই বাহুদ্বয় আকাশে তুলিয়া ভক্তিভরে এই প্রার্থনা করিতেছি।"৯

ধন থাকিলে কি ভাবে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে, পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে দান করিতে হইবে, ধন না থাকিলেই বা কিরূপ করিতে হইবে, তাহা পিতৃগণ পরিষ্কার রূপে কহিয়াছেন। যিনি নিজ সামর্থ অনুসারে কার্য্য করেন, তাঁহার শ্রাদ্ধ করা সার্থক হয়। ভাবের ঘরে চুরি করায় পাপ আছে।১০

[illegible]

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

[illegible]খণ্ড। { অগ্রহায়ণ, ১৩২৭ সাল। } ৮ম সংখ্যা

মা আমার!

(শ্রীমুরারীমোহন কর বর্ম্মা, 'সারস্বতাশ্রম', চন্দননগর)।

"হৃদয় তোমারে ডাকিছে জননি
এ যাতনা কত সহিব আর
ডাকিতেছি তোরে মা—মা বলিয়ে,
নাশিবে নাকি গো দুঃখের ভার।"
স্বামীজী—পদ্মা।

(১)

সুরম্য আমার সাজান কুঞ্জ
মলয় পবন বাহিত;
স্নিগ্ধ মনোরম সুমনঃ পুঞ্জ
তথায় আনন্দে নাচিত।
দেখিতাম আমি মূরতি তোমার
অনন্ত ফুলের হাসিতে,
শুনিতাম গানে পরভৃতিকার
সুস্বরে তোমায় ডাকিতে;
হতশ্রী সেথা যে হয়েছে এখন;
অনন্ত শোভায় আবার তেমন,
সাজায়ে শাশ্বত মাতাইতে মন,
এস মা আমার।

DOUBLE COLOUR

সেই কুলোজ্জ্বল সন্তানের যদি ঐশ্বর্য্য থাকে, তাহা হইলে তিনি আমাদিগের উদ্দেশে, প্রকৃত ব্রাহ্মণগণকে, রত্ন, ভূমি, যান, ধন ও সর্ব্ব প্রকার খাদ্য দ্রব্য ভক্তির সহিত দান করিবেন।২

যদ্যপি তাদৃশ বিষয় বিভব না থাকে, তাহা হইলে যথাকালে ভক্তি-নম্র হইয়া, যথাশক্তি অন্নদ্বারা প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবেন। তাহাতে আমরা পরম পরিতৃপ্ত হইব।৩

সেই সন্তানের যদ্যপি অন্নদানেরও সামর্থ না থাকে, তাহা হইলে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে, নিজ শক্তি অনুসারে আম ধান্য অথবা যৎকিঞ্চিৎ মাত্র দক্ষিণা প্রদান করিবেন। ৪

সে সন্তান তাহাতে অসমর্থ হইলে, করাগ্র দ্বারা কতকগুলি তিল গ্রহণ করিয়া কোন উত্তম ব্রাহ্মণকে নমস্কার পূর্ব্বক ভক্তি সহকারে দান করিবেন।৫

এ কার্য্যেও অসমর্থ হইলে ভক্তি-নম্র হইয়া, মাত্র সাতটী বা আটটী তিল অঞ্জলী-দ্বারা আমাদিগের উদ্দেশ্যে ভূমিতে নিক্ষেপ করিবেন।৬

ইহাতেও যদি তিনি অসমর্থ হন, তাহা হইলে যে কোন স্থান হইতে গবাহ্নিক তৃণ সংগ্রহ পূর্ব্বক, শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, আমাদের প্রীতির উদ্দেশে গাভীকে প্রদান করিবেন ৬

যদ্যপি কিছুরই সঙ্গতি না হয়, তাহা হইলে বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, কক্ষদ্বয় প্রদর্শন পূর্ব্বক—অর্থাৎ ঊর্দ্ধ বাহু হইয়া, আদিত্য প্রভৃতি লোকপালগণের সমক্ষে, উচ্চৈঃস্বরে নিম্নলিখিত মত, কাতরভাবে প্রার্থনা করিবেন।৮

—"আমার সুবর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি বিত্ত নাই,—ধান, যব, তিল প্রভৃতি ধনও নাই, আমার পিতৃ শ্রাদ্ধোপযোগী অন্য কোন বস্তুও নাই, অতএব আমি পিতৃগণকে স-ভক্তি নমস্কার করিতেছি, আমার একমাত্র অকপট ভক্তিদ্বারাই পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হউন; আমি এই বাহুদ্বয় আকাশে তুলিয়া ভক্তিভরে এই প্রার্থনা করিতেছি।"৯

ধন থাকিলে কি ভাবে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে, পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে দান করিতে হইবে, ধন না থাকিলেই বা কিরূপ করিতে হইবে, তাহা পিতৃগণ পরিষ্কার রূপে কহিয়াছেন। যিনি নিজ সামর্থ অনুসারে কার্য্য করেন, তাঁহার শ্রাদ্ধ করা সার্থক হয়। ভাবের ঘরে চুরি করায় পাপ আছে।১০

শ্রী

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

৪র্থ খণ্ড। | অগ্রহায়ণ, ১৩২৭ সাল। | ৮ম সংখ্যা

মা আমার!

(শ্রীমুরারীমোহন কর বর্ম্মা, 'সারস্বতাশ্রম', চন্দননগর)।

"হৃদয় তোমারে ডাকিছে জননি
এ যাতনা কত সহিব আর
ডাকিতেছি:তোরে মা—মা বলিয়ে
নাশিবে নাকি গো দুঃখের ভার!"
স্বামীজী—পন্থা।

(১)

সুরম্য আমার সাজান কুঞ্জ
মলয় পবন বাহিত;
স্নিগ্ধ মনোরম সুমনঃ পুঞ্জ
তথায় আনন্দে নাচিত।
দেখিতাম আমি মূরতি তোমার
অনন্ত ফুলের হাসিতে,
শুনিতাম গানে পরভৃতিকার
সুস্বরে তোমায় ডাকিতে;
হতশ্রী সেথা যে হয়েছে এখন;
অনন্ত শোভায় আবার তেমন,
সাজায়ে শাশ্বত মাতাইতে মন,
এস মা আমায়।

DOUBLE COLOUR

(২)

তব অবস্থান অভাব জন্য
বিভা যে গিয়াছে চলিয়া,
ভীতিপূর্ণ এক মহা অরণ্য
মাঝেতে আমারে ফেলিয়া,
আবলি আপাতঃ কোমল লতার
প্রবেশ করেছে ইহাতে,
সুরভি সহিত বায় সুমনার
আসে না হেথায় তাহাতে,—
নাশি উচ্ছৃঙ্খল পাদপ সম্ভার
নির্বায় প্রদেশ করিয়ে সংস্কার,
হৃতশোভা কুঞ্জ করিতে উদ্ধার,
এস মা আমার।

(৩)

হেথায় ঝটিকা সদাই যুদ্ধ
করিয়া অরণ্য সহিতে,
পরাজিত তায়, হইয়ে ক্রুদ্ধ
পূর্ণ করে ধূলি রাশিতে।
দিব্য চক্ষু মোর অন্ধ শত বার
যায় যে দিবসে হইয়া
সদাই রিপুর আবলি আবার
বিকট গর্জ্জন করিয়া,
ঘেরিয়া সকলে আসিয়া দাঁড়ায়
আমার অস্তিত্ব অবধি বা যায়,—
এ ঘোর বিপাকে রক্ষিতে আমায়,
এস মা আমার।

(৪)

বিলাস নিপুণ, বিপুল সত্ত্ব
সদাই আবার এখানে

পাঁচ ভূত * যেন স্থাপিয়া রাজত্ব
আমার লতার বিতানে,
স্বার্থপরতার, মূর্ত্ত অবতার
উদর সর্ব্বস্ব সতত
দ্বিগুণ শক্তিতে † উপর তাহার
মোর সত্ত্ব নাশে চেষ্টিত,
তোমার চিন্তায় সদা প্রতিকূল,
সর্ব্বদাই করে পরাণে ব্যাকুল ;—
নাশিতে তাদের প্রভাব অতুল,
এস মা আমার।

(৫)

ভীষণ তাদের ছয়টা বিন্দু ‡
উৎফুল্ল প্রভাবে সতত,
সদা চায় তারা বিষয় সিন্ধু
মাঝেতে হইতে নিরত,
জলৌকার বৃত্তি করি অনুকার,
সতত শোণিত শোষিছে
আকর্ষিয়া সদা মতন ধরার
নীচু দিকে তারা টানিছে।
দূর নিয়ে ফেলি আঁধার গুহায়
বিচূর্ণ করিবে মোরে শতধায়,—
পিচ্ছিল পর্ব্বতে রক্ষিতে আমায়
এস মা আমার।

(৬)

উদ্দেশ্য বিহীন, জীবন শূন্য
তরঙ্গের মত সতত,

---

* পাঞ্চভৌতিক দেহ। † রজস্তমঃ।
‡ ষড়রিপু।

সাগরের সনে যেথায় দ্বন্দ্ব
মিলিত বলিয়া প্রতীত,
সেই দিক পানে, প্রভাবে বাত্যার
অজানা দেশেতে উঠিয়া
ধাই অন্তহীন, সাগর মাঝার—
অনন্ত স্বপনে মিশিয়া।
বলিদান দিয়ে নশ্বর বাসনা,
হৃদয়ে দেবতা করিতে ধারণা
শিখাতে আমায় আমার সাধনা,
এস মা আমার।

(৭)

হৃদয়ের শত তন্ত্রী বিচ্ছিন্ন
পড়িয়া জাগত দ্বন্দ্বেতে *
তনু মোর দেখ হয়েছে খিন্ন
বিরুদ্ধ পেষণ মাঝেতে,
পাপ পুণ্য দুটা কথা মাত্র সার
প্রাপ্ত হই বটে শ্রুতিতে,
কিন্তু জ্ঞানহীন হইয়াছি,—আর
পারি নাক কিছু করিতে।
সর্ব্বভূতময়! অনন্তবিলীনে,
নিবৃত্তি প্রবৃত্তি, বিজ্ঞান বিহীনে,
মার্গ দেখাইতে এঘোর বিপিনে,
এস মা আমার।

(৮)

যোগনিদ্রা* দিয়ে তোমার বিশ্ব-
জুড়ান ক্রোড়েতে, বিভোর

* পাপ, পুণ্য ; শীত, উষ্ণ ; সুখ, দুঃখ প্রভৃতি বিরুদ্ধ যুগ্ম।
* আত্মার বিষয় চিন্তা ত্যাগরূপ নিদ্রা।

হইয়া সতত, অবিদ্যাবৃত্য
শূন্যযোগক্ষেম, * এ ঘোর
অন্ধকার-ময় গহন মাঝার
চেষ্টিব সাধিতে যতনে,
বিশ্বময় তুমি প্রমাণ তাহার
দিবারে আমায় সাধনে,
"আমি তোমাময়!" † তুমিই কৃত্য,
তুমিই কারক, আমি ত ভৃত্য,
হইয়ে কৃপালু দেখাইতে নিত্য,
এস মা আমার।

(৯)

বুঝাও আমারে—করুণ ভিক্ষা
ত্রিগুণ‡ তুমিই ভুবনে,
রহেছি, তোমারি করি প্রতীক্ষা
শ্বাপদ-সঙ্কুল গহনে,
খুলিয়া সে দিন কুটীর দুয়ার
কৃতার্থ হইবে চিত্ত,
নৈবেদ্য কি দিয়ে চরণে তোমার,
অমূল্য জাগত বিত্ত,
হৃদয় আমার ব্যতীত কি আর
সঙ্কটে রক্ষিতে সন্তানে তাহার,—
গ্রহণ করিতে পূজা-উপহার,
এস মা আমার।

* আধ্যাত্মিক অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি, প্রাপ্তের রক্ষা।
† 'তত্ত্বমসি সেত কেতো' (উপনিষৎ) বা 'সোঽহং'।
‡ ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ।

মুদ্রা।

(শ্রীরতিনাথ মজুমদার)।

বোধ হয় সমাজ মধ্যে সভ্যতার প্রাথমিক রশ্মি পতনের সঙ্গেই ... ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে, কারণ মুদ্রা—মানব সভ্যতার অন্যতর ... সোপান। ভারতে কত দিন হইতে মুদ্রার প্রচলন হইয়াছে, তাহা ... করা সুকঠিন। সেই সুপ্রাচীন বৈদিক কাল হইতেই আমরা মুদ্রার ... দেখিতে পাই।

মানব সমাজে ধাতুর ব্যবহার প্রচলন হইবার পূর্ব্বে কড়ি বা ... পদার্থেই মুদ্রার কার্য্য চলিত। সভ্যতার ক্রম-বিকাশের সঙ্গে সর্ব্ব প্র... বোধ হয় স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন হইয়া থাকিবে। বৈদিক সময়ে স্বর্ণমুদ্রার উ... দেখা যায়। রামায়ণ মহাভারতের সময় স্বর্ণমুদ্রার পূর্ণ প্রভাব লক্ষিত ... সেই সময় ভুরি ভুরি স্বর্ণমুদ্রা দানের উল্লেখ আছে। মনুসংহিতায় প্রায়... বিধানে স্বর্ণমুদ্রার উল্লেখ আছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কড়িরও ব্য... আছে। নিষ্ক একপ্রকার স্বর্ণমুদ্রা; মনুসংহিতায় প্রায়শ্চিত্ত বি... দেখা যায় যে, এত নিষ্ক বা এত কাহন কড়ি দান করিতে হইবে। আমা... বোধ হয় মনুসংহিতার কালে স্বর্ণমুদ্রা ও কড়ি—এই উভয়েরই প্রচলন ছি... তখন বোধ হয় তাম্রমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন তেমন ছিল না।

অন্যান্য সভ্য জাতির মধ্যেও বোধ হয় বহু পূর্ব্ব কাল হইতে স্বর্ণ মুদ্রা... প্রচলন হইয়া থাকিবে। রোম, গ্রীক ও মিসরের ইতিহাসে অতি প্রাচী... কালেও মুদ্রার ব্যবহার দেখা যায়; আবার উপন্যাস শ্রেণীর গ্রন্থে ... স্বর্ণমুদ্রার ছড়াছড়ি দৃষ্ট হয়। মুসলমানগণের ভারত প্রবেশের পূর্ব্বে তাহা... দের মধ্যে দুই প্রকার দরহাম মুদ্রার ব্যবহার দেখা যায়,—এক প্রকা... স্বর্ণ নির্ম্মিত ও অন্য প্রকার রৌপ্য নির্ম্মিত। প্রসিদ্ধ সুলতান মামু... মহাকবি ফারদুষির একটী কবিতা পাঠ করিয়া বড়ই মুগ্ধ হন ... এবং কবিকে বলেন, তিনি সেইরূপ মধুর যতগুলি কবিতা শুনাইতে পারিবেন ... ততগুলি দরহাম তাঁহাকে পুরস্কার দেওয়া যাইবে। তখন রাজ কার্য্যে স্ব...

...হামের প্রচলন ছিল। কবি তাঁহার ৬০ বৎসর ব্যাপী রচিত ...সুন্দর কবিতা সম্বলিত 'সাহনামা' নামক প্রসিদ্ধ কাব্য সুলতান সমীপে ...করিলেন। সুলতান উক্ত কাব্য পাঠ করিয়া মোহিত হইলেন কিন্তু ...পরামর্শে, কবিকে ৬০ সহস্র রৌপ্য দরহামের অনুমতি দিলেন। ...র সহিত উক্ত পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করিয়া নিজ ভবনে চলিয়া যান ...শায় ভগ্নচিত্ত হইয়া তথায় তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। পরে ...নিজ ভ্রম হৃদয়াঙ্গম করিয়া কবির নিকট ষষ্টি সহস্র স্বর্ণ দরহাম ...রেন; কিন্তু মহাকবি আর ইহ জগতে সেই অর্থ উপভোগ করিবার ...পান নাই।

...বেই বলিয়াছি, ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতে স্বর্ণমুদ্রা ও কড়ির ...প্রচলিত ছিল; পরে তাম্রমুদ্রারও উল্লেখ দেখা যায়। হিন্দু রাজত্ব ...রাজ-সরকারে স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহারেরই এক চেটিয়া ছিল। সাধারণ ...কড়ির দ্বারাই সংসারের সাধারণ কার্য্য চালাইত এবং পরে তাম্রমুদ্রার ...হইলে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ব্যবহৃত করিতে আরম্ভ করে।

...দ ঘোরীর অসাধারণ অধ্যবসায় ও ছলনায় দিল্লীরাজ পৃথ্বিরাজের ...হয় এবং মুসলমানেরা দিল্লীতে রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক দিল্লী ও ...বর্ত্তী প্রদেশ গুলির উপর রাজত্ব করিতে থাকেন। কিন্তু অল্প দিনের ...গোক্কুর নামক এক প্রকার পার্ব্বতীয় দুর্দ্ধর্ষ জাতির কতিপয় ব্যক্তি বৈরী ...তন মানসে, গোপনে সেই পররাষ্ট্র লোলুপ পৃথ্বিরাজ-বিজয়ী সাহেবুদ্দিনকে ... করে। তখন তাঁহার ক্রীতদাস কুতুবুদ্দিন দিল্লীর সিংহাসনে ...হন করেন। কুতুবুদ্দিনের মৃত্যুর পর তাহার কয়েক জন দুর্ব্বল উত্ত-...রী ক্রমে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহন করেন। ক্রমে তাঁহার জামাতা ...মাস দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হন; ইনি এক জন বিচক্ষণ ...নরপতি ছিলেন। তাঁহার সময়ে স্বর্ণমুদ্রা ও তাম্র মুদ্রার প্রচলন ছিল ... পল্লীগ্রামে কড়ির ব্যবহারেরও অভাব ছিল না। তিনি দেখিলেন, ...কার্য্য সুশৃঙ্খল ভাবে চালাইতে হইলে, স্বর্ণমুদ্রা ও তাম্রমুদ্রার ...বর্ত্তী আর এক প্রকার মুদ্রা প্রচলন আবশ্যক। সেই অভিপ্রায় ... করিবার জন্য ১২৩২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর আলতামাস মুসলমান-...প্রথম রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন করেন। সেই হইতে এখন পর্য্যন্ত আমাদের

দেশে রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন হইয়া আসিতেছে; কিন্তু ইহার পর বহুদিন দাক্ষিণাত্যে রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন হয় নাই। আলতামাস-প্রবর্ত্তিত সেই মুদ্রা সম্পূর্ণ বর্ত্তমান প্রচলিত টাকার ন্যায় ওজনে বা আকৃতিতে এক ছিল না। প্রসিদ্ধ পাঠান সম্রাট্ সের শাহ মোগল-সম্রাট্ হুমায়ুনের হস্ত দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া সাম্রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি বিধান তিনিই প্রথমে তাঁহার সেই বিস্তৃত সাম্রাজ্য জরিপ করিয়া উহার নূতন বন্দী করত সাম্রাজ্যের আয় ও শৃঙ্খলতার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। রৌপ্যমুদ্রাকে বর্ত্তমান আকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া উহার 'রূপিয়া' আখ্যা করেন এবং উহার ওজন ১৭৯ রতিতে পরিবর্ত্তিত হয়। মুসলমান দের প্রচারিত রৌপ্যমুদ্রা শুধু গোলাকার ছিল না, অনেক সময় চতু ও পঞ্চকোণ মুদ্রাও দেখিতে পাওয়া যায়।

পরে আবার মোগলেরা ভারতের অদৃষ্ট-নিয়ামক পাণিপথ ক্ষেত্রে পাঠান হস্ত হইতে ভারত-সিংহাসন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া, প্রবল প্রতাপে শতাব্দী ধরিয়া ভারত শাসন করেন। তাঁহাদের রাজত্ব কালে ভারতে রৌপ্য ও তাম্র—এই তিন প্রকার মুদ্রারই প্রচলন ছিল।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরাজ বণিকগণ মোগল রাজকর্ম্মচারীদের সাধন করিয়া তাঁহাদের নিজ ব্যবহারের জন্য কৌশলে ইংরাজ রাজের নাম মুদ্রা মুদ্রিত করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন এবং ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই ইংরাজেরা এক টাকশালা স্থাপন করিয়া ইংরাজ-রাজের নাম সম্বলিত প্রচলিত করেন; এই সংবাদ ক্রমে মোগল-সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কর্ণগোচর তখন সম্রাট ঔরঙ্গজেব নিতান্ত ক্রোধিত হইয়া সেই মোগল কর্ম্মচারীদের বিধান করেন এবং বোম্বাই নগর হইতে ইংরাজ বণিকদের প্রতিষ্ঠিত টাক উঠাইয়া দেন। প্রবল-প্রতাপ মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর কয়েক পরেই ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় জেম্‌স্ ইংরাজ বণিকদের ভারতে দেশী মুদ্রা করিবার আদেশ করেন। ইংরেজ বণিকগণ তৎকালীন দুর্ব্বল মোগল-সম্রাট ফিরোকসিয়ারের নিকট হইতে নানা উপায়ে ইংরাজের নামে টাকা করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। পলাসী যুদ্ধের পর ১৭৫৭ সালে কলিকাতা টাক শালে প্রস্তুত মুদ্রা সর্ব্ব প্রথমে বাহির হয়। সেই বৎসরে মোগল-সম্রাট আলম অযোধ্যায় আগমন করেন। সেই সময় বাঙ্গলার নবাব মীর কাসে

নিকট পরাজিত হইয়া অযোধ্যার নবাবের শরণাপন্ন হন; ঘটনা তথায় দিল্লীর সম্রাট সাহ আলম উপস্থিত ছিলেন। তখন দিল্লীর সম্রাট এবং ধ্যা ও বাঙ্গলার নবাবদ্বয় একত্র মিলিত হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা । বাক্সার নগরের নিকট মুসলমান ও ইংরাজ সৈন্যের সাক্ষাৎ হয়। যুদ্ধের পর ইংরাজেরা সেই যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তখন সম্রাট বাধ্য ইংরাজদের বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদারী পদ প্রদান করেন। এই পর হইতেই পাটনা, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের মুসলমান-টাকশালা উঠিয়া এবং কলিকাতা-টাকশালা হইতে ইংরাজ-রাজের নামে রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা হইতে থাকে। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে বারাণসীতে এবং ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে বাদে টাকশালা স্থাপিত হয়। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার পারস্পারিক একটী নির্দ্দিষ্ট মূল্য স্থির হয় এবং রৌপ্যমুদ্রা ওজনে ১৬ পরিণত হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে বর্ত্তমান রৌপ্যমুদ্রা সমস্ত ভারতে লিত হইয়াছে।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতের করদ-মিত্ররাজ্যগুলি নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মুদ্রা মুদ্রিত করিতেন; ঐ গুলি ভিন্ন ভিন্ন কারের ও বিভিন্ন ওজনের হওয়ায় ব্যবহারের পক্ষে বড়ই অসু- হইত বলিয়া ক্রমে তাঁহাদের মুদ্রিত মুদ্রা উঠিয়া যায়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ ও ৩৪টী করদ ও মিত্ররাজ্যে তাঁহাদের জন্য উক্ত প্রকার মুদ্রার প্রচলন । ক্রমে উহার প্রচলন এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

টগলক বংশে মামুদ নামে একজন অতি শিক্ষিত সম্রাট ছিলেন, কিন্তু নিজে ত হইলেও সকল সময়ে তাঁহার মেজাজ ঠিক থাকিত না; অনেক সময় পাগলের ন্যায় এক একটী কাজ করিয়া বসিতেন। তাঁহার বিচার প্রবল না হইলেও নিজের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি-শূন্য উদ্ভাবনী-শক্তি যথেষ্ট ছিল। এক সময়ে চীনদেশ জয় করিবার প্রয়াস পান; কিন্তু তাঁহার সেই রথ সিদ্ধ হয় নাই, কেবল বৃথা চেষ্টায় তাহার রাজকোষ শূন্য হইয়া । সেই শূন্য রাজকোষ পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি নানা উপায় প্রবৃত্ত হন।—তিনি শুনিতে পাইলেন, চীনদেশে এক প্রকার

নোট প্রচলিত আছে,—তথায় রাজ্য মধ্যে ঐ নোট, টাকার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। তখন তিনি নিজ রাজ্য মধ্যে এক প্রকার নোটের প্রচলন করিতে প্রয়াস পাইলেন, বটে, কিন্তু রাজকোষের গৌরব না থাকায় কেহ উহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইল না; বিশেষতঃ বৈদেশিক বণিকগণ তো উহা একেবারেই গ্রহণ করিলেন না। ফলে, মুসলমান ভূপতির এই চেষ্টা একেবারেই ফলবতী হয় না। ইংরাজেরাই আমাদের দেশে নোটের প্রচলন করিয়াছেন; উহাতে বাণিজ্যাদিরও বিশেষ সুবিধা হইতেছে।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংরাজেরা এ দেশে স্বর্ণ মুদ্রার মুদ্রণ কার্য্য করিয়া দিয়াছেন। এখন ইংলণ্ডে মুদ্রিত গিনিই—আমাদের স্বর্ণমুদ্রা। গিনি গলাইয়া লোকে অলঙ্কার প্রস্তুত করিত, তাহাতে অনেক গিনি নষ্ট হইত। এই ব্যাপার নিবারণ কল্পে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এক আইন প্রচারিত করিয়াছেন, এখন কোন মুদ্রিত-মুদ্রা যে কোনও কারণ বশতঃ গলাইলেই তাহাকে হইতে হয়।

এখন আর আমাদের দেশে তাম্র মুদ্রার প্রচলন নাই, এখন ব্রোঞ্জ নামক এক প্রকার ধাতুর দ্বারা পয়সা প্রস্তুত কার্য্য চলিতেছে। আর নিকেল নামক এক প্রকার ধাতু দ্বারা এখন আধুলি, সিকি, দুয়ানি ও আনি প্রস্তুত হইতেছে এবং তৎসঙ্গে রৌপ্য নির্ম্মিত টাকা, আধুলি, সিকি ও দুয়ানিরও প্রচলন আছে।

পূর্ব্বে ইংলণ্ডেও স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র নির্ম্মিত মুদ্রার প্রচলন ছিল। স্বর্ণে—গিনি, রৌপ্যে—শিলং ও তাম্রে—পেনী ও হা-পেনী নির্ম্মিত হইত। এখনও গিনি—স্বর্ণে ও শিলিং—রৌপ্যে নির্ম্মিত হয় বটে কিন্তু পেনী ও হা-পেনী —ব্রোঞ্জ নামক ধাতুতে নির্ম্মিত হইতেছে। ইংলণ্ডে ৪০ শিলিং কিংবা তাহার মূল্যের কারবারে, স্বর্ণ মুদ্রাই ব্যবহার করিতে হয়।

জাতি বিদ্বেষ।

(শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা)।

অনেক সময় একটা কথা আমাদের মনে জাগে,—এই যে আমাদের সোণার ভারত চির কাল ধরিয়া—"সমগ্র জগৎ ভক্তিপ্রণত চরণে যার",—কিরূপে তাহার ভিতরে এরূপ শক্তিহীন হইয়া পড়িল? তাহার বাহুবলের কথা শুধু নয়—তাহার মানসিক বলের অতীত ইতিহাসের কথা, যাহা চিরকাল বিশ্ববাসীকে চমকিত করিয়া রাখিবে,—তাহার জ্ঞান ও বৈরাগ্য, যাহা আমাদিগের নিকট স্বপ্ন সম প্রতীয়মান হয়—মোট কথা, এরূপ আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন বিশাল জাতি, কোন্ শক্তিবলে, কাহার পদতলে নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়া রহিল, তাহা একটা ভাবিবার বিষয় বটে।

সমগ্র জগতের ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া দেখিলেও বোধ হয় পরিলক্ষিত হয় না যে ধরে ধরে এত বড় হিংসা ও দলাদলির ব্যাপার আর কোথাও ঘটিয়াছে কিনা!—অনেক সময় দেখিতে পাই, হিন্দু সমাজের মধ্যে যে কোন জাতি যখনই ভক্তি ও জ্ঞান বলে বড় হইয়াছে বড় হইবার উদ্যম করিতেছে, তখন অপর কোন জাতি তাহাকে ঘৃণিত ভাবে অযথা আক্রমণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। এই অল্প দিনের কথা বলি,—যে দিন স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু বেদান্ত শাস্ত্রের অপূর্ব্ব মহিমা জগদ্বাসীর সমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়া তাহাদের হৃদয় এক নবীন আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া দিলেন; হিন্দুগণের অতীত 'জ্ঞান, পুণ্য ও ধর্ম্ম কাহিনী' শ্রবণ করিয়া বিশ্ববাসী মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। বিদেশী ও বিধর্ম্মী শত শত নর নারী তাঁহার চরণ তলে আশ্রয় লইয়া বেদান্ত ধর্ম্মের মধুর সুধা পান করিয়া শীতল হইল। কি অপূর্ব্ব, কি মহিমান্বিত সে সব দিন!

স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকায় ধর্ম্ম প্রচারের কথা সকলেই অবগত

আছেন ; তিনি এক জন নগণ্য হিন্দু-সন্ন্যাসী ভাবে তথায় গমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে চিকাগো সহরে রেভারেণ্ড ডাক্তার ব্যারো সাহেবের সভাপতিত্বে একটী বিপুল ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইবে স্থির হইয়াছিল ; বোধ হয়, সভার উদ্দেশ্য ছিল.—সমস্ত ধর্ম্মের সহিত তুলনা করিয়া খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপন করা ; আর, হিন্দুগণ অসভ্য, মূর্খ ও পৌত্তলিক বলিয়া বিবেচিত হওয়াতে বোধ হয় তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ পর্য্যন্তও করা হয় না। কেবলমাত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের খ্যাতনামা প্রচারক স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সহিত কাহারও পরিচয় ছিল না ; কিরূপে সেই মহাসভায় প্রবেশ লাভের অনুমতি পাইয়া হিন্দু ধর্ম্মের মহিমা জগদ্বাসীকে শ্রবণ করাইবেন, তজ্জন্য তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এই অখ্যাতনামা হিন্দু-সন্ন্যাসী আজ মহাসভায় দাঁড়াইয়া হিন্দু ধর্ম্মের মহিমা প্রচার করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু কে তাহাকে অনুমতি দান করিবে? তিনি স্বদেশবাসী মজুমদার মহাশয়কে এজন্য অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়,—আমরা শ্রবণ করিয়াছি,—সাহায্য করা দূরে থাকুক, স্বামী বিবেকানন্দ যাহাতে সেই ধর্ম্মসভায় প্রবেশ লাভের অনুমতি প্রাপ্ত না হন, মজুমদার মহাশয় তজ্জন্যই চেষ্টা করিয়াছিলেন।

"সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়"—এই প্রচলিত মহাজন বাক্যানুসারে যেন শ্রীভগবানই তাঁহাকে সাহায্য করিলেন। তিনি সেই বিরাট ধর্ম্মসভায় প্রবিষ্ট হইয়া যে সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

স্বামীজী তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—বিদেশীগণ হিন্দুদিগকে ঘৃণা করেন, কারণ তাঁহাদের ধারণা,—হিন্দুগণ পুতুল পূজা করেন ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা পুতুল পূজা করেন না।—

"At the very outset I may tell you there is no polytheism in India. In every temple, if one stands by and listens, he will find the worshippers applying all the attributes of God to these Images."

—Lecture on Hinduism.

"Why does a Christian go to Church? Why is the Cross holy? Why is the face turned towards the sky in prayer? Why are there so many images in the Catholic Church? Why are there so many images in the minds of Protestants when they pray? My brethren, we can no more think about anything without a material image than we can live without breathing. ... Omnipresence to almost the whole world means nothing. Has God superficial area? It not, then when we repeat the word we think of the extended earth; that is all."

—Lecture on Hinduism (Chicago)

চিকাগো সভায় বক্তৃতা দেওয়ার পর হইতে স্বামীজীর যশঃ সৌরভ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। সভার প্রধান সভাপতি—রেভারেণ্ড ডাক্তার ব্যারো সাহেব লিখিতে বাধ্য হন—

"India, the mother of Religions, was represented by Swami Vivekananda, the orange monk, who exercised a wonderful influence over his auditors."

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তারিখের "বোস্টন ইভ্নিং ট্রান্সক্রীপ্ট" নামক সংবাদ পত্র লিখিলেন,—

"He is really a great man,—noble, simple, sincere and learned beyond comparison with most of our scholars." * * * A professor at Harward wrote to the people in charge of Religious Congress to get him invited to Chicago, saying—"He is more learned than all of us together."

এইরূপ অজস্র সুখ্যাতি তথাকার বহু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল ; সমস্ত উদ্ধৃত করিবার স্থান আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নাই। বিশেষতঃ

তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনী অবগত নহেন, এরূপ ব্যক্তি শিক্ষিত সমাজে অতি [illegible] আছে।

স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা ভারতবর্ষের প্রকৃত কল্যাণ সাধন হইয়া[illegible]। এক কথায় বলিতে গেলে, তাঁহার দ্বারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের [illegible] সাধিত হইয়াছে। ভারতের এ হেন রত্নকেও কোন কোন ব্রাহ্মণ [illegible] ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন!—গত ১৩২৪ সালের ৭ম সংখ্যা "শ্রীবৈষ্ণব [illegible]" নামক মাসিক পত্রিকায় কোন ব্রাহ্মণ লেখক স্বামিজীকে লক্ষ্য [illegible] লিখিতেছেন—

"যে বিলাত-প্রত্যাগত বিকৃত-মতি ব্যক্তি বলেন,—স্বার্থপর ব্রা[illegible]গণ আপনাদের প্রাধান্য রক্ষায়, অপর সকলকে হীন করিতে, [illegible] ইচ্ছা মত বিধি বিধান কল্পনা করিয়াছেন,—ব্যাস শূদ্রদের [illegible] করিবার জন্য ইচ্ছামত বেদের অর্থ করিয়াছেন,—সেই অতি [illegible] বিশৃঙ্খলাত্মা যুবক কিনা আর্য্য-সুতের উপদেশক! আমাদের ধর্ম্মবিৎ [illegible] মহাজনগণ যথায় অভক্তের মুখ-নিঃসৃত সাধু প্রসঙ্গকেও সর্পোচ্ছিষ্ট [illegible] ন্যায় পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তথায় আজ উপদেশক [illegible] না—শাস্ত্রের বিপরীত-ব্যাখ্যাকারী ব্যক্তি! ধর্ম্মপ্রাণ ভারত সন্তান, তাঁহা[illegible] ছলনাপূর্ণ বিচিত্র বাক্যাবলীতে ধর্ম্মের বিচিত্র ছায়ামাত্র দেখিয়াই [illegible] মরীচিকা-মুগ্ধ মৃগের ন্যায় তাহাতেই মোহিত—ধাবিত। অহো! কি দুর্[illegible] ধন্য কাল! ধন্য বিষ্ণুমায়া!!"

এই রচনার মধ্য হইতে লেখকের কায়স্থ-বিদ্বেষ যেন সজীব হইয়া [illegible] বাহির হইতেছে! স্বামীজীর অপরাধের বোঝা বিশেষ ভাবে ভারি হইয়া[illegible] যেহেতু তিনি আর্য্য-কায়স্থ-সন্তান হইয়া জগতে ধর্ম্ম প্রচার করিলেন! স্বামীজী[illegible] জ্ঞানের গভীরতা ও তাঁহার জীবনের উদারতা, অনন্যসাধারণ ছিল। তাঁহা[illegible] কর্ম্মময় জীবন-স্রোত,—বহু দেশ, জাতি ও সম্প্রদায়ের ভিতর দিয়া তাহাদের [illegible] কল্যাণার্থ প্রবাহিত হইয়াছিল। বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মানব মণ্ডলীর মধ্যে ভি[illegible] ভিন্ন সময়ে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী এবং তাঁহার জীবনের কার্য্য অতি বিশাল ছিল। সাধারণ লোকের দূর হইতে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না।

[illegible] সমগ্র ভারতবর্ষের বাহিরের সমগ্র মানব সমাজের মুখাপেক্ষী না [illegible] ঘরে ঘরে এক হইয়া, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইবার জন্য সচেষ্ট [illegible]। যাহাতে দেশীয় শিল্প-কলা আবার দেশীয় হস্তে মূর্ত্ত হইয়া [illegible] ঘরে ঘরে কল্যাণ-শ্রী আনিয়া দেয়, তজ্জন্য সকলেই ব্যগ্র। এ সময় [illegible], ঘরে ঘরে দলাদলি, সমস্তই ভুলিতে হইবে,—তাহাতে দেশের [illegible] কল্যাণ সংসাধিত হইবে।

আকস্মিক বিপদে।*

(শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়)।

[illegible]—বাবুকে অনেক কষ্ট দেওয়া হইয়াছিল এবং কিছু দিন তাহাকে [illegible] থাকিতে দেওয়া হইয়াছে। এখন তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। [illegible] তাহার বিপদেরও অবসান হইয়াছে। এখন তিনি নিজে কাজ-কর্ম্মাদিও [illegible] দেখিয়া লইতে পারেন।

[illegible] অগ্রহায়ণ মাস; ধান্যাদি কাটা হইয়া বাড়ী আসিয়াছে; চাকরগুলি [illegible] মাড়াই করিবার জন্য এক সঙ্গে কয়েকটী 'মলন' দিয়াছে। অ—বাবু [illegible] ঘুরিয়া ফিরিয়া সেগুলি পরিদর্শন করিতেছেন, সময়ে সময়ে বা (যদিও তাহার [illegible] নাই, তথাপি) দুই এক গাছি করিয়া খড় নাড়িতেছেন। [illegible] সময়, তাই কাজ কর্ম্মের খুব তাড়াতাড়ি পড়িয়াছে।

[illegible] বেলা প্রায় সাড়ে বারটা হইয়া গিয়াছে। অ—বাবু তাড়াতাড়ি করিয়া [illegible] কিঞ্চিৎ তৈল মাখিয়া স্নান করিতে যাইতেছেন; এমন সময় ঘরের [illegible] হইতে উঠানে নামিবার সময়ে সহসা পড়িয়া গিয়া অ-বাবু বুকে আঘাত [illegible]।†—সকলে তাহাকে ধরিয়া উঠাইল এবং শুশ্রূষা করিয়া সুস্থ

---

* গত বৈশাখ সংখ্যায় সহকারী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয় গোপাল সরকার [illegible] লিখিত—"আকস্মিক বিপদে" শীর্ষক প্রবন্ধের অনুসরণ। লেখক।

† হাত পা বা অপর কোথাও মচকাইলে দুইটী বেগুন পোড়াইয়া

করিতে যত্নবান হইল। ডাক্তার ডাকা হইল; তিনি ঔষধাদির [illegible] করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। অ-বাবু নিদ্রিত হইলেন; সকলে মনে করিল বুঝি তিনি সুস্থ হইয়া থাকিবেন।

সহসা অ-বাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"ওঃ বাবা!—বেদনায় মলেম" —বলিয়া বিছানা ত্যাগ করিয়া গৃহ মধ্যে মেজের উপর গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন। সকলে—'কি হইল' বলিয়া উপস্থিত হইল।

উপস্থিত জনসঙ্ঘ হইতে এক ব্যক্তি দৌড়াইয়া গিয়া লেবুর গাছ হইতে কয়েকটী লেবু আনিয়া তাহার রসের সঙ্গে কিছু সাজিমাটী* মিশ্রিত করিল এবং অ—বাবুকে খাইতে দিল। অ—বাবু বহুক্ষণ হইতে মাটির উপর গড়াগড়ি যাইতেছিলেন; চারি পাচ জন লোকে ধরিয়াও ঠিক রাখিতে পারিতে ছিল না,—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কিছুক্ষণ পরে তাঁহার অম্ল-শূল অনেক কমিয়া গেল এবং তিনি নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। পরে শুনা গেল, অ—বাবুর পূর্ব্ব হইতেই অম্ল-শূল ছিল; সারা দিন কিছু না খাওয়ায় এবং শারীরিক পরিশ্রমে সেই পূর্ব্বের ব্যারাম বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

• • • • • • • • •

অ—বাবু ভাল হইয়াছেন। ডাক্তার তাঁহাকে প্রাতঃকালে এবং বৈকালে বেড়াইতে বলিয়াছেন। অ—বাবু তাঁহার জনৈক বন্ধুর সহিত প্রভাতে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়াই প্রাতভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। কিছু দূর গিয়া সহসা [illegible] চোখ ডলিতে লাগিলেন, বলিলেন,—"ওহে, দেখ, আমার চোখটা যেন কেমন কর্‌ছে! এই বাতাসের সঙ্গে বুঝি চোখে কিছু ঢুকেছে!"

তাহার খোসা সন্তর্পণের সহিত উঠাইয়া, বোঁটাটিও আবশ্যক মত ফেলিয়াদিতে হইবে। তাহার পরে ঐ বেগুণ দুইটী খুব গরম থাকিতেই মচ্‌কান স্থানের দুই পার্শ্ব দিয়া নেকড়া দিয়া বান্ধিয়া দিবে; কলার পাতা দিয়া জড়াইয়া পরে নেকড়া দিয়া জড়ানই ভাল। এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা মচ্‌কান স্থান দুই তিন দিনেই আরোগ্য হইয়া থাকে।

* এক তোলা উত্তম সাজিমাটীর সহিত দুই তোলা পরিমাণ কাগজি লেবুর রস মিশ্রিত করিয়া ২।৩ দিন সেবনে কঠিন অম্লশূলও ভাল হইতে পারে।

[illegible] তাহাকে প্রথমেই বন্ধু সাবধান করিয়া দিলেন—"আর ডলিও না।"—[illegible] পর চোখ ভাল করিয়া দেখা গেল—কিছুই নাই। ক্রমে সূর্য্যোদয় হইতে [illegible]—চোখের বেদনাও বেশী হইল। দেখা গেল—চোখটী খুব রক্তবর্ণ [illegible] গিয়াছে। দুই জন গ্রাম হইতে প্রায় ৩।৪ মাইল দূরে গিয়াছেন,— [illegible] যে চিকিৎসককে দেখাইবেন, তাহাও আর অ-বাবুর সহ্য হইতেছে না; [illegible] হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখটি লালও বেশী হইল। সঙ্গে রুমাল ছিল, [illegible] বাবুর বন্ধু তাহাদ্বারা তাঁহার চোখ বাঁধিয়া দিলেন এবং রাস্তার ধারে কি [illegible] খুঁজিতে লাগিলেন।

সহসা অ-বাবুর বন্ধু দৌড়াইয়া আসিলেন এবং কতকগুলি পাতা [illegible] হাতের তালুতে লইয়া রগ্‌ড়াইতে লাগিলেন; তাহা হইতে [illegible] রসটুকু পাওয়া গেল, তাহাই চোখে দিয়া পুনরায় চোখ বাঁধিয়া [illegible] এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী ফিরিলেন। পথেও অ-বাবুর [illegible] পাতার রস ৩।৪ বার চোখে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বেদনা এখন [illegible] কেমন হয়েছে?"—অ-বাবু বলিলেন—"অনেক কম।"

[illegible] দিনের মধ্যে আরও কয়েক বার ঐ পাতার রস প্রয়োগ করা হইল [illegible] একখানি রুমাল হলুদদ্বারা রং করিয়া চোখটি পূর্ব্ববৎ বাঁধা রহিল [illegible] বাহুল্য এই পাতা অন্য কিছুই নহে—কাতিগুঁড়ের পাতা। অ-বাবুর [illegible] নিজের চোখ উঠিলে এই টোট্‌কা ঔষধটি তাঁহার দিদিমার নিকট [illegible] শিখিয়াছিলেন।

• • • • • • • • •

অ-বাবু এখন সুস্থ হইয়াছেন। আবার বন্ধুর সহিত সকালে ও বৈকালে নিয়মিত বেড়াইতে যান। আজ বৈকালেও বেড়াইয়া আসিয়া পায়ের [illegible] কিছু বেদনা অনুভব করিলেন; কিন্তু তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলেন না;— [illegible] এরূপ বেদনা আজ কয়েক দিন হইতেই অনুভূত হইতেছে। রাত্রিতে আহারান্তে ঘুমাইবেন, কিন্তু অ-বাবুর তাহা ঘটিয়া উঠিল না,—পায়ের নখে [illegible] যন্ত্রণা হইতে লাগিল। বিছানায় আর থাকিতে পারিলেন না—ঘুম হইল না,—গিয়া বন্ধুকে জাগাইলেন।

অ-বাবুর বিশ্বাস ছিল, তাঁহার বন্ধু সমস্ত রোগেরই টোটকা জানেন, বাস্তবিক বন্ধু তাঁহার দিদিমার নিকট বহু রোগের টোটকা ঔষধ শিখিয়াছিলেন।—অ-বাবু তাঁহার বন্ধুকে সবিশেষ বলিলেন। বন্ধু পায়ের নখটি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—বিশেষ কিছুই নহে, —নখের ভিতর কিছু মাটী গিয়াছে এবং কুনিটা মাংসের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে।

অ-বাবুর বন্ধুর নিকট 'খুটিনাটি' অনেক জিনিষ থাকিত। একখানি নরুণ দ্বারা নখটি কাটিয়া তৎসাহায্যে নখ-কুনি পরিষ্কার করার কাজ বাহির হইল। পরে তিনি প্রদীপটা নিকটে আনিয়া এক পলা* সরিষার তৈল প্রদীপের শিখায় ধরিলেন। ঐ তৈলটুকু গরম হইয়া ক্রমে যখন ফুটিতে লাগিল, তখন অ-বাবুর বন্ধু তাহাতে যেন কিসের গুঁড়া ফেলিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি ঐ তৈল লইয়া উহা গরম গরম অ-বাবুর নখ-কুনিতে দিতে লাগিলেন। এই তৈল প্রয়োগ করার পর বেদনা কম হইল এবং অ-বাবু ঘুমাইয়া পড়িলেন। পরদিন প্রাতে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, সেই ভস্মের মত গুঁড়া জিনিষটা—তুঁতে ভস্ম।

* * * * * * * * * *

অ-বাবু এবার সত্য আরোগ্য লাভ করিয়া বন্ধুর প্রতি খুব অনুরাগী হইয়াছেন। কিছুদিন বেশ ভালই থাকিলেন,—সম্ভবতঃ তাঁহার দুঃখের শেষ হইয়াছে। আজ তাঁহার বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ। বন্ধুর নবজাত পুত্রের অন্নারম্ভ;—সকলেই সেখানে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

সারাদিন পরিশ্রমের পর রাত্রিতে আহারান্তে অ-বাবু কয়েক জন বন্ধুর সহিত তাস খেলিতে বসিলেন। খেলা বেশ জমিয়াছে—অ—বাবু 'ব্রীজ' খেলা জানিতেন না, তাহাই শিখিতেছেন। বন্ধুগণের নিকট অল্পই তিনি "ডবল্-রীডবল্" (Double-Redouble) নূতন খেলা শিখিয়াছেন। অ-বাবুর আমোদ ও স্ফূর্ত্তির সীমা নাই;—ঘন ঘন তামাক চলিতেছে—খেলা বেশ লাগিয়াছে।

* তৈলাদি গ্রহণার্থ দর্ব্বীবিশেষ। কোথাও কোথাও ইহাকে "তোলা" বা (অতি ক্ষুদ্র) "হাতা" বলিয়া থাকে। লেখক

দিকে কলি হইতে একটা অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ফরাসে পড়িয়াছে, তৎপ্রতি কাহারও লক্ষ্য নাই;—চাদরে ধরিয়া আগুণ ক্রমে অ-বাবুর কাপড়ে ধরিয়াছিল। সহসা অ-বাবু—"আগুণ—আগুণ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং গা হইতে কোট, গেঞ্জি খুলিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমেই আগুণ প্রবল হইয়া উঠিল,—অ-বাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। ইতিপূর্ব্বেও একবার অ—বাবু তামাক খাইতে খাইতে কাপড়ে আগুণ ধরাইয়া পুড়িয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু আবার আগুণ ধরিয়াছে, তবুও উপস্থিত-বুদ্ধি হারাইয়া পূর্ব্ববৎ নির্ব্বুদ্ধি হইয়াছেন।

আকস্মিক বিপদে এইরূপ হতবুদ্ধি হইলে চলিবে না, স্থির ভাবে—যাহা করিলে বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়—তাহাই করিতে হইবে। শরীরে কোট, গেঞ্জি প্রভৃতি থাকিতে আগুণ ধরিলে, তাহা খুলিতে চেষ্টা করিবে না। সেই অবস্থাতে আরও কিছু মোটা কাপড় অথবা কম্বলাদি দ্বারা নিজ শরীর জড়াইয়া মেজেতে গড়াইতে হইবে। এইরূপ প্রক্রিয়া করিলে অতি শীঘ্র আগুণ নির্ব্বাপিত হইয়া থাকে।—অ-বাবুর বন্ধু দৌড়িয়া আসিয়া তাহাই করিলেন; এ যাত্রাও অ-বাবু রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু অনেক স্থানে [illegible] পুড়িয়া গেল। ঘরে মাৎগুড় ছিল; বন্ধু তাড়াতাড়ি অ-বাবুর কোট, গেঞ্জি খুলিয়া শরীরে ঐ গুড়ের প্রলেপ দিয়া দিলেন। ইহাতে কতকটা জ্বালা ও ফোস্কা নিবারিত হইল বটে,—কিন্তু অ—বাবু জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার বন্ধু উপায়ান্তর না দেখিয়া কিছু মধু আনিয়া তাবৎ শরীরে বেশ করিয়া মাখাইয়া দিলেন,—ঘরে যব-চূর্ণ ছিল, মধুর উপর যব-চূর্ণের প্রলেপ দিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হইল এবং ফোস্কাও উঠিল না।—কিন্তু একটি স্থানে কেমন করিয়া যেন ফোস্কা উঠিয়া গলিয়া গেল এবং একটু ঘা'এর মত হইয়া পড়িল। অ—বাবুর অস্থিরতার জন্য, তাঁহার বন্ধুও বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং নিজের টোটকার * উপর বিশ্বাস

* দগ্ধ হইয়া ক্ষত হইলে "কেচো-তৈল" বিশেষ উপকারী। কেচোর সহিত তিলের তৈল জ্বাল দিয়া এই তৈল প্রস্তুত করিতে হয়;—ইহাতে দগ্ধ জনিত ক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে। লেখক।

না করিয়া, চিকিৎসকের নিকট সংবাদ পাঠাইবেন—স্থির করিলেন। বারান্তরে তাঁহার দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিব—বাসনা রহিল।

সে যে।

(শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা)।

সে যে চলে গেছে দূরে ত্রিদিবের পথে
 মায়ার বন্ধন ছিঁড়ি ;
সে যে আসিবে না হেথা আসিবে না আর,!
 চাহিবে না কভু ফিরি।
ছিল এ মর জগতে জ্যোৎস্নার হাসি
 বন্যার পাপিয়ার ;
যেন এ ঘোর পাথারে আলেয়ার আলো
 আশীর্ব্বাদ দেবতার।
মম নিরাশ হৃদয়ে ছিল আশালতা
 মরমের আশা-তরু ;
ছিল বিশুষ্ক কণ্ঠের সুশীতল বিন্দু ;
 প্রেমের দেবতা গুরু।
সে যে বাসন্তী-সুষমা বিহগ-কূজন
 বীণার ললিত তান,
ছিল পরাণের সখা শান্তির লহরী
 চাহে নাই প্রতিদান।
যেন অভিনব কোন স্বরগের লোক
 গরীয়ান্ মহামতি ;
পেয়ে অভিশাপ-তাপ ছিল এ ধরায়
 হায় ! অযতনে অতি।
সে যে কত সাধনায় কামনার নিধি
 কত পরশের ধন ;

ছিল কতই মধুর কত স্নেহময়
 কত আপনার জন।
সে যে ভেঙ্গে দিয়া গেছে সুখের স্বপন
 আশার মোহন ঘর ;
সে যে দলিত করিয়া মরম মাঝার
 চলে গেছে বহু দূরে।

কলেরার প্রতিষেধক।

(শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায় কবিভূষণ, মালুচি, ঢাকা)।

...জী লেবুর রস—সিকি তোলা ও এক আনা—লবণ, কলেরা আক্রান্ত ...ত্যহ খালি পেটে সেবন করিলে কলেরা হইতে পারে না। ইহা পাচক ...। ইহা আমরা বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ (Experiment) করিয়া দেখিয়াছি। ...লেবুর অভাবে এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারদের ডাইলুটেড্ সালফিউরিক ...৷৷ ফোটা এক আউন্স জলে মিশাইয়া প্রত্যহ খালি পেটে সেব্য। ...বেশ ক্ষুধা বৃদ্ধি করে কিন্তু একটু কোষ্ঠ-কাঠিন্য হয়। এই ঔষধ আমরা ...র ব্যাপী কলেরা আক্রান্ত দেশে প্রায় ১৫হাজার লোককে বিনামূল্যে ...করাইয়া ফলাফল নির্ণয় করিয়াছি। যাঁহারা এই ঔষধ নিয়মিত ব্যবহার ...ন, তাঁহাদের কলেরা আক্রান্ত হইতে আমরা দেখি নাই। কিন্তু দুঃখের ...ই যে, ডাক্তার মহাশগণ এই প্রতিষেধক ঔষধটি বড় একটা ব্যবহার ...চান না ; কেন চান না, তাহা অজ্ঞাত। অম্লরস কলেরার বিষ নষ্ট ...হা আমাদের পর্য্যবেক্ষণের ফলস্বরূপ জানিয়াছি। কাগজী লেবুর রস ...অম্লরস,—দীর্ঘ দিন ব্যবহারে কোন ভয়ের কারণ নাই ; বরং ...প্সিয়া (Dyspepsia), অক্ষুধা ও পেটফাঁপা থাকিলে, তাহা আরোগ্য ... যাইবে। *

---

* বিস্তারিত মল্লিখিত "স্বাস্থ্য-বার্ত্তা" পুস্তিকায় দ্রষ্টব্য। দুই পয়সার ডাক ...ট পাঠাইলে ইহা বিনামূল্যে প্রেরিত হয়। লেখক।

বামা রচনা।

পথের সাথী।

(শ্রীমতী সুষমা দেবী, ফরিদপুর)।

অনন্ত পথের না জানি সন্ধান ;
কেহ মোর সাথী নাই ;
সকলি আঁধার, মোহে অন্ধ আঁখি
কিছু না দেখিতে পাই।
কাহারে সুধাই কে দিবে বলিয়া,
আমি কোন্ পথে যাব ?
কোন্ পথে গেলে, হে অনাথ নাথ !
পথের সন্ধান পাব ?
ধর্ম্মের আলোক নাহি মোর সাথে
নাহি গো পুণ্যের বল,
আঁধারে হাতাড়ি' পড়ি বারে বারে—
হাতে ধরি নিয়ে চল।
পতিতের সখা, অনাথের সাথী,
কেবল তুমিই হরি,
নিয়ে তব নাম চলিয়াছি পথ,
মনে বড় আশা করি'—
নিরুপায় বলি' এ দুর্গম পথে
লহ সাথে দয়া করে,

আলোটি ধরিয়ে, পথ দেখাইয়ে,—
নহিলে রহিব পড়ে।
চিরদিন আমি ভুলিয়ে তোমায়,
করেছি সংসার-খেলা ;
সাথী তো কেহ হ'ল না আমার,
এখন যাবার বেলা।

আশা-পথে।

(শ্রীমতী চারুশীলা দেবী)।

প্রথম পরিচ্ছেদ

লা প্রারম্ভে ইংলণ্ডের কোন বিখ্যাত হোটেলের একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে ন বয়ীয় যুবক মধ্যাহ্ন-ভোজন করিতেছিলেন ; ভোজন শেষ হইলে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। উভয়েই প্রায় সম-বয়স্ক ; কিন্তু -প্রকৃতিতে তাহাদিগকে বিভিন্ন বলিয়া মনে হয়। এক জনের উজ্জল র্ণ, শরীর হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ, মুখশ্রী এবং অঙ্গ-প্রতঙ্গের গঠন বেশ মানান-সই ; চক্ষু-যুগল হইতে যেন একটী প্রতিভার দীপ্তি পরিলক্ষিত হইতেছিল ; নি তেজস্বিতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব প্রকাশক। দ্বিতীয় যুবক—গৌরবর্ণ, টি একহারা, ছিপ্‌ছিপে, কিছু দীর্ঘাকৃতি মুখশ্রী সুন্দর, মস্তকের কেশগুলি পিঙ্গল বর্ণ,—সহসা দেখিলে তাহাকে 'ইয়োরেশিয়ান' বলিয়া ভ্রম হয় ; আকার-প্রকার ও কথাবার্ত্তায় তাহার মধ্যে পুরুষোচিত দৃঢ়তার অভাব া অনুমান হয়। পূর্ব্বে তাহাদের মধ্যে কি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইয়া ছিল, তাহা বলা যায় না।

প্রথম ব্যক্তি কিছু উত্তেজিত ভাবে সম্মুখস্থ টেবিলের উপর সজোরে আঘাত করিয়া বলিল—"আমি তোমার ও সব কৈফিয়ৎ মোটেই শুনতে

চাই না, অরুণ।—তুমি আমার সঙ্গে দেশে যাবে কি না, তাই বল ?"

অরুণ যে কি উত্তর দিবে, তাহা স্থির করিতে পারিতেছিল না। একটি কথাও তাহার মুখে আসিল না,—তখন মাথাটী হাতের উপর রাখিয়া সে নীরবে বসিয়া রহিল। অরুণকে তদবস্থায় দেখিয়া যুবক অধিকতর ক্রুদ্ধ হইল ও অরুণের দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল—"কিহে ? চুপ করে বসে রইলে যে ! উত্তর দিচ্ছ না কেন ?"

অরুণ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় বলিয়া উঠিল—"অ্যাঁ ?—কি বলছ,

অজয় বলিল—"বলছি—ভাল !—এতক্ষণ বকে মলেম, কথাগুলো কাণে গেল না ? বলছি যে, এই জাহাজেই আমি বাড়ী যাচ্ছি, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

অরুণ মিনতিপূর্ণ স্বরে উত্তর করিল—"রাগ করছ কেন অজয় ! তো, আমি দিন কতক পরেই যাব।"

পূর্ব্ববৎ দৃঢ়কণ্ঠে অজয় বলিল—"দিন কতক পরে গেলে চলবে না। তোমাকে আমার সঙ্গেই যেতে হবে। আমি আসবার সময় বাড়ীর সকলকে বলে এসেছি—তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব ; তাই, আমি তোমায় করে নিয়ে যাবই।"

অরুণ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"কিন্তু তোমার সঙ্গে এখন কেমন করে যাওয়া হতে পারে ?"

অজয় জিজ্ঞাসা করিল—"কারণ ?"

নতমুখে অরুণ উত্তর করিল—"শীগ্গির আমার নতুন বাঘ নিয়ে খেলা কর্‌তে হবে, পার্টির সুনাম আমার উপরেই নির্ভর করছে। সময় যদি আমি চলে যাই, তা হলে সব মাটি হয়ে যাবে। নতুন নতুন বাঘের খেলা হবে ; এতে আমার লাভও আছে। বিশেষতঃ, এ সময় আমি যদি চলে যাই, তা হলে তারাই বা আমাকে বলবে কি ? তোমাকে বলছি, দিন কতক পরে নিশ্চয় আমি যাব।"

অজয় বলিল—"এই সুদীর্ঘ দশ বছরেও তোমার খেলা শেষ হ'ল না অরুণ

কতক পরে যাবে ! এ কথা বলতে, তোমার একটু লজ্জাও পুত্র, পিতা, আত্মীয়-স্বজন, জন্মভূমি—এ সব হ'তে এরাই তোমার একবারও কি তাদের জন্য প্রাণ কেঁদে উঠে না, অরুণ ? তোমার তোমাদের সোণার সংসার শ্রীহীন হয়ে পড়েছে ! তোমার বাবা —অরুণ, হা অরুণ'—করছেন, আর তুমি এখানে একটা বিদেশী নিয়ে, তার সঙ্গে সং সেজে, বিদেশীকে রঙ্গ দেখিয়ে বেড়াচ্ছ ? অগাধ মান-সম্ভ্রম ও বংশ-মর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়ে এখানে নিয়ে খেলা করে বেড়াচ্ছ ? যেমন সহবাস, তোমার প্রকৃতিও উপযুক্ত হয়েছে !"

নীরবে অজয়ের কথাগুলি শুনিল,—কিন্তু কোনই উত্তর দিল না। বলিতে লাগিল—"আচ্ছা, তোমার নিজের কথা ভেবেও কি মনে লজ্জা হয় না, অরুণ ? এখানে এসেছিলে মানুষ হ'তে,—হয়ে —একটি জানোয়ার ! তোমার কাণ্ড দেখে সমস্ত ইংলণ্ড প্রবাসী মুখ ফেরাচ্ছে, তোমার চরিত্র আলোচনা ক'রে তোমায় শত দিচ্ছে,—কিন্তু তোমার নিজের কি এতে একটুও লজ্জা নেই ? তুমি ঘরে তোমার স্ত্রী-পুত্র সব বর্ত্তমান,—আর তুমি কি না এখানে অভিনেত্রীর প্রেমে মুগ্ধ আছ ! কি আর বলবো তোমাকে ? ব্যবহারেরও অযোগ্য।"

অরুণ মাথা তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"তুমি বৃথা আমাকে এত কচ্ছ। আমি এমন কি গুরুতর অপরাধ করেছি ? ইংলণ্ডে এসে কি কোন বাঙ্গালী, মেম বিয়ে করে নি ?"

অজয় উত্তর করিল—"হ্যাঁ, করেছেন, সে কথা অস্বীকার কচ্ছি না, তোমার মত কুলাঙ্গার ছিলেন না, অথবা নন। তুমি বাঙ্গালীর অভিনব পদার্থ ! তাই তোমার কীর্ত্তিটা কিছু বেশী রকমের !"

অন্যমনস্ক ভাবে অরুণ বলিল—"কিসে ?"

কণ্ঠে অজয় বলিল—"কিসে ! তাও আবার দেখিয়ে দিতে —প্রথমতঃ,—তোমার মতন ক'জন বাঙ্গালী মনুষ্যত্ব শিখতে এসে, এমন

পত্তন শিক্ষা করে গেছেন, বল ? দ্বিতীয়,—বুড়ো বাপ, স্ত্রী-ছেলে, বাড়ী সব ত্যাগ করে তোমার মত কে ইংলণ্ডে সার্কাস দেখিয়ে কাল কাটাচ্ছে, দেখি ? তৃতীয়—যাঁরা ইংলণ্ডে এসে মেম বিয়ে করেছেন, তাঁরা বিয়ে করেও তারা স্বদেশে ফিরে গেছেন, মনুষ্যত্ব ভুলে যান তোমার মত দেশ ছেড়ে,—স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে একটা অভিনেত্রী নিয়ে এমন করে কে চির দিন এখানে কেলেঙ্কারীটা কচ্ছে, বল দেখি। বলতে চাও—এমন কোনও গুরুতর অপরাধ তুমি কর নি। তবু তুমি চাও—তুমি নিষ্ঠুর-পাষণ্ড নও ? তোমার মুখ দেখলেও পাপ হয়।"

বেশ পরিষ্কার কণ্ঠে অথচ ধীর ভাবে অরুণ বলিল—"কেলেঙ্কারী করিনি অজয়। 'হেনা' আমার স্ত্রী ; আমি হেনাকে আইন সঙ্গত বিবাহ করেছি।"

সহসা যদি অজয়ের পায়ের তলা হইতে পৃথিবী সরিয়া যাইত, হইলেও বোধ হয় অজয় এতটা আশ্চর্য্য হইত না ;—বিস্ময়ে বলিয়া "বিবাহ !"

অরুণ নীরব।—"জান, তুমি বিবাহিত। জান, তোমার স্ত্রী বলিয়া অজয় কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে থাকিয়া বলিল—"আমাদের দেশের মেয়েদের উপর যা খুসি অত্যাচার করতে পার, তাদের সহস্র নির্য্যাতন করতে পার, একটা স্ত্রী থাকতে আরও পাঁচটা বিয়ে করতে পার,—তাতে একটী কথা কইবার অধিকারও স্ত্রীর নেই ; কিন্তু এই দেশের সুশিক্ষিতা তেজস্বিনী মেয়েদের সঙ্গে সে রকম ব্যবহারটী করবার যো নেই,—সেটা জান ? তোমার স্ত্রী বর্ত্তমানে, ইংরাজ মহিলাকে করে খ্রীষ্টান সমাজে কি গুরুতর অপরাধ করেছ, সে কথাটা একবার দেখেছ কি ? কথাটা কোন রকমে যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে,—তা হলে কার আইনে তোমার কি শাস্তি, তা জান ?"

নত মুখে অরুণ উত্তর করিল—"জানি, জেল !

অজয় বলিল—"তবে ? জেনে-শুনে এমন প্রেমে পড়া বীরোচিত বটে ! কিন্তু এমন প্রেম, নভেলেই দেখতে পাওয়া যায়—বাস্তব জগতে রকম বড় একটা পাওয়া যায় না। এটা বড়ই ভয়ঙ্কর ; কোনও প্র

অভিনেত্রী যদি জানতে পারেন—দেশে তোমার স্ত্রী আছে, তা হলে সর্ব্বনাশ হবে। জান, অরুণ। এ হিন্দু নারী নয় যে, পদাঘাত খেয়ে হয়ে থাকবে, উপেক্ষার পরিবর্ত্তে পূজা করবে।"

বলিল—"তুমি তাকে ভুল বুঝেছ, অজয়। সে রকম মানুষ সে নয়, দয়ামায়ায় পূর্ণ। সে আমাকে যেমন ভালবাসে—এমন বোধ হয় হিন্দু নারীরাও বাসতে পারে না। তাকে তুমি ভুল বুঝেছ।"

একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া অজয় বলিল—"ভুল আমি বুঝিনি—অরুণ, তুমি বুঝেছ। কিন্তু এটা ঠিক জেন, বাঙ্গলার জল-বায়ুতে তোমার দেহ স্বাধীন মহিলাদের স্বাধীনতার উত্তাপ চির দিন কখনই সহ্য করতে না ; তখন বুঝতে পারবে, হিন্দু-নারীতে আর স্বাধীন-নারীতে কত আরও বুঝবে, কি তারতম্য তাদের এই ভালবাসাতেও। আজ যদি কারণে তোমার একটু ত্রুটি হয়, তা হলে দেখবে তোমার 'তিনি'—কাল বিবাহের সার্টিফিকেট খানা ছেঁড়া কাগজের ধামায় ফেলে দেবে।—তুমি। হিন্দু হয়েও হিন্দু নারীর মর্য্যাদা বুঝতে পারলে না। এ সমস্ত কাহিনী শুনলে, আর কি তোমার বুড়ো বাপ বাঁচবেন ? তোমার ইংলণ্ড-বাসের পরই তোমার যে সব কাহিনী শুনেছেন, তাতেই জীবন্ত হয়ে আছেন ; তবে আমি আসবার সময় বুঝিয়ে বলে এসেছি—সঙ্গে করে নিয়ে যাবই, সেই আশায় তিনি পথ চেয়ে আছেন। তুমি যদি আমার সঙ্গে না যাও, তা হলে তার অবস্থা যে কি শোচনীয় —একবার মনে করে দেখ দেখি। আর সেই সরলা শিশির। সেই পতি-সাধ্বীর কথাটাও একবার ভেব।"

অরুণ নীরব। কিছুক্ষণ পরে অজয় আবার বলিল—"তুমি যখন ইংলণ্ডে তখন তোমার স্ত্রী অন্তঃস্বত্ত্বা ছিল—সে কথা মনে পড়ে ?"

নত মুখে ধীরে ধীরে অরুণ বলিল—"পড়ে।"

"তার একটী ছেলে হয়েছে, সে খবরটাও বোধ হয় তোমার বাপের চিঠিতে পেয়েছিলে।"

"পেয়েছিলেম।"

"ছেলেটী জন্মাবধি পিতৃদর্শনে বঞ্চিত। আহা !—সেই পাঁচ বছরের বাল-

কের প্রাণেও গভীর বিষাদের ছায়া দেখে এসেছি ! আমি আসবার সময় [illegible]
কাছে ডেকে বল্লেম—'সুবোধ, আমি তোমার বাবাকে আনতে যা[illegible]
তাতে সে মুখ খানি ম্লান করে আধ আধ ভাষায় বল্লে—'বাবা [illegible]
আসে ?' আমি তাকে উৎসাহ দেবার জন্য জোর করে বল্লেম—"হ্যাঁ, [illegible]
না বই কি ! না আসে, আমি তাকে জোর করে আনব !' কিন্তু কচি [illegible]
বল্লে—"বাবার খুব জোস্,—বাঘ নিয়ে খেলা কল্লে !"—এখন দেখছি, [illegible]
শিশুর কথাই সত্যে পরিণত হল।"—অজয় পকেট হইতে তিন খানা [illegible]
বাহির করিয়া বলিল—"বাড়ীতে চিঠিপত্র লেখাও তো এক দম বন্ধ [illegible]
কিন্তু চিঠি তিন খানা একবার একটু দয়া করে পড়ে দেখ দেখি !"

অরুণ নির্ব্বাক ! অজয়ের শ্লেষ বাক্যে সে কোনও উত্তর দিল না, চি[illegible]
গুলিও পড়িল না। তাহার ভাব দেখিয়া ক্রুদ্ধভাবে অজয় বলিল—"বা[illegible]
চিঠিগুলো একবার পড়ে দেখতেও কি দোষ ! তাতেও কি তোমার 'হে[illegible]
প্রেম হ্রাস হয়ে পড়বে নাকি ? আচ্ছা আমিই পড়ছি—একবার শোন।" [illegible]
অজয় একখানি চিঠি লইয়া পড়িতে লাগিল ; পত্রখানি অরুণের পি[illegible]
রমাপ্রসাদ চৌধুরী অজয়কে লিখিতেছেন—

"প্রাণাধিক অজয় !

তুমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ এবং সত্বর বাড়ী আসি[illegible]
শুনিয়া বড় সুখী হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবন লাভ করি[illegible]
বংশের গৌরব বৃদ্ধি কর। শ্রীভগবান সর্ব্বদা তোমার অজস্র কল্যাণ বি[illegible]
করুন। অরুণ তোমার সঙ্গে আসিবে তো ? আহা ! কত দিন তার মুখ খানি [illegible]
দেখি নাই ! এক খানা চিঠিও আর সে আমাকে লেখে না। কত পুণ্যীর[illegible]
আশা নিয়ে তাকে বিলেত পাঠিয়েছিলেম ; তখন কে জানিত, যে আমা[illegible]
ভাগ্য-বিধাতা আমার উপর এমন রুষ্ট হইবেন ! তাহাকে দিয়ে অনেক আশা [illegible]
ভরসা করিয় ছিলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করিও—কেমন করিয়া সে এত দি[illegible]
আমাদের ছাড়িয়া আছে। তাকে না দেখে আমার বুকে শেল বিদ্ধ হই-[illegible]
তেছে। ওঃ—জানি না কার অভিশাপে আমাকে এমন মনস্তাপ পাইতে হই-[illegible]
তেছে ! তোমার আসবার কথা শুনে পর্য্যন্ত সুবোধের তো আহার নিদ্রা নাই। [illegible]
মাঝে মাঝে রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে—'বাবা, বাবা'—বলে চীৎকার করিয়া উঠে।

[illegible] তুমি কোন মতেই ছাড়িয়া আসিবে না ; তাকে সঙ্গে করিয়া আনিবে।
[illegible] শরীরের অবস্থা ভাল নয়, জীবনের দিন আমার ক্রমশঃই ফুরিয়ে
[illegible]ছে,—এখন তার উপর সংসারের ভার দিয়ে মরিতে পারিলেই আমি
[illegible]ই। তার সঙ্গে তোমার রোজ দেখা হয় তো ? তুমি কেমন আছ
[illegible]ও। আমার আশীর্ব্বাদ নিও। ইতি

শুভার্থী—

শ্রীরমাপ্রসাদ চৌধুরী।"

[illegible] দ্বিতীয় পত্রখানি অরুণের স্ত্রী শিশিরকুমারীর ; সেও অজয়কে লিখিতেছে—

"[illegible] ভাই !

[illegible] তোমার পাশ এবং আসবার খবর পেয়ে কতখানি যে আনন্দ হল, তা লিখে
[illegible]শ করা আমার সাধ্য নেই। তবে যতক্ষণ না এসে পৌছুচ্ছ, ততক্ষণ
[illegible] নিশ্চিন্ত হতে পারছি না জানি না, সে দেশের মাটিতে কি আছে।
[illegible] কি কোন কুহকের দেশ, না ইন্দ্রজাল ? সে দেশে গেলে মানুষের মতিগতি
[illegible]ন হয়ে যায় কেন বল্‌তে পার ? কেমন করে যে তারা আপন জনের
[illegible]য়া-মমতা ভুলে যায়, তা কিছুই বুঝতে পারি না। শুন্‌তে পাই, পূর্ব্বে
[illegible]কে বিলেত গেলেই খৃষ্টান হত, মেম বিয়ে কর্‌ত, কিন্তু তবুও যা হোক
[illegible]শের মানুষ দেশে ফিরে আস্‌ত—তার আত্মীয়-স্বজন তাদের দেখতে পেত।
[illegible]ন দেশের স্রোত ফিরে গেছে, এখন ত প্রায়ই লোকে বিলেত যাচ্ছে—তারা
[illegible]র খৃষ্টানও হয় না, মেমও বিয়ে করে না। লেখাপড়া শিখে এসে দেশের
[illegible] উজ্জ্বল করে, কিন্তু তার ভিতর থেকে আবার এক এক জন এমন হয়ে
[illegible]ঠেন, যে তাঁরা সে পরীর দেশে গিয়ে দেশে ফিরে আস্‌তে পর্য্যন্ত নারাজ !
[illegible]কেন এমন হয়, বল্‌তে পার ? পরীরা কি তাদের উড়িয়ে নিয়ে আসমানের
[illegible]ওয়া খাইয়ে আনে ? কেমন করে তারা মানুষের স্নেহ-মমতা সব ভুলিয়ে
[illegible]য় ?

[illegible] আশা করি তুমি ভাল আছ। আর একটা আশা কর্‌তে পারি কি ?
[illegible] আশা কি নিতান্তই দুরাশা ? কিছু গোপন করো না—সমস্ত খুলে লিখো।
[illegible] জাহাজে বেরুচ্চ, লিখো। আমার আশীর্ব্বাদ নিও। ইতি—

তোমার বৌ'দি।"

শিশিরের চিঠির পেছনেই অরুণের শিশু পুত্র তাহার হাতের ... আঁকাবাঁকা অক্ষরে লিখিয়াছে—

পিশে মশাই! আপনি যাবার সময় বলেছিলেন—বাবাকে ... আসবেনই! দেখবেন, সে কথা ভুলবেন না। অন্নু, মিঁনু, শিবুর ... আমিও আমার বাবাকে "বাবা, বাবা" ডাকতে পাব। কি মজা! ... কবে আপনাদের আসবার দিন হবে! কতক্ষণে আমার বাবা... আর আপনাকে দেখতে পাব? আপনারা আমার প্রণাম নেবেন।

প্রণত—শ্রীসুবোধকুমার চৌধুরী

চিঠি পড়িয়া অজয় অরুণের দিকে চাহিয়া বলিল—"দেখ দেখি, এ... তোমার প্রাণ একটু কেঁদে উঠে না?"

তৃতীয় পত্রখানি অজয়ের স্ত্রী এবং অরুণের ভগ্নী—ইলারাণীর। ... লিখিতেছে—

"শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

তোমার চিঠি পেলেম। পাশ হয়েছ শুনে আহ্লাদ হল। কিন্তু তো... পাশের খবরের চেয়েও তোমার আসবার খবরে আমি বেশী খুসি হয়েছি... বাপ!—কতদিন হল তোমাকে সেই পরীর দেশে পাঠিয়ে আমার প্রাণটা ... অস্থির হয়েছিল। ভাইকে তো সে দেশে পাঠিয়ে হারাতে বসেছি, আ... পাছে তোমার গায়েও তাঁর বাতাস লাগে, সেই ভাবনায় রাত্রে আমার ঘুম ... না। যাই হোক, এখন তোমরা সেই পরীর দেশ থেকে একবার এ... আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। দাদার কথা কিছু লেখনি কেন? একা আসছ,— না সঙ্গে লিলি, বেলা, ফ্লোরা, ফ্লোরা সব আছেন? বরণডালা সাজাব নাকি ... দাদাকে কিন্তু সঙ্গে করে আনা চাই, নইলে বৌ'টা বাঁচবে না। মেয়ে মা... যের স্বামী যে কি জিনিষ—তা মেয়ে মানুষেই জানে, তোমরা তার কি বুঝবে ... ঠাকুরপো এসেছে, আমি কাল কলিকাতায় যাচ্ছি, সেখানে গেলে তবু দুদিন ... আগে তোমাকে দেখতে পাব। ঠাকুর পো বলেছেন, বাবা আমাদের সবাইকে ... নিয়ে বম্বে যাবেন তোমাকে আনতে—তাই আরও তাড়াতাড়ি যাচ্ছি। অবে... আজ ৮০। বড্ড তাড়াতাড়ি; বাক্স, ট্র্যাঙ্ক গুছুতে হবে। প্রণাম নিও। ইতি—

তোমার—ইলা।"

...গুলি পুনর্ব্বার পকেটে রাখিয়া অজয় বলিল—"এতদিন বিদেশে বাস ... তোমার আশা মেটে নি, অরুণ!—বাপ্! আমার তো এই কয় ... আত্মীয় স্বজনের মুখ দেখবার জন্য প্রাণ ছটফট্ করছে! একবার ... যেতে পারলেই বাঁচি।"

...বলিল—"না, না, সত্যিই বলছি—দিন কতক পরে এবার আমি ... যাব। আমার কথা বিশ্বাস কর, অজয়।"

অজয় বলিল—"হুঁ—বিশ্বাস? তোমার কথায় বিশ্বাস করবার দিন চলে ..., অজয়। এখন আমি দেশে গিয়ে সকলের কাছে কি জবাব দেব— ...র বুড়ো বাপকে কি বলব, আর হতভাগা ছেলেটাকেই যে কি বলে ...র, সেইটেই হচ্ছে আমার বেশী ভাবনা। তুমি জান, অরুণ! আমি ...না করব বলেছি, এ পর্য্যন্ত তার কোন কথা অন্যথা হয় নি! তোমার ...যে আজ আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হতে হবে—সেও আমার একটা ...কেপ।"

বলিতে বলিতে অজয় আবেগে অরুণের হাত দুই খানা ধরিয়া বলিল— ...ণ! আমাদের আগেকার কথাগুলো একবার মনে করে দেখ্—সেই ছেলে... ...লা থেকে কি ভাবই ছিল দুজনের। একে অন্যকে এক দিন না দেখতে পেলে, ... থাকতে পারতেম না। তার পর বড় হলেম, পাশ করলেম, তোর সঙ্গে একটা ...ও হ'ল,—তখনও সেই ভাব। আমাদের সেই ছোট বেলার কথা মনে ...রে, আজ আমার অনুরোধটা রক্ষা কর্ ভাই! এক বার তুই আমার সঙ্গে ...দেশে চল্; তার পর, সেখানে মন না টেকে—আবার চলে আসিস্। তোকে একটী বার দেখবার জন্য বাড়ীর সকলে কি রকম ব্যাকুল হয়ে রয়েছে, তাতো ...রতে পারিস ভাই!"

কিন্তু অরুণের সেই একই কথা—"নূতন বাঘের খেলা করতে হবে, এখন ...কিছুতেই যেতে পারবো না, দিন কতক পরে যাব।"

তখন ক্রুদ্ধভাবে অরুণের হাত দুখানি সজোরে নিক্ষেপ করিয়া অজয় বলিল, 'ওঃ! এতদূর অধঃপতন হয়েছে তোমার? যেমন হিংস্র জন্তু নিয়ে ...সবাস, স্বভাবও ঠিক সেইরূপ হয়েছে।'

একটু নীরব থাকিয়া,—অতি কষ্টে অশ্রুবেগ দমন করিয়া অজয় পুনরায়

দৃঢ় স্বরে বলিল—"একেবারে গোল্লায় গেছ! বৃথা তোমার জন্তে আক্ষেপ। এই জন্ত কি তোমার বাবা টাকা খরচ করে তোমায় এখানে পাঠিয়েছিলেন? এবার কিন্তু আমি তাঁকে টাকা পাঠাতে বারণ করে দেব। এমন অকৃতজ্ঞ ছেলেকে ত্যজ্য-পুত্র করা উচিত! এমন কৃতঘ্ন ছেলের জন্ত আবার মায়া-মমতা কিসের? আর সেই হতভাগা ছেলেটা বাপকে দেখবার আশা করে যে বসে আছে, তাকে গিয়ে বল্‌ব—'তোর বাপ নেই—মরেছে!'—এমন পাষণ্ড বাপ গেলেই বা কি, আর থাক্‌লেই বা কি!"

টেবিলের উপর হইতে টুপিটা মাথায় দিতে দিতে অরুণের দিকে আর একবারও দৃষ্টিপাত না করিয়া দৃঢ় পদ বিক্ষেপে অজয় কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইল; আর অরুণ টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া কি ভাবিতে লাগিল; তাহার চক্ষু হইতে কয়েক বিন্দু অশ্রু কক্ষতলে পতিত হইল। এমন সময় হোটেল-স্বামিনী সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন—"মহাশয়! আহারের এক ঘণ্টা পরেই ঘরখানি খালি করবার কথা ছিল, কিন্তু প্রায় দুঘণ্টা হয়—" অরুণ ত্রস্তে চোখের জল মুছিয়া ও হোটেল-স্বামিনীকে প্রত্যভিবাদন করিয়া দ্রুতপদে সেই প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করিল; হোটেলের ভাড়া, আহারের ব্যয়াদি অজয় অগ্রেই মিটাইয়া দিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

আত্মজ্ঞান।

(শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ, কোন্নগর)।

(যোগবাশিষ্ঠের সার সঙ্কলন)।

সংসারে আত্মা ব্যতিরেকে আর কোন পদার্থই নাই। এই বসুন্ধরায় যাহা কিছু নয়ন গোচর হয়, তৎসমুদায়েরই কোন না কোন সময়ে ক্ষয় হইবে ও ক্ষয় হইয়া থাকে। এই মুহূর্ত্তে যাহা নিরীক্ষণ করা যায়, পর মুহূর্ত্তে বা কিছু দিন পরে আর তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। এ সংসারের সকলই লয়শীল, কিছুই স্থায়ী নহে; কিন্তু আত্মার ধ্বংস নাই। বিজ্ঞগণ

..., আত্মা লইয়াই এই সংসার গঠিত হইয়াছে। আত্মাকে না ...কিছুতেই কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই। একমাত্র আত্মাই এই ...জ্যের অধীশ্বর। এই রাজ্যেশ্বরকেই বিশেষ ভাবে জানা উচিত। ...াকে জানিতে পারিলে অপর কিছুই অপরিজ্ঞাত থাকিবে না। ...আত্মাকে জানে না, সে কোন কালেই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় ...ার যুক্তি ও কারণ সুস্পষ্ট।

...জাতির আত্মজ্ঞান নাই, এই কারণ বশতঃ বল বীর্য্য ও বিক্রম ...ও তাহারা চিরকাল মানব জাতির অধীন হইয়া আছে। জীবের ...বল—বলই নহে; আত্মবলই প্রকৃত বল। আত্মবলে স্বর্গ পর্য্যন্তও ...জয় করা যাইতে পারে।

...এই—আমি নহি, আমার পুত্র এই—পুত্র নহে, আমার অপূর্ব্ব ...উদ্যান, অট্টালিকা, বিলাস ভবন, পুষ্করিণী, সম্পত্তি ইত্যাদি সমস্ত বস্তু—...। সংসারের কিছুই থাকিবে না। এই অপত্য, এই আত্মীয়, ইহারা ...আমার নহে; আর আমিও তাহাদের নহি। এমন কি, আমি আমার ...নহি। যদি আমি আমার নিজের হইতাম, তাহা হইলে যখন ...করি, তখন তাহাই করিতে সমর্থ হইতাম; তাহা হইলে রোগ, শোক ..., মানসিক কষ্ট আমাকে আর আক্রমণ বা অভিভূত করিতে সমর্থ ...না। এই সকল বিচার বুদ্ধিলাভই আত্মতত্ত্ব বিচারণার ফল।

...সুধীর ব্যক্তি নিরন্তর আত্মতত্ত্বের সম্যক্ আলোচনা করেন, অন্যান্য ...অপেক্ষা তিনি শতগুণে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। তিনি সামান্য বিপদে ..., অথবা সামান্য সম্পদে কখনই মত্ত হন না। তাঁহার নিকট লোষ্ট্র-..., হর্ষ-বিষাদ এবং সুখ-দুঃখ একই প্রকার প্রতীয়মান হয়। তিনি ...ই অবশ, অবসন্ন ও বিচলিত হন না। শত শত গ্রামের আধিপত্য প্রাপ্ত ..., যেমন তাঁহার কোন প্রকার বিকার সঞ্চার হয় না; শতদিকে শতরূপ ...আপত্তি হইলেও, অবিকৃত ভাবে অবস্থিত করেন। ইহারই নাম ...।

...র্গের অধীশ্বর ইন্দ্র অপেক্ষা প্রভু ও পরাক্রমী দ্বিতীয় নাই। কিন্তু ... ফলমূলাশী অরণ্যবাসী একজন ঋষিও কুলিশ সহিত তদীয় হস্ত

অনায়াসে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। ইহার কারণ ইন্দ্রের আত্মবল নাই উক্ত ঋষির বলই, আত্মবলের পরীক্ষা ও লক্ষণ।

দ্বাদশ-নীতি।

(শ্রীমতী নির্ম্মলিনী চৌধুরাণী, কোন্নগর)।

(১)

অলসের শিল্প কোথায়? শিল্পহীনের ধন কোথায়? নির্ধনের কোথায়? মিত্র বিহীনের সুখ কোথায়? অসুখীর পুণ্য কোথায়? পুণ্য হীনের নির্ব্বাণ কোথায়?

(২)

শিল্পের (পালি ভাষায় বিদ্যাকে শিল্প বলা হইয়াছে) সমান ধন নাই শিল্পকে (বিদ্যাকে) চোরে কোন মতে চুরি করিতে, বা দস্যুতে কাড়িয়া লইতে পারে না। ইহলোকে শিল্পই পরম মিত্র, পরলোকে সুখদায়ক।

(৩)

অল্প বলিয়া অবজ্ঞা করিতে নাই। যাহা শ্রবণ করা যায়, তাহা হৃদয়ক্ষেত্রে পুঁতিয়া রাখা উচিত। জলবিন্দু পতনের দ্বারা বল্মীক (উইয়ের ঢিবি) যেমন কালে পরিপূর্ণ হয়, অল্প অল্প জ্ঞান সঞ্চয়ের দ্বারাও কালে লোকে মহাজ্ঞানী হইতে পারে।

(৪)

যে কোন দ্রব্যই হউক না কেন, অল্প বা ক্ষুদ্র বলিয়া তাহাকে হেয় জ্ঞান করা উচিত নহে। একটী অতি ক্ষুদ্র পদার্থ হইতেও মানবের পরম উপকার হইতে দেখা যায়।

(৫)

যেখানে কোন শ্রুত সম্পন্ন (মহাভিজ্ঞ) পণ্ডিত আছেন, ইহা শুনিতে বা

পারিলে বিদ্যাশিক্ষার্থীর পক্ষে মহোৎসাহে সেইস্থানে গমন করা

(৬)

গভীরতা অনুসারে (কুমুদনল অর্থাৎ) কুমুদ ফুলের নলের উচ্চতা; অনুসারে প্রথা স্থাপন; ব্যক্তি বুঝিয়া তাহার সহিত সেই মত কথন এবং ভূমির উর্ব্বরতা হিসাবে তৃণের হ্রাস ও বৃদ্ধি

(৭)

য়ের অগাধ জল না দেখিয়াই কূপ-মণ্ডুকেরা যেমন কূপের জলকেই মনে করে, অল্প শ্রুত (অর্থাৎ সামান্য পণ্ডিত) অভিমানিগণও সেইরূপ সামান্য জ্ঞানকে বহু বলিয়া মনে করে।

(৮)

বয়সে, অর্থাৎ—বাল্যকালে যে ব্যক্তি বিদ্যা উপার্জ্জন করে নাই; —অর্থাৎ যৌবন কালে যে লোক ধনার্জ্জন করে নাই; তৃতীয়ে—অর্থাৎ য় যে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করে নাই, চতুর্থে অর্থাৎ বার্দ্ধক্যে—(মরণ কালে) করিবে?

(৯)

ব্যতিরেকে পানের, দরিদ্র ব্যক্তির অলঙ্কার পরিধানে, লবণ হীন ও মূর্খের শাস্ত্র ব্যাখ্যায় কোন আস্বাদ নাই।

(১০)

ক্ষেত্রে যাইতে হইলে, যোদ্ধার পক্ষে যেমন অস্ত্র ছাড়া যাওয়া উচিত বিদেশে যাইতে হইলে, পণ্ডিত, পর্য্যটক এবং বণিকের পক্ষে সম্বল কড়ি) ছাড়া যাওয়া উচিত নহে।

(১১)

ত ব্যক্তি নিজের অর্থনাশ, মনস্তাপ এবং গৃহের দোষকথা কাহারও প্রকাশ করেন না। কোন স্থানে বঞ্চিত এবং অপমানিত হইলে, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না।

(১২)

পাত্র বুঝিয়া যিনি বাক্য ব্যবহার করিতে জানেন, স্বভাব বুঝিয়া সখ্যতা স্থাপন করিতে জানেন এবং নিজের দোষ গুণ বুঝিয়া যিনি করিতে জানেন, তিনিই বিজ্ঞ, তিনিই পণ্ডিত।

ছোট গল্প।

(কুমারী পূর্ণিমাসুন্দরী ঘোষ, কোন্নগর)

(১)

বিষম সমস্যা।

বেগুনবেড়ের চতুর্ভুজ ভট্টাচার্য্য শারদীয়া পূজার কিছুদিন পূর্ব্বে কাতায় ঠাকুর বাবুদের 'বার্ষিক' আদায় করিতে আসিয়াছিলেন। বার্ষিক ধুতি, চাদর ও নগদ টাকাগুলি হস্তগত হইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় পূজার বা করিবার মানসে বাহির হইলেন। অধিক কিছু খরিদ করিতে হইবে তবে বাটীর জন্য এক আধখানা বস্ত্র, নাতি-নাতনিদের নিমিত্ত দুই এ ছিটের জামা, ফ্রক্, জুতা ইত্যাদি না কিনিলেই নয়। আরও কিছু দ্রব্য আলতা, মাথাঘসা, তেলের মসলা, [illegible] ইত্যাদি—কিনিতে হইবে লোকটা একে অজ-পাড়াগেঁয়ে, তাতে আবার টোলের ভট্টাচার্য্য ব্রা যত চালাক চতুর তা সহজেই বুঝা যায়; বোকার এক শেষ! তিনি কাপড়ের দোকান কোথায়ও খুঁজিয়া পান না, বড়ই মুস্কিলে ও বিব্রা পড়িলেন। অনেক ঘুরিয়া অবশেষে একটা বিষম চালক ছোঁড়াকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া, তাহাকে মহাব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞা

সে উত্তর দিল—"ঠাকুর মশাই! সম্মুখের এই বড় রাস্তায় পড়িয়া র সাইনবোর্ড দেখিতে দেখিতে চলিয়া যান।"— সাইন-বোর্ড কি, তাহা বুঝিতে না পারায় বালকটি [illegible] বুঝাইয়া দিল। বোর্ড কাহাকে বলে ব্রাহ্মণ তাহা সম্পুর্ণ রূপে [illegible], বড় য় আসিলেন এবং উর্দ্ধমুখে সাইনবোর্ড দেখিয়া গমন করিতে করিতে কাতার জনতাবহুল পথে কত যে হুজোট্ খাইলেন, কত ইতর ভদ্রের য়ের উপর পড়িলেন, কত ট্যাঁস্ ফিরিঙ্গীর বাঁকা কথা ও গালি সহ্য করিলেন, ড়ী চাপা পড়িতে পড়িতে রক্ষা পাইলেন, তাহা বলবার নয়। এই কারে অনেক পথ অগ্রসর হইয়া একখানা খুব বড় সাইনবোর্ড দেখিয়া চাজ্ তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। উক্ত সাইনবোর্ডে লেখা ছিল;— দেশী চিনি ও মিছরির কারখানা। ভট্টাচার্য্য মহাশয় পাঠ করিলেন— দেশীচি নিওমি ছরিরকা রখানা।

বস্ত্রাদি খরিদ করা ভট্টাচার্য্যের মাথায় উঠিল! তিনি তাড়াতাড়ি তাঁহার ক শিষ্যের বাড়ী হাজির হইলেন, কেবলই সাইনবোর্ড লিখিত কথাগুলির র্থ ভাবিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই উহার কুটিল ও দুর্ব্বোধ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন না। শেষে স্থির করিলেন, দেশে গিয়া তর্ক-দশানন খুড়াকে ইহার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করা যাইবে, খুড়া না জানে এমন বিষয় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও জানেন না; এই জন্য খুড়োকে দশগানা গাঁয়ের লোক তর্ক-দশানন বলে। খুড়া যে নিশ্চয়ই ইহার উচিত অর্থ করিয়া দিবে, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। রাত্রে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিদ্রা হইল না। ঘুমের ঘোরে সারারাত্রি আবৃত্তি করিলেনঃ—দেশীচি নিওমি ছরিরকা রখানা।

(২)

এক দশা।

মদনমোহন বাবু রমানাথ কামার নামক এক জনের নিকট হইতে কিছু টাকা ধার করিয়াছিলেন। প্রায় এক বৎসর কাল অতীত হইল—কিন্তু ঋণ

শোধ দিবার নামটিও নাই দেখিয়া রমানাথ তাগাদায় বাহির হইল। প্রাতঃকালে মদন বাবু রোয়াকে বসিয়া মুখ ধুইতেছেন, এমন সময় পাওনাদার টাকা চাহিতে আসিল। রমানাথকে দেখিয়া মদন বাবু যেন একটু লজ্জিত হইলেন; কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন—"বাপুহে! তুমি কি কাহারও কিছু ধার?" পাওনাদার কহিল—"না।"

মদনবাবু একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"তবে আর তোমার এত তাগাদা কেন? সহজেই তো তুমি আরও কিছু কাল অপেক্ষা করিতে পার।" পাওনাদার বাবুর ভাবগতিক দেখিয়া—"যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

ক্রমে পূজা আসিয়া পড়িল। এ সময়ে সকলকেই যথাসাধ্য বাজার করিতে হইবে। সুতরাং সকলেরই অর্থের প্রয়োজন; পাওনাদার রমানাথ আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। সে আবার আসিয়া মদনমোহন বাবুর বাটীতে হাজির হইল। বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিল—"বাবু, আমি এসেছি।"

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হে বাপু! এবার তোমার খবর কি? তুমি কাহারও কিছু ধার নাকি?" পাওনাদার মৃদুভাবে উত্তর দিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি কিছু ঋণগ্রস্ত হইয়াছি।" বাবু কহিলেন—"তুমি তোমার ঋণ পরিশোধ করনা কেন?" রমানাথ মৃদুস্বরে বলিল—"হাতে টাকা নাই বলিয়া।" মদন বাবু সহাস্যে কহিলেন,—"বটে? তোমার ও আমার দশা এক! এখন তুমি আমার অবস্থা ঠিক বুঝিতে পারিয়াছ, আর তাগাদা করিও না। এস ভাই, দুইজনে কোলাকুলি করি।"

পাওনাদার অবাক !!

অগ্রজ

দেবেন্দ্রমোহন গুপ্তের অকাল মৃত্যুতে

শোকোচ্ছ্বাস।

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সাংখ্যরত্ন)। *

কেবা তুমি ছায়া সম ধরি কলেবর,
নিয়ত সঙ্গেতে মোর করিছ ভ্রমণ?
চলিতে চলিতে আমি কার পদধ্বনি শুনি,
চকিতে চাহিয়ে থাকি নিশ্চলের মত?
কার স্পর্শ অঙ্গে যেন হয় অনুভব,
কে তুমি স্বপনে আসি নির্নিমেষে চেয়ে রও?
সে দৃষ্টি করুণামাখা সে বদন স্নেহে ভরা,
সে অঙ্গে স্বরগ-জ্যোতিঃ কিবা চমৎকার!
প্রতি কার্য্যে কার সাড়া কার সাবধানে,
অবাক্ হইয়ে আমি চাহি ঊর্দ্ধ পানে।
আলোড়ি হৃদয়রাজ্য একটি দীরঘ শ্বাস,
কাহার উদ্দেশে ধায় কাঁপাইয়া বায়ুস্তর?
কি যেন বলিতে আসা কিন্তু বলা নাহি হয়—
ইহলোকে পরলোকে বুঝি ব্যবধান রয়!
সত্য কেবা বল তুমি দেখা দাও দিবালোকে,
আজ্ঞা তব নত শিরে পালিব জীবন দানে।

---

* বিগত ৬ই পৌষ প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় "প্রতিভা"র চিন্তাশীল লেখক ৮ দেবেন্দ্রমোহন গুপ্ত পরলোক গমন করিয়াছেন। গত ২৪শে পৌষ তারিখে স্থানীয় থিয়েটার-হলে, "ফরিদপুর সাহিত্য-সমিতির" উদ্যোগে একটী শোকসভা আহূত হয়। ফরিদপুরস্থ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন মহাশয়, পরলোকগত মহাত্মার মধ্যম ভ্রাতা। শোক সভায় পঠিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে নিম্নে দুইটী সন্নিবেশিত করিলাম। সম্পাদক।

অহো।

আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয়,
অশরীরি তুমি দেব অপ্রত্যক্ষ আগার,—
চিনেছি তোমারে আমি, পার নি ভুলিতে মোরে,
ছায়া সম তাই বুঝি রয়েছ সঙ্গেতে?
দাঁড়াও দাঁড়াও দেব! পরলোক-বেলাভূমে,
ইহলোক পরলোকে সম্বন্ধ স্থাপিত হোক,—
মৃত্যুর নিবিড় ধূম ভেদ করি দৃষ্টি মোর
জ্যোতির্ম্ময় রূপ তব দেখিবে পুলকে।

অরূপের মাঝে বসি আমারে আশীষ কর,
রূপ-তৃষ্ণা চির তরে যাউক ঘুচিয়ে—
হৃদয় পবিত্র হোক, পরাণ প্রশান্ত হোক,
তৃষাশূন্য ক'রে দাও তৃষিত সংসারে।
অদ্ভুত এ কর্ম্মযোগ শিখা'তে আমারে,
বুঝি লোকান্তর গতি তব। হের ঊর্দ্ধেতে অনন্ত
আকাশ বিস্তৃত; গর্জ্জিছে জীমূত তায়,—
খসিছে তারকা, ভীম উল্কাপাত, দৃষ্টি নাহি চলে
ভীষণ আঁধারে।

নিম্নেতে অপার অসীম সমুদ্র
ঊর্ম্মি'পর ঊর্ম্মি পড়িছে আছাড়ি;—
ছুটিছে তরঙ্গ—ভাঙ্গিতেছে বেলা,
নক্র আসে ধেয়ে গ্রাসিতে আমারে।
ভীষণ দুর্য্যোগ ঊর্দ্ধে নিম্নে, মোর
মধ্যেতে আসন পাতা। যদি হৃদি কাঁপে
এ ঘোর মশানে, নিমিষে হইব নাশ;—
দানবীয় শক্তি নিক্ষেপিবে দূরে
আসন হইব ভ্রষ্ট। কি হবে তখন
কি হবে দেবতা! কে রক্ষিবে ভৃত্যে তব!

ভীরু আমি কর আশীর্ব্বাদ—
বল সেই স্নেহ-স্বরে—"মাভৈঃ মাভৈঃ ভ্রাতঃ,
'কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।'
'যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঙ্গানীব সর্ব্বশঃ'।"

অনুজ তোমার এ কাল শ্মশানে—
উন্মত্তের মত হাহাকার করে।
উঠ উঠ দেব! চিতা-শয্যা ছাড়ি,
প্রবোধের বাণী শুনাও তাহারে।
অসহ্য সংসার-জ্বালা যদি বল দেব!—
কেমনে এ দাস তাহা সহিবে নীরবে?

কর আশীর্ব্বাদ, মাগি ভিক্ষা করযোড়ে;
তব পরিত্যক্ত কর্ম্মের-পশরা বহিতে
সক্ষম যেন হই এ জীবনে।
হৃদয় পাষাণ হোক, বজ্রে যেন নাহি ভাঙ্গে,
ইন্দ্রিয় প্রশান্ত হোক ইন্দ্রিয়ার্থে নাহি মজে,
অনন্তের পক্ষপুটে ক্ষুদ্রত্ব ডুবিয়ে যাক
নিষ্কম্পিত বীর ভাবে।
সহস্রের মাঝখানে আমারে
ডুবিয়ে দাও, অনাহত রবে দেব!

আমারে শুনাও আজ,—
"মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ"
"অনিত্যং সর্ব্বমেবেদং তাপত্রিতয়দূষিতং
অসারং নিন্দিতং হেয়মিতিনিশ্চিত্য শাম্যতি"—
সে মহা ত্যাগের বাণী শুনাও আবার,—
"অসার সংসার বিবর্ত্তনেষু মা যাতি তোষং প্রসভং ব্রবীমি"।
বল বল, আমি শুনিব নীরবে—
"স এব মায়া পরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বং
স্ত্রিয়ন্নপানাদি বিচিত্র ভোগৈঃ স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তিমেতি।"

বল দেব উর্দ্ধলোক হ'তে
পুরাতন তব সেই দৃঢ় বাণী ;
যা শুনি আমি হ'ব বলীয়ান্,
শত প্রলোভন করিব জয়।
বল সেই শক্তিমন্ত্র শুনি নত শিরে,—
"সাধনা কি রে কাপুরুষে পারে ?
হ'তে হবে মহাবীর। ধরি রুদ্র রূপ
হও অগ্রসর ত্রিশূল লইয়ে করে ;
বিঘ্নরূপে যারা আসিবে সম্মুখে
নির্ম্মমের মত নাশিবি হেলায়।"
বুঝিয়াছি আমি সৌম্যের সাধনা—
হ'বে না হ'বে না আর ; এস রুদ্রদেব !
পূজিব তোমারে ;—নিতে হৃদি রক্ত
এ ঘোর মশানে, নৃমুণ্ডমালিনী কালী
এস মা নাচিয়ে।
কি ভয় আমারে দেখাবি সংসার,
আমি যে রে বীরানুজ ! অগ্রজ আমারে
গিয়াছেন ফেলে। না—না—ভুল মোর,
দেবতা আমার দাঁড়ায়ে সম্মুখে,
অশরীরী রূপে রক্ষিছে আমারে ;—পরাতে
শৃঙ্খল এসেছিস্ কে রে পদে—
পাবি না স্থান।
নিশ্চয় দলিব—দেখিবি বিস্ময়ে—
কি শক্তি হৃদয়ে মোর ছিল আচ্ছাদিত।
পবিত্র শ্মশানে লইয়াছি দীক্ষা,
গুরু মোর দেবেন্দ্র বাসব ;—
বজ্রীর শকতি হৃদয়ে আজি রে ;
নিশ্চয় করিব জয়—

এস দেব ! এস দেব !
এস ভ্রাতৃ রূপী মহাগুরু !
ছায়াময় দেহে দাড়াও সম্মুখে,
ঊর্দ্ধ করি ভুজ যুগ ;—
অঙ্গুলী নির্দ্দেশে দেখাও আমারে,
আমার কর্ত্তব্য পথ, তব তুষ্টি সাধি
কোন্ পথে আমি আসিব ছুটিয়ে কাছে,
অধমের পূজা কি ভাবে লইবে,
কিবা হবে উপচার ?
দাও উপদেশ, করো না বিলম্ব
পূজা অন্তে পাব তোমা—
উৎসর্গিব হৃদি, উৎসর্গিব প্রাণ,
যাতে তব হবে তুষ্টি,—পূজা শেষে
তুমি আসিও সম্মুখে, ডাকিও
দু'হাত তুলি, আমি পরম আনন্দে
মুদিব নয়ন—মিলনের আশা লয়ে।
পতিত মমতা-বর্ত্মে আমি যে নিতান্ত,
সে মোহ ভাঙ্গিতে কিহে তব এ প্রয়ান ?
অগ্রেতে আমার গিয়েছ অগ্রজ, অনুজে
দেখাতে পথ ?
আমি মুছিয়াছি চক্ষু—নাহি অশ্রুজল,
ভাঙ্গিয়াছে ভুল দেখিয়াছি আলো,—
ও আলোক কত ঊর্দ্ধে, কোন অজানিত স্থানে
ধ্যেয়, জ্ঞেয়, সব লয় ও আলোর মধ্য দেশে।
ওখানে দাঁড়িয়ে তুমি অনিমেষে চেয়ে থেকো,
নতুবা সেবক তব পড়িবে ভূতলে ! হবে না
সাধনা তব, অস্থিচূর্ণ হবে, বড় ভয়—
তাই ডাকি রক্ষা কর মোরে।
একি জ্যোতি গগণ ভেদিয়া

অকস্মাৎ সম্মুখে আমার
সচন্দ্র তারকা কোথা লুকাইল ?
শুধু এক ধ্বনি, শুধু এক তান ;—
তোমাতে বহুর লয়, বহু তব অঙ্গে।
অনন্ত অনন্ত, এ যে আলোক অনন্ত,
নাহি স্থান, নাহি কাল, না আছে বিরাম,
সহস্র কার্য্যের মাঝে আমার অজ্ঞাতসারে
আমার হৃদয়-রাজ্য গেল রে ভরিয়ে ?
উদাস হইল মোর ইন্দ্রিয় সকল,
জ্ঞান নাই, জ্ঞেয় নাই, সাধক সাধনা নাই,
তবু চিত্ত কোন্ বলে রহিলি নিশ্চল ?
অপূর্ব্ব ! অপূর্ব্ব !—এ যে বড়ই অদ্ভুত !
ইন্দ্রিয়ার্থ ছুটে আসে, ইন্দ্রিয় না চাহে
তারে ; স্বভাবের প্রত্যাহারে চিত্ত
আত্ম মুখী হয় ;—বিয়োগিত ভূমে
একি যোগের উদয় ?
কে যেন জগত বার্ত্তা দিলরে ভুলায়ে
জগতের বক্ষপরে বসায়ে আমারে ;—
এ বিস্মৃতি কেবা মোর দিল রে আনিয়ে ?
অহো !
বিয়োগেও আছে শান্তি আঁধারেও
আছে আলো ;—ভীষণ ঝটিকা
অন্তে প্রশান্ত প্রকৃতি মত।
কে তুমি ! আমারে লয়ে,
খেলিতেছ এই খেলা ?
এত যদি দয়া তব আশীর্ব্বাদ কর,
এ আলোকে কভু যেন ফেলি না নিবায়ে।
এতদূরে এতদূরে—"কঃ পন্থা"র

পথ তব ;—দেখাও—দেখিব আমি
এ পথ মহান্।
না-না, দেব ! এ নহে সময়,—
সাধনা বিহীন এ দাস ;
আমিও অন্তিমে রব প্রতীক্ষায়,—
সাধন সুদৃঢ় চিত্তে।
আমায় নিও হাত ধরে—দিও পদছায়া,
পরলোক বেলা-ভূমে ;—অঙ্গেতে
প্রদানি তোমার মঙ্গল কর,
সংসারের শ্রান্তি মোর দিও মুছাইয়ে।
যেথানে দেবত্ব তব তথা নিয়ে যেও,
জীবত্ব তোমার দেব ! নাহি মাগি আর।
শ্রান্ত তোমারে আমি চাহি না দেখিতে,
যে রূপে প্রশান্ত তুমি দেখিব পুলকে।
সে মহা প্রয়ান কতদূরে দেব ?
কতদূরে সেই যাত্রা ?—
অধীর হৃদয়, আকুল পরাণ ;
বল বল অধমেরে।

স্বর্গীয় দেবেন্দ্রমোহন গুপ্ত *

(শ্রীবিজয়গোপাল সরকার বর্ম্মা)।

অমৃতময়ী লেখনীর গুরুগম্ভীর নিনাদে কতিপয় মাস যাবত "আর্য্য-প্রতিভা"র বক্ষ স্পন্দিত হইতেছিল, তাহা এত দিনে নীরব হইল!

* শোক সভায় পঠিত।

"কঃ পন্থা"র ভাব ও ভাষা যে চিন্তাশীল লেখকের অমৃত বাণী ব্যক্ত করিয়াছে, যাহার—"জীবন কি অনুভূতি ?"—মানবের জীবন কাহিনী সম্যক্ পরিস্ফুট করিয়াছে, যে—'গৃহদাহে"—জাতীয় গৃহের রুদ্ধ কর্ম্মধার সবলে উদ্ঘাটিত করে,—"আগমনী"র—যে ললিত ঝঙ্কারে মানবকে নারীপূজা ব্রতে স্বতঃই নিমন্ত্রিত করে, তাহাদের লেখক নীরব !—গত ৬ই পৌষ প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় 'প্রতিভা'র চিন্তাশীল লেখক ও স্থানীয় উকিল ৺দেবেন্দ্রমোহন গুহ পরলোক গমন করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার শোকসন্তপ্ত বৃদ্ধ পিতা, ভ্রাতৃদ্বয়, ভগিনী, সহধর্ম্মিণী, পুত্র-কন্যা ও স্বজনবর্গ এবং অসংখ্য বন্ধু-বান্ধবগণের প্রাণে শান্তি প্রদান করুন।

দেবেন্দ্রমোহনের জীবন বড়ই সংক্ষিপ্ত ; মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। আমরা বাল্য কালে সহপাঠী ছিলাম, উভয়েই সমবয়স্ক। গত ২৪ বৎসর কাল, দেবেন্দ্রমোহন আমায় যে অকৃত্রিম বন্ধুত্বের স্বাদ দিয়া গিয়াছেন, তাহা আমি কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না,—হইতেই চাহি না।

অল্প বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করিলেও, তাঁহার আদর্শপূর্ণ সংক্ষিপ্ত জীবনীতে অনেক শিক্ষনীয় বিষয় পরিলক্ষিত হয়। অমন কর্ত্তব্য-পরায়ন, অমন ধীর,—এত ধর্ম্মানুরক্ত ও আত্মনির্ভরশীল একটী প্রাণ আজকাল বড়ই বিরল। যখন ২৪ বৎসর পূর্ব্বে সুন্দর একটী বালক স্থানীয় জিলা স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে প্রথম আইসে,—তখন কে জানিত এই বালক এত অল্প সময়ের মধ্যেই ফরিদপুর-বাসীর মন হরণ করিয়া লইবে ?—আজ ফরিদপুরের শিক্ষিত, অশিক্ষিত সমগ্র লোক যে মহাত্মার শোকে মুহ্যমান, তাহাদিগের প্রাণ আর কে নব আশার আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া দিবে ? যে নবযুগের নব সুরে আজ সমগ্র দেশ স্পন্দিত, সে স্পন্দনে কে আর সুর-তান-লয়ের সমাবেশ করিবে ? কর্ম্মের যে নব-মধুর স্বাদে কর্ম্মী আজ আশান্বিত হইয়া প্রবল উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে যাইতেছিল,—তাহাকে কে আর গম্ভীর কণ্ঠে বলিবে—

"হে আমার দেশবাসিগণ ! বহুদিন নিদ্রা গিয়াছ, আর নহে। গৃহে আগুন লাগিয়াছে, নয়ন উন্মীলিত কর ভাই !—'জাগৃহি !—জাগৃহি !'—নব

একবার কর্ম্মের ভেরী বাজাও,—তোমাদের গম্ভীর নিনাদে—বিলাসালস্য এবং আভিজাত্যের হীন গৌরব মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ুক।*

তিনি বড় অমায়িক ছিলেন। সকলের সঙ্গেই মিলিতেন, কিন্তু কেবলমাত্র দুই বন্ধু ব্যতীত অপরের সহিত বেশী মাখামাখি ছিল না। স্থানীয় স্কুলে কোন সময়ে, ৪ বৎসর আমরা সহপাঠী ছিলাম। তাঁহার মধুর স্বভাবে অনেক বহুসংখ্যক ছাত্র তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তার পর এফ, এ, পাঠ-কালে যদিও আমরা দুই জনে কলিকাতায় পড়িতাম কিন্তু অনেক সময়েই আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হইত না ; কারণ আমাদের বিভিন্ন কলেজ ও বাসস্থান ছিল। বি, এ, অধ্যয়ন কালে, এক বৎসর আমরা একটী 'মেসেই' অবস্থান করিয়াছি। তারপর কিছুকাল ছাড়াছাড়ির পর, গত কয়েক বৎসর প্রায়ই দেখা হইত। আমি গত বৎসর পূজার সময়, যখন এখানে আসিয়া স্থায়ী ভাবে বাস আরম্ভ করি, সেই সময় হইতে দেবেন্দ্রমোহনের সহিত আমার সর্ব্বদাই সাক্ষাৎ হইত। গত বৈশাখ মাস হইতে তিনি 'প্রতিভা'র লেখক হইলেন ; ৪।৮ মাস কাল তিনি প্রত্যহ আমাদের বাসায় বহু সময় যাপন করিতেন, কোন কোনও দিন ৫। ৬ ঘণ্টাও থাকিতেন।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ।

(সম্পাদক)।

(ক) উপনয়ন :—

১। বিগত ১২ই পৌষ বাইশরশী (ফরিদপুর) গ্রামে, ভাঙ্গা "আর্য্য-কায়স্থ সভা ও প্রচার সমিতির"সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা উকিল মহাশয়ের বাটীতে একটী কায়স্থোপনয়নের কেন্দ্রে বাইশরশি ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের প্রায় ২৫ জন্য কায়স্থ মহোদয় যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষাত্রিয়াচারে উপনীত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণদি নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দেবশর্ম্মা মজুমদার

* "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা" ৫ম খণ্ড ২১৬ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত। লেখক

মহাশয় আচার্য্য এবং ইদিলপুর শিঙ্গারডাহা নিবাসী শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ব্যাকরণতীর্থ এবং প্রাণপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বিদ্যাভূষণ যথাক্রমে তন্ত্রধারকাদি কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। এই কেন্দ্রে সম্পাদনার্থে কায়স্থ-সভার লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় এবং যোগেশ বাবুকে আমরা আন্তরীক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

(খ) অন্যান্য :—

১। ৺শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের বিরাট উৎসব।—বিগত ২৬শে কার্ত্তিক শুক্ল ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তিথিতে কলিকাতা-কায়স্থ-সভার উদ্যোগে, কায়স্থ আদি-পিতা ভগবান ৺শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের যথা বিধি পূজা ষোড়শোপচারে সম্পন্ন হইয়াছে; এতদুপলক্ষে কলিকাতা এবং মফঃস্বলের বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

এই দিবস বঙ্গের নানাস্থানে কায়স্থ আদি-পিতার পূজা, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় নির্ব্বাহ হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানের সংবাদ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি—

(ক) ফরিদপুর জিলান্তর্গত দোলকুণ্ডী গ্রামে কায়স্থ-ধর্ম্ম-প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয়ের আলয়ে।

(খ) দিনাজপুর রাজবাটীতে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্ম্মা মহোদয়ের উদ্যোগে।

(গ) পাবনার প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ বর্ম্মা মজুমদার মহাশয়ের বাটীতে।

আমরা আশা করি, এই পিতৃপূজা গৌড় বঙ্গের প্রতি কায়স্থ গৃহে ক্রমে ক্রমে অনুসৃত হইয়া কায়স্থের জাতীয় স্মৃতি পুনর্জ্জাগরিত হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ছাপাখানার কর্ম্মচারীগণ ম্যালেরিয়া ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায়, বর্ত্তমান সংখ্যা পত্রিকা বিলম্বে প্রকাশিত হইল। তজ্জন্য আমরা গ্রাহক মহোদয়গণের নিকট সানুনয় ক্ষমা প্রার্থী করিতেছি।

সহঃ সম্পাদক।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

১৫। পৌষ, ১৩২৭ সাল। ৯ম সংখ্যা

স্মৃতি।

(শ্রীমদনমোহন কর বর্ম্মা)।

সন্ধ্যা যখন আঁধার নিয়ে আসে,
ক্লান্ত তপন লুকায় বিশ্ব পাশে,
শান্তি উঠে ছেয়ে নীলাকাশে,—

একটী তারা যখন মেঘে আঁকি,
উজল আলোয় পশ্চিম ধারে থাকি
পুরাণ সব নূতন দিয়ে ঢাকি,—

তখন আমার সুপ্ত স্মরণ মাঝে,
কত দিনের সেই রাগিণী বাজে
সেই ছবিটি' উঠে নব সাজে।

ছেলে বেলায়, বয়স যখন ছয়,
ছিল নাক' যখন কোন ভয়,
সংসারেরও একটু পরিচয়,—

সকাল বেলা শয্যা হ'তে উঠি',
আরও দু'জন সাথীর সনে জুটি',
খেলার ঘরে শীঘ্র যেতাম ছুটি'।

আমাদের সে একটু কোণের ঘরে,
ছিল নাক' অভাব কিছুর তরে।
কাটিত দিবস এমনি আমোদ ভরে।

সারাটী দিন এমনি খেলে ধূলে,
আহার নিদ্রা এক রকমই ভুলে,
সন্ধ্যা বেলায় পড়ে যেতাম ঢুলে

দূরে ঠেলি কর্ম্ম কোলাহল,
সংসারের সে তীব্র হলাহল,—
তিন জনেতে গল্প অনর্গল,

হ'ত মোদের সারাটী দিন ধ'রে,
চুপে চুপে, কখনও বা জোরে,
কপট বিহীন হৃদয় গুলি ভ'রে।

'ছাড়াছাড়ি'! কেমন ধারা সে যে,
মোদের প্রাণে ভীষণ সাজে সেজে,—
স্বপ্নে কভু উঠেনি ক' বেজে।

তবু যেন একটী ঘুমের ঘোর,—
ছিঁড়ে দেছে সেই মমতার ডোর,
সুখের নিশা করে দেছে ভোর,

তাই আজি এ শুভ্র নীলাকাশে,
সে দিন এ দিন দুটো পাশে পাশে
ভাসিয়ে আঁখি, একে একে আসে।

স্বাধীন বৃত্তি।

(শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী, আকুই, বর্দ্ধমান)।

স্বাধীন বৃত্তির মধ্যে দুইটী দেখিতে পাওয়া যায়,—এক ওকালতী ও অন্য ...রী; কিন্তু উভয় ব্যবসাতেই পাপ; কারণ উকিল ভাবিতেছেন যে ...র হইল না,—অর্থাৎ মোকদ্দমা করিয়া লোকের সর্ব্বনাশ হইল না; ...ার ভাবিতেছেন যে পশার হইল না,—অর্থাৎ লোক অসুস্থ হইয়া কষ্ট ...েন না। ভগবান মন দেখেন, মন পরিষ্কার হওয়া কর্ত্তব্য। ভগবান ...ে কালো বটেন কিন্তু তিনি কালো মনে থাকিতে পারেন না—তিনি নিজে ...া বটেন কিন্তু বাঁকা মনে তিনি থাকিতে পারেন না। যে মন লোকের ...ষ্ট চিন্তা করে, সে মনকে তিনি ভালবাসেন না। হইতে পারে ওকালতী ...া ডাক্তারী ব্যবসায়ে অনেক টাকা সঞ্চয় হইতে পারে; কিন্তু ইহকালে ...াস লাভ করিয়া পরকাল নষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে।

'যা লোকদ্বয়সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী"

নষধে।

বরং ইহকালের দিকে দৃষ্টি না করিয়া পরকালের দিকে দৃষ্টি রাখাই কর্ত্তব্য, ...রণ ইহকাল কয় দিনের? কিন্তু পরকাল দূষিত হইলে সংসারে গতায়াত ...ইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় না, কারণ কর্ম্মক্ষয় না হইলে সংসারে পুনরা-...র্ত্তন অবশ্যম্ভাবী—

"সতি মূলে তদ্বিপাকোজাত্যায়ুর্ভোগাঃ।"

পাতঞ্জল দর্শনে ২। ২৩।

...র্থাৎ কর্ম্মের মূল থাকিলে সেই কর্ম্ম বিপাকে জন্ম, আয়ু ও ভোগ হইয়া থাকে। ...র্ম সমুদায় ক্ষয় হইলে সংসার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া মুক্তি হইয়া ...কে।

"ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বাথ সম্পদ্যতে।"

বেদান্তদর্শনে ৪। ১। ১৯

অর্থাৎ—পাপ ও পুণ্য ভোগের দ্বারা ক্ষয় হইয়া ব্রহ্ম রূপ লাভ হইয়া থাকেন।

এ মুক্তি নির্ব্বাণ মুক্তির কথা কহিতেছি না; কারণ ভক্তগণের নির্ব্বাণ মুক্তি মনোমত নহে, যেহেতু ব্রহ্মে ও জীবে মিলন হইলেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মে ও জীবের মায়া ব্যবধান অন্তর্হিত হইলেই ব্রহ্মে জীব লয় হইয়া গিয়া থাকে কিন্তু জলে জল মিশাইলে আনন্দ কি হইল? ভগবানের নিকট থাকিব, তাঁহাকে সর্ব্বদা নয়ন ভরিয়া দেখিব—তাঁহার সেবা করিব, তাহাতেই আনন্দ। আনন্দই ব্রহ্ম—

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্"

তৈত্তিরীয়োপনিষদি ২।৬।১ এবং ২।৭।১

যে চক্ষে শ্রীভগবানের রূপ না দেখিল, সে চক্ষের কি ফল?

বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং
লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ॥

শ্রীভাগবতে ২।৩।১

অর্থাৎ যে মনুষ্যের চক্ষু বিষ্ণুর মূর্ত্তি দর্শন করে নাই—তাহা ময়ূরের পক্ষের ন্যায়; যে পদদ্বয় হরির লীলাক্ষেত্রে গমন না করিল—তাহা ত বৃক্ষের তুল্য। এই ভাবকে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

বংশীগানামৃত ধাম, লাবণ্যামৃত জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদ বদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ॥
সখি হে শুন মোর হত বিধি বল।
মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ বিনা সকল বিফল॥
কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।

কাণা কড়ি ছিদ্র সম, জানিহ সে শ্রবণ,
তার জন্ম হইল অকারণে॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণ গুণ চরিত,
সুধাসার স্বাদ বিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেক জিহ্বা সম॥
মৃগ মদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্ব মান।
হেন কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান॥
কৃষ্ণ কর পদতল, কোটি চন্দ্র সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যায়, সে হউক ছারখার,
সেই বপু লৌহ সম জানি॥"

শ্রীচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে।

শ্রীকৃষ্ণ বদনারবিন্দ দর্শনে ভক্ত, চক্ষুর নিমেষকেও দোষ দিয়া থাকেন; অশ্রু হইলেও দোষ দিয়া থাকেন—

"গোবিন্দ প্রেক্ষণাক্ষেপি বাষ্পপূরাভি বর্ষিণং।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দ বিলোচনা॥"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ২।৩।৩২

শ্রীমৎ কমলনয়নী রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণ দর্শন নিবারক অশ্রু বর্ষণকারি আনন্দকে যথার্থ নিন্দা করিয়াছিলেন।

এ মুক্তি কি? তাহাই কথিত হইতেছে—

মুক্তি পঞ্চবিধ। যথা—

"সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনামৎসেবনং জনাঃ॥"

শ্রীভাগবতে ৩।২৯।১৩

কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে কহিয়াছিলেন—"মা! ভক্তগণ আমার সেবা

ব্যতিরেকে (১) সালোক্য (২) সার্ষ্টি (৩) সামীপ্য (৪) সারূপ্য ও (৫) একত্ব এই পঞ্চবিধ মুক্তি দিলেও গ্রহণ করেন না।"

কিন্তু 'নারদপঞ্চরাত্র' মতে মুক্তি চতুর্ব্বিধ। যথা—

"সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যমিত্যতঃ ক্রমাৎ।
ভোগরূপঞ্চ সুখদমিতিমুক্তিশ্চতুষ্টয়ম্॥"

দ্বিতীয় রাত্রে সপ্তমাধ্যায়ে।

নারদপঞ্চরাত্রে মুক্তির লক্ষণ যথা—

"লীনতা হরিপাদাব্জে মুক্তিরিত্যভিধীয়তে।
ইদমেব হি নির্ব্বাণং বৈষ্ণবানামসম্মতম্॥"

ঐ ঐ

হরি পাদপদ্মে লীন হওয়াকে মুক্তি বলে; ইহাই নির্ব্বাণ বা সাযুজ্য মুক্তি কিন্তু তাহা বৈষ্ণবগণের অনুমোদিত নহে। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতেও মুক্তি চতুর্ব্বিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা—

"চতুর্ব্বিধেষু মোক্ষেষু সাযুজ্যস্ত পদং দ্বিদং।
প্রাপ্যং যতী নামদ্বৈতভাবনাভাবিতাত্মনাম্।
মহাসংসারদুঃখাগ্নি জ্বালা সংতপ্ত চেতসাম্।
অসার গ্রাহিণামন্তঃ সারাসারাবিবেকিণাম্॥"

দ্বিতীয় খণ্ডে তৃতীয়াধ্যায়ে ১০৮।

অর্থাৎ—চতুর্ব্বিধ মুক্তির মধ্যে সাযুজ্য মুক্তির পদ এইরূপ হইয়া থাকে, যাহাদিগের চিত্ত অদ্বৈত ভাবনায় ভাবিত, মহা সংসার-দুঃখাগ্নির জ্বালায় যাঁহাদিগের হৃদয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এবং যাঁহাদের অন্তরে সারাসার বিবেক নাই, এতাদৃশ অসার গ্রাহি যতিগণেরই ঐ সাযুজ্য মুক্তি প্রাপ্য।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও কহিয়াছিলেন—

---

(১) সালোক্য—শ্রীকৃষ্ণের সহিত এক লোকে বাস।
(২) সার্ষ্টি—সমান ঐশ্বর্য্য।
(৩) সামীপ্য—নিকটে বাস।
(৪) সারূপ্য—সমান রূপ বা মূর্ত্তি।
(৫) একত্ব—সাযুজ্য।

"সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥"

শ্রীচরিতামৃতে মধ্য লীলায়াং ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে॥

...ক্তির লক্ষণ যথা—

"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ॥"

শ্রীভাগবতে ২।১০।৬

...র্থ ক্রমসন্দর্ভ কহেন—

...ক্তিরীতি স্বরূপেণ ব্যবস্থিতির্নাম স্বরূপ সাক্ষাৎকার উচ্যতে।"

...সাক্ষাদ্দর্শনকে মুক্তি কহে।

...পুরাণেও তাহাই কহিয়াছেন—

"যৎ সাক্ষাৎ সেবনং তস্য প্রেম্না ভগবতো ভবেৎ।
স মোক্ষঃ প্রোচ্যতে প্রাজ্ঞৈর্বেদবেদাঙ্গবাদিভিঃ॥"

পাতালখণ্ডে ৮২ অধ্যায়ে।

...আমারা সেই ভগবানের সাক্ষাদ্দর্শন বা সেবাকে বেদ-বেদাঙ্গবাদী ...মোক্ষ কহিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

স্বর্গীয় মহাত্মা দেবেন্দ্রমোহন গুপ্ত।

(শ্রীবিজয়গোপাল সরকার বর্ম্মা)।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

...গীতে অনেক সময় দেখা যায়, ব্যক্তি বিশেষের উপর ব্যক্তি বিশেষের ...বল আধিপত্য জন্মে। আমার নিজের জীবনের স্রোত, সেই মহা-...নির্দ্দিষ্ট পথায়েই কিছুকাল যাবৎ প্রবাহিত হইয়াছে। সে পথ যে কত ...সুখপ্রদ,—পূর্ব্বে সে আস্বাদ পাই নাই। পৃথিবীর মলিন ধূলিকণা

অঙ্গে যখন এই মহাত্মার সহিত দেখা হইল, তখনই প্রসারিত করের একটী প্রবল আকর্ষণে তিনি আমায় গভীর আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন!—যে সুদৃঢ় হস্ত একটী বিশাল আলিঙ্গনে দেহের সমস্ত ধূলিকণা পরিষ্কার করিয়া দিল, সেই হস্তধৃত লেখনীই 'অমৃত তনয়গণের' নিকট অমৃত বারতা বহন করিতে লাগিল। দেশ ধন্য হইল। শুধু ইহাই নহে,—সঙ্গে সঙ্গে—"ফরিদপুর সাহিত্য-সমিতি" স্থাপিত হইল। উপদেষ্টা—দেবেন্দ্রমোহন কর্ম্মী,—স্থানীয় উচ্চপ্রাণ বহু সংখ্যক সাহিত্য সেবী। আর হইল—স্থানীয় "মহাকালী পাঠশালার" উন্নতি চেষ্টা। যেখানে বক্তা ও উপদেষ্টা—স্বভাব কর্ম্মী, সেখানে কার্য্য করিবার লোকের অভাব হয় না। অনেক কর্ম্মী জুটিল, হৃদয়ে অদম্য উৎসাহ, কর্ম্মে দারুণ ইচ্ছা। কর্ম্মে প্রবর্ত্তিক করিবার যে প্রেরণা—তাহা যে মূলাধার হইতে সবেগে সমভাবে আসিতেছে, তাহা যে বড়ই শক্তি সম্পন্ন—তাহার শক্তি যেন অফুরন্ত,—তাই এ উৎসাহ দুই দিনের নহে। আর হইল লাগিল—চরকা, তাঁত ও কৃষিকার্য্যে মনোযোগ দেওয়া (*development of home industry*) সদ্ইচ্ছা প্রবল হইলে তাহা সম্পন্ন করিবার আগ্রহ লোকের স্বতঃই জন্মে। চরকা আনা হইল,—তাঁত আনা শীঘ্রই হইবে, ৪০০ বিঘা জমির বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ প্রায়, এমন সময় মহাকাল আসিয়া বলিল—"আর নয়! জন্মে এই পর্য্যন্ত! এস, তোমায় আরও বৃহৎ ক্ষেত্র দিই! এ ক্ষেত্রে তোমায় রাখিলে আর চলিবে না;—এই দেখ,—এক একটী স্ফুলিঙ্গ ভারত-গগনে উড়িতেছে,—চল তুমিও ইহাতে যোগ দিবে।"

তিনি বড়ই ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। অল্প বয়স্ক উকিল হইলেও স্থানীয় 'বারের' * প্রাচীন ও বয়োজ্যেষ্ঠ উকিলগণও তাঁহাকে ভালবাসা ও স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। বর্ত্তমান যুগ-সমস্যা বিষয়ে কোন তর্ক উপস্থিত হইলে দেবেন্দ্রমোহনের মতামতের জন্য অনেকেই উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতেন। অল্প ভাষী দেবেন্দ্রমোহন যখনই যে কথাগুলি কহিতেন, লোকে তাহা আগ্রহ ও বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিত। নানা বিষয়ে জ্ঞান, তাহার গভীর চিন্তাশীলতারই পরিচায়ক।

তিনি বড় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ লোক ছিলেন। যে কাজটী ভাল, যাহা এব...

* উকিল লাইব্রেরী।

...ভার প্রতিষ্ঠিত,—তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে তাঁহার অদম্য উৎসাহ ...তিনি প্রায়ই বলিতেন—"যাহা সত্য—যতদিন পর্য্যন্ত কোন জাতি, সেই ...ঠিক ধরিতে না পারিবে, তত দিন সেই জাতির উন্নতির আশা সন্দেহ ..."—এই মূল মন্ত্রই তাঁহাকে আজীবন সত্যের প্রশান্ত ও সরল ...চালিত করিয়াছে; ইহার কোন স্থানেই বক্রগতি পরিলক্ষিত হয় ...।

...লোকের শ্রদ্ধা কি অযথা আইসে? সে জিনিষটী অগণিত অর্থে ক্রয় করা ...না, তাহা তিনি বিনা কপর্দ্দকে পাইয়াছিলেন; লোকে তাঁহাকে তাহা ...ই দিয়াছিল। এই যে অযাচিত দান, তাহা কিন্তু তিনি কখনও অপব্যয় ...ন নাই; এই তাঁহার বিশেষত্ব।

"ঈশ্বর মঙ্গলময়"—এই মহাজন বাক্যটী সংসারী আমরা, কয় জনে সর্ব্ব ...মনে রাখি? যত মঙ্গল, যত অমঙ্গল,—সমস্ত গুলির ভিতর দিয়াই যে ...অনুগ্রহ প্রকটিত হয়, তাহা মুগ্ধ মানব আমরা, কয় জনে দেখি? দেবেন্দ্র-...হন কিন্তু সংসারের যাবতীয় কার্য্যে ও ঘটনাতে, ভগবানের বিশাল ও ...ট সত্তা উপলব্ধি করিতেন। তিনি বলিতেন—"জগতে যা কিছু ঘটিতেছে যা ...কিছু ঘটিবে, চিন্তা করিয়া দেখ,—সমস্তের মধ্যেই ভগবানের হাতের রেখা দেখা ...যাইবে; সমস্ত কাজেরই একটা না একটা গূঢ় উদ্দেশ্য আছে।"—ঈশ্বরে ...রূপ আস্থাবান হওয়া, বাস্তবিক বড়ই সৌভাগ্যের কথা।

জগতে এক প্রকার লোক প্রায়ই দেখা যায়, যাহারা নিজে যে বিষয় ...ম রূপে জানে না, জন সমাজে তাহারা "সবজান্তা" ভাব দেখাইতে ত্রুটী ...রে না। ত্রিবিধ মূর্খের মধ্যে তাহারা যে কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহা ...অনুমান করা সুকঠিন। দেবেন্দ্রমোহনের কিন্তু একটী বিশেষত্ব এই ...ছিল,—যে বিষয়টী তিনি নিজে ভালরূপ জানিতেন না, তৎসম্বন্ধে ...কোন তর্ক উঠিলে, তিনি একেবারে নীরব থাকিতেন। কেহ সে ...সম্বন্ধে তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি স্পষ্টই সে বিষয়ে তাঁহার ...অক্ষমতার কথা বলিতেন। আবার দেখা গিয়াছে, সেই বিষয়টী পরে ...তিনি এরূপ ভাবে আয়ত্ত করিয়াছেন যে, লোকে তাঁহার অনুসন্ধিৎসা

ও গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় পাইয়া, বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

তাঁহার সহস্র গুণ কীর্ত্তন করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। একটী সংশিক্ষিত জীবন, আবর্জ্জনা পূর্ণ সংসারে, কেমন পবিত্র ভাবে চালিত হইতে পারে, দেবেন্দ্রমোহনের জীবন তাহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ফরিদপুরবাসী সকলের এই আদর্শ পুরুষের জ্ঞান-গরিমা দীপ্ত সৌম্য মূর্ত্তিটী, ফরিদপুরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হৃদয়ে পবিত্র ভাবে ধারণ করিবে। এই মহান্ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ফরিদপুরবাসী আজ নবযুগের নব কিরণে ভারতের উষা দেখিবে, কিন্তু যে পথ দেখাইল,—যে উচ্চ কণ্ঠে বলিল—

"মা! তোমার লক্ষ লক্ষ তরুণ যুবক সন্তানের মধ্যে এমন তীব্র কর্ম্মের উন্মাদনা আনিয়া দাও, যাহাতে চিরভ্যস্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডী পদাঘাতে ছিন্ন করিয়া, তাহারা অভিনব প্রতিভায় নব নব কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে; এমন ভাবনা-যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা কর, যাহা হইতে সুধাভাণ্ড করে মুক্তির দেবতা উত্থিত হইয়া, অভ্রান্ত ভাষায় নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে,—এ মরণোন্মুখ জাতির সম্মুখে জীবনের—'কঃ পন্থা ?'—"*

—তিনি আজ কোথায় ? শ্রীভগবানের পবিত্র হস্ত, তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিবার জন্য, বোধ হয় স্বতঃই প্রসারিত ছিল।

(ক্রমশঃ)

---

* "আগমনী",—আশ্বিন-কার্ত্তিক "আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা" হইতে উদ্ধৃত।

রামপাল।

(শ্রীকেদারনাথ ঘোষবর্ম্মা)।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, যে, বিক্রমপুরের রামপাল, পঞ্চ-গৌড়েশ্বর তদীয় সামন্ত বর্ম্মা রাজগণের সাহায্যে কৈবর্ত্ত ভীমের পক্ষীয় যোদ্ধবর্গের ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন, বর্ম্মরাজ সামলবর্ম্মা গৌড়াধিপ রামপালের বিজয় কীর্ত্তি জন সাধারণের হৃদয়ে জাগরূক রাখিবার জন্য তাঁহাকে মহা সমারোহে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, সেই স্থানই অদ্যাপি রামপাল নামে পরিচিত হইয়া সেই বীর রামপালের বিজয় স্মৃতি অঙ্কিত রাখিয়াছে। বঙ্গেশ্বর ভোজবর্ম্মার তাম্র শ্লোক রচয়িতা কবি পুরুষোত্তম, রাজ-প্রশস্তির শেষ শ্লোকেও তাহারই দিয়াছেন।

পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের কুল পঞ্জিকায় দেখা যায়—'বেদগ্রহ' অর্থাৎ ৯৯৪ শকাব্দে বঙ্গেশ্বর সামল বর্ম্মা বিক্রমপুর রাজধানীতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সামলবর্ম্মা কোন কুলগ্রন্থে 'শূরান্বয়' এবং কোন কুলগ্রন্থে 'সেনান্বয়' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বল্লালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের কুলগ্রন্থেও আছে যে, ৯৯৪ শকেই বঙ্গে তাঁহা-দের আগমন হইয়াছিল। সুতরাং সামল বর্ম্মার রাজ্যাভিষেক এবং যজ্ঞোপলক্ষে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় কায়স্থগণের (দ্বিজাদর্শ) বঙ্গদেশে ঠিক এক সময়েই ঘটিয়াছিল। বৈদিক যজ্ঞোপলক্ষে বৈদিক আগমনই সম্ভব, কুলশাস্ত্রেও তাহাই আছে। কোনও প্রাচীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ যে একত্রে আগমন করিয়াছিলেন, এ কথা নাই। যে রাঢ়ীয় বল্লাল কুলীন ব্রাহ্মণগণের আজ পর্য্যন্ত ৩৬ ও ৩৭ পর্য্যায়

১৩২৬ পৌষ সংখ্যা—৪০ পৃষ্ঠার পর।

চলিতেছে, তাঁহাদিগের বীজ পুরুষগণ এবং যে সকল বল্লালী কুলীন কায়স্থগণের আজ পর্য্যন্ত ২৪। ২৫ পর্য্যায়ের অধিক হইবে না তাহাদিগের বীজ পুরু গণের সহিত একত্র আগমন অসম্ভব। কুলীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের বঙ্গে আগমন কাল হইতেই কুল পর্য্যায় গণনা আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং ন্যূন কল্পে দ্বাদশ পুরুষ বা তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রাঢ়ীয় ব্রা কুলীনগণ বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। আরও অধিকাংশ কুলী কায়স্থগণের আজ পর্য্যন্ত ২১ ও ২২ পর্য্যায় চলিতেছে। এরূপ স্থলে পুরুষেরও অধিক ব্যবধান। কিন্তু বঙ্গাগমনের কাল হইতে কান্যকুব্জা পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণেরই ২১ হইতে ২৩ পর্য্যায় মাত্র চলিতেছে। ইহাতে বোধ হয়, রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ ও বঙ্গজ কায়স্থগণ, বিক্রমপুরে বল্লালী মর্য্যাদা একত্রে পাইলেও, কান্যকুব্জ হইতে একত্রে আগমন করেন নাই। কুলী ব্রাহ্মণ, কুলীন কায়স্থগণের বহু পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন; কিন্তু সাগ্নিক বৈদি ব্রাহ্মণ পঞ্চক ও কুলীন কায়স্থ পঞ্চক বোধ হয় বঙ্গে এক সময়েই আসি ছিলেন। সেই সময়েই বঙ্গাধীপ সামল বর্ম্মার অভিষেক! যদি 'আদিশূ একটী উপাধি বলিয়াই ধরা যায়—বঙ্গাধীপ সামল বর্ম্মা এই গৌরব উপাধি ধারণের অনুপযুক্ত ছিলেন না—বিশেষতঃ 'শূরান্বয়ে', জন্মগ্রহণ শূরত্বের গৌরব বর্দ্ধন, যে কোন কারণেই হউক তিনিই বঙ্গের আদিশূর। ইতিহাসে আদিশূরের অস্তিত্ব অসম্ভব বলিয়া প্রতীয় হইলেও, বঙ্গেশ্বর মহারাজ সামল বর্ম্মার অস্তিত্বে কেহ কখনও সন্দিহা নহে।

রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণদিগের কারিকায় আছে—"বেদবাণাঙ্গ শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ' এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের কুলপঞ্জিকার মতেও—"বেদকলঙ্কষট্ কবিমিতে"—গৌড়ে ব্রাহ্মণাগমন। সুতরাং ৬৫৪ শকে গৌ ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন,—রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ উভয়েরই এ বিষয়ে একমত বলম্বী; কুল পর্য্যায় অনুসারেও ইহাই সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কা বল্লালী কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপনের সময় ভরদ্বাজ গোত্রজ বঙ্গাগত শ্রীহর্ষ হই দ্বাদশ পুরুষ অতীত হইয়া গিয়াছে! সাবর্ণ গোত্রজ বঙ্গাগত বেদগর্ভ হই কৌলীন্য প্রাপ্ত শিশু গাঙ্গুলিরও দ্বাদশ পুরুষ অতীত হইয়া গিয়াছি

ও বাৎস্য গোত্রেরও ১১ পুরুষ অতীত হইয়াছিল, কেবল কাশ্যপ দক্ষ হইতে ৮ পুরুষ অতীত দেখা যায়; ই'নই সর্ব্ব কনিষ্ঠ! কিন্তু বংশাবলীও বিশুদ্ধ নহে বলিয়া অনেকে বলেন; বিশুদ্ধ বংশাবলী পাইলে, পুরুষের কম হইত না।

কুলীন কায়স্থগণের এই সময়ে সৌকালীন গোত্রজ মকরন্দ (বঙ্গাগত) মাত্র দুই পুরুষ ও গৌতম গোত্রজ দশরথ হইতে মাত্র দুই পুরুষ অতীত গিয়াছিল। বিশ্বামিত্র গোত্রজ কালীদাস হইতে এবং কাশ্যপ গোত্রজ ও মৌদ্গাল্য পুরুষোত্তম হইতে প্রত্যেকেরই বংশে দুই পুরুষের অধিক হয় নাই! মকরন্দ, দশরথ, কালীদাস ও পুরুষোত্তম প্রত্যেকে শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, ছান্দড় ও দক্ষ প্রভৃতির অন্যূন সার্দ্ধদ্বিশত বৎসরের তী। সুতরাং পঞ্চ গোত্রীয় (গৌড়াগত) রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ ৬৫৪ শকে পঞ্চ গোত্রীয় (বঙ্গাগত) কুলীন কায়স্থগণ ৯৯৪ শকে আসিয়াছিলেন, যায়। মকরন্দ, দশরথ, বিরাট, কালীদাস ও পুরুষোত্তম বঙ্গের তদানীন্তন ধানী বিক্রমপুর ভূক্তির রামপাল নামক স্থানে সর্ব্বপ্রথমে পদার্পণ রিয়াছিলেন বলিয়া যে জনশ্রুতি আছে, তাহাও তাঁহাদিগের কুলেতিহাসের রোধী নহে; বৈদিক ব্রাহ্মণগণও তত্তৎ কালে বঙ্গের রাজধানী বিক্রমপুরে র্পণ করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহাদিগের কুলেতিহাসের বিরোধী নহে।

সামল বর্ম্মার পর ১০১৯ শকে তদীয় পাটরাণী মালব্য দেবীর গর্ভজাত জবর্ম্মা বিক্রমপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ভোজবর্ম্মার কট হইতে ১০৪১ শকে বল্লালসেন বিক্রমপুরের রাজত্ব ভার প্রাপ্ত হইয়া-লেন এবং ১০৮২ শকে কৌলীন্য স্থাপন করেন। কুলীন কায়স্থগণের দেশে আগমনের সময় হইতে তখন মাত্র ৮৮ বৎসর গত হইয়াছিল, সুতরাং গত মূল পুরুষ হইতে ২ পুরুষ পরেই কৌলীন্য প্রাপ্তির ইতিহাস অসম্ভব অযৌক্তিক নহে। বঙ্গদেশে বা বঙ্গের বিক্রমপুর রাজধানীতে বল্লালী কৌলীন্যের সৃষ্টি, উহাই বল্লালী কুলীনগণের আদিস্থান; কৌলীন্যের ইতিহাস, বলে সর্ব্বথা এই বাক্যের সমর্থন করিয়া আসিতেছে। বঙ্গীয় বা বঙ্গজ কায়স্থ কুলীনগণ কখনও "আদৌ রাঢ়ে তত বঙ্গে"—এরূপ কল্পিত নের অস্তিত্ব আজ পর্য্যন্ত কল্পনাতেও আনিতে পারেন না।

৯৯৪ শকে কায়স্থ কুলীনগণের বঙ্গাগমন। 'কায়স্থ-শিরোমণি, মকরন্দ ঘোষ 'ঠাকুর' ১ম পর্য্যায়ের, ৫ম পর্য্যায়ের শুভ ও অনন্ত বঙ্গে রহিলেন ও ৬ষ্ঠ পর্য্যায়ের প্রভাকর ও নিশাপতি রাঢ়দেশে গিয়া রাঢ়ীয় কুলীন হইয়াছিলেন। "কায়স্থ-চূড়ামণি" দশরথ বসু ঠাকুরের ৫ম পর্য্যায়ে শুক্তি ও মুক্তি বসু দক্ষিণ-রাঢ়ীয় হইয়াছিলেন। হংসজ শুক্তি ও মুক্তি বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সোম বসু বঙ্গেই ছিলেন। মিত্র কালীদাসের ৬ষ্ঠ পুরুষে সৌরী ও মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যুঞ্জয়ের 'ধুঁই' ও 'গুঁই' নামক পুত্রদ্বয় দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমীকরণ ভুক্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং মিত্রবংশে সপ্তম পর্য্যায়ে রাঢ়ীয় হন। গুহ দশরথের পৌত্র হাড় ও পিতাম্বর 'বল্লালের নিকট কুলমর্য্যাদা ও কুলস্থান লাভ করিয়াছিলেন।' কিন্তু এই বংশের কেহই দক্ষিণ রাঢ়ে গমন না করায়, দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজ প্রতিষ্ঠা কালে তাঁহারা কেহই রাঢ়ীয় সমীকরণ ভুক্ত নহেন দেখা যায়। বঙ্গের সমাজ 'বঙ্গজ' নামেই পূর্ব্বাপর পরিচিত আছে এবং বল্লালী মর্য্যাদা স্থাপন কালে যেরূপ ছিল সেইরূপই আছে। মৌদ্গল্য পুরুষোত্তম দত্তের পৌত্র নারায়ণ অবিনয় বশতঃ বল্লালী হইতে বঞ্চিত হন; তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি পূর্ণ প্রতাপে বিক্রমপুর সমাজে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। বল্লালী প্রাচীন বিক্রমপুর সমাজই বল্লালী প্রাচীন কুলীন বংশের আদি বসতি স্থান। বিক্রমপুর ও তদ্বাজু (বাজু ও ফতেয়াবাদ) বল্লাল প্রতিষ্ঠিত বিরাট সমাজ-দেহ আজ প্রাণহীন হইলেও বল্লালী বিক্রমপুর সমাজই সর্ব্ব প্রাচীন এবং কৌলীন্যের আদি নিকেতন।

বল্লাল যে সময়ে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজের বংশ মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কৌলীন্য রক্ষার নিয়ম করিয়াছিলেন, সে সময়ে চন্দ্রদ্বীপ সমাজ হয় নাই। বিক্রমপুর ও তদ্বাজু সমাজেই কুলীনগণের আদি বাসস্থান। রাবেন্দ্র, গোবিন্দ পালের করায়ত্ত ছিল। বর্ত্তমান প্রসিডেন্সি বিভাগ বা দক্ষিণ রাঢ় বল্লালের অধীন ছিল, কারণ বিক্রমপুর রাজধানী হইতে বল্লাল প্রদত্ত 'সীতাহাটী তাম্রশাসন' খানির ভূমিগুলি দক্ষিণ রাঢ়ান্তর্গত কাঁটোয়া নামক স্থানের নিকটে। বোধ হয়, এই স্থান নবদ্বীপ মধ্যে ছিল; নদীয়া, যশোহর ও বরিশাল বল্লালী 'উপবঙ্গ' বা পৌরাণিক 'প্রবঙ্গ'।

তৎকালে 'বঙ্গ' বলিতে বর্ত্তমান পূর্ব্ব-বঙ্গকেই বুঝাইত; রাঢ় ও বারেন্দ্র—

দেশের মধ্যে ছিল না। বঙ্গদেশেই সর্ব্ব প্রথম 'বল্লালী'র বীজ রোপিত ও কায়স্থ কুলীনগণের সমীকরণ সর্ব্ব প্রথম বঙ্গের রাজধানী বিক্রমপুর হইয়াছিল দেখা যায়। বিক্রমপুর ও তদ্বাজু (পার্শ্ব, এক দেশ) বল্লালী কুলীনগণের আদি বাসস্থান, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। উত্তর রাঢ় বা বর্দ্ধমান বিভাগই প্রকৃত 'রাঢ়' দেশ, ইহাকে পুরাণে 'রাঢ়ক জনপদ' বলিত; দক্ষিণ রাঢ়—আধুনিক নাম। পৌরাণিক প্রবঙ্গই, এবং পরে দক্ষিণ রাঢ় নামে পরিচিত। বস্তুতঃ নদীয়া, বরিশাল, ও ২৪-পরগণা ইত্যাদি প্রাচীন প্রবঙ্গ বা উপবঙ্গ এবং প্রাচীন তাতেই বঙ্গেরই একাঙ্গ। বল্লালের সময় দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজ ছিল বা দক্ষিণ রাঢ়েও কৌলীন্য সৃষ্টি হয় নাই; কারণ বল্লাল প্রথমেই দত্ত, গুহ, মিত্র—এই চারি কায়স্থ কুলীন বংশকেই সম্মান করেন।—যদি রাঢ়ে কৌলীন্যের সৃষ্টি অথবা সে সময়ে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের ন থাকিত, তবে কারিকায় তাহা উল্লিখিত হইত এবং নিয়মের ব্যতিক্রম ন। তিনি বঙ্গে বসিয়াই কুলীনগণের সম্মান ও শাসন দান করিয়া- এবং বঙ্গজ কায়স্থগণই আদি কুলীন বলিয়া বঙ্গ রাজ্যের মধ্যেই তাঁহারা গ্রাম গুলি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

চীয়-ব্রাহ্মণ কুলীনগণের ধ্রুবানন্দ মিশ্র নামক একজন কুলাচার্য্য ; ইনি বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। বল্লালী কুলীন রের বংশে অধস্তন ৮ম পুরুষে দেবীবর ও ধ্রুবানন্দ পঞ্চদশ শতাব্দীতে ছিলেন। কিন্তু "কায়স্থ-কুলকারিকা" বা "কুলীন-কুল প্রশস্তি" বঙ্গজ কুলীন কায়স্থ কুলকারিকার প্রণেতা, মিশ্র ধ্রুবানন্দ বৈদিক ইনি কোটালীপাড়ের সামগৌতম বংশে বল্লালগত বৈষ্ণব মিশ্রের ১৩শ পুরুষে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ইনিই চন্দ্রদ্বীপ-রাজ প্রতাপ নারায়ণ ও তদীয় পুত্র প্রেম- সমসাময়িক। যাঁহারা, রাঢ়ী ব্রাহ্মণ কুলীনগণের কুলাচার্য্য ও বংশ' প্রণেতা ধ্রুবানন্দ মিশ্র এবং কায়স্থ-কুলীনগণের কুলাচার্য্য ও লীন কায়স্থ-কারিকা'র মিশ্র ধ্রুবানন্দের অভিন্নত্ব প্রচার করেন, তিশয় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। 'বল্লালী কুলীন কায়স্থ-কারিকা'

প্রণেতা মিশ্র ধ্রুবানন্দ একজন প্রসিদ্ধ কবি এবং কোটালীপাড়ার সামগোত্র
বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 'ঢাকা-প্রকাশ' নামক সুবিখ্যাত সংবা
পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও শাস্ত্রদর্শী সাহিত্যিক চারিপাড়া নিবাসী ৺গুরুগঙ্গা
চৌধুরী মহাশয়, মিশ্র ধ্রুবানন্দ প্রণীত 'বল্লালী কুলীন কায়স্থ-কারিকার এ
খণ্ড হস্ত-লিখিত পুঁথি অতি যত্নে তাঁহার নিকট রাখিয়াছিলেন। চারিপাড়া
বিখ্যাত পণ্ডিত ময়ূরভট্ট বংশীয় পূজ্যপাদ ৺হর শঙ্কর ভট্টাচার্য্য বিদ্যানি
মহাশয় মৃত্যুকালে আপনার প্রিয়তম ছাত্র চৌধুরী মহাশয়কে এই পু
খানি দিয়া বলিয়াছিলেন যে, তদীয় শিক্ষা গুরু পাটপসার-নটাখোলা নিবাসী
সুপ্রসিদ্ধ কথক পণ্ডিত প্রবর ৺ কালীনাথ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় কথকতা প্রসঙ্গে
চন্দ্রদ্বীপ রাজবাড়ী হইতে এই মূল্যবান পুস্তক খানি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং
বৃদ্ধ বয়সে বিদ্যানিধি মহাশয়কে উহা অর্পণ করেন। এই পুস্তকে, মিশ্র ধ্রুবানন্দ
পণ্ডিতের কুল পরিচয় এবং মহাত্মা এড়ু মিশ্র প্রভৃতি অতি প্রাচীন কুলাচার্য্য
গণের কুলগ্রহ দৃষ্টে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে বলিয়া চন্দ্রদ্বীপ রাজসভায়
'বিশুদ্ধ কুলপঞ্জি' রূপে গৃহীত হইয়াছিল, ইত্যাদি কথা আছে।

অশেষ শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত মিশ্র ধ্রুবানন্দ এই গ্রন্থে তাঁহার শাস্ত্রাভিজ্ঞতার
যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মরাজের চতুর্দ্দশটী নামের নিরু
দিয়াছেন; শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থের বাক্য উদ্ধৃত ক
দেখাইয়াছেন যে, ধর্ম্মরাজ যম যখন জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার পূর্ব্বক গুপ্ত
লিপি চিত্র করেন, তখনই তাঁহার নাম চিত্রগুপ্ত। আরও দেখাইয়াছেন
ব্রহ্মা, বিবস্বত ও মিত্র প্রভৃতি ভগবান সূর্য্যদেবেরই বিভিন্ন নাম। ঐ
বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি নাম এক সূর্য্য দেবেরই; প্রতি মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন ভেদে ভি
ব্রহ্মা রূপে রক্তবর্ণ, বিষ্ণু রূপে শ্যামবর্ণ, ও শিব রূপে ধবল বর্ণে প্র
পাইতেছেন। ভগবান মিত্রই—"বেদাত্মবেদবেদ্যশ্চ গায়ত্রী জনকোঽব্যয়
"ভুয়সগ্রাহকশ্চেতি, সূর্য্য"—"বৃহত্বাচ্চ স্মৃতো ব্রহ্মা"—"বিষ্ণুঃ সর্ব্ব প্রবেশন
এবং "দেবেষু চ মহান্ দেবো মহাদেবস্ততঃ স্মৃতঃ।" "নোৎপাদিত
পূর্ব্বত্বাৎ স্বয়ম্ভূরিতি সঃ স্মৃতঃ"—অর্থাৎ অনুৎপন্ন ও পূর্ব্বতন বলিয়া তি
স্বয়ম্ভূ নামে অভিহিত এবং "পাতি যস্মাৎ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাপতিরতঃ স্ম
অর্থাৎ—যাবতীয় প্রজা সমূহের প্রতিপালক বলিয়া তিনি প্রজাপতি
এরূপ শাস্ত্র কথা অন্য কোন কুলগ্রন্থে কখনও দেখি নাই। (ক্রমশঃ

চরকা।*

বস্ত্রের দুর্ম্মূল্যতা নিবন্ধন সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিষম কষ্টের সঞ্চার হইয়াছে। চারি বৎসরের অধিক কাল হইতে সকলেই অল্পাধিক বস্ত্র ক্লেশ হাড়ে হাড়ে ভোগ করিয়া আসিতেছে। ব্যাপার এমনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে আর মান-সম্ভ্রম বজায় রাখা চলে না। স্বল্পবিত্ত ভদ্রলোকগণ বস্ত্র ক্লেশে বিশেষ রূপে জর্জ্জরিত হইয়াছে, তবুও যে ইহার প্রতীকারের ব্যবস্থা হইতেছে না, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

আমরা বিগত ৬ মাস কাল হইতে এই সম্বন্ধে অনুসন্ধানে নিয়োজিত হইয়া নানা স্থানের তন্তুবায়দিগের সহিত পরামর্শ করিয়াছি। বর্ত্তমান অবস্থায় সুলভ মূল্যে তাঁতের কাপড় উৎপাদন করিবার উপায় নাই। বিলাতী সূতায় কাপড় প্রস্তুত করিলে সে বস্ত্রের পড়তা বিলাতী কাপড় অপেক্ষা অধিক হয়।

তাঁতের কাপড় মজবুত হইতে পারে সত্য কিন্তু খাঁটি ৪৪ ইঞ্চি বহরের খাপি কাপড় বয়ন করাইতে হইলে, তাহার পড়তা জোড়াকরা প্রায় ৭৷৷০ টাকা পড়িবে। অথচ ৬৲ টাকা মূল্যে এক যোড়া বিলাতী কাপড় পাওয়া যায়। বস্ত্রের মূল্য হ্রাস করিতে না পারিলে, যখন বস্ত্র ক্লেশ নিবারণের উপায় নাই, তখন এরূপ উদ্যমের সাফল্য লাভের সম্ভাবনা কোথায়? দেশের সাধারণ লোকের উচ্চ মূল্যে বস্ত্র ক্রয় করিবার সামর্থ্য নাই। এরূপ অবস্থায় আমাদিগকে উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইবে।

বর্ত্তমান বস্ত্রসঙ্কট নিবারণের একমাত্র উপায়—চরকার প্রচলন। বহুদিন হইতে আমরা চরকায় সূতা কাটার আবশ্যকতার কথা বলিয়া আসিতেছি। ভারতে সূক্ষ্ম সূত্র উৎপাদনোপযোগী তুলা প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। তুলার জন্য ভারতবর্ষকে অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। চরকার প্রচলন হইলে তৎসাহায্যে সূতা প্রস্তুত হইতে পারিবে।

---

* "বিশ্বদূত" হইতে উদ্ধৃত

চরকায় সূতা কাটিবার ভার আমাদিগের মহিলাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতের মহিলাগণ চরকায় সূতা কাটিতে চিরাভ্যস্তা ছিলেন। তাঁহারা পরিশ্রমে অকাতরা ছিলেন। সাংসারিক কার্য্য করিয়া দিবসে এবং রাত্রিকালে চরকায় সূতা কাটিতেন। অনেকে অন্ধকারেও সূতা কাটিতে অভ্যস্তা ছিলেন। তাঁহাদিগের প্রাণপাত পরিশ্রমে সূতা প্রস্তুত হইত। সূতা আর কয়েক আনা পয়সা দিলে তাঁতী একযোড়া বস্ত্র বয়ন করিয়া দিত।

ভারতের রমণী সমাজ বিলাস-বিবর্জ্জিতা এবং শ্রমশীলা ছিলেন বলিয়াই এ দেশের লোককে কখনই অন্ন-বস্ত্রের ক্লেশ সহ্য করিতে হয় নাই। তখন সকল সংসারই অভাব শূন্য এবং শান্তিময় ছিল। আমাদিগের রমণীগণ মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীরূপে গৃহে গৃহে বিরাজ করিয়া অভাবের প্রকোপ দমন করিতেন, অন্নপূর্ণা রূপে অন্নদান করিয়া পরিজন বর্গ এবং অতিথি ও অভ্যাগত জনগণের বুভুক্ষা নিবারণ করিতেন।

এ কালের রমণী সমাজ বিলাসিনী এবং পরিশ্রমে বিমুখা হইয়াছেন বলিয়াই আমাদিগের এত কষ্ট। তাঁহারা শিক্ষিতা এবং সভ্যতালোক প্রাপ্ত হইয়া চরকায় সূতা কাটার অভ্যাস বর্জ্জন করিলেন, তৎফলে দেশ হইতে চরকায় সূতা কাটার প্রথা উঠিয়া গেল। এখন সুদূর পল্লীগ্রামেও চরকার সাক্ষাৎ মিলে না; যজ্ঞোপবীত পর্য্যন্ত বিলাতী সূতায় প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। চরকায় সূতা কাটার প্রথা উঠিয়া যাওয়ায় বস্ত্রক্লেশের সূচনা হয়। তখন বিলাতী বস্ত্র সুলভ ছিল, নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য সমূহ সুলভ ছিল বলিয়া আমরা চরকায় সূতা কাটা বর্জ্জন জনিত সৃষ্ট অর্থের উপচয়ের ফল ততটা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। এক্ষণে বস্ত্র এবং নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য সমূহ অগ্নিমূল্যে বিক্রয় হইতেছে বলিয়া আমাদিগকে অপরিণামদর্শিতার ফল হাড়ে হাড়ে ভোগ করিতে হইতেছে।

সত্য বটে আমাদিগের শিক্ষিতা রমণীগণ শিল্প কলায় নিপুণা হইয়াছেন; তাঁহারা ছবি আঁকিতে, পশম বয়ন করিতে এবং কার্পেটের উপর সুদৃশ্য লতা-পাতা পুষ্প প্রভৃতি তুলিতে শিখিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে আমাদিগের দারিদ্র্য বৃদ্ধি হইবে ভিন্ন আমাদিগের সাংসারিক আনুকূল্য হইবে না। বর্ত্তমান বস্ত্রক্লেশ এবং অর্থ সঙ্কট নিবারণ করিতে হইলে, আমাদিগের রমণীগণকে বিলাস বাসন

ত্যাগ করিতে হইবে, চরকায় সূতা কাটিবার অভ্যাস করিতে হইবে, গার্হস্থ্য শিল্প কলায় নিপুণা হইতে হইবে।

যদি গৃহে গৃহে চরকার প্রচলন হয়, যদি প্রত্যেক গৃহ এক একটী ক্ষুদ্র শিল্পশালায় পরিণত হয়, তবে আমাদিগের সংসার আবার অভাব বিবর্জ্জিত সুখ শান্তির আগার হইবে।

তাই বলি এস মা এস, কোটীপতির গৃহিণী, ভগিনী, দুহিতা এস, জমিদার এবং উচ্চ শিক্ষিত ও পদস্থ কর্ম্মচারিগণের অন্তঃপুরচারিণীগণ এস, তোমরা ধনের অভিমান বর্জ্জন করিয়া বিলাসোপকরণ পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া চরকা চালাইতে আরম্ভ কর, তোমাদিগের কোটী কোটী সন্তান সন্ততি আজ বস্ত্র ক্লেশে জর্জ্জরিত! অন্নপূর্ণার অংশরূপিণী হইয়াও কি মা আর তোমাদিগের নিশ্চেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য? ঐ শুন মা, বস্ত্র ক্লেশ প্রপীড়িত জনগণের করুণ রোদনে ভারতীয় গগন আলোড়িত হইতেছে। আর বধিরা হইয়া থাকিও না মা! তোমাদিগের কঠোর পরিশ্রমে প্রস্তুত সূত্রে তাহাদিগের বস্ত্রক্লেশ বিদূরিত হইবে। তোমরা অগ্রণী হইলে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ এবং দরিদ্রদিগের অন্তঃপুরচারিণীগণও তোমাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে। তৎফলে সমগ্র ভারতের বস্ত্রসঙ্কট ঘুচিয়া যাইবে।

এস মা এস, চরকা চালাইতে আরম্ভ কর, চরকার ঘর্ঘর ধ্বনিতে দিগন্ত নিনাদিত কর।

চাউল ও দুর্ম্মূল্যতা। *

(শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়)।

চাউলই আমাদের দেশের লোকের সর্ব্বপ্রধান খাদ্য। যে, যে কার্য্যই করুক না কেন, তাহার বিনিময়ে তাহাকে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতেই হইবে। শিল্পী শিল্পীর কাজ করুক, ব্যবসায়ী ব্যবসায় করুক, মজুর মজুরী খাটুক, জেলে মাছ ধরুক, চামারে জুতার ব্যবসায় করুক, কিন্তু সর্ব্বশেষে সকলকেই খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিতেই হইবে। পূর্ব্বে শুনিয়াছি—ধীবর-স্ত্রীগণ মাছের ডালি মাথায় করিয়া পল্লীগ্রামের বাড়ী বাড়ী যাইত এবং যাচাই করিয়া ধান্যাদির "বেচা" লইয়া মাছ বিক্রয় করিত,—কুম্ভকার মেটে হাড়ী, পাতিল, কড়াই প্রভৃতি দিয়া তৎপরিবর্ত্তে ধান লইয়া পাড়ায় পাড়ায় বেচিয়া যাইত—কাঁসাওয়ালা কাঁসার বাসনাদি লইয়া বাড়ী বাড়ী বিকাইত,—ফেরীওয়ালা পাথরের বাটী থালা প্রভৃতি ধান বা চাউলের বিনিময়ে বিক্রয় করিত। পল্লীর ছোট ছোট শিশুগুলি অনেক সময়ে ছোট ছোট সাথী সঙ্গে করিয়া মাঠে গিয়া ধানের শীস, "কোচড়া" ভরিয়া তুলিয়া আনিত এবং জেলেনী মাসী বাড়ীতে আসিলে ধান দিয়া তাহার নিকট হইতে মোয়া-মুড়ী প্রভৃতি ক্রয় করিত, আর সঙ্গিগণের সঙ্গে মিলিয়া উল্লাসে পাড়া তোলপাড় করিয়া লইত।

তখন পল্লীস্বাস্থ্য ভাল ছিল; কেহ জ্বর কি, তাহা একরূপ জানিত না,—এক কথায় জ্বরাসুরের দৌরাত্ম্য তখন ছিল না। সকলেই যে যাহা করিত তাহাতেই তাহার পারিবারিক গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় সঙ্কুলন হইত। কিন্তু

* "ভারত গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে প্রচার করিয়াছিলেন যে দশলক্ষ টন বর্ম্মা চাউল বিদেশে রপ্তানীর জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে। এইক্ষণ জানাইয়াছেন—ঐ সমস্ত চাউল যে বিদেশে যাইবে এমন কোন কথা নাই, এজন্য তাঁহারা ভারতে কত চাউল পাঠাইতে হইবে বা না হইবে, তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন না। অর্থাৎ যার যত ইচ্ছা বর্ম্মা চাউল ভারতে আমদানী করিতে পারিবে।" (দৈনিক 'বাঙ্গালী' হইতে উদ্ধৃত)

...রূপ বিনিময় প্রথা নাই, তথাপি শিল্পী কিম্বা শ্রমজীবী প্রভৃ-...বা শ্রমজাত খাদ্যসামগ্রী বিক্রয় করিয়া মুদ্রা সংগ্রহ করিতে হয় ...দ্বারাই খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করিয়া থাকে। খাদ্যসামগ্রীর মূল্য ...দেশের সকল জিনিষেরই মূল্য বৃদ্ধির কারণ— শ্রমজীবিগণ ...যারা চাউলাদি খাদ্য শস্য সংগ্রহ করে, সেইরূপ মুদ্রা উপার্জ্জন ...দের শ্রমজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করিতে হয়, নচেৎ তাহারা ...ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। দৈনিকজীবী মজুরগণও তাহাদের ...বৃদ্ধি করিয়াছে, না হইলে তাহাদের দিনপাত হইবে কেমন করিয়া? ...প্রভৃতি ভদ্রলোক ও গৃহস্থগণ যে নির্দ্দিষ্ট ব্যয়ে সংসার যাত্রা ...ত, তাহা শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে—কিন্তু তাহাদের উপার্জ্জনেরও ... যাহাদের জোত জমি আছে তাহারা যে কেবল চাকর রাখিয়া ...রা আবাদ করিবে তাহারও সাধ্য নাই;—কারণ টাকা পাইবে ...—উপরন্তু চাকরের মাহিয়ানাও দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে; সুতরাং ...থাকিয়াও না থাকার মত হইয়াছে;—সমস্তই বর্গা দিয়া অর্দ্ধ শস্য ...রিতে হয়,—তাহারও যে সকল সময় ঠিক অংশ পাওয়া যায় এমন ...দারই একরূপ জমি ভোগ দখল করিয়া থাকে,—সেই প্রায় বার ... ভোগ করিয়া থাকে—জোদ্দারের জোত জমি থাকিয়াও যেন

...শে দশ টাকা মণ যে চাউল হইবে তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। ...কারণে চাউলের দর বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাও অনেক স্থানে আলোচিত ... অনুসন্ধান সমিতিও কয়েকটী দুর্ম্মূল্যতার কারণ ভাবিয়া বাহির ...ন, গবর্ণমেণ্ট ইস্তাহারেও সে কারণ গুলি অনেকটা দৃষ্ট হয়। ...ণের সম্ভবতঃ সে কারণ গুলি জানা আছে, সুতরাং বাহুল্য ভয়ে আর ...করিলাম না। এক্ষণে দেখা যাউক কোন কারণটি যুক্তিযুক্ত বলিয়া ...হয়।

...মতী" দুর্ম্মূল্যতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত চারিটী কারণ দর্শাইয়াছেন:—

... সরবরাহের অভাব।

... বিদেশে রপ্তানি।

৩। বাঁধাই করিয়া মূল্য বৃদ্ধি।

৪। আর কৃষক হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকৃত খরিদ্দারের নিকট পৌঁ বহুবার হাত ফেরতা হওয়া।

সরবরাহের অভাব হওয়ার একটী কারণ চাউল ভাল রকম জন্মে না উৎপাদক শক্তির হ্রাস। ১৯১১—১২ সালে বাঙ্গলা দেশে ২০,৪৩৭,০০০ জমিতে ২৩৫,০৬৩,৮৮৯ মণ ধান জন্মিয়াছিল,—আর ১৯১৮—১৯ ২১,৩৩০,০০০ একর জমিতে ১,৮৭৮,৬০৬ মণ (মত) ধান জন্মে। ইহাতে যায়,—আট বৎসর পূর্ব্বে যে জমিতে যে ধান জন্মিত—এক্ষণে তাহার পরিমাণ জমিতে তদপেক্ষা অনেক কম ধান জন্মিয়া থাকে। পাটের দর সুতরাং কৃষকগণ পাটের পরিবর্ত্তে বেশী জমিতে ধান বপন আরম্ভ করিয়া ইহাতে কৃষকগণ লাভবান্ হইতেছে কি না? এই প্রশ্নের উত্তরও র প্রদর্শন করা যাইতে পারে। কৃষকগণ সাত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ যুদ্ধের যে জিনিষটা যত মুদ্রায় ক্রয় করিয়াছে, এক্ষণে তাহার চারি গুণ বেশী দ্বারাও তাহা পাইতেছে না। ফলতঃ দেখা যায়—পাটের দ্বারায় অর্থা পথ রুদ্ধ হওয়ায় কৃষকগণ হাতে অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিতেছে না, দু দুই এক খানি জমিতে যে ধানের চাষ বেশী হইতেছে তাহাতে কৃষকগণ বান হইবে কথা শুনিলে হাসি পায়।

এবার পূর্ব্ব কয়েক বৎসর হইতে চাউল কিছু বেশী জন্মিয়াছে। বলিয়া যে চাউল কিছু বেশী জন্মিতেছে—তাহা আর দেশেই থাকিতেছে কারণ বর্ত্তমানে রপ্তানি পূর্ব্ববৎই আরম্ভ হইয়াছে; তবে অন্তর নাকি কত চাউল রপ্তানি হইবে তাহার একটা পরিমাণ ঠিক হয়। ১৯২০ সালের জানুয়ারী হইতে প্রথম তিন মাস চাউল রপ্তানি হয় সে সময়ে চাউলের দরও কিছু কমিয়াছিল। তৎপর তিন মাস সামান্য চাউল রপ্তানি হইয়াছিল এবং তখনই সঙ্গে সঙ্গে চাউলের দরও বৃদ্ধি পা ছিল, এ বৎসর অর্থাৎ ১৯১৯—২০ সালে, গত সন অর্থাৎ ১৯১৮— সাল অপেক্ষা বঙ্গদেশেই ১,৩৫৪,০০০ টন অর্থাৎ ৩,৬৮৫,৮৮৯ মণ চা বেশী জন্মিয়াছিল এবং বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রভৃতি প্রদেশেও পূর্ব্ব বৎ অপেক্ষা বেশী চাউল জন্মিয়াছে;—তথাপি যে দিন দিন চাউলের দর

র কারণাদি ভাবিয়া উপায় নাই। যখন দেখা যায় চাউল লে চাউলের দর কমিয়া থাকে এবং রপ্তানির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি যে পর্য্যন্ত রপ্তানির সম্বন্ধে বিশেষ কোন বন্দোবস্ত না হইবে তাবৎ যে 'অতি' প্রভৃতি আরও কত উপসর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া করিবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

আশা-পথে

(শ্রীমতী চারুশীলা দেবী)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সারে অরুণের সকলই ছিল; ধন, মান, সন্তান-বৎসল পিতা, য়ী, স্নেহময়ী ভগ্নী, দেহভরা স্বাস্থ্য, মনভরা স্ফূর্ত্তি,—কিছুরই ভাব ছিল না। শৈশব, কৈশোর এবং প্রথম যৌবনের দিনগুলি সুখেই অতিবাহিত হইয়াছিল। সচ্চরিত্র যুবক বলিয়া সে বরাবরই াছে শ্রদ্ধা ও সম্মান পাইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু হায়! কুক্ষণে ম্বানগরীতে পদার্পণ করিয়াছিল; নাম, যশঃ, বিবেক-বুদ্ধি, কর্ত্তব্য- দয় হারাইল! ক্রমশঃ সে প্রবৃত্তির দাস হইয়া পড়িল। প্রবৃত্তি দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল সে সেই দিকেই ভাসিয়া চলিল; আবর্ত্ত হইতে সে আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। র অনাটন নাই; এক মাত্র সন্তান বিদেশে অর্থাভাবে কোনও পড়ে আশঙ্কায় রমাপ্রসাদ বাবু তাহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা তীত চাহিলে সে আরও পাইত। কিন্তু ইংলণ্ডে আসিবার পিতার প্রেরিত অর্থে সে বিলাসের স্রোতে গা ঢালিয়া দিল।

থিয়েটার, বায়স্কোপ, সার্কাস, নাচ-গান প্রভৃতি নানাপ্রকার কৌতুক [illegible] সে দিন কাটাইতে লাগিল।

রমাপ্রসাদ বাবু দেশের উন্নতি কল্পে, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য-নীতি [illegible] শিক্ষার জন্য পুত্রকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু কোথায় [illegible] অরুণের সে শিক্ষা,—কোথায়ই বা তাহার সে উদ্যম! নিরর্থক [illegible] কৌতুকে সে তাহার জীবনের অমূল্য সময় টুকু নষ্ট করিতে লাগিল। [illegible] দিনই সে মনে করিত—'আর এমন করে সময় নষ্ট করব না, এবার [illegible] কাজে মন দিব,'—কিন্তু তাহার সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইত না। [illegible] হইলেই কে যেন কুহক মন্ত্র বলে তাহাকে রঙ্গালয়ের দিকে আকর্ষণ [illegible] অনিয়ম, অত্যাচার ও রাত্রি জাগরণে প্রভাতে সে শয্যাত্যাগ করিতে [illegible] না,—অবসাদে তাহার দেহ-মন পূর্ণ হইয়া থাকিত। অসময়ে আহার [illegible] সমস্ত দিনটা সে কেবলই ঘুমাইত, সন্ধ্যা হইলেই আবার রঙ্গালয়ের দিকে [illegible] এমনি করিয়াই সে প্রতিদিন অধঃপতনের নিম্নস্তরে নামিতে লাগিল [illegible] ভদ্র পরিবারে সে স্থান পাইয়াছিল, সেই গৃহস্বামী তাহাকে অত্য[illegible] করিতেন। অরুণের এই রকম চাল চলন তিনি লক্ষ্য করিয়া বড়ই [illegible] হইলেন। উপদেশ ছলে তিনি অরুণকে নানা প্রকারে বুঝাইতেন, [illegible] তাহাতেও কোন ফল হইল না। মানুষ যখন ধ্বংসের মুখে পড়ে [illegible] তাহার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, কাহার সাধ্য-তখন তাহাকে সংযত [illegible] সে তখন সবেগে নরকের পথে ছুটিয়া চলে; আত্মীয় বন্ধুর হিতো[illegible] তখন তাহার বিষবৎ বলিয়া মনে হয়। অরুণেরও সেই দশা [illegible] তাহার আচরণ দেখিয়া তাহার পরিচিত অপরিচিত ইংলণ্ড [illegible] বঙ্গীয় যুবকগণ তাহাকে অনেক বুঝাইলেন এবং তাঁহারা আরও বলি[illegible] "সে যদি নিজের কর্ত্তব্যে এই রকম অবহেলা করে, তবে তাহা[illegible] অন্যায় আমোদ প্রমোদে সর্ব্বদা মত্ত থাকিবার কথা তাঁহারা তাহার [illegible] সমস্ত জানাইবেন"— কিন্তু অরুণ তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য।

কোন মতেই যখন অরুণের চরিত্র সংশোধন হইল না, তখন [illegible] তাহার আশ্রয়দাতা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ তুমি যদি এমনি [illegible] আমোদ প্রমোদে জীবনের উন্নতির পথ রোধ কর, এমন অসৎ সঙ্গে [illegible]

[illegible] আমি আর তোমাকে আমার বাড়ীতে জায়গা দিতে পারব না। তুমি [illegible]উপায় দেখ।"

[illegible]তাহাতেও অরুণের শিক্ষালাভ হইল না বরং বিপরীত ফল ফলিল। সে [illegible] কথার কোন উত্তর দিল না; কিন্তু নিজকে সে অপমানিত মনে [illegible] রাগে ফুলিতে লাগিল। সেই দিনেই সে তাহার তল্পি তল্পা লইয়া [illegible] বাটী ত্যাগ করিয়া গেল। 'ক্লারা' নাম্নী জনৈক অভিনেত্রীর সঙ্গে [illegible] অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল, অরুণ তাহার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত [illegible] অরুণের টাকার অভাব নাই, অরুণ বড় লোকের ছেলে—এ কথা [illegible]র অবিদিত ছিল না। টাকা থাকিলে এ সংসারে সর্ব্বত্র আদর যত্ন [illegible] যায়, তাই ক্লারাও সযত্নে অরুণকে গৃহে স্থান দিল। এখন হইতেই [illegible] অধঃপতনের চরম সীমায় উপস্থিত হইল। মাথার উপর দেখিবার [illegible] কেহ নাই, কাহাকেও লজ্জা সঙ্কোচ করিবার নাই, সে এখন সম্পূর্ণ [illegible], মুক্ত! স্বেচ্ছায় সে নিজের নাম, যশঃ, চরিত্র সব বিসর্জ্জন দিল। [illegible] সঙ্গে মিশিয়া সে অভিনয়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। ছেলে বেলা হইতেই [illegible] ব্যায়ামের দিকে অত্যন্ত অনুরাগ ছিল, এখন "সার্কাসে"র দলে মিশিয়া [illegible] জিম্‌ন্যাষ্টিক প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যায়াম কৌশল শিখিতে লাগিল। [illegible] দিন পরেই সার্কাসে সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতির সঙ্গে সে অদ্ভুত কৌশলের [illegible] খেলা আরম্ভ করিল। দর্শকগণ তাহাকে 'বাহবা' দিতে লাগিল কিন্তু [illegible] প্রকৃত হিতৈষী বন্ধুগণ তাহার এই রকম কাণ্ড দেখিয়া দুঃখিত হইল। [illegible] শুধু অভিনেতাদিগের সঙ্গে মিশিয়াই নিরস্ত হইল না। ক্লারার সহবাসে, [illegible] প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া সে ক্লারাকে খ্রীষ্টধর্ম্ম মতে বিবাহ করিল। কোথায় [illegible] তার স্বদেশ প্রেম, আর কোথাই বা তাহার পিতৃভক্তি! অরুণ সব [illegible]! তুচ্ছ একটা নারীর কুহকে পড়িয়া অরুণ দয়া-মায়া স্নেহ-মমতা [illegible]ধর্ম—সব বিসর্জ্জন দিল। পূর্ব্বে অরুণের নামে শ্রদ্ধায় লোক তাহার কাছে [illegible] নত করিত, চরিত্র হারাইয়া সে সর্ব্বত্র ঘৃণিত ও হাস্যাস্পদ হইয়া উঠিল; [illegible] ঘৃণাভরে তাহার সংস্রব ত্যাগ করিল। চরিত্র গুণে মানুষ দেবতায় [illegible] নীত হয়, আবার চরিত্র দোষেই ঘৃণিত অপদার্থ পশুরও অধম হইয়া পড়ে

অকৃণ সঙ্গদোষে পড়িয়া বিবেচনা শক্তি হারাইল। নীলকণ্ঠের মতন সে এখন আকণ্ঠ বিষ পান করিয়াছে, তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের আর কোনও উপায় রহিল না। কুসঙ্গ মানুষের এমনি ভীষণ শত্রু!

অকৃণের আচরণে ইংলণ্ড প্রবাসী বঙ্গীয় যুবকগণ পরামর্শ করিয়া রমাপ্রসাদ বাবুকে সমস্ত সংবাদ জানাইল। এ সংবাদে রমাপ্রসাদ বাবু প্রমাদ গণিলেন;—এমন অসম্ভব ঘটনা ঘটিতে পারে, তাহা তিনি কোন দিন স্বপ্নেও ভাবেন নাই। দেশে ফিরিবার জন্য তিনি নানাভাবে অকৃণকে পত্র লিখিতে লাগিলেন; কিন্তু অকৃণ তখন নিত্য নূতন বন্য জন্তু লইয়া নব উদ্যমে মগ্ন, তখন আর তাকে ফিরাইতে পারে কাহার সাধ্য! সঙ্গিনী রূপে সঙ্গে সর্ব্বদা কুহকিনী ক্লারা। এ সমস্ত ত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিবার তখন তাহার প্রবৃত্তি ছিল না। সে স্নেহময় পিতার পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত দিল না। ইহার কিছুদিন পরে অকৃণ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে ইংলণ্ডে আসিল। পরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

দিনাজপুরে বিরাট দানসাগর শ্রাদ্ধ।

(শ্রীমাখনলাল ধর বর্ম্মা)।

বিগত ২৪শে পৌষ শনিবার পরলোকগত ৺ মহারাজা স্যার গিরিজানাথ ঘোষ রায়বর্ম্মা বাহাদুর কে, সি, আই, ই মহোদয়ের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। স্বর্গীয় মহারাজ গিরিজানাথ একজন স্বধর্ম্মানুরাগী, সুপ্রতিষ্ঠিত, বদান্য এবং সর্ব্বজন প্রিয় স্বজাতি বৎসল মহাপুরুষ ছিলেন; তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সমগ্র বঙ্গদেশ, বিশেষতঃ বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ, শোকার্ণবে নিমজ্জিত

হইয়াছে। তিনি কায়স্থ-সভার মেরুদণ্ড স্বরূপ ছিলেন এবং ইহার উন্নতি কল্পে মুক্তহস্তে অর্থব্যয় ও অশেষ প্রকার চেষ্টা করিয়াছেন।

গত বৎসর ৫ই পৌষ রবিবার টালিগঞ্জ ভবনে তিনি দেহত্যাগ করেন; তাঁহার পুত্র বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ ঘোষ রায় বর্ম্মা বাহাদুর যথাকালে গঙ্গাতীরে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদন করেন। সময়ের সংকীর্ণতা বশতঃ দানসাগর ক্রিয়া তৎকালে সম্পাদিত না হওয়ায় পিণ্ডীকরণ উপলক্ষে গত ২৪শে পৌষ মহাসমারোহের সহিত বিরাট দান সাগর শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিদ্বান অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ অধ্যাপক পণ্ডিত এবং স্বজাতি উপস্থিত ছিলেন; তন্মধ্যে কতিপয় পণ্ডিত মহোদয়ের নাম নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

মহামহোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত জয়দেব মিশ্র।	(কাশী)
”	” কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।	(নবদ্বীপ)
”	” সীতারাম শিরোমণি।	ঐ
পণ্ডিতপ্রবর	শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন।	(কাশী)
”	” যোগীন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।	(নবদ্বীপ)
”	” অবিনাশচন্দ্র ন্যায়রত্ন	ঐ
”	” চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ	(কলিকাতা)
	” যদুনাথ বিদ্যারত্ন।	(নবদ্বীপ)
	” রামগোপাল পুরাণ কাব্যতীর্থ।	ঐ
	” সতীশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন	(কলিকাতা)
	” যোগীন্দ্রনাথ স্মৃতিরত্ন	ঐ
	” কিশোরীমোহন স্মৃতিতীর্থ।	(শিবপুর, হাওড়া)
	” কালিদাস বিদ্যাবিনোদ	(কোটালীপাড়া, ফরিদপুর)
	” রামনাথ স্মৃতিরত্ন	(চাঁচরা রাজপণ্ডিত, যশোহর)
	” প্রিয়নাথ তত্ত্বরত্ন।	(বর্দ্ধমান রাজপণ্ডিত)

মহাশয়ের প্রতিনিধি তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র

শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (তত্ত্বরত্ন মহাশয় ভট্টপল্লীর
সুবিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ
তর্কভূষণ মহোদয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা)
" যদুনন্দন কাব্যতীর্থ (জামনা, বীরভূম)
" রজনীকান্ত জ্যোতিঃশাস্ত্রী (পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ)
" মৃত্যুঞ্জয় স্মৃতিতীর্থ (মুলাজোড়, ২৪ পরগণা)
" হরিপদ কাব্যতীর্থ, স্মৃতিতীর্থ ঐ
" শ্যামাপদ শিরোমণি (পাটুলি, বর্দ্ধমান)
" গৌরগোপাল গোস্বামী, ভক্তি সিদ্ধান্ত (কাশী)
" গোবিন্দচন্দ্র বেদাধ্যায়ী ঐ
" সীতানাথ জ্যোতিষী ঐ
" প্রফুল্লকুমার কাব্যতীর্থ (কলিকাতা)
" বৈকুণ্ঠনাথ ত্রিবেদী ঐ
" মধুসূদন কাব্যরত্ন, স্মৃতিরঞ্জন ঐ

দূর দেশস্থ যে সমস্ত পণ্ডিত শ্রাদ্ধ সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই, এরূপ চারিশত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায় পাঠান হইয়াছে ও স্থানীয় শতাধিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে যথোচিত ভাবে বিদায় প্রদান করা হইয়াছে।

কায়স্থের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম-প্রচারক প্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী, শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয়গণও নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রাদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন।

রাজ প্রাসাদের মধ্যবর্ত্তী সুবিশাল প্রাঙ্গনে বিচিত্র চন্দ্রাতপ তলে দান-সাগর সভা হইয়াছিল প্রঙ্গেনের চতুর্দ্দিক সৌধমালায় পরিবেষ্টিত; পূর্ব্বদিকে সুরম্য চণ্ডীমণ্ডপ, অন্য তিন দিকে দেওয়ান খানা, দপ্তরখানা প্রভৃতি জমিদারী সংক্রান্ত নানা বিভাগীয় সেরেস্তার কার্য্যালয় এবং কোষাগার ইত্যাদি। উত্তর দিকে কিয়দ্দূরে (অন্য চত্বরে) শ্রীশ্রী৺ কালিয়াকান্ত জিউর এবং শ্রীশ্রী৺কালীকা চামুণ্ডার শ্রীমন্দির বিরাজিত। সভাস্থলে সম্ভ্রান্ত বহু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বদ্য এবং অন্যান্য জাতি উপস্থিত ছিলেন। শ্রাদ্ধ চত্বর রাজোচিত বহুমূল্য

দান সামগ্রী দ্বারায় সুসজ্জি হইয়াছিল। ষোড়শ পর্য্যাকে সুকোমল আস্তরণ, নেটের মশারী, লেপ, উপাধান শোভা পাইতেছিল। ষোলটী রৌপ্যনির্ম্মিত বৃহৎ কলসী, প্রদীপ-দান, গামলা, থালা, রেকাব ইত্যাদি তদুপরি ফল, মাল্য, গন্ধদ্রব্য ও মূল্যবান ছত্র, বস্ত্র, পাদুকা প্রভৃতি ক্রমে স্তরে স্তরে সুসজ্জিত ছিল। এতব্যতীত ১৬টী পয়স্বিনী গাভী এবং খাদ্য (দ্বাদশ মণ হিসাবে চাউল, ময়দা এবং তদপযুক্ত অন্যান্য দ্রব্য) মূল্যবান বস্ত্র, শাল ইত্যাদি এক অংশে শোভা পাইতেছিল। রাজগুরু পীতাচার্য্যের বংশধর প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর গোস্বামী মহোদয় শ্রীধাম বৃন্দাবন কতিপয় পণ্ডিত এবং ভক্ত ব্রজবাসী সহ শ্রাদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। গুরুদেবের জন্য রাজোচিত সুখাসন (মচলন্দ), নানাপ্রকার স্বর্ণা-দি এবং রৌপ্যনির্ম্মিত তৈজসাদি, গরদ, শাল প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের দান এক অংশের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। ফলতঃ পিতার যোগ্যপুত্র রাজা শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় বাহাদুরের বদান্যতায় এবং রাজকর্ম্মচারি-বর্গ ও রাজ পণ্ডিত মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে, দানসাগর শ্রাদ্ধ প্রাঙ্গন এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল।

সভাস্থলে উপস্থিত প্রত্যেক ব্রাহ্মণ মহোদয়কে যজ্ঞোপবীত সহ ধোলাই খান মলমলের বস্ত্র এবং পান সুপারী ও নানাবিধ মিষ্ট সামগ্রীপূর্ণ পাত্র বরণ করা হয়। কায়স্থ ও বৈদ্য মহোদয়দিগকে পান-সুপারী সহ দ্রব্য পূর্ণ পাত্র এবং উপবীতী কায়স্থগণকে তৎসঙ্গে যজ্ঞোপবীত প্রদান করা হয়।

সভারম্ভে বঙ্গের প্রধান নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের মধ্যস্থতায় ন্যায়শাস্ত্রের একটী জটিল প্রশ্নের বিচার আরম্ভ হয়। এই বিচারে কাশীধামের সুপ্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত জয়দেব মিশ্র মহোদয় পূর্ব্ব পক্ষ এবং নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সীতারাম ন্যায়াচার্য্য মহোদয় উত্তর পক্ষ সমর্থনে প্রবৃত্ত হয়েন। এই বিচারের মীমাংসা নিমিত্ত আলোচনায় ক্রমে বাদবিতণ্ডা উপস্থিত দেখিয়া সভাস্থ সকলে বিচলিত হইয়াছিলেন। তৎকালে "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা"র পক্ষে শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী মহাশয় সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া ওজস্বিনী ভাষায় সময়োচিত

একটী বক্তৃতা করেন ; তাহার সারমর্ম্ম এই,—"সমাগত ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী প্রণাম এবং স্বজাতি মহোদয়দিগকে যথাযোগ্য অভিবাদন করি পণ্ডিত মহাশয়দিগের শ্রীচরণে আমি জানাইতেছি যে ন্যায়ের চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে,—চলিবে ও কিন্তু এ যাবৎ কোন সভা অল্প সময় মধ্যে তাহার সুমীমাংসা হইতে দেখা যায় নাই। পক্ষা অধিকাংশ স্থলেই এই তর্ক-যুদ্ধ সুসিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া নিরর্থক বিসম্বাদে পরিণত হইতে দেখা গিয়াছে। আপনাদের এই উত্তেজনাময় বিতর্ক দেখিয়া সভাস্থ অনেকের মনেই নানাপ্রকার অশান্তির আশঙ্কা হইতেছে। অতএব আমাদের সানুনয় প্রার্থনা, অদ্য আপনারা এই নিরস্ত হইয়া আমাদের আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের সদুপদেশ দানে আমাদিগকে কৃ করিবেন। যে মহাপুরুষের শ্রাদ্ধ সভায় আমরা সমাগত হইয়াছি, তিনি পক্ষে এক জন মানবরূপী দেবতা ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ, বিনয়ী, নিষ্ঠাবান, অমায়িক, সর্ব্বজন সমাদৃত এবং স্বজাতিবৎসল প্রি মহারাজ বর্ত্তমানে দুর্ল্লভ। তাঁহার তিরোভাবে আমরা প্রকৃতই বান্ধব হইয়াছি। তিনি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার একজন প্রধান উদ্যোগী এবং পৃষ্ঠপো ছিলেন। তাঁহার সদ্গুণাবলী, ভাষায় বর্ণনাতীত। সেই মহাপুরু আশ্বাস-বাণী যেন এখনও আমাদের কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কথা মনে পড়িতেছে। কিন্তু আজ তিনি কোথায় ? তাঁহার সেই আদর্শ চ এবং কার্য্যাবলীই এখন আমাদের প্রধান স্মরণীয় এবং অনুকরণীয় আমরা তাঁহার শেষ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে যেন বিস্মৃত না হই।

* * *

সকলেই অবগত আছেন, স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুর স্ববর্ণোচিত উপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মহারাজ জগদীশনাথ রায়বর্ম্মা বাহাদুরও জন উপবীতী কায়স্থ।

* * *

আজ আমরা এই শ্রাদ্ধ সভায় ভারতের অলঙ্কার স্বরূপ সেই গৌতম, ক কণাদ, প্রভৃতি মহর্ষিকল্প বর্ত্তমান আচার্য্যগণকে সমাগত দেখিয়া অত্য উৎসাহান্বিত হইয়াছি এবং উপস্থিত অনেকের আগ্রহ জন্য আপনাদের নিক আমরা কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি—

১। কায়স্থদিগের বর্ণধর্ম্ম কি ?

২। তাহাদের উপনয়ন গ্রহণের অধিকার আছে কি না ?

৩। ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ করা কায়স্থের পক্ষে বৈধ কি না ?

এবং

৪। সেই শ্রাদ্ধে যোগদান করিতে আপনাদের আপত্তির কোন কারণ কি না ?"

রে উপস্থিত পণ্ডিত মণ্ডলীর পক্ষ হইতে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত নাথ তর্কবাগীশ মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—"কায়স্থকে বর্ণান্তর্গত জানিয়াই বহুপূর্ব্বে তদনুরূপ ব্যবস্থা দিয়াছি এবং বহু ত্রয়ো- র শ্রাদ্ধে যোগদান করিয়াছি। অদ্যও আমরা এই ক্ষত্রোচিত শ্রাদ্ধেই হইয়াছি। আহ্বান করিলে যে কোন কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচারযুক্ত ন্মান বদনে যোগদান করিতে প্রস্তুত আছি।

স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ, তাহাতে আর এখন কাহারও সন্দেহ নাই। নানাপ্রকার তে কাল প্রভাবে ইঁহারা স্ববর্ণোচিত সংস্কার চ্যুত হওয়ায় বহুপুরুষ ব্রাত্য হইয়াছিলেন। ব্রাত্যের প্রায়শ্চিত্তের এবং উপনয়ন সংস্কারের শাস্ত্রে আছে, তদনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন স্থানের (যথা কাশী, কাঞ্চী, , কর্ণাট, মিথিলা, অযোধ্যা, মথুরা, পুরী এমন কি সুদূর কাশ্মীর ভৃতি প্রদেশের এবং বঙ্গদেশের বিখ্যাত নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, পূর্ব্বস্থলী, পুর, বাকলা, চন্দ্রদ্বীপ, প্রভৃতি স্থানের) বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় গণ বহুকাল যাবত ব্যবস্থা দিয়া আসিতেছেন। সেই ব্যবস্থানুযায়ী গণ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করণান্তর সাবিত্রী গ্রহণে সম্পূর্ণ অধিকারী। ন গ্রহণ করিলে দ্বিজোচিত আচারে তাঁহাদের অধিকার জন্মিবে এবং চাদি দ্বাদশাহ প্রতিপালন করিয়া ত্রয়োদশ দিবসে যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে দি করিতে হইবে।*

হু পুরুষ পরম্পরায় ব্রাত্যতা জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত দ্বাদশ ব্রত।

এই স্থলে "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা"'র প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা শয় বলিলেন ;—

"দ্বাদশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত বর্ত্তমান সময়ে অসম্ভব ;—তদ্ধেতু অপারগের পক্ষে শাস্ত্রে আর কোন বিধান থাকিলে তাহা আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া সকলের সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন ইহাই প্রার্থনীয়।"

উক্ত পণ্ডিত মহাশয় তদুত্তরে বর্ত্তমান সময়োপযোগী সহজ সাধ্য নানাবিধ অনুকল্প প্রায়শ্চিত্তের বিধান বিবৃত করিলেন। উপস্থিত পণ্ডিতগণের অভিমত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সীতারাম ন্যায়াচার্য্য মহোদয় অনুমোদন করিলে সর্ব্বসম্মতি ক্রমে রাজ-পণ্ডিত নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মৃতিতীর্থ স্মৃতিরত্ন মহাশয় তাহার মর্ম্ম সরল ভাষায় প্রকাশ করেন। তদনন্তর উপস্থিত পণ্ডিত মণ্ডলী অদ্য দিনাজপুরাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ জগদীশনাথ রায়বর্ম্মা মহোদয়কে "ক্ষত্রিয়-কুলচূড়ামণি"—বলিয়া যে উপাধি প্রদান করেন, তাহাও উক্ত পণ্ডিত মহাশয় তারস্বরে ঘোষণা করেন।

দানসাগরের কার্য্যান্তে প্রাসাদের অন্য চত্বরে বৃষোৎসর্গাদি ক্রিয়া যথানিয়মে ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদিত হয়। শ্রীযুক্ত মহারাজ জগদীশনাথ রায় অতি ধীরতার সহিত শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপক পণ্ডিতগণের সহায়তায় ও পৌরহিত্যে যথাশাস্ত্র সমস্ত ক্রিয়া সুসম্পন্ন করেন।

শ্রাদ্ধের প্রায় ৭ দিবস পূর্ব্ব হইতে—"দিয়তাং ভুজ্যতাং"—ব্যাপার আরম্ভ হইয়া পরবর্ত্তী দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত সমভাবে চলিতে থাকে। শ্রাদ্ধের দিবস অনুমান পঞ্চদশ সহস্র কাঙ্গালীকে ঘৃতপক্ক মালপুয়া, জিলিপি, বুন্দিয়া প্রভৃতি নানাপ্রকার মিষ্ট দ্রব্য এবং দধি ইত্যাদির দ্বারা পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া প্রত্যেককে এক একটী পিতলের গেলাস ও বাটী সহ শিশু-বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে ৵০ হইতে ।০ আনা করিয়া দেওয়া হয়। ২৫শে পৌষ হইতে ৬ই মাঘ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে, ব্রাহ্মণ, স্বজাতি, বৈদ্য, সুবর্ণ বণিক, কর্ম্মকার, তিলি, মাহিষ্য, প্রভৃতি নানা জাতীয় হিন্দু এবং মুসলমানগণকে নানাবিধ উপাদেয় আহার্য্যের দ্বারা ভোজন করান হয়।

উপস্থিত অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহোদয়গণের প্রত্যেককে নগদ বিদায়, পাথেয়, সিধা, পাকের ও পূজার জন্য পিত্তল এবং তাম্রের তৈজসাদি, গরদের জোড়, রৌপ্যের গামলা ইত্যাদিতে সর্ব্বসমেত ২০০৲ হইতে ২৫০৲ শত পরিমাণ দেওয়া গিয়াছে। নিমন্ত্রিত স্বজাতিগণকে প্রচলিত প্রথানুসারে নগদ বিদায় বস্ত্রাদি এবং পাথেয় প্রদান করা হইয়াছে।

এই বিরাট ব্যাপারে কোথাও সামান্য ত্রুটি বা অঙ্গহানি ঘটে নাই, আমরা এমত কথা বলিতে পারি না ; তবে এত বড় বৃহৎ শ্রাদ্ধের আয়োজন যতটা সুশৃঙ্খলা রূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে, তাহা অনেক স্থলেই প্রায় দেখা যায় না। নবীন মহারাজ পিতৃশ্রাদ্ধে যে মহত্ত্ব এবং দানশীলতা ও ধর্ম্মভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃই প্রশংসার বিষয়। মঙ্গলময় ৺শ্রীশ্রীকালীয়াকান্তজীর অপার করুণাবলে তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া দিনাজপুর রাজবংশের এবং সমগ্র কায়স্থ জাতির গৌরব রক্ষা করুন।

উপসংহারে একটী কথা আমরা প্রাণের আবেগে না বলিয়া পারিতেছি না ; স্বর্গীয় মহারাজা বাহাদুর "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা"কে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন এবং ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও কর্ণধার ছিলেন। এই সভার স্থায়িত্ব কামনায় তিনি যে কত দূর উদ্‌গ্রীব ছিলেন, তাহা ভাষায় বর্ণনাতীত। আমাদের আশা আছে, মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুর এই দানসাগর-মহাযজ্ঞ সমাপনান্তে স্বর্গীয় মহারাজের স্বহস্ত পরিবর্দ্ধিত ও সুরক্ষিত এই সভার উন্নতি কল্পে এমন একটী সদনুষ্ঠান করিবেন, যাহাতে স্বর্গগত মহারাজের পুণ্যস্মৃতি কায়স্থ সভার-হৃদয়ে কৌস্তুভ মণির ন্যায় দীপ্তিমান থাকিয়া, নবীন মহারাজের অক্ষয় কীর্ত্তি অনন্ত কাল প্রকাশ করিবে।

বর্ত্তমান সেন্‌সাস্ ও কায়স্থ-সমাজ।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের কতিপয় সভ্য সংবাদ দিয়াছিলেন, কোন কোন স্থানের গণনাকারী, কায়স্থজাতির নামের শেষে 'বর্ম্মা' ও 'দেবী' উপাধি লিখিতে আপত্তি করিয়াছেন। তাঁহাদের পত্র 'কায়স্থ-সভার' কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে উপস্থিত করা হয়। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ মত সভার সম্পাদক

'সেন্‌সাস' কমিসনারের নিকট এই অন্যায় ব্যবহারের জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন; তদনুসারে গভর্ণমেণ্ট হইতে যে পত্র আসিয়াছে,তাহা কায়স্থ সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রকাশিত হইল।——

NO. 1478 C.

From

W. H. Thompson, Esq., I. C. S,.
Superintendent of Census Operations, Bengal,

To

The Secretary, Bangadeshiya Kayestha Sabha,
9, Visvakosh Lane. Calcutta,

Dated. Calcutta, the 4th January 1921.

Sir,

.....

Instructions have been issued that the names of all persons should be recorded by the Enumerators in the Census Schedules exactly as they are given.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
Sd/— W. H. Thompson.
Superintendent.

কায়স্থ সাধারণকে এই সঙ্গে আমরা অনুরোধ জানাইতেছি যে—আগামী সেন্‌সাসে (লোক গণনায়) স্ব স্ব নাম লিখিবার সময় কেহই যেন 'দাস' 'দাসী' ব্যবহার না করেন। সকলেই, পুরুষের নামের শেষে 'বর্ম্মা' এবং স্ত্রীলোকের নামের শেষে 'দেবী' লিখিয়া কায়স্থ-সমাজের গৌরব রক্ষা করেন।*

* পৌষ সংখ্যা "কায়স্থ-পত্রিকা" হইতে উদ্ধৃত।

প্রাচীন কীর্ত্তি।

(শ্রীমতী সরলাবালা দেবী)।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পাবনা পোতাজিয়ার নবরত্নের মন্দির বারেন্দ্র কায়স্থ গৌরবের কীর্ত্তিস্তম্ভ। ভূতপূর্ব্ব গর্ভনর জেনারেল লর্ড লীটন এই মন্দির সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন :— "It is a monumental work of fame"—প্রাচীন কালে বারেন্দ্র কায়স্থ-গণ কত দূর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন, তাহারই সাক্ষী স্বরূপ এই কৌলীন্য সঞ্জাতক নবগুণ বিকাশক নবরত্ন শোভিত নবরত্ন মন্দির। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কালিদাস শোভিত নবরত্ন সভা বা হলায়ুধ বিরাজিত পঞ্চরত্ন সভার তুল্য সম্মানীয়। পোতাজিয়ার নবরত্ন পাড়ার রায় বংশ মুসলমান রাজ্য স্থাপনের বহু পূর্ব্ব হইতে অবস্থিত। এই বংশীয় অনেকে মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে উচ্চপদে আসীন থাকিয়া 'রায়-রাঁয়া' উপাধি দ্বারা ভূষিত হইয়াছিলেন। এই রায় পরিবারের প্রতিষ্ঠিত 'রাধাবল্লভ' বিগ্রহ, রায় পরিবারের ব্যয়ে নির্ম্মিত নবরত্ন শোভিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নবরত্ন পাড়ার রায় পরিবার মধ্যে মদীয় মাতামহ ৺ব্রজেন্দ্রকুমার রায় ও কাঁকিনিয়ার রাজ জামাতা ৺রমণীমোহন রায়ের পরলোক গমনের পর তদীয় একমাত্র ভ্রাতা বিনোদী মোহন রায়ই ঐ নবরত্ন বাটীতে বাস করেন। পোতাজিয়ার অনতিদূরস্থ সাহাজাদপুরের মন্দম শার দরগা অপেক্ষাও পোতাজিয়ার নবরত্ন অতি প্রাচীন হিন্দু-কীর্ত্তি। বারেন্দ্র কায়স্থের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের কীর্ত্তি-কলাপও ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে বসিয়াছে। ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানগণ প্রাচীন মুসলমান কীর্ত্তি রক্ষণে যেমন মুক্ত-হস্তে দান করিতে শিখিয়াছেন, হিন্দুগণ তেমনই তাহার বিপরীত। তাঁহারা প্রাচ্য ভুলিয়া পাশ্চাত্যের আশ্রয় লইয়া নিজ স্ত্রী-পুত্র সহ জীবন যাপন করিতে ব্যস্ত। যে সমাজের একজন মহাত্মা নবরত্নের ন্যায় মন্দির বহু অর্থ ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় আজ

সেই প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা করিবার উপযুক্ত লোক সেই সমাজে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয়, অনেকে নবরত্ন পাড়ার রায় বংশ বলিয়া পরিচয় দিয়া নির্লজ্জ ভাবে স্বীয় গৌরব বৃদ্ধি করিয়া থাকেন।

চারি শ্রেণীর কায়স্থ মধ্যে বারেন্দ্র কায়স্থের সংখ্যাই অত্যল্প। আবার সেই মুষ্টিমেয় বারেন্দ্র কায়স্থগণ পরশ্রীকাতরতায় পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদে পরমুখাপেক্ষী হইয়াই অতি হেয় ভাবে জীবন যাপন করিয়া আসিতেছেন। কবি নবীন সেন যথার্থই বলিয়াছিলেন—"যেখানেই বাঙ্গালী, সেই খানেই দুর্গা কালী, সেইখানেই দলাদলি।" তাঁহার বাক্যের যথার্থতা বারেন্দ্র সমাজেই বিশেষরূপে উপলব্ধি করা যাইতেছে। বারেন্দ্রদিগের এই অধঃপতন—তাড়াস, টেপা, কাঁকিনা ও পয়দা প্রভৃতি জমিদারদিগের অদূরদর্শিতার জন্যই বহুল পরিমাণে ঘটিয়াছে। যে জাতি পূর্ব্ব পুরুষের স্মৃতি ও কীর্ত্তি-কলাপ রক্ষণে সতত পরাঙ্মুখ হয়েন, এবং খ্যাতনামা পূর্ব্ব পুরুষদিগের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হয়েন, সে জাতি জন সমাজে কখনও চির দিন লব্ধপ্রতিষ্ঠ থাকিতে পারেন না। রুসিয়া, জাপান ও ফরাসী প্রভৃতি স্বাধীন দেশে প্রাচীন বীরপূজা ও প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষণাবেক্ষণের সুপ্রথা আছে। এই জন্যই ইউরোপ অন্যান্য দেশ অধিকার করিয়া নিজ শাসনে রাখিতে সক্ষম হইয়াছে।

মন্দম শার দরগা রক্ষণাবেক্ষণে সাহাজাদপুরের ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানগণ যেমন কৃত সঙ্কল্প, সেই রূপ যদি বারেন্দ্র কায়স্থগণ নবরত্ন মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ জন্য চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে বারেন্দ্র সমাজের আজ এ অধঃপতন হইত না। নবরত্ন পাড়ার 'রায়' পরিচয় দিয়া অনেক বারেন্দ্র কায়স্থ নিজকে যে গৌরবান্বিত করিতে চান,—তাহা নহে; কায়স্থ সমাজে প্রতিপত্তি লাভ উদ্দেশ্যেই এই পরিচয় দেওয়া। কিন্তু তাঁহারা যে আচার-বিনয়-বিদ্যা প্রভৃতি গুণের দ্বারা বারেন্দ্র সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত গুণের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের মধ্যে যে কদর্য্য ব্যবহার দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাঁহাদিগকে মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতেও লজ্জা বোধ হয়।

পাবনা জেলার উযুনিয়া গ্রাম অতি প্রাচীন কায়স্থ-পল্লী। এই গ্রামে পণ্ডিতবর পরম ভাগবত স্বর্গীয় কৃষ্ণসুন্দর রায় ও গোবিন্দমো[হন] রায়

...না-বারিধি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৺কৃষ্ণসুন্দর রায় স্বকীয়
...গৌরবে ও ভক্তি-গাম্ভীর্য্যে শ্রীমদ্ভাগবতের যে অভিনব ব্যাখ্যা
...তাহা অপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব। সেই প্রেমামৃত নিস্যন্দিনী ব্যাখ্যা
...বার শুনিয়াছেন, তিনিই ভক্তিরসাপ্লুত হইয়া ধন্য হইয়াছেন। বহু
...কায়স্থ তাঁহার শিষ্য ছিলেন।
...দের বৈকুণ্ঠবাসী ভূম্যধিকারী সুপ্রসিদ্ধ রাজর্ষি বনমালী রায় ভক্তি
...াশয় তাঁহারই ব্যাখ্যাত ভাগবত শ্রবণ ও সদুপদেশানুসরণ
...তত্ত্বজ্ঞান ও বিষয় বৈরাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তদীয় পৌত্র
...গৌরসুন্দর রায় বংশোচিত সৌজন্য ও সদাচার রক্ষা করিয়া
...েন। স্বর্গীয় গোবিন্দ মোহন রায় প্রথম বয়সেই কাঁকিনিয়া
...সারে প্রবিষ্ট হইয়া প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া
...সহিত জীবৎ কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পাবনার
..."র স্বর্গীয় সম্পাদক সুলেখক ৺কিশোরীমোহন রায় তাঁহারই
... পুত্র ছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সমস্ত সুযোগ ও
...সত্ত্বেও উক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের কোন রূপ স্মৃতি রক্ষা হয়
...

...মোহরের নিকটবর্ত্তী আনকুটিয়া গ্রামটিও অতি প্রাচীন পল্লী।
...স্বর্গীয় কবিরাজ শিবনাথ বিদ্যা বাচস্পতি নামক জনৈক শাস্ত্র
...ী কায়স্থ পণ্ডিতের চতুষ্পাঠী ছিল। সেই টোলে ব্রাহ্মণ ও
... ছাত্রগণ পাণিনি ব্যাকরণ, স্মৃতি, ন্যায়, ও দর্শন শাস্ত্রাদি
... করিত। তাড়াশ, পয়দা, দিঘাপতিয়া, বর্দ্ধনকুঠী, কাঁকিনা,
...পুর প্রভৃতি স্থানে তাঁহার নিমন্ত্রণ ও বার্ষিক বিদায়ের ব্যবস্থা ছিল।
...দৌহিত্র ছিলেন। আমাদের "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা" পত্রিকার শাস্ত্রীয়
...া পূর্ণ সুচিন্তিত প্রবন্ধ লেখক পূজ্যপাদ পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনারায়ণ
...ক কাব্যরত্ন, বিদ্যানিধি বিদ্যারঞ্জন মহাশয় তাঁহার দৌহিত্র।
...চাকীবংশ বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজে সুবিখ্যাত। মনুকল্প মুরারি চাকী এই
...র আদিপুরুষ। ইনি বঙ্গেশ্বর বল্লালসেন দেবের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।
...র্য ও ন্যায়পরতায় এবং সৎসাহস ও স্পষ্টবাদিতার জন্য তিনি সর্ব্বজন

প্রিয় ছিলেন। সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে বল্লালের অকার্য্য ও অদূরদর্শিতা প্রতিবাদ করায় সম্রাট ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করেন। রাজপুত্র লক্ষ্মণসেন দেব ও অন্যতর মন্ত্রী ভৃগু নন্দীর চেষ্টায় ও একতম রাজ কর্কট নাগের সাহায্যে তদীয় রাজধানী যশোহরের অন্তর্গত শৈ আশ্রয়প্রাপ্ত হন এবং সেখানেই তাঁহারা বঙ্গেশ্বরের কর্তৃত্ব নিরপে বারেন্দ্র সমাজ গঠনের সূত্রপাত করেন। এই মুরারি চাকীর অধস্তন ত্রৈলোক্যদেব চাকীর দুই সংসার; প্রথম পক্ষের স্ত্রীর অভাব হই দুই পুত্র মাতামহ সম্পত্তি লইয়া সরিষা ও বাজুরসে বাস করেন। পক্ষের ছয়টী পুত্র তদীয় মাতামহ প্রদত্ত মৌরাট, হিড়িমদিয়া, হেমরাজপুর, গাজনা ও ভুবণা—এই ছয়খানি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া ত করেন। দ্বিতীয় পক্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র মৌরাট নিবাসী কানুদেব চাকী বুদ্ধিমান্ ও কর্মতাশালী ছিলেন। তিনি স্বকীয় বুদ্ধি ও শক্তি অধিকার অনেক বর্দ্ধিত করিয়া ভূষণাবাসী সীতারাম রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সীতারাম যখন স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন উক্ত কানুদেব চাকীকে রাজধানীতে সাদরে আহ্বান করিয়া "ভৌমিক প্রদান পূর্ব্বক তদীয় সামন্ত-রাজ রূপে বরণ করিয়াছিলেন। সেই হইতে বংশের এক শাখা "ভৌমিক" উপাধিতে পরিচিত হইয়া আসিতে ইতিহাস পাঠকগণের নিকট এ তত্ত্ব অজ্ঞাত নহে। সে যাহা হউক নদীভঙ্গে গ্রামটী ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, কানুর বংশধরগণ স্ব স্ব সুবিধামত যৌতুল, কুমরী, চণ্ডীপুর প্রভৃতি নানা স্থানে বাস স্থাপন করেন। এই অধস্তন দশম পুরুষ ভুমনারায়ণ ভৌমিক পাবনা গয়েশপুরে বাসস্থান করেন। ইহাঁদেরই এক শাখা মাড়মি, মুনসিদপুর প্রভৃতি কতিপয় জমিদারী করিয়া বর্ত্তমান সাঁড়া,-সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে লাইনের "মু ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী মনিদহে বাস করেন।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ।

(সম্পাদক)

(ক) উপনয়ন :—

কায়স্থ সভা"র উদ্যোগে নিম্নোক্ত কায়স্থগণ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।*

কার্ত্তিক, আটি, ঢাকা। পূর্ব্ব বঙ্গ কায়স্থ সভার সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত ...ার রক্ষিত মহাশয়ের বাড়ীর কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকিশোর

কার্ত্তিক, ঢাকা। স্বর্গীয় নব রায় মহাশয়ের বাড়ীর কেন্দ্রে নিম্নোক্ত উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী রায় বি, এল (মুন্সেফ) ...র রায় ৩। গোবিন্দনাথ রায় (নবরায়ের বাড়ী) ৪। সর্ব্বেশ্বর ঢাকা। ৫। দ্বিজেন্দ্রকিশোর চৌধুরী, কৈলাল, ঢাকা।

কার্ত্তিক। বজ্রযোগিনী কেন্দ্র, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ (বিখ্যাত) মহাশয়ের বাড়ীর কেন্দ্রে উক্ত ঘোষ মহাশয়ের পুত্রদ্বয় ১। ...চন্দ্র ঘোষ ও ২। গণেশচন্দ্র ঘোষ।—৩। শিশিরকুমার মজুমদার, ...চন্দ্র ঘোষ ৫। রামলাল ঘোষ ৬। হরিপ্রসন্ন ঘোষ, ৭। ...-সোম ৮। জীবেন্দ্রকুমার সোম, ৯। সুরেশচন্দ্র সোম ...কুমার ঘোষ ১১। সুবিমলচন্দ্র ঘোষ ১২। শ্রীশকুমার সোম।*

(খ) শ্রাদ্ধ :—

১৩ই আশ্বিন পাবনা জেলার অন্তর্গত পারসিমলা নিবাসী ৺জয়কান্ত দেববর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য ত্রয়োদশাহে সুশৃঙ্খল রূপে ...য়াছে। স্থানীয় ও পার্শ্বস্থ গ্রামবাসী উপবীতী, অনুপবীতি কায়স্থ-কার্য্যে যোগদান করিয়া সোৎসাহে সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। ...বগত মহাত্মা অশীতি বর্ষ বয়সের সময় পুত্র, পৌত্র সহ নিজে ...হণ করিয়া কায়স্থ জাতির কর্ত্তব্য পথ দেখাইয়া দিয়াছেন।)*

---

*প্রতি এই সংবাদ গুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

(গ) অন্যান্য :—

১। ৭ই পৌষ বরিশাল জেলার অন্তর্গত পিরোজপুর মহকুমায় এক সভা স্থাপিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য—কায়স্থের ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি বিধ বিষয়ের উন্নতি সাধন ও একতা বন্ধন, গৌণভাবে হিন্দু সমাজের সাম্প্রদায়িক উন্নতি সাধন। এই সভায় কার্য্য চালাইবার জন্য ১৭ জন আপাততঃ এক বৎসরের জন্য একটী কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত শ্রীযুক্ত উগ্রকণ্ঠ রায় বি, এল সভাপতি। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ বি, এল। শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার, অবসর প্রাপ্ত স্কুল সবইন্স্পেক্টর সংহিতার পদ্যানুবাদক, সহকারী সভাপতি। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘোষ শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ গুহ ঠাকুরতা, বি, এল ও শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু দাস, সম্পাদক। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ দস্তিদার মোক্তার, শ্রীযুক্ত সরকার উকিল, শ্রীযুক্ত হরিমোহন বিশ্বাস উকিল, কোষাধ্যক্ষ মথুরানাথ দাস উকিল, হিসাব পরীক্ষক।

২। "গত ২১শে অগ্রহায়ণ সোমবার রাত্রিকালে লালগোলায় বীরে বীরে লড়াই হইয়া গিয়াছে। এক বীর—ভতুয়া-বাঙ্গালী, অন্য দেশীয় বিশাল বপু জনৈক ঘিউরোটী-খোর পালোয়ান। লালগোলার বিখ্যাত কুস্তীগীর শ্রীযুক্ত মাখনলাল রায় বাজীর টাকা দিয়াছিলেন পুরের সব-রেজিষ্ট্রার বাবু ও লালবাগের মুন্সেফ বাবু এই কুস্তিক্ষেত্রে ছিলেন। বাঙ্গালী বীরটী—বাঙ্গালীর সুপরিচিত ব্যায়ামবীর 'ম পশ্চিম দেশীয় পালোয়ানজীর নাম এখনও শুনা যায় নাই। ৫ মিনিট পরেই মহেন্দ্রনাথ দাসমজুমদার পশ্চিমদেশীয় পালোয়ানকে পরাস্ত করি এইবারে যখন কোন দেশোয়ালী ভাই, বাঙ্গালীকে ব্যঙ্গ করিয়া বলে

"ডাল বানাবে ভাত বানাবে পরবল কা তরকারী।
মছলী মার্ মার্ ভাত বানাবে অধম জাত বাঙ্গালী॥"

তখন কিন্তু তাহাদের পাল্টা জবাব দিবার সুযোগ আজ মহেন্দ্রনাথ আ দিয়া গেলেন।" ("জঙ্গীপুর সংবাদ" হইতে উদ্ধৃত)।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

...খণ্ড। { মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩২৭ সাল। } ১০,১১,১২ সংখ্যা

পল্লী-জননী।

(শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা)।

স্নিগ্ধ হাসিনী শান্তি দায়িনী পল্লীজননী জননী মোর,
দাও মা তোমার চরণের ধূলি প্রণমি আমি মা চরণে তোর।
দাও মা মুছায়ে নয়নের ধারা সন্তান আজি কাঁদিছে তোর,
শঙ্খনিনাদে মাভৈঃ রবে ঘুচাও মা দীনের দৈন্য ঘোর।

কোরাস্—

নাহিক ভয় গাহ রে জয় পেয়েছি যে মোরা অভয়া ক্রোড়,
শান্তি পূরিত দয়ার্দ্র বক্ষে লয়েছে তুলিয়া জননী মোর।

* * *

জননি! তোমার শ্যাম অঞ্চল স্বর্ণ শস্যে পূরিত কর,
বৃক্ষপূর্ণ স্নেহ-কণা মাখা অমৃত স্বাদু ফল বিতর।
বহিছে বক্ষে ওমা ধরিত্রি! নির্ম্মল বারি লাগিয়া মোর
সন্তান তৃষা মিটাইতে তবে কে বলে নাহিক শকতি তোর?

কোরাস্—

নাহিক ভয় গাহ রে জয় পেয়েছি যে মোরা অভয়া ক্রোড়
শান্তি পূরিত দয়ার্দ্র বক্ষে লয়েছে তুলিয়া জননী মোর।

* * * *

পুষ্পে ভূষিত তোমার তনু উষা-রঞ্জিত ললাট তোর,
কমল আভা দীপ্ত নয়নে মরি কি মহৎ গরিমা ঘোর।
রক্তজবা দিয়া সুবর্ণ কিরীট রঞ্জিছে প্রভাতে প্রকৃতি তোর
বিহগ-গীতি মুখর কুঞ্জে বন্দনা শুনি না হ'তে যে ভোর।

কোরাস্—
নাহিক ভয় গাহ রে জয় পেয়েছি যে মোরা অভয়া ক্রোড়
শান্তি পূরিত দয়ার্দ্র বক্ষে লয়েছে তুলিয়া জননী মোর।

* * * *

চাহি না মা আমি ধন-সম্পদ চাহি না মা আমি বিলাস সুখ,
পর্ণকুটীর প্রাসাদ আমার দুর্ব্বা শয্যা যে আমার সুখ।
ভক্তির শিখা জ্বলুক হৃদয়ে আশীষ কর গো জননী মোর,
ভব রোগ শোক যাক মা দূরে, দূরে চ'লে যাক্ আশঙ্কা ঘোর।

কোরাস্—
নাহিক ভয় গাহ রে জয় পেয়েছি মার অভয়া ক্রোড়,
শান্তি পূরিত দয়ার্দ্র বক্ষে লয়েছে তুলিয়া জননী মোর।

প্রাচীন কীর্ত্তি।

(শ্রীমতী সরলাবালা দেবী)।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

এই বংশীয় গজেন্দ্রনারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ ভৌমিক দুই ভ্রাতার অসা[illegible] ভুজবলে তখন তদঞ্চল কম্পিত হইত। এই সময় নীলকরগণের অত্যা[illegible] নিবারণ জন্য দেশীয় জমিদারগণ বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন। রাজপুরে [illegible]

[illegible]জিন' কুঠী ছিল। স্থানীয় জমিদার গজেন্দ্রনারায়ণ কুঠিয়ালদিগকে নিজ [illegible]কা হইতে উঠিয়া যাইতে আদেশ করায় উহারা সে আদেশ অগ্রাহ্য করে, [illegible]লে উভয়ের মধ্যে ভয়ানক দাঙ্গা হয়; দাঙ্গায় উভয় পক্ষের বহু লোক [illegible]হত হয়, অধিকন্তু ইংরাজদিগের ১৪। ১৫ জন স্ত্রীপুরুষ এবং বালকও হত [illegible]য়াছিল। জমিদারের বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্টের বাদীত্বে সঙ্গীন মোকদ্দমা উপস্থিত [illegible]য়। স্থানীয় অধিবাসিগণ নানা স্থানে নিরুদ্দেশ হইল, কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না তথাকার অধিপতিদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ৺বৃন্দাবনধামে জন্মের মত পরিবারে পলায়ন করেন এবং কনিষ্ঠ নিজ ভগিনীপতি পূর্ণিয়া জেলার তদানীন্তন কারাধ্যক্ষ ডাঙ্গাপাড়া নিবাসী কাশীনাথ চৌধুরীর নিকট আশ্রয় প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের পরিত্যক্ত অট্টালিকা ময় বৃহৎ বাড়ী এবং সম্পত্তি বেওয়ারিস ভাবে গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বে বিলি বন্দোবস্ত হইয়া যায়। বৃন্দাবনবাসী জ্যেষ্ঠের কোন সংবাদ কেহই জানে না। কিন্তু পূর্ণিয়াবাসী কনিষ্ঠের এক মাত্র পুত্র গোবিন্দনারায়ণ পিসা মহাশয়ের আশ্রয়ে প্রতিপালিত ও তাঁহারই যত্নে পারসী ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। পরে কাশীনাথ চৌধুরীর অভাব হইলে গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় অনুসারে গোবিন্দনারায়ণ তাঁহারই পদে নিযুক্ত হন।

গোবিন্দনারায়ণ নিরীহ ও ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। কয়েদিদিগের কষ্ট ও কঠোরতা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হয়। ইহার প্রতিকারের জন্য প্রভূত বিফল চেষ্টায় ব্যর্থ মনোরথ হইয়া তিনি কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন। তার পর কিয়দ্দিবস তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের মৌলবীর পদে কার্য্য করেন। শেষে নবাবের কুটুম্ব চাটমোহরের তদানীন্তন স্বনাম প্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী জমিদার আজিম চৌধুরীর যত্নে চাটমোহরের নিকটবর্ত্তী গুণাই-গাছা গ্রামে আনীত হইয়া তাঁহারই প্রদত্ত বিষয় বিত্তে তিনি প্রতিষ্ঠিত হন। পণ্ডিত কৃষ্ণনারায়ণ ইঁহারই সুযোগ্য সন্তান।

এখানে আর একজন কায়স্থ সাধকের বিবরণ লিখিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ইনি বৈষ্ণবচরণ নামে পরিচিত ছিলেন। চাটমোহরের অনতিদূরে সুজাপাড়া গ্রামে কায়স্থ কুলে বৈষ্ণবচরণ জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় যথা কথঞ্চিৎ বিদ্যাশিক্ষা হয়। যৌবনে

বৈষ্ণবচরণের বিষয় বিতৃষ্ণা ও সংসারে বৈরাগ্য জন্মে। তিনি প্রীতিভাজন আত্মীয় স্বজন ও পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন। শাস্ত্রোক্ত "সাধকগণের ন্যায় তিনি 'জড়োন্মত্ত পিশাচবৎ' ভাবে তাঁহার দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু আক্ষেপ ও আশ্চর্য্যের বিষয়, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁহার অপূর্ব্ব সাধনার বিষয় কেহ অবগত হন নাই। দেহত্যাগের পূর্ব্বে তিনি তাঁহার যে বিভূতি ২।১ স্থলে প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া প্রতীতি হইয়াছিল; কিন্তু পরম ক্ষোভের বিষয়, চাটমোহর এবং তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রাম সমূহের বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক থাকা সত্ত্বেও তাঁহার একখানি জীবনী সংগৃহীত হয় নাই বা স্মৃতিচিহ্ন রক্ষিত হয় নাই।

এই তো গেল প্রাচীন কায়স্থ সমাজের কথা ও প্রাচীন কীর্ত্তি। বর্ত্তমানে কায়স্থ সমাজের যে কি দুরবস্থা হইয়াছে, তাহা চিন্তাশীল ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। উশৃঙ্খলতায় সমাজ বিপথগামী হইয়া পড়িতেছে। স্ত্রী জাতির প্রতি সমাজের অবিচার কে না প্রত্যক্ষ করিতেছেন? অন্যান্য হিন্দু সমাজের ন্যায় বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজও দিন দিন স্ত্রীলোক ও বালিকার অভিসম্পাতে ধ্বংস হইতেছে। রাজ বিপ্লবের সহিত সমাজ ও ধর্ম্ম বিপ্লব স্বাভাবিক। মুসলমান রাজত্বকালে লালা কায়স্থ সমাজ শুধু মুসলমানদিগের আচার ব্যবহার অনুকরণ করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, মুসলমানগণের বেশ-ভূষাও গ্রহণ করিয়াছিলেন। লালা কায়স্থগণ জাতীয় ভাষা হিন্দি ভুলিয়া উর্দ্দু ভাষা ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে অস্মদ্দেশে জাতীয় বেশ ভূষা ত্যাগ করিয়া বিদেশীয় অনুকরণের ফলে প্রাচ্য রীতি-নীতি ভুলিয়া পাশ্চাত্য রীতি-নীতিকে শ্রেষ্ঠাসন দেওয়া হইয়াছে। আমার বিবেচনায়, যদি সর্ব্ব বিষয় পাশ্চাত্যকে সম্পূর্ণ অনুকরণ না করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংমিশ্রণে এক প্রকার নূতন শিক্ষা ও বেশভূষা সমাজে প্রচলন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আমাদের সমাজে বহু কল্যাণের আশা করা যাইতে পারে।

আশা করি প্রবন্ধ লেখিকার কোন ত্রুটী দৃষ্ট হইলে তাহা মার্জ্জনীয় হইবে।

বাঁচিবার পথ।*

(শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী)।

প্রণালী।

…লা।—স্বাস্থ্য, চরিত্র, অন্ন, বস্ত্র—ইহার সুব্যবস্থার জন্য, গ্রামে গ্রামে …বেতনে পাঠশালা স্থাপন করিয়া, ছোট বড় সকলের শিক্ষার ব্যবস্থা …ত হইবে।

…বারিষ্টারী, ওকালতী, ডাক্তারী, শিক্ষকতা, কেরাণীগিরি ইত্যাদি দ্বারা …পোষণের চেষ্টায় লোক আজকাল কতই ব্যস্ত। কিন্তু ইহাতে আবশ্যক …র্থ উপার্জ্জন অনেকেরই হইতেছে না। দিন দিন 'হা অন্ন, হা অন্ন' এ …কার বৃদ্ধিই পাইতেছে। সময় থাকিতে ইহার একটী প্রতিকারের …া করিতে হইবে। পাঠশালা হইতেই উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ …তে হইবে।

…র্ম্মী শিক্ষক।—মোটা ভাত কাপড়ে সন্তুষ্ট, নীরবে মহৎ কার্য্য সাধনে …ণ উদ্যোগিগণের পক্ষেই এই সরল পথ অবলম্বন করা সম্ভব এবং …ত।

…বাংলার—তথা ভারতের, গ্রামের সংখ্যা † হিসাব করিলে এবং সেই সঙ্গে …র লোক সংখ্যার দিকে তাকাইলে, এ পুণ্য ব্রতে ত্যাগী, সংযমী মহাপ্রাণ …র অভাব হইবে না। আজও এ দেশে, রোগী সেবার জন্য, কত শত …ক আনন্দে খাটিতেছেন। ঐরূপ ভাবের শত শত মহাপ্রাণ কর্ম্মবীর …নন্দে, গ্রামবাসীকে সুস্থ, সচ্চরিত্র, জ্ঞানবান এবং কৃষি শিল্পাদি দ্বারা …ণ পোষণে সক্ষম করিতে যে অগ্রসর হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

---

* ক্ষুদ্র পুস্তিকা; গ্রন্থকারের অনুমত্যনুসারে 'প্রতিভা'য় মুদ্রিত হইতেছে। …কাশক—এম, ধর, ৪৯। ২এ, কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট, কলিকাতা; মূল্য /১০।

† বাঙ্গলায় ১,১৯৭৩২ গ্রাম। ভারতে ৭,২০৩৪২ গ্রাম।

নীরবে নিজ নিজ হিত এবং জগতের কল্যাণ সাধনের এ একটী উত্তম উপায়।

কর্ম্মী—জীবিকা। এ প্রণালীতে অল্পে তুষ্ট কর্ম্মিগণই শিক্ষক হইবেন। প্রথম প্রথম সহৃদয় গ্রামবাসীর দেওয়া অন্ন-বস্ত্রে, ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কণায় তুষ্ট, উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বনশীল দর্শনকার এবং আচার্য্যের কুলে এরূপ বংশধর এখনও আছেন। সত্যের আহ্বানে, তাঁহারাই অগ্রসর হইবেন। ক্রমশঃ জমির ব্যবস্থা হইলে ২০০ হাত দীর্ঘ, ১০০ হাত প্রস্থ এক এক ভূমির নানা ফসলে, এক এক জন শিক্ষকের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা হইবে। শিক্ষক মহাশয়, গ্রামের এক কৃষককে সঙ্গী লইয়া, নিজেই চাষ আবাদ করিবেন। সঙ্গী কৃষককে ফসলের অংশ দিলেই হইবে। এই ভাবে সমাজে চাষ আবাদ প্রচলিত করিতে হইবে। নিজ নিজ গ্রামে এখন কেহ সহিত, লাঙ্গল লইয়া, মাঠে গিয়া, চাষ করিতে সঙ্কোচ বোধ হইতে পারে। সেই জন্য, শিক্ষকগণ নিজ নিজ গ্রাম ছাড়িয়া, দূর দূর গ্রামে শিক্ষকতা আরম্ভ করিবেন। যাঁহারা পারেন, নিজ নিজ গ্রামেই, কাজ আরম্ভ করিবেন। এই বাঁচিবার উপায় এই ভাবেই করিতে হইবে। পরিচিতের মধ্যে সঙ্কোচ হইবে বলিয়া, বসিয়া বসিয়া সময় নষ্ট করিতে হইবে না। উদ্যোগী কর্ম্মিগণ কাজের পথ খুঁজিয়া লইবেন। অভিজ্ঞ কৃষক ও শিল্পীর সঙ্গে সঙ্গে কাজ করিয়াই সব শিখিতে হইবে। উন্নত প্রণালীতে কৃষি শিল্পের ব্যবস্থার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবার আর সময় নাই।

শিক্ষক মহাশয়দিগকে, প্রথম প্রথম, অতিথি স্বরূপই থাকিতে হইবে পারে। এমন পুণ্য কার্য্যে ব্রতী, মহাপ্রাণ কর্ম্মীকে অতিথি স্বরূপ পাইয়া গ্রামবাসিগণ আনন্দিত হইবেন। এ আতিথ্য গ্রহণে, জগতের কল্যাণ কর্ম্মিগণেরও সম্পূর্ণ অধিকার আছে—গৃহিগণেরও ইহা এক কর্ত্তব্য। সুতরাং কর্ম্মীর পক্ষে সঙ্কোচ বোধ এবং গৃহীর পক্ষে ভারবোধ—এ দুইই নিষ্প্রয়োজন। সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য বোধে কার্য্যে অগ্রসর হইলেই বাঁচিবার উপায় হইবে।

পাঠশালা।—ছোট ছোট গ্রামে এক একটী এবং বড় বড় গ্রামে দুই বা তিনটী করিয়া পাঠশালা খোলা যায়। স্থান সংগ্রহ ও গৃহাদির ব্যবস্থা

পর্য্যন্ত, মস্‌জিদ্, জুম্মাঘর, বা হরিসভার ঘর মন্দিরাদির আশ্রয়ে কোন গৃহস্থের বাহির বাড়ীতে বা গোলাবাড়ীতে পাঠশালা আরম্ভ হইবে। ইহাতে এখন সময় নষ্ট হইবে না। এ মহা দুর্দ্দিনে সময় নষ্ট করাও কোন মতেই সঙ্গত নয়। পলে পলে লোক, রোগ, শোক অনাহারে মরিতেই চলিয়াছে। এ সময় কাজের পথ পাইলেই, উদ্যোগী কর্ম্মিগণ সে পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিবেন।

এই সব পাঠশালায় কোন টুল, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদির আবশ্যক হইবে এবং ছাত্রগণকে কোন পরীক্ষার জন্যও প্রস্তুত করিতে হইবে না। ছাত্রগণ খেলার ভাবে, আবশ্যক বিষয় সব শিক্ষা করিবেন এবং কৃষি শিল্পাদি হাতে কলমে অভ্যাস করিবেন। এইরূপ পাঠশালা খুলিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না; ছাত্রগণের পড়ার খরচ সামান্যই আবশ্যক হইবে। কিন্তু এই সব পাঠশালায় যে শিক্ষা পাইবেন, তাহাতে গ্রামবাসিগণ মানুষ হইবেন এবং তাঁহারা অনায়াসে অন্ন-বস্ত্রের যোগাড় করিতে পারিবেন।

শিক্ষা।—(i) বাঙ্গলা অক্ষর, বানান ইত্যাদি লিখিতে এবং উচ্চারণ করিতে শিখাইতে হইবে। ঐ সঙ্গে দেবনাগরী অক্ষর ও হিন্দি পড়া শিক্ষা দিতে হইবে। তাহা হইলে সমস্ত ভারতে এক সাধারণ ভাষা চলিবে এবং লোকের চাষ আবাদ, শিক্ষা বাণিজ্যাদি অবাধে চালাইবার সুবিধা হইবে। অক্ষর চিনিয়া, সহজ হিন্দি পুস্তক পড়িতে পড়িতে ক্রমশঃ হিন্দি ভাষায় জ্ঞান জন্মিবে। তার পর উত্তম উত্তম জীবন চরিত এবং কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য বিষয়ক সরল পুস্তক পড়াইতে হইবে। বৃথা গল্পের বই, ছবির বই পড়াইয়া সময় নষ্ট করিতে হইবে না। আবশ্যক বিষয়ের সরল পুস্তক হইতেই ছাত্রগণ পড়া শিখিতে আরম্ভ করিবে। এইরূপে প্রথম হইতেই তাহারা কাজের কথা শিখিবে।

(ii) অঙ্ক।—ছাত্রগণকে ১,২ লিখিতে এবং গণিতে শিখাইতে হইবে। ক্রমশঃ তাহারা কড়া, গণ্ডা, পয়সা ইত্যাদি লিখিতে শিখিবে। যোগ, বিয়োগাদি, শুভঙ্করী, জমির হিসাব এবং সাধারণ জমা খরচ শিখিবে।

(iii) ভূগোল।—ছাত্রগণ প্রথম নিজের গ্রামের ও তাহার নিকটবর্ত্তী নদী, রাস্তা, হাট, পথ এই সব শিখিবে। তার পর ক্রমশঃ বাঙ্গলা দেশ, ভারতবর্ষ এবং

পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের একটী মোটামুটী জ্ঞানলাভ করিবে। ম্যাপ দেখাইয়া গ্লোব ঘুরাইয়া, এ সব শিক্ষা দিতে হইবে।

(iv) ইতিহাস।—মুখে মুখে প্রথমে নিজ নিজ গ্রামের ইতিহাস শুনিবে। তার পর বাঙ্গলা, ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের সত্য বিবরণ মুখে শিখিবে। কিরূপে এক এক জাতির উন্নতি হইল এবং কি কি দোষে আবার সেই সবের পতন হইল; ঐ সব দেশের প্রাচীন এবং বর্ত্তমান সমাজ, ধর্ম্ম, কৃষি, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, চরিত্র, শিল্প, কলা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিয়া শিখিতে হইবে। ঐ সঙ্গে নিজেদের অতীত এবং বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় আলোচনা করিতে হইবে। বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক নিজেদের দোষ, অজ্ঞানতা দূর করিয়া উন্নত হইতে হইবে। মতলবে লিখিত, অসত্য বিবরণে পূর্ণ ইতিহাসাদি হইতে কোন বিষয় আলোচনা করিতে হইবে না। নিরপেক্ষ ভাবে ইতিহাস আলোচনা করিলেই, উপকার হইবে। ঐ সব বিষয়ে আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন এবং বর্ত্তমান সময়ের ম্যাপ, চিত্র, কৃষি, শিল্পাদি-জাত শস্য দ্রব্যাদি এবং ঐতিহাসিক স্থান সমূহ সুযোগ পাইলে দেখিতে হইবে। ইহাতে বেশ জ্ঞান জন্মে। এই ভাবে ইতিহাস আলোচনা করিলে, অতি অল্প সময়ে গ্রামবাসিগণ নানা আবশ্যক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া, উন্নতি করিতে পারিবেন।

(v) কৃষি, শিল্পাদি।—কৃষি বিষয়েও ঐ রূপ নিজ নিজ গ্রামের চাষ আবাদ এবং দ্রব্যাদি প্রস্তুত প্রণালী আলোচনা করিতে হইবে। ঐ সব বিষয়ে কি ভাবে উন্নতি করা যায় তাহাও শিখিতে হইবে। তার পর নানা দেশের কৃষি, শিল্পাদির আলোচনা করিয়া নিজ নিজ গ্রামে ঐ সব কি ভাবে চালান যায় তাহা ভাবিতে হইবে। নিজের গ্রামের দ্রব্যাদি এবং বাঙ্গলা ও ভারতবর্ষের দ্রব্যাদি কি ভাবে চালান দেওয়া যায় এবং আমদানি করা যায় তাহা শিখিতে হইবে; তার পর বিদেশের দ্রব্যাদি আমদানি এবং এ দেশের দ্রব্যাদি রপ্তানির বিষয় আলোচনা করিতে হইবে। কৃষি, বাণিজ্য, শিল্পাদি বিষয়ক ম্যাপ দেখাইয়া সব বুঝাইতে হইবে।

শিল্পাদি বিষয়ে যে গ্রামে যাহা আছে তাহাই প্রথম প্রথম শিক্ষা দেওয়া হইবে। সূতা কাটা, কাপড় বোনা, ধামা, কুলা, ঝুড়ি, মোড়া, টুল তৈয়ার

হইবে। ঘর ছাউনী দেওয়া, বেড়া বাঁধা, এ সবও শিখিতে হইবে। বিষয়ের উন্নতি করিতে হইবে।

ঐ বিষয়েও ঐ রূপ নিজ নিজ গ্রামের ফসল প্রথম জন্মাইতে শিখিতে প্রত্যেক গৃহস্থই বাড়ীতে ডাঁটা, মরিচ, লাউ, বেগুন, কুমড়া ইত্যাদি চাষ এই সবের আবাদ করিবেন। ক্রমশঃ চাষ আবাদের অধিক করিতে হইবে ("কৃষি-বিস্তার" দেখুন)।

পশু-পালন। এ বিষয়ে ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতে হইবে। গো-সেবা হইতে শিক্ষা হইবে। দুধ, ঘি ইত্যাদি দ্বারা দেহ পুষ্ট হইবে, গোবর দ্বারা উত্তম সার হইবে। এই সঙ্গে, গোচারণ মাঠে, ঘাস চাষের বিষয়ও শিখিতে হইবে। গরুর স্বাস্থ্যরক্ষা এবং ব্যারামের প্রতিকারের বিষয়ও কিছু শিক্ষা দিতে হইবে।

(vii) স্বাস্থ্য। খাদ্য, জল, বায়ু এ সব বিষয় মুখে মুখে শিখাইতে হইবে। দেহ গঠনের বিষয়, ছবি দেখাইয়া, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধরিয়া ধরিয়া বুঝাইতে হইবে। ঐ সবের ভিন্ন ভিন্ন কাজও বুঝাইয়া দিতে হইবে। ঐ সঙ্গে ব্যায়াম, সেবা লাগা ইত্যাদির বিষয় আলোচনা করিয়া ঐ সবের প্রতিকারের বিষয় শিখিতে হইবে। যন্ত্রাদি দ্বারা জল-বায়ুর দোষ, গুণ, শরীরের রক্ত চলাচল, হৃৎপিণ্ড এবং পাকস্থলী ও ফুস্‌ফুসের কাজ কিছু কিছু দেখাইতে হইবে। ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি ব্যারামের কারণ ও তাহার প্রতিকারের বিষয়ও বুঝাইতে হইবে। জঙ্গল পরিষ্কার, গৃহাদি নির্ম্মাণ, খানা, ডোবা ইত্যাদি ভরাট করার বিষয়ও শিখাইতে হইবে। ('গ্রামের উন্নতি' দেখুন)। এইরূপে গ্রামবাসিগণ শরীর সুস্থ রাখিতে শিখিলে গৃহ, গ্রাম স্বাস্থ্যকর করিতে পারিলে, কত কল্যাণ হইবে।

(viii) আচার ব্যবহার। স্বাস্থ্য, চরিত্র, সত্য, বিনয় এই সবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সদাচার শিক্ষা দিতে হইবে। কুৎসিত দেশাচার ত্যাগ করিতে শিখিতে হইবে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে, দেশভেদে কিছু পার্থক্য হইবে; কিন্তু সত্য, বিনয় সবই সব দেশেই সমান ভাবে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। তাহাতে গ্রামবাসিগণের সুখ, শান্তি বৃদ্ধি পাইবে ('ব্রহ্মচর্য্য' দেখুন)।

(ix) নীতি, ধর্ম। সমস্ত ধর্ম্মপ্রণালীর মুল নিয়ম—সত্য, অহিংসা, বিনয়। আর সব নিয়ম, দেশ, কাল, লোকের প্রকৃতি অনুসারে হইয়া থাকে। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা কমিতে আরম্ভ হইলেই, নানা কুসংস্কার এবং গোঁড়ামীতে ধর্মপ্রণা[illegible] নষ্ট হয়। ছাত্রগণকে ইহা বেশ করিয়া বুঝাইয়া, তাহাদিগকে সত্যপরা[illegible] করিতে হইবে। ছাত্রগণ অহিংসা ত্যাগ করিবে এবং বিনয়ী হইবে। [illegible] আশ্রয় পূর্ব্বক চলিলে, কুসংস্কার, গোঁড়ামী, দলাদলি দূর হইবে। গ্রাম কত[illegible] শান্তির স্থান হইবে ('সেবক কর্ত্তব্য' দেখুন)।

(x) আদর্শ গ্রাম। এই বিষয়ে ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতে হইবে। আদর্শ গ্রা[illegible] জল, বায়ু, গৃহাদির সুব্যবস্থা থাকিবে। উহাতে রাস্তা, পুষ্করিণী, কূপ, পাঠশা[illegible] লাইব্রেরী, ডাকঘর, যাদুঘর, কবিরাজী বা ইউনানী হাসপাতাল, হাট, বাজা[illegible] ইত্যাদির সুব্যবস্থা থাকিবে। দুই তিন গ্রাম লইয়া, খোলা মাঠে, এক এ[illegible] স্বাস্থ্য-নিবাস নির্ম্মাণ করিতে হইবে। পাঠশালা, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যনিবা[illegible] সর্ব্বত্রই কি ছাত্র, কি রোগী সকলকেই সাধ্যমত তরি-তরকারীর চাষ এবং [illegible] কাটা, কাপড় বোনা এই সব লাভ জনক শ্রম করিতে হইবে। গ্রামে [illegible] আদর্শ লাইব্রেরী থাকিবে। উহাতে নাটক, নভেল, কাব্য ইত্যাদি একেবা[illegible] থাকিবে না। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ক পুস্তক ও পত্রি[illegible] লাইব্রেরীতে থাকিবে। দুই তিনটী গ্রাম মিশিয়া এক একটী আদর্শ কৃষি[illegible] এবং ঔষধের গাছ গাছড়ার বাগান থাকিবে। কৃষক, জালজীবী, পণ্যজীবী [illegible] শিল্পিগণের মধ্যে হইতে বিশিষ্ট লোকদিগের এক কমিটি থাকিবে, অবশ্য ইংরা[illegible] বা বাংলা লিখা পড়া না জানিলেও, তাঁহাদের ঐ সব বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে[illegible] আদর্শ গ্রামে শিল্পশালা ও অতিথিশালা থাকিবে, স্বাস্থ্য পরিদর্শক এবং নৈ[illegible] শিক্ষক থাকিবেন। শিক্ষা-বিষয়ক কমিটি পাঠশালার শিক্ষাদি সম্বন্ধে সাহা[illegible] করিবেন। গ্রামে গ্রামে গোচারণ মাঠ থাকিবে। কয়েকটী আদর্শ গ্রাম মি[illegible] এক এক ডেয়ারী ফারম খুলিয়া, ঘি, মাখন, ঘোল, দধি ইত্যাদি তৈ[illegible] করিতে হইবে। ঐ সঙ্গে গো-পালন শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। কয়ে[illegible] গ্রাম একত্রিত হইয়া এক এক ছাপাখানা খুলিতে হইবে এবং দেশী ভা[illegible] এক এক সংবাদ পত্র খুলিতে হইবে। বোবা, কালা, অন্ধ, পঙ্গুদিগের শিক্ষা[illegible] লয় থাকিবে; এবং তাহাদের জীবিকা অর্জ্জন প্রণালী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে।

[illegible]কিৎসালয় থাকিবে। ঐ সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব বিষয়ের এক এক লাইব্রেরী [illegible]। কতকগুলি গ্রাম মিলিয়া এক এক ঋণদান সমিতি, ধর্ম্মগোলা, [illegible]য় দ্রব্য ভাণ্ডার খুলিতে হইবে। পাঠশালায় দৈব দুর্ঘটনায় সাহায্য [illegible]র প্রণালী শিক্ষা দিতে হইবে। গ্রামে মাদক দ্রব্যের দোকান থাকিবে [illegible]। আদর্শ গ্রামবাসিগণ, ফাঁকা স্থানে এক এক ধর্ম্মশালানির্ম্মাণ করিয়া, সত্যের [illegible] করিবেন (বিস্তৃত বিবরণ 'গ্রামের উন্নতি'তে দ্রষ্টব্য)। এই সব বিষয় [illegible]লোচনা দ্বারা শিক্ষা পাইলেই ছাত্রগণের বড় হইয়া, গ্রামের উন্নতির জন্য [illegible] করিতে সুবিধা হইবে।

[illegible] উপদেষ্টা মণ্ডলী। গ্রামের কৃষক ও শিল্পী ইত্যাদির মধ্য হইতে, দক্ষ [illegible]দিগকে লইয়া এবং সদাচার পরায়ণ সত্য নিষ্ঠ ব্যক্তিগণের মধ্য [illegible]তে প্রবীন ব্যক্তিদিগকে লইয়া এই মণ্ডলী গঠিত করিতে হইবে। এই [illegible]চনে, জাতিধর্ম্ম, বা লিখা পড়া জানা বা না জানা ইহার বিচার করিতে [illegible] না। দক্ষ এবং সৎলোকই পূজনীয়। শিক্ষক মহাশয়গণ, এই মণ্ডলীর [illegible]ত পরামর্শ পূর্ব্বক, সব বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।

[illegible] নৈশ বিদ্যালয়। দিবাভাগে গৃহস্থগণ নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত থাকিবেন। [illegible]তাহাদের জন্য রাত্রিতে পড়িবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। চাষ এবং শিল্পের [illegible], তাঁহাদের নিজ নিজ কাজ হইতেই দিবাভাগে শিক্ষা দিতে হইবে। [illegible]রাত্রিতে ঐ সব বিষয়ে তাঁহারা বিস্তৃত শিক্ষালাভ করিবেন।

[illegible] বালিকাবিদ্যালয়। বালিকাদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নচেৎ [illegible]এই সব শিক্ষা পাইয়া বালকগণ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের সময়, গৃহিণিগণ [illegible]অশিক্ষিতা রহিয়া গেলে, শিক্ষানুযায়ী আদর্শ-জীবন যাপনে তাঁহাদিগের কত [illegible]বেগ পাইতে হইবে। মাতৃজাতি অশিক্ষিতা থাকিলে, গৃহস্থালীর ও জগতের [illegible] কল্যাণ হইবে না। বালকদিগের ন্যায়, বালিকাদিগকেও উন্নত ভাব এবং নানা [illegible]বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে। সূতা কাটা, কাপড় বোনা, কাঁথা সেলাই, শিশু [illegible]পালন ও চিকিৎসা, এই সব বিষয় লিখা, পড়ার সঙ্গে তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে।

উপসংহার।

নীরব কর্ম্মিদিগের জন্যই এই প্রণালী। ইহার দ্বারা অতি সহজে, অল্প ব্যয়ে লোকের শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে এবং গ্রামবাসিগণ নিজেদের চেষ্টায়ই চাকুরী না করিয়া, অন্ন-বস্ত্রাদির যোগাড় করিতে পারিবেন। এ প্রণালী অনুযায়ী কাজ করিতে, শিক্ষক মহাশয়কে ধৈর্য্যশীল হইতে হইবে, উদ্যমশীলতার সহিত, বিবেচনা পূর্ব্বক তাঁহাকে এই কাজে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। হুজুগপ্রিয় লোকগণ, এই প্রণালী হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা পাইবেন এবং কর্ম্মীকে হুজুগপূর্ণ কাজের অনুষ্ঠানে উৎসাহিত করিবেন। কিন্তু, জগতের বর্ত্তমান দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিলে এবং বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর অসারতার বিষয় বুঝিতে পারিলে, এই সহজ সাধ্য প্রণালী অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া বোধ হইবে। বহু অর্থব্যয়ে ছাত্রাবাস মন্দির প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক শিল্প, কলাভবনাদি নির্ম্মাণ করিয়া, সহস্র সহস্র ছাত্রকে এক যোগে নানা বিষয়ে জ্ঞানবান এবং কর্ম্মক্ষম করিবার প্রয়াস বহু অর্থ সাধ্য। ঐ রূপ বিরাট আয়োজনে সক্ষম, কর্ম্মবীরগণ, তাঁহাদের সঙ্কল্প অনুযায়ী কাজ করুন। সহস্র সহস্র নীরব কর্ম্মীর কর্ম্মবাসনা পূরণের জন্য এবং বর্ত্তমান হাহাকার নিবারণের জন্য, গ্রামবাসীকে আত্মরক্ষায় এবং অন্ন-বস্ত্রের সংস্থানে সমর্থ করার জন্য, এই প্রণালী লিখিত হইল। এই প্রণালী অল্প ব্যয়সাধ্য বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে ইহার উপকারিতা যৎসামান্য। গ্রামে গ্রামে এইরূপ পাঠশালা স্থাপিত হইয়া নীরবে, কৃষি, শিল্পাদি শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে থাকিলে, মানবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মুখে মুখে শিক্ষা পাইয়া, চরিত্র গঠিত হইতে থাকিলে, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা দেহ রক্ষিত হইলে জগতের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা কৃষি শিল্পদ্বারাই হইবে,ইহা বুঝিয়া গ্রামবাসিগণ কাজ করিতে থাকিলে, গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে মুখে মুখে শিখিয়া,.জঙ্গলাদি পরিষ্কার, স্নান ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিলে দেখা যাইবে, গ্রামগুলি অতি অল্পকাল মধ্যেই ধনধান্যপূর্ণ এবং স্বাস্থ্যকর হইয়াছে; গ্রামবাসিগণ সবল, সুস্থ, জ্ঞানবান্ এবং সচ্চরিত্র হইয়া, নানা সৎকার্য্যে উদ্যোগী হইতেছেন। তখন কথায় কথায় আর ঝগড়া, দলাদলি হইতেছে না, ভাই ভাই আর সামান্য সামান্য কারণে, বিচারালয়ে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন না

ভাবে সকলেই নীরবে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন পূর্ব্বক আনন্দে দিন কাটাইতেছেন। নানা অভাব ঘুচিয়া, বৃথা বিলাস, আমোদ দূর হইয়া, সকলে সুখ শান্তি পূর্ণ হইয়াছে, অভাবেই লোকের স্বভাব নষ্ট হইয়াছে, অনটনেই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে।

এই প্রণালীতে কাজ করিলে, লোকের অন্ন-বস্ত্রের অভাব দূর হইবে, সকলে জ্ঞানবান সুস্থ ও সবল দেহ হইবেন। তাঁহারা হিংসা ভুলিয়া হৃদয়বান হইবেন। নিজ নিজ হিত সাধন এবং সমাজের কল্যাণ কাজেই তখন তাঁহাদের মন স্বভাবতঃ ধাবিত হইবে। এই শিক্ষা প্রণালীর এইটীই লক্ষ্য। এই লক্ষ্য ধরিয়া, কাজ করিলেই কর্ম্মীর শ্রম সফল হইবে এবং শত শত উদ্যমশীল, মহাপ্রাণ কর্ম্মীতে গ্রাম পরিপূর্ণ হইবে। গ্রামে বাস করিয়া, তখন সহজে জীবন যাপন পূর্ব্বক, উন্নত বিষয় চিন্তা করিবার (Plain living and high thinking) অবসর লোকে পাইবে।

অসার অনুকরণের আকাঙ্ক্ষা দূর হইবে। দেশ, কাল বিচার পূর্ব্বক, লোকে বসন, আহারে, পরিচ্ছদে, আচারে, ব্যবহারে, নিজ নিজ হিতজনক পথ অনুসরণ করিবেন। গ্রামবাসিগণ এইরূপে সরল, স্বাভাবিক অবস্থা পাইবেন।

এই কল্যাণ ব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক, নীরব কর্ম্মিগণ, নিজ নিজ জীবন সফল করুন, জগতেরও মঙ্গল হউক।

পরিশিষ্ট।

লাইব্রেরী।

সূচনা। ক্ষুধা হইলেই খাদ্যের প্রয়োজন। কিন্তু ঐ খাদ্য এবং উহার গুণাগুণাদি বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা আবশ্যক। প্রথম দেখিতে হইবে যে ঐ খাদ্য দ্রব্য গুলি খাঁটী অর্থাৎ ভেজাল দোষ শূন্য এবং স্বাস্থ্যকর ও শরীরের ক্ষয় নিবারণ ও পোষণের উপযোগী কি না? তার পর দেখিতে হইবে যে বয়োভেদে, কোন্ কোন্ সময়, কি কি পরিমাণে এবং কি কি ভাবে ঐ খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে। এই সব বিষয় বিবেচনা করিয়া খাদ্য গ্রহণ করিলেই শরীর সুস্থ ও বলবান হয়। সেইরূপ জ্ঞানের পিপাসা হইলেই

জ্ঞানোপার্জ্জনের ব্যবস্থার প্রয়োজন। অন্যান্য উপায়ের মধ্যে পুস্তক, খবরের কাগজ ইত্যাদি পড়াও জ্ঞানোপার্জ্জনের এক প্রধান উপায়। এই বিষয়ে প্রথমে দেখিতে হইবে, পুস্তকাদিতে ভাল ভাল বিষয় থাকা চাই অর্থাৎ—চিত্তচাঞ্চল্য না জন্মাইয়া, মনকে কলুষিত না করিয়া, চরিত্র গঠন, শরীর রক্ষা, জীবিকার্জ্জনের উপায় যাহাতে লিখিত আছে, লাইব্রেরীতে ঐরূপ পুস্তক সকল সংগৃহীত হয়। তার পর দেখিতে হইবে যে বয়স, বুদ্ধি ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া পুস্তকাদি বাছিয়া বাছিয়া ভিন্ন ভিন্ন লোককে দেওয়া হয়; এবং পুস্তকাদি পড়ার সময় এবং পরিমাণ ঠিক করিয়া দেওয়া হয়। নচেৎ যখন তখন, যাহাকে তাহাকে, যেমন তেমন পুস্তকাদি অবিচারে যথেচ্ছাচারে পড়িতে দিলে, জ্ঞানলাভ ত হইবেই না, পরন্তু ঐ সব বিষয় সম্যক্ রূপে বুঝিতে না পারায়, শক্তির অতিরিক্ত বিষয় অধ্যয়ন করায়, খাদ্য অজীর্ণ হইয়া শরীর খারাপ হওয়ার ন্যায়, মনও স্তব্ধ হইয়া জ্ঞান বিকাশের মহা অন্তরায় উপস্থিত হইবে। উল্লিখিত বিষয় গুলি বিবেচনা না করিয়া, যে সে বই এবং খবরের কাগজ পড়িলে, মানব সমাজের বিশেষ অনিষ্ট হয়। এই জন্য লাইব্রেরী খুলিবার সময় নিম্নলিখিত বিষয় গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া লাইব্রেরীর কাজ চালাইলে উহা দ্বারা জগতের কল্যাণ হয়। বর্ত্তমান লাইব্রেরী গুলিতে ঐ সব বিষয়ে লক্ষ্য না থাকা বশতঃ লোকের, সমাজের, বিশেষতঃ ছাত্র ও ছাত্রিগণের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। নাটক, নভেলাদি অধ্যয়নে, ভবিষ্যৎ বংশধরগণ অন্তঃসারশূন্য হইতে বসিয়াছেন। এখনই সাবধান হওয়া আবশ্যক।

২। নাম।—সহর বা গ্রামের নামের সহিত "আদর্শ লাইব্রেরী" যোগ করিয়া দিলেই হইবে। যথা।—ঢাকা আদর্শ লাইব্রেরী, স্বর্ণগ্রাম আদর্শ লাইব্রেরী, পাটুয়াটুলী আদর্শ লাইব্রেরী, হুগলী আদর্শ লাইব্রেরী ইত্যাদি।

৩। উদ্দেশ্য।—সাহিত্য সেবা ও আলোচনা, শরীর রক্ষা, চরিত্র গঠন, সত্যাচরণ ও নিজ ক্ষমতায় জীবিকা-উপার্জ্জন প্রণালী শিক্ষা।

৪। কি কি বিষয়ক পুস্তকাদি আবশ্যক।

(i) কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য বিষয়ক।

(ii) উৎকৃষ্ট চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক গ্রন্থাদি। উক্ত পুস্তক পড়িতে আমাদের এই গরম দেশের অনুকূল ব্যবস্থাদি থাকা চাই।

(iii) বিভিন্ন জাতির সত্যাশ্রয়ী কর্ম্মবীর প্রভৃতির জীবনী।

(iv) বিভিন্ন দেশের যথাসম্ভব প্রাচীন এবং বর্ত্তমান সত্য ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণ বৃত্তান্ত ইত্যাদি।

(v) বিভিন্ন দেশের ভৌগলিক এবং উৎপন্ন দ্রব্যের স্থান নির্দ্দেশক মানচিত্রাদি।

(vi) বিভিন্ন ভাষার সরল, উৎকৃষ্ট অভিধান ও বিশ্বকোষাদি।

(vii) উল্লিখিত বিষয় গুলি সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট খবরের কাগজাদি।

(viii) বিভিন্ন দেশের মহাত্মাগণের জীবনী।

৫। কি কি পুস্তক অনাবশ্যক।—

(i) নাটক, নভেল, উপন্যাস, প্রহসন, রাজনীতি বিষয়ক পুস্তকাদি।

(ii) এক দেশদর্শী ইতিহাস, জীবনী ইত্যাদি।

(iii) সাম্প্রদায়িক গ্রন্থাদি।

(iv) অতি রঞ্জন দুষ্ট, অসত্য, দুষ্ট এবং বিরুদ্ধ ভাব দুষ্ট গ্রন্থাদি।

(v) শিশুদিগের রং তামাসা বিষয়ক ছোট বড় পুস্তক এবং ভূতের গল্পের বই।

(vi) ভাবোচ্ছ্বাসময় গদ্য ও পদ্য গ্রন্থাদি।

৬। উপসংহার।—আদর্শ লাইব্রেরী খুলিবার সময় প্রথমেই অধিক পুস্তক সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না। আবশ্যক গ্রন্থাদির মধ্য হইতে যথাসাধ্য পুস্তক সংগ্রহ করিয়া সহর বা গ্রামবাসিগণকে ঐ পুস্তকগুলি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়া, আবশ্যক বিষয় গুলি নিজ নিজ জীবনে অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। ক্রমশঃ বিবিধ বিষয়ের গ্রন্থাদি সংগৃহিত হইলে নিজ নিজ সহর বা গ্রামের আবশ্যক বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা,

নিজেদের উপযোগী করিয়া প্রবন্ধাদি রচনা ও নিজ নিজ জীবনে ঐ সব, কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে।

খোলা লাইব্রেরীর অবাধ আচরণের বিষময় পরিণাম উপলব্ধি করিয়া, লাইব্রেরী বিষয়ে উল্লিখিত নিয়মাবলী প্রকাশিত করা হইল। এ বিষয়ে জন সাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়া স্থায়ী লাইব্রেরী গুলির সংস্কার সাধন ও আদর্শ লাইব্রেরীর সংস্থাপন হইলেই শ্রম সফল বোধ করিব।

যুগাবতার।*

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন)।

'ধর্ম্ম' শব্দের শব্দগত অর্থ হইতে বুঝিতে পারা যায়—যাহাকে ধরিয়া থাকা যায় অথবা যাহা দ্বারা ধৃত হইয়া থাকা যায়—তাহার নাম 'ধর্ম্ম'। কে

* বিগত ২৯শে ফাল্গুন, রবিবার, ফরিদপুরে মহা সমারোহে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ৮৬তি জন্মোৎসব এই বৎসর হইতে অনুষ্ঠিত হইল। অসংখ্য ভক্ত ও সেবক উৎসবে-যোগদান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন ও প্রায় ১২০০ দরিদ্র-নারায়ণ পরিতোষ রূপে ভোজন করিয়াছিল। উৎসব প্রাঙ্গনে ভক্তির মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। মা অন্নপূর্ণা উৎসবক্ষেত্রে আবির্ভূতা হইয়া রামকৃষ্ণ ভক্তগণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।— যিনি স্বয়ং পূর্ণ, তাঁহার কৃপায় কিছুই অপূর্ণ থাকিতে পারে না; তাই উৎসবে কিছুই অপূর্ণ ছিল না,—যিনি যেরূপ কামনা লইয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহার কামনা সেইরূপ ভাবেই পূর্ণ হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে দুইটী প্রবন্ধ পঠিত হয়, তন্মধ্যে এই সংখ্যায় একটী সন্নিবিষ্ট হইল, অপরটী আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

সম্পাদক।

...হাকে ধরিয়া থাকে, অথবা কে কাহার দ্বারা ধৃত হইয়া থাকে, ...া পর্য্যালোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি, প্রত্যেক বস্তুরই ...টী নিজের ভাব আছে, উহারই নাম স্বভাব; প্রতি বস্তু, প্রতি জীব ...স্বভাবটিকে অবলম্বন করিয়াই আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে; ...রাং এই স্বভাবই প্রকৃত ধর্ম্ম। এই স্বভাবকে বাদ দিয়া কেহই ...পনাকে রক্ষা করিতে পারে না। বাতাসের স্বভাব স্পর্শ,—এই স্পর্শ ...াব বাদ দিলে বাতাসের অস্তিত্ব ধ্বংস হইয়া যায়। আমরা ...নব, বিধাতার সৃষ্টির পরমোৎকর্ষ আমাদের মধ্যেই বিদ্যমান, আমাদেরও ...ব স্বভাব আছে, আমরাও আমাদের স্বভাবটীকে ধরিয়াই রহিয়াছি ...তরাং ঐ স্বভাবই আমাদের প্রকৃত ধর্ম্মের স্বরূপ। গীতায় উক্ত হইয়াছে—

"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এবচ
নিত্য সর্ব্বগত স্থানুরচলোঽয়াং সনাতনঃ।"

...ত্মা অচ্ছেদ্য অদাহ্য অক্লেদ্য অশোষ্য নিত্য, সর্ব্ব ব্যাপী, স্থির স্বভাব অচল, ...ং সনাতন।

"নমেদ্বেষো রাগঃ নমেলোভ মোহঃ।
শ্চিদানন্দ রূপো শিবোঽহং শিবোঽহং॥"

আমার মনে হয় এই স্বভাব লাভ করাই প্রকৃত ধর্ম্ম লাভ। ইহার উদ্দে...াই সাধনা, ইহারই উদ্দেশ্যে হৃতবল আমি, আমার শ্রীভগবানের চরণপ্রান্তে ...তরে করুণা প্রার্থনা করা। এই স্বভাব লাভই সাধনার লক্ষ্য,—ঈশ্বরের কৃপা ...পথ প্রদর্শক মাত্র।

যতদিন আমরা স্বভাবস্থ থাকি ততদিন এই স্বভাব রূপ মহাধর্ম্মের প্রবল ...াবে দুঃখ দৈন্য প্রভৃতির অতীত হইয়া স্বরূপে অবস্থান করি, ...ত যখন প্রবল ইন্দ্রিয় ধর্ম্ম দ্বারা আমরা আক্রান্ত হইয়া পড়ি তখন ...আমাদের স্বভাব আবরিত হইয়া যায়; তজ্জন্যই তখন শোক, দুঃখ, লোভ, ...মোহ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক গুণ বিকার আমাদিগের উপর প্রবল ...আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হয়—এই ইন্দ্রিয় ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া গীতায় ...ভগবান বলিয়াছেন—

"শ্রেয়ান স্বধর্ম্মবিগুণঃ পরধর্ম্ম স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহঃ॥"

এই ইন্দ্রিয় ধর্ম্ম রূপ পরধর্ম্মে সমস্ত জগৎ যখন বিধ্বস্ত হইবার উপক্রম হয়,—যখন মানবগণ ইন্দ্রিয় ধর্ম্মকেই আপন ধর্ম্ম বলিয়া সাদরে আলিঙ্গন করিয়া পতঙ্গের মত জ্বলন্ত অগ্নি মধ্যে সবেগে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে; তখন জগৎ পিতা জগদীশ্বর স্বভাব-ভ্রষ্ট মানবগণকে স্বভাবস্থ করিয়া ধর্ম্মের গ্লানি বিদূরিভূত করিতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাই গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"যদাযদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারতঃ।—"

ইত্যাদি

"নৃনাং নিঃ শ্রেয় সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ
অব্যয়স্যা প্রমেয়স্য নির্গুনস্য গুণাত্মনঃ।"

মনুষ্যাদিগের পরম মঙ্গলের নিমিত্ত অব্যয়, অপ্রমেয়, নির্গুণ গুণাত্মা ভগবান মানব মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা নিতান্ত জ্ঞানহীন তাই তাঁহাকে বুঝিতে পারি না, অধিকন্তু অবজ্ঞা, অবিশ্বাস ও নিতান্ত অমূলক পাণ্ডিত্যাভিমানে তাঁহাকে অবজ্ঞা চক্ষেও দেখিয়া থাকি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষী তনুমাশ্রিতা"

মূঢ়গণ অজ্ঞানতা বশতঃ মনুষ্য তনুধারী আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। যে বিজ্ঞান ধ্রুব সত্য আবিষ্করণে সমর্থ—উহাই প্রকৃত বিজ্ঞান, যে বিশ্ববাসীর হৃদয়ে ঐ ধ্রুব সত্যের উপলব্ধি হইয়াছে সেই হৃদয়ই পরম দেবতার নিত্য লীলাভূমি।

যে বিজ্ঞান ধ্রুব সত্য আবিষ্করণে অসমর্থ উহা মলভূমি তুল্য, অস্পৃশ্য; যে অবিশ্বাসীর হৃদয় ঐ অসত্য মন্ত্রে দীক্ষিত তথায় দেবতা বিরোধী দানবগণের নিন্দিত বিলাস ভবন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

"এই সকল নররূপ ধারী ঈশ্বর ব্যতীত ভগবানকে দেখিবার আমাদের আর অন্য কোন উপায় নাই। যদি আমরা আর কোন রূপে তাঁহাকে

দেখিতে ইচ্ছা করি, তবে আমরা একটা কিম্ভূত কিমাকার জীব গঠন করিয়া ফেলি ও উহাকেই প্রকৃত ঈশ্বর বলিয়া মনে করি। গল্প আছে—এক আনাড়ি শিব গড়িতে অনেক দিন চেষ্টা করিয়া এক বানর গড়িয়াছিল। সেইরূপ ভগবানকে নির্গুণ পূর্ণ স্বরূপে যখনই আমরা ভাবিতে যাই, তখনই অকৃত কার্য্য হইয়া থাকি। কারণ যতদিন আমরা মানুষ, ততদিন তাঁহাকে মনুষ্য প্রকৃতি হইতে উচ্চতর কখনই ভাবিতে পারিব না। অবশ্য এমন সময় আসিবে যখন আমরা মানুষ প্রকৃতি অতিক্রম করিয়া তাঁহার স্বরূপ বোধে সমর্থ হইব কিন্তু যত দিন মানুষ থাকিব, তত দিন মানুষ রূপেই তাঁহাকে উপাসনা করিতে হইবে। যখন ব্রাহ্ম, খৃষ্টীয়ান এবং হিন্দুধর্ম্মের পরস্পর বিদ্বেষমূলক প্রবল আঘাতে ধর্ম্মের প্রকৃত আসন দোদুল্যমান হইয়া উঠিয়াছিল, প্রাচ্য প্রতীচ্য যখন স্বভাব রূপ মহাধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়া বিপুল আয়োজনে ইন্দ্রিয় উপাসনায় অগ্রসর হইতেছিল চারিদিকে যখন ধর্ম্মের, বিপ্লব-বহ্নি প্রোজ্জ্বলিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, যখন সাম্প্রদায়িক প্রবল মতভেদ নিনাদে বসুধা কণ্ঠ বধির প্রায় হইয়াছিল—তখন বিপন্নের সহায়, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। একথা আমরা স্বামী বিবেকানন্দের বীরবাণী হইতে বুঝিতে পারি। তিনি বলিয়াছেন—

"স্তব্ধীকৃত্য প্রলয় কলিতম্বাহবোত্থং মহান্তং
হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতি সহজামন্ধ তামিস্র নিশ্রাম্।
গীতং শাস্তং মধুরপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ
সোহয়ং জাতঃ প্রথিতঃ পুরুষ রামকৃষ্ণস্বিদানীং॥"

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় যে ভয়ানক প্রলয় ধ্বনি উঠিয়াছিল, তাহা স্তব্ধ করিয়া যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের অন্ধতামিস্র রূপ অজ্ঞান রজনী দূর করিয়া দিয়া শান্ত ও মধুর গীতাশাস্ত্র সিংহনাদ রূপে গর্জ্জন করিয়াছিলেন, তিনিই ইদানীং রামকৃষ্ণ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

যুগাবতার অবতীর্ণ হইলেন, জগতের অন্ধ তমসা সহসা বিদূরিত হইল, মোহমুগ্ধ মানব হৃদয় সে পুণ্য স্পর্শে স্পন্দিত হইয়া উঠিল, তাহারা

সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, বিশ্বদেবতা পরম নিঃশ্রেয়স ধন হাতে লইয়া তাহাদের দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন। ধীরে সে দেব হৃদয়ের অনন্ত প্রেমসিন্ধু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, ধীরে তাহার বদন হইতে করুণার ধ্বনি উত্থিত হইল—

"মাভৈষ্ট বিদ্বন্ তব নাস্তা পায়ঃ।
সংসারো সিন্ধোস্তরনেঽস্ত্যপায়ঃ।
যেনৈব যান্তা যতোঽস্য পারং।
তমেব মার্গং তব নির্দ্দিশামি॥"

হে বিদ্বন্!

ভয় করিও না, তোমার বিনাশ নাই, সংসার সাগর পারের উপায় আছে যাহা অবলম্বন করিয়া শুদ্ধ সত্ত্ব যোগিগণ এই সংসার সাগর পার হইয়াছেন সেই উৎকৃষ্ট পথ আমি তোমাকে নির্দ্দেশ করিয়া দিব।

"সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবিনৃনাং বৈরাগ্য মেবাভয়ং।"

সকল বস্তুই মনুষ্যের ভীতিজনক, বৈরাগ্যই একমাত্র অভয়।

"ন ধনেন ন চেজ্যয়া ত্যাগে নৈ-কেন অমৃতত্ব মানশুঃ।"

ত্যাগের দ্বারাই একমাত্র অমৃত বস্তুকে লাভ করা যায়।

"কালে নাত্মনি বিন্দতি।"

কালে অমৃত স্বরূপ আত্ম দর্শন হইবে।

পরমহংসদেবের শিক্ষার প্রধান মন্ত্র কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ। কারণ এই মদিরা পান করিয়াই আমরা জন্ম জন্ম আত্ম বিস্মৃত ও ইন্দ্রিয়ের দাসানুদাস হইয়া রহিয়াছি।

আমার মনে হয় কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ অর্থ কামিনী-কাঞ্চন সংস্পর্শ পরিত্যাগ, অথবা উহাকে ঘৃণা করা নহে। কামিনী-কাঞ্চন আসক্তি পরিত্যাগই উহার প্রকৃত অর্থ, কারণ পরমহংসদেব জগতের প্রত্যেক স্ত্রী-মূর্ত্তিকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করিতেন।

তিনি তাঁহার স্বীয় পত্নী শ্রীশ্রীমাকে জগন্মাতা মহামায়া বলিয়া পূজা করিয়াছিলেন। চণ্ডীতেও উক্ত আছে—

"স্ত্রীষু সকলা জগৎসু।"

জগতের সকল স্ত্রীমূর্ত্তিই বিশ্বময়ী মহাশক্তির প্রতিমূর্ত্তি।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্থূল লোক-লোচনের সম্মুখ হইতে তিরোহিত হইয়াছেন তাহার প্রচারিত যুগ ধর্ম্ম—প্রাচ্যে প্রতীচ্যে আজও সহস্র সহস্র হৃদয়ে নব কর্ম্ম-যজ্ঞের উদ্বোধন করিতেছে, আজও হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁহার পূজার বেদী প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আজও বিশ্ব মানব সমস্বরে গাহিতেছে—

"অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥"

রামপাল।

(শ্রীকেদারনাথ ঘোষবর্ম্মা)।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

যাহা হউক শ্রীমদ্বিক্রমপুরেই বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কুলীনগণের বীজ পুরুষেরা আগমন করিয়াছিলেন এবং বল্লালী কৌলীন্যের বীজভূমি এই বিক্রমপুরেই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কুলীনগণের কুল মর্য্যাদার প্রথম হইতে একাদশ সমীকরণ পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইয়াছিল। মহাত্মা মিশ্র ধ্রুবানন্দ অতি প্রাচীন কারিকাগুলি হইতে সংগ্রহ করিয়া এই সমীকরণগুলি একে একে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মহারাজ বল্লালসেন, মহারাজ লক্ষ্মণসেন, মহারাজ কেশবসেন, মহারাজ বিশ্বরূপ সেন ও মহারাজ মাধব সেন বা রাজা দনৌজা মাধব প্রভৃতি রাজগণ কুলীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কুলীনগণের সমীকরণ করিয়াছিলেন। রাজা দনৌজা মাধবের তিরোধানের সহিত কায়স্থ বা ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় সেন রাজগণের অতুল প্রতাপ খর্ব্ব হইল। রাঢ় ও বারেন্দ্র ইতিপূর্ব্বেই মুসলমান শাসনাধীন হইয়াছিল। পরন্তু এই সময়ে বঙ্গেও মুসলমানেরা আধিপত্য বিস্তার করিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের অপ্রকাশিত পুঁথি হইতে জানা যায় যে সেই মুসলমান বিপ্লবের সময়ে উধো মুখোর পৌত্র ও শিয়ো মুখোর

পুত্র নৃসিংহ (১৬) বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া রাঢ়ের ফুলিয়া গ্রামে আসি[illegible] বাস করেন। কৃত্তিবাস বলিতেছেন—

"পূর্ব্বেতে আছিল শ্রীদনুজ মহারাজা।
তার পাত্র আছিল নরসিংহ ওঝা॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর॥
ফুলিয়া·চাপিয়া হৈল তাঁহার বসতি।"

ইত্যাদি।

এই সময়েই মহাদেব বন্দ্যোর পৌত্র ও তিকো বন্দ্যোর পুত্র লেঙ্গুড়ী [illegible] ভেঙ্গুড়ী রাঢ়ে বাবলা গ্রামে এবং মকরন্দ বন্দ্যোর পুত্র দাশো বন্দ্যো কাঁটাদ[illegible] ও বিনায়ক বন্দ্যো নপাড়ায় আসিয়া বাস করিয়া রাঢ়ী হইয়াছিলেন। আমো[illegible] ঘোষজ গদাধর রাঢ়ে এবং পশো, মার্কণ্ডেয় ও সেথো বন্দ্যে, ষষ্ঠিবর কুন্দজ গোবি[illegible] ডোথল পুতিতুণ্ড, সর্ব্বেশ্বর চট্টো, আয়ু গাঙ্গো, শ্রীকর চট্টোজ উষাপতি, নিশাপ[illegible] ও সুদর্শন (বোধ হয় শ্রীকর স্বয়ং) ক্রমে ইহারাও রাঢ়বাসী হইয়াছিলেন। কুলশাস্ত্রে আছে—চাকু চট্টোর পুত্র শ্রীকর স্বয়ং রাঢ়ে গিয়া থনিয়া গ্রামে, শ্রীধ[illegible] বন্দ্যোর পুত্র আভো উন্দুরা গ্রামে, দুর্ব্বলি বন্দ্যোর পুত্র অনন্ত গয়ঘর গ্রামে, বিকর্ত্তন মুখোর পুত্র নারায়ণ ও জনার্দ্দন আড়িয়াদহে। শিয়ো মুখের প্রপৌ[illegible] পুত্র নৃসিংহ বা নরসিংহ ফুলিয়ায় বসতি করায় তদীয় কনিষ্ঠ রায়ও তথায় যাইয়া বসতি স্থাপন করেন। সর্ব্ব কনিষ্ঠ দ্যাকরও পরে রাঢ়ে গিয়া কাচনায় বাস করিয়াছিলেন এবং এই সঙ্গে গুণাকর চট্টোজ অর্ক পাটুলীতে ও হরি বন্দ্যোর পুত্র উদয়ন সাগরদিয়ায় বাস করিয়া বল্লালী কুলীন ব্রাহ্মণ বংশ[illegible]ধরগণ ১২শ হইতে ১৬শ পর্য্যায়ে রাঢ়বাসী হইয়া রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলীন সমাজের পত্তন করেন। এক্ষণে বঙ্গদেশ বা বিক্রমপুর কি রামপালের নাম শুনিলে তাঁহাদেরই বংশধরগণ শিহরিয়া উঠেন; কৌলীন্যের আদিভূমি বঙ্গদেশ ও কুলীন সমীকরণের আদিস্থান বিক্রমপুর হইলেও এক্ষণে "আদৌ বঙ্গে ততো রাঢ়ে" বলিতে বোধ হয় লজ্জা বোধ করেন। আভিজাত্যের গৌরবস্পর্দ্ধী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-কুলীন মাত্রেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে 'বল্লালী', গৌড় মণ্ডলের বঙ্গ বিষয়ে, বিক্রমপুর ভুক্তিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। আমরা [illegible]

[illegible] কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলিব। বঙ্গ, বারেন্দ্র ও রাঢ় পৌরাণিক [illegible]তে তিনটী পৃথক দেশ এবং এইটুকু স্মরণ রাখিলেই, আমরা [illegible] সহজে আমাদিগের "রামপাল" প্রবন্ধ শেষ করিতে [illegible]রিব।

[illegible] গৌড়ান্তর্গত বঙ্গ বিষয়ের শিরোস্থান প্রাচীন বিক্রমপুর ভুক্তিই বল্লালী [illegible]পুর সমাজ ও কুলীন ব্রাহ্মণ ও কুলীন কায়স্থগণের কৌলীন্য মর্য্যাদার [illegible]স্থান। বল্লাল, লক্ষ্মণ, কেশব, দনুজ মাধব প্রভৃতি ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় নৃপতি- [illegible] ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কুলীনগণের একাদশবার কুল সমীকরণ করেন। আভি- [illegible]ত্যের গৌরব স্পর্দ্ধী এই সকল কুলীনগণ বিক্রমপুর সমাজের রাজধানীতেই [illegible]রোক্ত মহারাজাধিরাজগণ কর্ত্তৃক সম্পূজিত এবং সমীকৃত হইয়াছিলেন।

[illegible] রাজা দনুজ মাধবের তিরোধানের পর সেনরাজ বংশের অতুল প্রতাপ খর্ব্ব [illegible]ওয়ায় মুসলমানেরা বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ১১২০ শকে রাঢ় [illegible]দেশে মুসলমান আধিপত্য স্থাপিত হয় কিন্তু ইহার পরও সার্দ্ধ শতাব্দী পর্য্যন্ত [illegible]দেশ স্বাধীন হিন্দু রাজত্বের শেষ চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া স্বাধীনতার সম্মান [illegible]ভোগ করিয়াছিল। বস্তুতঃ বঙ্গ, বারেন্দ্র, রাঢ় এই সমগ্র গৌড়দেশ জয় [illegible]করিতে দিল্লীর বাদশাহকে বহুকাল বল পরীক্ষা করিতে হইয়াছিল। ১৩৩০ [illegible]খৃষ্টাব্দে বা ১২৫২ শকে মহম্মদ তোগলক সমগ্র বঙ্গ (পূর্ব্ব বঙ্গ) দেশ জয় [illegible]করেন। এত দিন পর্য্যন্ত বঙ্গের প্রত্যেক হিন্দু জমিদার হিন্দু রাজ-পতাকার [illegible]আশ্রয়ে দণ্ডায়মান হইয়া হিন্দু স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ [illegible]করিয়াছিলেন। এখনও ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার কালেক্টরীতে তাঁহাদিগেরই [illegible]বংশধরদিগের নামে বহু তালুক ও মহাত্মান-জীবিকা সম্পত্তি পরিচিত [illegible]রহিয়াছে।

যাহা হউক বঙ্গদেশ মুসলমান হস্তগত হইলে কোন প্রবল শক্তির আশ্রয় না পাইয়াই বিধর্ম্মীর অত্যাচার ভয়ে অনেক ভয় চকিত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বল্লালী কুলীন রাঢ় দেশে আসিয়া, প্রবল প্রতাপান্বিত দত্ত খাসের আশ্রয়ে, বাস করিতে লাগিলেন। সেই সময় হইতে তাঁহারা রাঢ়দেশবাসী হইয়া 'রাঢ়ী' নামে পরিচিত। যাঁহারা বঙ্গেই আছেন তাঁহারা অদ্যাপি

পূর্ব্ববৎ ‘বঙ্গজ’ নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। ১১৪৫ শক বা ১২২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তও (দত্ত খাসের কুলবিধি বা সমীকরণ এবং দেবীবরের মেল বন্ধনের পূর্ব্বে) প্রসিদ্ধ ভট্টনারায়ণ বংশীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণ ‘বঙ্গজ ব্রাহ্মণ’ বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান কুমাউনের (হিমালয়স্থ কেদার খণ্ডে) আলমোরা নগরে বলেশ্বর মন্দিরে রক্ষিত ১১৪৫শকে উৎকীর্ণ তাম্রশাসন হইতে দেখা যায় যে, প্রসিদ্ধ ভট্টনারায়ণ ‘বঙ্গজ (কুলীন) ব্রাহ্মণ’ মহাত্মা রুদ্রপর্ণ উক্ত তাম্রশাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই তাম্রশাসন হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে বল্লালী কৌলীন্যের বীজভূমি প্রাচীন বিক্রমপুর সমাজস্থ কুলীন ব্রাহ্মণ ও কুলীন কায়স্থগণ ‘বঙ্গজ’ নামেই এ যাবৎ গৌরবান্বিত ছিলেন। পরে রাঢ়দেশ-বাসী হইয়াই তাঁহাদিগের বংশধরগণের কেহ কেহ ‘রাঢ়ী’ সমাজের গঠন করিয়াছিলেন। সকলে সেই সময়েই এক সঙ্গে বঙ্গদেশ হইতে যান নাই। তবে সেই মুসলমান বিপ্লবের সময়ে অনেক কুলীন বঙ্গ ছাড়িয়া রাঢ়ে নানাস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই হইতেই রাঢ়ে অনেক স্থানে কুলীন সমাজের উৎপত্তি হইয়াছে। এই সময়ে ‘বঙ্গজ’ কুলীন তিকো বন্দ্যোর পুত্র লেজুড়ী ও ভেঙ্গুড়ী বন্দ্যো বঙ্গ ছাড়িয়া রাঢ়ে বাবলা গ্রামে, চাকুচট্টের পুত্র শ্রীকর খনিয়া গ্রামে, শ্রীধর বন্দ্যোর পুত্র আভো উন্দুরা গ্রামে, দুর্ব্বলি বন্দ্যোর পুত্র অনন্ত গয়ঘর গ্রামে, বিকর্ত্তন মুখোর পুত্র নারায়ণ ও জনার্দ্দন আড়িয়াদহে, কবি কৃত্তিবাসের পূর্ব্ব পুরুষ নৃসিংহ ও তদীয় কনিষ্ঠ রাম মুখো কুলিয়া গ্রামে এবং অমুদাকর কাচনা গ্রামে, গুণাকর চট্টের পুত্র অর্ক পাটুলী গ্রামে, হরিবন্দ্যোর পুত্র উদয়ন সাগরদিয়া গ্রামে এবং অর্ক চট্টের জ্যেষ্ঠপুত্র বলভদ্র দেহাটা গ্রামে গিয়া বাস করেন এবং সেই হইতে তাঁহারা রাঢ়ে রাজা দত্ত খাসের কুল সমীকরণ ভুক্ত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশ মুসলমান করতলগত হওয়ার বহুপূর্ব্বে রাঢ়দেশ মুসলমান অধীনতায় আবদ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং মুসলমান আতঙ্ক প্রশমিত হওয়ায় এবং দত্ত খাসের ন্যায় একজন প্রতাপান্বিত ব্যক্তির আশ্রয় পাওয়াতেই এই সময়ে রাঢ়ীয় সমাজের সৃষ্টি হয়। বঙ্গজ ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় বঙ্গজ-কায়স্থ কুলীনগণেরও অনেকে এই সময়ে রাঢ়ে আসিয়া রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলীন সমাজ সৃষ্টি করেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কুলীনগণের পূর্ব্বপুরুষগণ বঙ্গদেশবাসী এবং বঙ্গদেশেই তাঁহাদের প্রথম কৌলীন্য প্রাপ্তি ও কুল সমীকরণ হইয়াছে, সমস্ত কুল গ্রন্থেই তাহার বহু প্রমাণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ব্রাহ্মণ কুলীন ৪র্থ পর্য্যায়ে, বল্লালী কৌলীন্য প্রাপ্ত হন এবং গাব ঘোষ ঠাকুর ৫ম পর্য্যায়ে বল্লালী কৌলিন্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বসু ঠাকুর লক্ষ্মণ ও পুষণ ৩য় পর্য্যায়ে এবং হংস বসু ঠাকুর ৪র্থ পর্য্যায়ে বল্লালী কৌলিন্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গুহ ঠাকুর হাড় ও পিতাম্বরও ৫ম পর্য্যায়ে এবং মিত্র সৌরী ও মৃত্যুঞ্জয় ঠাকুরগণ ষষ্ঠ পুরুষ মধ্যেই বল্লালী কুলীন। ১০৬১ শক বা ১১৩৯ খৃষ্টাব্দে কুলীনগণ মহারাজ বল্লালসেন দেবের নিকট কুল মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। বঙ্গাগত ব্রাহ্মণ কুলীন বংশে তখন ১২শ পুরুষ অতীত প্রায়। সুতরাং বঙ্গাগত আদিপুরুষ প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন বলিতে পারা যায়। এরূপ স্থলে ভট্টনারায়ণ বা হর্ষ অষ্টম শতাব্দীতে বঙ্গে আগমন করেন বলিয়াই বিশ্বাস হয়। কুলাচার্য্য হরি মিশ্র ভট্টনারায়ণের পিতা ক্ষিতীশকে বঙ্গাগত বলেন। (বর্ত্তমান) কুলাচার্য্যগণ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ এক পিতারই সন্তান বলিয়া স্বীকার করেন না, সুতরাং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলিব না, ইতিহাসেও নাই।

স্বর্গীয় রামেশ্বর ঘোষ।*

(শ্রীঅনন্তলাল ঘোষ)।

ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব তিন মুনিবরে
জামদগ্ন্য আপ্নুবৎ লও তাতে ধরে॥

---

* ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণাধীন তাজপুর-রসুনিয়া গ্রামস্থ প্রাচীন জমিদার—ঘোষ বংশানুচরিত। লেখক

এই পাঁচ মুনির যোগে হইল প্রবর।
বাৎস্য গোত্র ঘোষ বংশে জন্মে রামেশ্বর।
পুত্র তার দেওয়ান ইন্দ্র নারায়ণ।
কীর্ত্তিমান গুণবান পুরুষ রতন॥
দিল্লীর বাদসা যবে জাহাঙ্গীর ছিল।
বাঙ্গলার রজধানী ঢাকায় আনিল॥
নবাবের সহকারী সুবার দেওয়ান।
আছিলেন নরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রনারায়ণ॥
ঐশ্বর্য্য বিভব যত ধন হ'তে লাভ।
সে সকল কিছু তাঁর না ছিল অভাব।
হাতী ঘোড়া দাস দাসী ছিল অগণিত।
অন্দর বাহির বাড়ী ইষ্টক নির্ম্মিত॥
তালুক মুলুক তাঁর ছিল বহুতর।
দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর দানে অকাতর॥
বারমাসে বার ক্রিয়া নিত্য কর্ম্ম যত।
দেব সেবা বিপ্র সেবা রাজসিক মত॥
ধর্ম্ম কর্ম্মে রত সদা শক্তি ব্যবহার।
চারিদিকে যশঃ তাঁর হইল প্রচার॥

২

ইন্দ্রনারায়ণ পুত্র রামদেব ঘোষ।
তাঁর মৃত্যু পরে লক্ষ্মী করিলেন রোষ॥
গর্ভবতী ছিল ভার্য্যা, দেওয়ান রাঘব। (ক)
রাজবল্লভ সম্পত্তি হরি নিল সব॥

(ক) রামদেব ঘোষের পত্নীর গর্ভাবস্থায় রামদেব ঘোষের মৃত্যু হয়। তাঁহার দেওয়ান রাঘব বসু বিধবার সম্পত্তি রক্ষা না করিয়া উৎকোচের আশায় রাজা রাজবল্লভকে রামদেব ঘোষের ত্যক্ত সম্পত্তির সমস্ত কাগজ পত্র বুঝাইয়া দেয়। রাজা রাজবল্লভ তাহা হইতে কিছু সম্পত্তি বিধবাকে ছাড়িয়া দেন। কথিত আছে যে, ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষের ত্যক্ত সম্পত্তির [illegible] বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা ছিল। লেখক

দিয়াছিল কিছু বিত্ত বিধবার তরে।
বংশের সন্তান সব তাহাতেই তরে॥

৩

রামদেব-পত্নী কালে পুত্র মুখ দেখে।
আদর করিয়া নাম রামশঙ্কর রাখে॥
শঙ্কর ক্রমেতে তিন বিবাহ করিল॥
দুই স্ত্রীর গর্ভে তিন পুত্র জন্ম নিল॥
জ্যেষ্ঠপুত্র রামরত্ন প্রথমা ভার্য্যার।
বিত্তভাগ হ'লে পরে বড় হিস্যা যাঁর।
দ্বিতীয় ভার্য্যার পুত্র জন্মে দুইজন।
কনিষ্ঠ রামমাণিক্য, রামনারায়ণ॥
ছোট, মধ্য হিস্যা তাঁরা বিত্ত ভাগে লয়।
ছোট পত্নী সেন কন্যা নিঃসন্তান হয়॥
শঙ্করের বড় পত্নী পতিপ্রাণা ছিল।
রামরত্ন পুত্রে রাখি সহমৃতা হইল॥ (খ)
এ কালে যবন রাজ্য যায় ছারেখারে।
বণিক ইংরাজ ক্রমে রাজ্যপাট করে॥

৪

রামরমণ জন্মিল রামরত্ন সুত।
তাঁর দুই পুত্র হয় অতি গুণ যুত॥
কালী রাজ কিশোর দুই শাখা হইল।
বড় হিস্যা দুই ভাগ এই সূত্রে কৈল॥

(খ) সহমৃতা দম্পত্তির চিতার উপর বট অশ্বত্থ বৃক্ষ [illegible] সন ১৩২৬ সালের ৭ই আশ্বিনের ঝড়ে তাহা সমূলে উৎপাটিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। লেখক।

৫

রামনারায়ণ সুত রহে দুই জন।
জ্যেষ্ঠ রামনিধি, ছোট নর-নারায়ণ॥
মধ্যম হিস্যার ভাগ দুই ভাইয়ে করে।
মুন্‌সেফি পদ পেয়ে রামনিধি মরে॥
মুন্‌সী কালীকুমার পুত্র ছিল তাঁর।
পার্শীতে বিদ্বান বলি খ্যাতি ছিল যাঁর॥
ভাগ্যদোষে দুই কন্যা তার জন্মেছিল।
ছোট কন্যা পতি সহ ঘরেতে রহিল॥

৬

রামমাণিক্যের জন্মিল দুই কুমার।
রাজচন্দ্র কালিদাস নাম রাখে যাঁর।
পোষ্য রাখি পুত্রবান হইলেন তাঁরা।
ছোট হিস্যা দুই ভাগ হইল এই ধারা॥

৭

সম্পত্তির হয় ভাগ এই রূপে ছয়।
বংশবৃদ্ধি সহ আর কত খাট হয়॥
নর-নারায়ণ আর কালীকিশোরের।
পুত্র পৌত্র ক্রমে থাকে সন্তান বংশের॥
আর সকলের হয় পুত্রহীন যোগ।
শাস্ত্রমত রাখি পোষ্য বিত্ত করে ভোগ॥

৮

চিরদিন কারো ঘরে লক্ষ্মী নহে বাঁধা।
সুখ পরে দুঃখ আসে লাগে বড় ধাঁধাঁ॥
উপার্জ্জনের ক্ষমতা সুখে নষ্ট পায়।
সুখের পরেতে দুঃখ ভোগ বড় দায়।
কর্ম্মভোগ তরে এই জনম মহীতে।
ভাবি তাহা কত ক্লেশ হইবে সহিতে॥

জ্ঞাতি গোষ্ঠী যত সব এক মতে চল।
ধনবল গেছে বটে পাবে লোকবল॥
স্বার্থ সিদ্ধি চেষ্টা যত জলাঞ্জলি কর।
কালীপদে রাখি মন ধর্ম্মপথ ধর॥
স্বার্থপর হয়ে কিছু করিতে নারিবে।
সকলেই গ্রহফল নিশ্চিত জানিবে।
পতন হয়েছে আর বাকী কিছু নাই।
সদুপায় তার কিছু এবে করা চাই॥
পিতৃঋষি দেবঋণে মুক্তি যদি চাও।
কালীর সেবায় বিত্ত ফিরাইয়া দাও॥
সেবক রসিকলাল নমি গুরুজনে।
ভবানীর দয়াগুণে বংশকথা ভণে॥

মায়ের আহ্বান *

বঙ্গদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি কার্য্যই এ দেশের অধিকাংশ লোকের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়। অধিক দিনের কথা নহে ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বেও এ দেশের লোক এক মাত্র কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করিয়া অঋণী অপ্রবাসী হইয়া সুখে শান্তিতে কাল হরণ করিত।...অভাব যে কি বস্তু কৃষি-জীবি বাঙ্গালীকে তাহা কখনও অনুভব করিতে হয় নাই। মা কমলা মূর্ত্তিময়ী হইয়া কৃষিজীবির সংসারে বিরাজ করিতেন। অভাব কিসের? গোলা-ভরা ধান, গোহাল-ভরা গরু, পুকুর-ভরা মৎস্য, বাগান বা ডাঙ্গা ভরা শাক-সবজী শুধু জীবিকা অর্জ্জনের ব্যবস্থা নহে, কৃষিকার্য্য করিয়া বাঙ্গালী দশ জনকে অকাতরে অন্নদান করিত; দোল, দুর্গোৎসব এবং নিত্য নৈমিত্তিক নানা পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিত।

কৃষিজীবির উপর করুণাময়ী মা কমলার অপার করুণা। নির্দ্দোষ ব্যবসায় বলিয়া মা তাহাকে বড়ই স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, তাহার সংসারে ধন-ধান্যের সমাগম করিয়া দিয়া তাহাকে অভাবের তীব্র তাড়না হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। পৌষ সমাগমে খামার সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহার সত্যতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যাহার চক্ষু আছে সে স্পষ্টই দেখিতে পাইবে যে, রত্ন-কিরীটিনী মা খামার সমূহ আলো করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। তিনি যেন মৃদু মধুর হাস্য করিয়া কৃষি-জীবিকে বলিতেছেন, "অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলে, রৌদ্র ও বৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া চাষে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলে, ধুলায় অঙ্গ ধূসরিত করিতে, কাদায় সর্ব্বাঙ্গ লেপন করিতে সঙ্কোচ বোধ কর নাই। চেয়ে দেখ তোমার শ্রম সার্থক হইয়াছে। তোমার প্রাণপাত সাধনায় মাটী হইতে সোণা বাহির হইয়াছে। চেয়ে দেখ, কৃষিজীবিকে আমি বড় ভালবাসি! তাই তোমার খামারে আমি আসন পাতিয়া বসিয়া আছি।"

* 'বিশ্বদূত' হইতে উদ্ধৃত।

...রাজী শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের লোকের মতি গতি ...র্ত্তিত হইয়া যায়। ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী উচ্চ বেতনে চাকরী অথবা ...লতী, ডাক্তারী প্রভৃতি ব্যবসায়ে প্রচুর ধনার্জ্জন করিবার সুবিধা পাওয়ায় ...কার্য্যকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল। যাঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ ...রোন কাল কৃষিকার্য্য করিয়া দীমপাত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা চাষ ...য়া দিলেন। চাষের ভার কেবল মাত্র অজ্ঞ এবং দারিদ্র্য-প্রপীড়িত নিম্ন ...র জনগণের হস্তে পড়িল। যাঁহারা একান্ত চাষের মায়া কাটাইতে ...লেন না, তাঁহারা ভাগে জমি বিলি করিলেন অথবা বেতন ভোগী কৃষাণ-...র উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। এইরূপে কৃষির দুর্গতি ঘটিল। ...কার্য্যের উন্নতি হওয়া দূরের কথা, অজ্ঞ এবং অশিক্ষিত কৃষকদিগের হস্তে ...া বহুকালের অভিজ্ঞতা অর্জ্জিত তথ্য সমূহ ক্রমশঃ বিকৃত হইতে লাগিল। ...দেশেই কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইয়াছে, কেবল আমাদিগের দেশ এই ...রে যে তিমির সেই তিমিরেই রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কৃষির উন্নতি ...ক যে সকল তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, কৃষিকার্য্য পরিচালন সুকর করিবার ...য যে সকল যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে, অশিক্ষিত এবং দরিদ্র কৃষকগণ তৎসমূহের ...ান সন্ধানই রাখে না। এই কঠোর প্রতিযোগিতার সময়ে কত অনুর্ব্বর ...শ একমাত্র বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষির অভাবনীয় উন্নতি করিয়া দেশের ...-বল বৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।* আর রত্ন-প্রসূ ভারতে কৃষির প্রতি ...নাস্থা এবং অনাদর, ইহা কি কম দুঃখের কথা! যেখানে এক বৎসর সুজন্মা ...ইলে তিন বৎসরের অন্নাভাব দূর হইত, সেখানে দুর্ভিক্ষ এবং অন্নকষ্ট!

ইংরাজী-নবিশগণকে এক্ষণে কৃষিকার্য্যে অনাস্থজনিত আপনাদিগের ...রূপ অপরিণামদর্শিতার ফল হাড়ে হাড়ে ভোগ করিতে হইতেছে। এক্ষণে ...াপ শিক্ষিতের সংখ্যা প্রতি বৎসরই বৃদ্ধি পাইতেছে; চাকরী মেলা ভার। ...কটী পদ খালি হইলে ১০০ জন উমেদারি করিতে আসে; ওকালতী, ডাক্তারী প্রভৃতি ব্যবসায়েও কঠোর প্রতিযোগিতা।

* সম্প্রতি ফরিদপুরের কৃষি প্রদর্শনীতে "Fordson Motor Plough" দেখিলাম। অল্প সময়ে এবং সল্প ব্যয়ে প্রতিদিন ৫০।৬০ বিঘা জমি ইহাদ্বারা সুন্দররূপে আবাদ হইতে পারে। সঃ

অনেকে বি, এ পাশ করিয়া ৩০ টাকা মাহিনার জন্য লালায়িত হইতেছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উদর ফুঁড়িয়া প্রত্যেক বৎসর হাজার হাজার বাহির হইতেছে। ইহাদিগের স্থান কোথায়? কিরূপে ইহারা জীবিকার্জ্জন করিবে? চাকরী করিয়া কত জনের জীবিকার্জ্জন করা সম্ভব? ওকালতী, ডাক্তারী, মোক্তারী প্রভৃতি ব্যবসায়েই বা কত লোকের চলিতে পারে? ব্যবসায় বাণিজ্য করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কারণ ব্যবসায় করিতে হইলে মূলধন এবং অভিজ্ঞতা আবশ্যক। এক মাত্র কৃষি সাত কোটি বাঙ্গালীর উদরান্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারে।

সুখের বিষয়, আজকাল ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর চক্ষু ফুটিয়াছে। কৃষি-কার্য্যে তাহার আস্থা জন্মিয়াছে। সে আজ মা কমলার আহ্বান শুনিতে পাইতেছে। সে শুনিতেছে, মা যেন তাহাকে সস্নেহে বলিতেছেন—"এস বৎস, এস মায়ের ছেলে, মায়ের কোলে এস! কৃষি কার্য্যে অনাদর করিয়া অনেক কষ্ট পাইয়াছ। তোমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ এক কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহাদিগের গৃহে অচলা হইয়া থাকিতাম। তোমরা কৃষিকার্য্যকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া এতদিন আমার স্নেহে বঞ্চিত ছিলে। এক্ষণে কৃষির প্রতি তোমাদিগের অনুরাগ জন্মিয়াছে দেখিয়া আমার হৃদয়ে অতুল আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে। তাই আজ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি, এস বৎস! এস কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ কর, তোমাদিগের অন্নকষ্ট ঘুচিয়া যাইবে। আমি তোমাদের গৃহে অচলা হইয়া থাকিব। তোমরা শিক্ষিত, তোমাদিগের প্রাণপাত চেষ্টায় কৃষির উন্নতি হইবে। বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে প্রভূত পরিমাণ ভূমি পতিত এবং জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে; এই সকল ভূমিকে শস্য ক্ষেত্রে পরিণত কর, অসার অভিমান* পরিহার করিয়া কৃষিকার্য্যে আত্মোৎসর্গ কর, আর তোমাদিগের অন্নের জন্য হাহাকার করিতে হইবে না, চাকরি করিবার জন্য দেশে বিদেশে ছুটিতে হইবে না, তোমরা গৃহে বসিয়া সুখ-শান্তিতে জীবিকার্জ্জন করিতে পারিবে।"

---

* এই বৃথা 'মান'—আমাদিগের বহু সৎকার্য্যে বাধা দেয়।

কায়স্থের দ্বিজত্ব।

(ভোলানাথ ঘোষবর্ম্মা)।

মাননীয় গোপাল শাস্ত্রী মহাশয় কায়স্থের দ্বিজত্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"ধর্ম্মশাস্ত্রে, পুরাণে, কাব্যে ও নাটকে কায়স্থ সম্বন্ধে যাহা লেখা আছে তাহাতে কায়স্থ যে দ্বিজাতি তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ জন্মিতে পারে না। আদালতের প্রধান কর্ম্মচারী কায়স্থ জাতীয় ব্যক্তি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কারণ বাদীর অভিযোগ ও প্রতিবাদীর উত্তর এবং সাক্ষীকে প্রশ্ন করণান্তর, তাহার জবানবন্দী লেখা কায়স্থের কার্য্য ছিল; অর্থাৎ আদালতের কায়স্থ কর্ম্মচারীকে এখনকার সেরেস্তাদার ও উকিল উভয়ের কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে হইত। রাজকর্ম্মচারী কায়স্থ অর্থাৎ গণক ও লেখক শ্রুতাধ্যয়ন সম্পন্ন শব্দাভিজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। বেদ বেদাঙ্গ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ও জ্যোতিষ দ্বিজ ভিন্ন অন্য কেহ অধ্যয়ন করিতে অধিকারী ছিল না। সুতরাং কায়স্থ যে দ্বিজাতী, ইহা সম্যক রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।"

সকলেই অবগত আছেন, মহারাজ আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার সময় দেশে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত না হইয়া কনোজাধিপতি বীরসিংহের নিকট দশটী দ্বিজ প্রার্থনা করেন; তাহাতে পাচটী ব্রাহ্মণ এবং পাচটী শূদ্র পাঠাইবার কথা লেখা ছিল না। পত্রখানি এই রূপ,—

"ভয়যুতম্ অনপত্যং পুত্রযজ্ঞে প্রবৃত্তম্
অব নিজ কৃপায় মামাশ্রিতম্ শাস্ত্রদক্ষ।
সুকৃত সুকৃত সংখ্যাঃ সর্ব্ব শাস্ত্রার্থ দক্ষা-
লপিত হত বিপক্ষাঃ স্বস্তি বাক্যাশ্রুতিজ্ঞাঃ।
সুজিত সুগত বৃন্দে বঙ্গরাজে মদীয়ে
দ্বিজকুল দশজাতাঃ সানুকম্পা শ্রয়ান্তু॥"

ধ্রুবানন্দ, মহাবংশম্।

মহারাজ আদিশূরের এই পত্র পাঠ করিয়া বীরসিংহ প্রথমে ব্রাহ্মণ প্রেরণে স্বীকৃত হন নাই। তখন উভয় পক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হয়; মিশ্রক বিবাদ

লিখিত হইয়াছে, যুদ্ধাবসানে মহারাজ বীরসিংহ আদিশূরের সেনাপতি হিড়িম্ব-পতিকে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিগণকে লইয়া যাইবার অধিকার পত্র প্রদান করেন। যথা—

"ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিনাং প্রেরণার্থায় ভূপতি।
অঙ্গীকারং তদাকৃত্বা লিখনং প্রদদৌ নৃপঃ॥"

তার পর উক্ত 'কারিকা' মধ্যে কায়স্থগণের বঙ্গদেশে আগমন বৃত্তান্ত যেরূপে পাঠ করি, তাহাতেও তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমানিত হইতেছে। কায়স্থগণ যোদ্ধৃবেশে কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহবা পাল্কীতে আসিয়াছিলেন। আর ব্রাহ্মণগণ গোযানে আসিয়াছিলেন। যথা

"গোযানেনাগতা বিপ্রা অশ্বে ঘোষাদিকাস্ত্রয়ঃ।
গজে দত্তকুলোশ্রেষ্ঠো নরযানে গুহঃ সুধীঃ॥"

ইহার পর উক্ত গ্রন্থে তাঁহাদের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সংক্ষেপে এস্থলে কেবল তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল—

ইনি স্ফুর্ত্তি রূপ অলি গুঞ্জরিত পরিচ্ছদ পরিহিত, ব্রাহ্মণানুরক্ত। ইঁহার যশঃ চন্দ্রের ন্যায় বিখ্যাত, দেবতারাও ইঁহার শক্তি মান্য করিয়া থাকেন। শারদ চন্দ্রের ন্যায় ইঁহার যশঃ নির্ম্মল ও শুভ্র। ইনি সৌকালীন গোত্রজ, শৈব, ইঁহার কুলদেবতা কালী। ইনি শূরাগ্রগণ্য, সূর্য্যধ্বজ বংশীয়, মহা তান্ত্রিক, ভট্টনারায়ণের শিষ্য, ঘোষ বংশে সূর্য্য স্বরূপ দীপ্তিমান মকরন্দ ঘোষ।

যে বসু সমগ্র পৃথিবীর একছত্রী সম্রাট ছিলেন, তাঁহার বংশে এই দশরথ বসুর জন্ম। এই দশরথ বসু হইতে উঁহার কুলের প্রসিদ্ধি হইয়াছে। ইনি চেদী বংশের চন্দ্র স্বরূপ, গৌতম গোত্র, দক্ষের শিষ্য, মহাত্মা, সুধীর, ধার্ম্মিক, নির্ম্মলমতি, তান্ত্রিক, গরীয়ান বীরগণেরও অগ্রগণ্য ও অভিমানী।

এই বিরাট গুহ, বিরাট পুরুষ তুল্য, মহাতান্ত্রিক, বীরাগ্রগণ্য, অভিমানী, অগ্নিকুলোদ্ভূত, তাপস প্রবর, কাশ্যপ গোত্র। ইনি শ্রীহর্ষের শিষ্য, কালিকা দেবীর ভক্ত, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বদা অনুরক্ত, সদাচারযুক্ত, অনুগত সুহৃদ ও সমগ্র দ্বিজাতীর রক্ষক ও ধার্ম্মিকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

ইনি কালিদাস মিত্র। যশস্বীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বমান্য, ধীর, সত্যবান,

শারদ চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল যশা, বৈষ্ণব প্রধান, রথি শ্রেষ্ঠ, ছান্দড়ের শিষ্য ও বিশ্বামিত্র গোত্রজ।

এই পুরুষোত্তম দত্ত—অগ্নিদত্ত বংশোদ্ভূত, বংশদীপক, সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ, ...তি, মহামানী, বলশালী, রথিশ্রেষ্ঠদিগের মধ্যেও প্রধান, মৌদ্গল্য গোত্রজ, যুদ্ধকুশল, শাস্ত্রজ্ঞ। ইঁহার কুলদেবতা মহাদেব।

কায়স্থ-তত্ত্ব নির্ব্বাচন গ্রন্থকার, এই পঞ্চ কায়স্থ সম্বন্ধে কুল [illegible]কায় যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিয়া বলিতেছেন,—"এবম্বিধ [illegible]ত্রিয় জাতি-...ভিব্যঞ্জক উক্তি-পূর্ণ বংশ পরিচয়ের বর্ণনা, যে কায়স্থ জাতির [illegible] পুরুষগণ, ...য়িক ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পরিচয়ে বর্ণিত হইয়াছেন, 'তদ্বংশ[illegible]দিগের ক্ষত্রি-...ত্বের সংশয় কোন প্রকারেই হইতে পারে না। ঐ সকল বর্ণনার [illegible] ...বে মকরন্দাদিকে অতি উচ্চ শ্রেণীর বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া প[illegible] দিয়াছে [illegible] বস্তুতঃও উঁহারা উচ্চ বংশ সম্ভূত ক্ষত্রিয়। মকরন্দ ঘোষের যে [illegible] কুলপঞ্জিকা হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে তিনি চন্দ্রবংশের গৌ[illegible]ব, রাজসূয় যজ্ঞকারী, চন্দ্রের গৌরবে গৌরবান্বিত, তাহা স্পষ্টীভূত [illegible] অতএব বঙ্গীয় ঘোষবংশ যে বিশুদ্ধ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়, তাহা [illegible]রও [illegible]কার করিবার উপায় নাই। চন্দ্রবংশীয় মকরন্দের পূর্ব্ব পুরুষ [illegible] ধ্বজকে দ্রৌপদির স্বয়ম্বর সভায় ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিখ্যাত ক্ষত্রবংশীয় বলিয়া [illegible]াছেন। এই বিখ্যাত ক্ষত্রিয়, চন্দ্রবংশ ব্যতীত আর কাহাকে বলা যায়? স্বয়ম্বরের সূর্য্যধ্বজকে এই ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

'সূর্য্যধ্বজো রোচমানোনীলশ্চিত্রায়ূধস্তথা॥'১০
'ত্বদর্থমাগতা ভদ্রে ক্ষত্রিয়াঃ প্রথিতা ভুবি॥'২৪

মহাভারত ১॥১৮৬

অর্থাৎ—অয়ি ভদ্রে দ্রৌপদি! তোমার লাভের [illegible] ক্ষত্রিয় সূর্য্যধ্বজ, রোচমান, নীল ও চিত্রায়ুধ আগমন করিয়াছেন।

বঙ্গীয় ঘোষবংশ যেমন চন্দ্রবংশের একতর শাখা বসুবংশও [illegible] প্রকার চন্দ্রবংশের এক বিখ্যাত শাখা। চৈদ্য বসুর পরিচয় মহাত্মা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের ...সর্ব্বস্ব মহাগ্রন্থে এই ভাবে দেখা যায়—

"স চেদি বিষয়ং রম্যং বসুঃ পৌরবনন্দনঃ।
ইন্দ্রোপদেশাজ্জগ্রাহ রমণীয়ং মহিপতি॥"

মহাভারত ১।৬৩।২

অর্থাৎ—হে রাজন্! পৌর বংশীয় বসু ইন্দ্রের উপদেশানুসারে রমণীয় চেদিরাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি সেই স্থলের আধিপত্য লাভ করিয়া চৈদ্য নামে অভিরঞ্জিত হইয়াছিলেন।

এখন বঙ্গীয় বসুদিগকে পৌরব বসুর বংশধর বলিতে কে কুণ্ঠানুভব করিবে? গুহকে যে 'অয়মগ্নি কুলোদ্ভব' বলা হইয়াছে, তাহাতে ঐ বংশ সূর্য্যবংশীয় বলিয়া অনুমান হয়। কেননা এখনও রাজপুতগণ আপনাদিগকে সূর্য্যবংশের অগ্নিকুলসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।"

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার 'বর্ণ-নির্ণয়' পুস্তকে শিলালিপি ও তাম্রশাসন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে কায়স্থগণ শূদ্র নহেন।—

"শিলালিপি ও তাম্রশাসনে প্রাচীন কায়স্থ-জাতির সামাজিক অবস্থা অনেকটা পরিস্ফুট হইয়াছে। ঐ সকল সুপ্রাচীন ও প্রামাণিক বিবরণ হইতে জানা যাইতেছে যে পূর্ব্বকালে কায়স্থগণ হিমালয়স্থ উত্তর ভারত হইতে সিংহল দ্বীপ পর্য্যন্ত হিন্দুর অধিকার ভুক্ত সর্ব্বত্রই হিন্দুরাজগণের নিকট সমাদৃত হইয়াছিলেন। সন্ধি বিগ্রহিক (Minister of peace and war, and Secretary) কার্য্য এক সময়ে কায়স্থগণের একচেটিয়া ছিল। হিন্দু নরপতিগণের নিত্য আয় ব্যয় রক্ষা রূপ জাতীয় লেখকতা ও গণকতা কার্য্য ব্যতীত অনেক কায়স্থ হিন্দু রাজসভায় মন্ত্রীত্ব, কঞ্চুকিতা Office of chamberlain) সর্ব্বাধিকার, কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি সমুচ্চ পদ ভোগ করিয়া গিয়াছেন। অনেকে আবার শৌর্য্য বীর্য্য প্রভাবে পুরুষানুক্রমে দুর্গাধিপতি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। যে পাণ্ডিত্য লইয়া প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ জাতিই হিন্দু রাজসভায় শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিয়াছেন, কায়স্থগণের অশেষ সৌভাগ্য গুণে সে পণ্ডিত-সমাদর লাভে বিদ্বান কায়স্থ পণ্ডিত অক্ষম ছিলেন না। হিন্দু রাজগণের সময়ে যে সকল শিলালিপি বা তাম্রশাসন বাহির হইত, তাহা অনেকাংশই রাজসভাস্থ প্রধান পণ্ডিত বা রাজকবির রচনা। হিন্দু রাজসভায় এরূপ কায়স্থ কবিরও অভাব ছিল না।

এইরূপ বহুতর শিলালিপি দৃষ্টে বুঝিয়াছি, ব্রাহ্মণ রাজকবি ক্ষত্রিয় রাজসভায় বিদ্বান কায়স্থের সুখ্যাতি গান করিতে বিস্মৃত হন নাই।"

সকলেই অবগত আছেন যে কায়স্থগণ কান্যকুব্জ, অযোধ্যা প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন। কায়স্থ জাতির পূর্ব্ব পুরুষগণ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অদ্যাপিও দ্বিজাতিরূপে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন।

দেশের প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিলে কায়স্থের দ্বিজত্ব সম্বন্ধে এইরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। কিন্তু নিদারুণ পরিতাপের বিষয় যে আমরা দ্বিজাতির প্রাচীন চিহ্ন উপবীত পরিত্যাগ করিয়া ব্রাত্য ক্ষত্রিয়রূপে অবস্থান করিতেছি, আর সেই উপবীত ত্যাগের কারণ মনে হইলেও আমাদের হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় যন্ত্রণা সমুপস্থিত হইয়া থাকে।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দু সমাজের উপর দিয়া নানা বিপ্লব চলিয়া আসিতেছে। এই সমস্ত বিপ্লবের ফলে আমাদের সমাজের বহু রীতি-নীতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

শাসক জাতির প্রভাব অনেক সময়েই শাসিত জাতির উপর পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মুসলমানগণ বহুকাল ধরিয়া এ দেশের উপর আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। মুসলমানগণ এবং শক, হূন প্রভৃতি বিদেশীয়গণের আভিজাত্য দেশবাসিগণ তাহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাদের আচার ব্যবহার প্রভৃতি অনেকটা অনুসরণ করিয়াছিল। খৃষ্টের প্রায় সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে মনুসংহিতা গ্রন্থকার দেশের তৎকালীন অবস্থা দৃষ্টে লিখিয়া গিয়াছেন।

"দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যা ব্রতাংস্তু যান্।
তান্ সাবিত্রী পরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ॥"

(১০।২০)

অর্থাৎ—দ্বিজাতি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) কর্ত্তৃক পরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানেরা উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত না হইলে ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ইহার পরও বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্ম্ম- প্রচারকগণের ধর্ম্ম প্রচারের ফলে হিন্দুর চিরাদৃত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম লুপ্ত হইতে বসিল। চাতুর্ব্বর্ণের

পার্থক্য ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়া যজ্ঞোপবীত সাধারণের চক্ষে অদৃশ্য হইয়া উঠিল। এই সময় বৌদ্ধ তান্ত্রিক মত দেশময় প্রচারিত হইল এবং পাল ও সেন রাজগণ মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধ মত গ্রহণ করিলেন।

লোক সাধারণতঃ রাজার অনুকরণে বেদাচার ও বেদপাঠ ত্যাগ করিল। ইহার ফলে বেদপাঠ জন্য গুরুগৃহে গমন অনাবশ্যক হওয়ায় উপনয়ন সংস্কার ক্রমশঃ উঠিয়া গেল। মহারাজ আদিশূর পরবর্ত্তী কালে বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যই কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আনয়ন করেন।

বাচস্পতি মিশ্র এ দেশে যজ্ঞসূত্র ত্যাগের কারণ এইরূপ লিখিয়াছেন—

"গৃহিত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থা বিপ্রমানদাঃ।
তত্যজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ॥
ততো কালে গতে চাপি আগমাদ্দীক্ষিতা ভবন্।
দিব্য জ্ঞানং যতো দত্ত্বাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্॥
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ।
আগমোক্ত বিধানেন পূতাঃ কায়স্থ সম্ভবাঃ॥
তস্মাত্তে বিপ্রভক্তাশ্চ বিপ্রার্চ্চকাস্তথা ভবন্।
তান্ত্রিকাস্তে সমাখ্যাতাস্তন্ত্রাণামপি পারগাঃ॥

ব্রাহ্মণের সমানকারি কায়স্থগণ বৌদ্ধ মতে আধ্যাত্মিক অর্থাৎ সকলেই সমান—এই জ্ঞানলাভ করিয়া যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করেন। কিছুকাল গত হইলে তাঁহারা আগম মন্ত্রে দীক্ষিত হন। যদ্দ্বারা পাপের ক্ষয় হইয়া দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, মুনিগণ তাহাকেই দীক্ষা নামে অভিহিত করেন। কায়স্থ সন্তানগণ আগমোক্ত বিধানে পবিত্র হইয়া বিপ্রভক্ত ও বিপ্রার্চ্চক হইলেন। তন্ত্রে পারগতা লাভ করিয়া তাঁহারা তান্ত্রিক নামেও খ্যাত হন।

কথিত আছে লক্ষ্মণসেনের সময়েই বৈদিক ধর্ম্ম বিশেষ ভাবে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। তিনি আদেশ দিয়াছিলেন, বৈদিক দীক্ষা ব্যতীত কোন ব্রাহ্মণ যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা বিষয়ে অধিকারী হইতে পারিবেন না। এই সময়ে বহু ব্রাহ্মণ উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছিলেন।

আবার ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বহু ক্ষত্রিয় রাজা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। আর তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থ পুনরায় উপবীত গ্রহণ করেন; কিন্তু বঙ্গীয় কায়স্থগণ—যজন, যাজন প্রভৃতি ক্রিয়ার আবশ্যকতা না থাকায় পুনরায় উপবীত গ্রহণের আবশ্যকতা বিবেচনা করেন নাই। এ কথার যথার্থতা সম্বন্ধে বাচস্পতি মিশ্রের বচন পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে, বঙ্গীয় কায়স্থগণ বহুদিন হইতে সাবিত্রী-ভ্রষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছেন। পূর্ব্বে আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ, প্রমুখ কায়স্থগণ উপবীত গ্রহণ করেন, তজ্জন্য এক প্রবল আন্দোলন উত্থাপিত করিয়াছিলেন। তৎপরে প্রকৃত ও স্থায়ীভাবে কার্য্যে অগ্রসর হইলেন—স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র ও অপর কতিপয় স্বজাতীয় বিশিষ্ট মহাত্মা। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়, কায়স্থগণ দ্বিজ—এ কথা আজ তাঁহারা বেশ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছেন। তাহার ফলে অনেকে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। অনেক স্থানে এজন্য প্রবল আন্দোলন হইতেছে। দেশের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কায়স্থগণের ত্রয়োদশাহ শ্রাদ্ধে সানন্দে যোগদান করিতেছেন। মৃত মহাত্মা সারদাচরণ, মহারাজ গিরিজানাথ প্রভৃতির শ্রাদ্ধ সভায় তাঁহারা সমবেত হইয়া কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিয়াছেন। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে আমরা বঙ্গের গৃহে গৃহে কায়স্থ-পুত্রকে গৃহিতোপবীত দৃষ্টে আনন্দিত ও ধন্য হইতে পারিব।

কায়স্থ তন্ত্রধারক

(শ্রীমধুসূদন সরকার বর্ম্মা)।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা স্থাপনের পরে প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষত্রিয়াচার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে কি কমিয়া যাইতেছে, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। উপনয়ন গ্রহণের পর দেবার্চ্চন শ্রাদ্ধ পার্ব্বণ প্রভৃতি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম-কর্ম্মে কায়স্থের হাত ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে কিংবা তাহা অধিকতর হইতেছে, জানিবার জন্য তেমন আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। কয়েক জন কায়স্থ রীতিমত প্রচার করেন সত্য কিন্তু তাঁহাদের প্রচার বিবরণ হইতে ইহা ধারণা করা যায় না যে ক্ষত্রিয়ের ন্যায় কায়স্থের মানসিক বল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। এমন কি উপবীধারী কায়স্থ হৃদয়েও প্রকৃত ক্ষত্র সঞ্চিত হইতেছে বলিয়া অনুভব করা দুঃসাধ্য। কায়স্থ, ক্ষত্রিয় হইতেছে কিংবা যজ্ঞসূত্র দ্বারা শূদ্রাশ্রিত হইতেছে ইহাই বিশেষ্য। ব্রাহ্মণের মধ্যে বঙ্গে শতকরা ৮২ জন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নিয়মানুসারে না চলিয়া নিম্নতর পদবীতে উপবীত সহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, :বৈশ্যগণও উপবীত গ্রহণ করিয়া শতাধিক বৎসর মধ্যে তাহার প্রকৃত ব্যবহার করিতে পারেন নাই। বাশ্‌বেনিয়া (বৈশ্য বনিক), স্বর্ণকার প্রভৃতি আরও ২। ৪টী জাতি যাঁহারা যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদির উপবীতও তাঁহাদিগকে শূদ্রত্ব হইতে মুক্ত করে নাই। উপবীতী কায়স্থেরা যদি নিরর্থক যজ্ঞসূত্রধারী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন, তবে এতদপেক্ষা আর দুঃখের কারণ কিছুই নাই।

আমাদের বিশ্বাস হইতেছে, বরং নিরুপবীত কায়স্থ হৃদয়ে অধিকতর ক্ষত্র (বল) সঞ্চিত ছিল এবং এক্ষণও কিঞ্চিৎ আছে।* এজন্য আমি এতদাঞ্চলের কতিপয় কায়স্থের বিবরণ সংকলিত করিতেছি। তাঁহারা স্ব স্ব গৃহে দেবার্চ্চনাদি কার্য্যে ব্রহ্মার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন বা এক্ষণেও করেন। (যে ৪ জন ব্রাহ্মণ যজ্ঞকালে ব্রহ্মা, হোতা, উদ্গাতা ও অধ্বর্য্যু কার্য্য সম্পন্ন করেন, বর্ত্তমান সময়ের তন্ত্রধারকই সেই ব্রাহ্মণ। অপর ৩ জনের কার্য্য পূজকেই নির্ব্বাহ করেন)।

* লেখক মহাশয়ের এরূপ অদ্ভুত ও বিকৃত ধারণা কি প্রকারে হইল? সঃ

১। বরিশালের অন্তর্গত স্বরূপকাঠি :থানার অধীন কোড়ীখাড়া গ্রাম নিবাসী ষড়ানন দাস। ১৩১৩ সনে ৭০ বৎসরের অধিক বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি কবিরাজী করিতেন। নিজ গৃহের প্রায় তাবৎ কার্য্যে যেখানে তন্ত্রধারক ব্রাহ্মণের আবশ্যক হইত, সেখানে তিনি পূজা পার্ব্বণে স্বয়ং তন্ত্রধারক হইয়া পূজক ব্রাহ্মণের কার্য্য চালাইয়া লইতেন।

২। ঐ গ্রামবাসী তাঁহার শিষ্য চন্দ্রকুমার দাসও তন্ত্রধারকের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ৬৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

৩। রাজমাণিক্য দত্ত, সাং স্বরূপকাঠি। ইনি পূর্ব্বে পুলিস সবইনস্পেক্টর ছিলেন। পেন্‌সন্‌ লইয়া তিনি ঘোর তান্ত্রিক হইয়া উঠিলেন এবং অনেক দেবার্চ্চন, যাহাতে তান্ত্রিক বীজ ইত্যাদির ব্যবহার হইত, তাহা তিনি নিজেই করিতেন এবং করাইতেন। শ্রীক্ষেত্রে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

৪। রাজকুমার গুহ সাং সর্পিণা। ১৩০০ সালে কাল কবলে পতিত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৩ বৎসর ছিল। কালীপূজা প্রভৃতি অর্চ্চনায় তিনি তন্ত্রধারক হইতেন।

৫। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ গুহ সাং ঐ। ইহার বয়স ৫০ বৎসরের কম নহে। তিনি এক্ষণও জীবিত আছেন, তাঁহার প্রমুখাৎ আমি উপরের বিবরণ সঙ্কলন করিলাম। ইনি অনেক দিন হইতে তন্ত্রধারকতা করিয়া আসিতেছেন।

৬। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার দাস সাং বাইসারী। ইনি পিরোজপুরে মোক্তার। এ বৎসর দুর্গাপূজার বোধন হইতে বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত তাবৎ তন্ত্রধারকের কার্য্য তিনি স্বয়ং করিয়াছেন।

এই সকল কায়স্থের কেহই উপবীতী ছিলেন না বা নহেন। আমি ইতিপূর্ব্বে 'প্রতিভায়' মদনমোহন সরকার ও ভারতচন্দ্র রাহার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। তন্মধ্যে মদনমোহন পূজকও রাখিতেন না। দুর্গাপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, মনসা পূজা, জয়দুর্গা পূজা প্রভৃতি বহুবিধ পূজা তিনি স্বয়ংই করিতেন, অন্যের জন্যও তাঁহাকে জয়দুর্গা পূজা করিতে দেখা গিয়াছে।

এই যে ৮ ব্যক্তির উল্লেখ করা গেল, ইহারা ৩ মাইলের মধ্যে। অনুসন্ধানে

এরূপ লোকসংখ্যা আরও পাওয়া যাইতে পারে। ইহাদের দেবার্চ্চনাদি এতাদৃশ যোগের জন্য কোথাও কোন আপত্তি হইয়াছে, এরূপ শুনা যায় নাই। তবে এ কথা সত্য, এক মদনমোহন ভিন্ন আর সকলে দেবস্পর্শদোষ প্রথা মানিয়া চলিতেন, দেবপ্রতিমা স্পর্শ করিতেন না।

এই সকল ব্যক্তি তন্ত্রে দীক্ষিত। বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোধানের সহিত তান্ত্রিকতার উদ্ভব; বৌদ্ধধর্ম্মে যে ধর্ম্ম স্বাধীনতা অর্পণ করিয়াছিল, তাহা খৃষ্টীয় ৮ম, ৯ম ও ১০ম শতাব্দীতে অনেকটা হীনপ্রভ হইলেও একেবারে নির্ব্বাপিত হয় নাই। সেই স্ফুলিঙ্গের কতক ভাব এখানে সেখানে রহিয়া গিয়াছে। পৌরাণিক প্রচারকেরা অর্থাৎ কথকেরা ইহা সম্পূর্ণ নিরাকৃত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই এবং এইক্ষণও করিতেছেন। কিন্তু ইহা দ্বারা কি প্রকারে ক্ষত্র প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর। এজন্য উপনয়ন, ক্ষত্রপ্রভাব বৃদ্ধি করিতে অকৃতকার্য্য হইতেছে। সহস্র সহস্র উপবীতী কায়স্থের মধ্যে কেহ মদনমোহন হইতেছেন না; এমন কি, কাহাকেও অদ্য পর্য্যন্ত পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ কালে পবিত্রতাবে গীতা পাঠ করিতে শুনা যায় না। ফলে উপনয়ন গ্রহণান্তর কায়স্থ হৃদয়ে আত্ম পবিত্রতার ভাব উদয় হয় নাই। সুতরাং বলিতেই হইবে, কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইতেছে না, যজ্ঞসূত্র তাহাকে ক্ষত্রিয় করিয়া তুলিতেছে না,—অবশ্য শতকরা ৮২ জন অনর্থক যজ্ঞসূত্রধারী ব্রাহ্মণের দৃষ্টান্তেই এই ফল ফলিতেছে বলিয়া আমার মনে হয়।

যদি এই প্রবন্ধে অপ্রীতিকর কোন মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকি, তবে সুধীগণ নিজগুণে উহা ক্ষমা করিবেন।*

---

* মধু বাবু যে বিষয় এই প্রবন্ধে অবতারণা করিয়াছেন, তাহা অতি আবশ্যকীয়। আমরাও এ বিষয় বারংবার বলিয়া আসিতেছি, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার তাহা অনভিপ্রেত নহে। এজন্য প্রচারকগণও নিঃশ্চেষ্ট নহেন, কিন্তু ইহা সকল স্থানে আশানুরূপ প্রচলিত হওয়া সুকঠিন। তাহা করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে বিশেষ ভাবে সংস্কৃত শিক্ষা দীক্ষার আবশ্যক। বর্ত্তমান কায়স্থ আন্দোলনের ফলে সমাজের অনেক কুসংস্কার দূরীভূত হইয়াছে, ফল ও কিছু কিছু দেখা যাইতেছে। মধু বাবু কি তাহা অবগত নহেন যে উপবীতী কায়স্থদিগের মধ্যে. কেহ কেহ আজ কাল দেব দেবীর পৌরাণিক ও তান্ত্রিক পূজাদিতে তন্ত্র ধারক অথবা পূজকাদির কার্য্যে ব্রতী হইতেছেন? আমি জানি, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার বর্ণ ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীমান মাখনলাল ধর বর্ম্মা অনেক পূজাদি নিজে করিয়া থাকেন। উপনীত কায়স্থ দিগের মধ্যে পূজক ও তন্ত্র ধারকের অভাব নাই, তৎসম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান লইলেই, লেখক মহাশয়ের সন্দেহ বিদূরীত হইবে। সম্পাদক।

আয়ুর্ব্বেদের মূল ভিত্তি কি?

(শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ, শ্রীরামপুর)।

(১)

মানব সভ্যতার জন্মভূমি প্রাচীন ভারতবর্ষ বিবিধ বিজ্ঞান শাস্ত্রের জন্মভূমি। ভারতের যে পুণ্য যুগ আজ বাক্য মাত্রে পর্য্যবসিত, সেই স্মরণীয় অতীত যুগে এমন অনেক ক্ষণজন্মা পুণ্যশ্লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা নিস্কাম চিত্তে গুণাতীতের উপাসনা করিতেন এবং সকাম চিত্তে আবার সেই গুণাতীতকেই "জগদ্ধিত" বলিয়া ধ্যান করিতেন। কর্ম্মের অসামান্য অনুসরণ, তাঁহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিল যে, এ জগতে ধন-ধান্য যজ্ঞ-ক্রিয়া কিছুতেই অমৃতত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না, ত্যাগই একমাত্র তাহার পথ; জ্ঞানের চর্চ্চায় তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এ জগতে হেয় ও উপাদেয় দুই শ্রেণীর পদার্থ বিদ্যমান, তীক্ষ্ণ মনীষার প্রভাবে তাঁহারা, হেয় বস্তু প্রেয় হইলেও অগ্রাহ্য এবং শ্রেয় পদার্থই একমাত্র উপাদেয়, ইহাও জানিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বভূতান্তশ্চর, সর্ব্বনিয়ামক, জগদ্‌ব্যাপী আত্মারও সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং দুর্ব্বলের পক্ষে তাহা দুষ্প্রাপ্য, তাহাও অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, এই আত্মাই সত্য, আর সকল মিথ্যা; যাহা সত্য, তাহাই জ্ঞান যাহা জ্ঞান, তাহাই আনন্দ। তাঁহারা জানিতেন এই জ্ঞান, সত্য বা আনন্দ হইতেই মুক্তি, যাঁহারা মুক্ত তাঁহারা এই আনন্দেই বিলীন হইয়া থাকেন।

এক দিন মুক্তিকাম তাঁহারা, এই আনন্দ লাভের নিমিত্ত ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য চেষ্টা পরায়ণ হইয়াছিলেন। শারীরিক ও মানসিক অসামান্য বলে বলবান্ তাঁহারা অমৃতত্বের পথ, উপাদেয়,শ্রেয়—এই আনন্দ লাভের অভিনব উপায় আবিষ্কার করিয়াও দেখিলেন, একটী বস্তুর অভাবে এই আনন্দ সর্ব্ব সাধারণের অনভিগম্য হইয়া পড়িয়াছে। রজস্তমঃ প্রভাব পরিশূন্য সত্যপূত চিত্ত ত্রিকালদর্শী তাঁহারা অল্পায়াসেই বুঝিতে পারিলেন, এ বস্তুটী আর কিছুই নহে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মূল,—উত্তম আরোগ্য। তাঁহারা দেখিলেন জগৎ পীড়িতের আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ, শারীরিক ব্যাধি মানব সমূহের পক্ষে আনন্দ লাভের জন্য সংগ্রামোপযোগী বল লাভের পক্ষে মহান্ অন্তরায় হইয়া দাড়াইয়াছে। জগদ্ধিত তাঁহারা, তাই এই মুক্তিপথের কণ্টক উদ্ধার করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইলেন, স্বর্গে মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, অদৃশ্য হস্ত তাঁহাদের মস্তকে পুষ্প বর্ষণ করিল, অদৃশ্য ভারতী তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মধুর কণ্ঠে কহিলেন—"শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ"—"তদ্‌গাচ্ছ সিদ্ধৈ কুরু দেব কার্য্যম্"। আর তাঁহারাও "ইহাসনে শুষ্যতু মেঽশরীরং, ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু"—বলিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। সেই তপসার ফল—আয়ুর্ব্বেদ। আজ সে ভারত, সেই আপ্ত ঋষিগণ কোথায়? কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ এখনও বিদ্যমান !!

আয়ুর্ব্বেদ কি, তাহা বলিতে গেলে অনেক কথা, অতএব অতি সংক্ষেপেই তাহা বলিব। সুশ্রুত বলেন—ইহাতেই আয়ু বিদ্যমান, অথবা ইহা দ্বারা আয়ু লাভ করা যায়, তাই ইহার নাম আয়ুর্ব্বেদ; তাঁহার নিজের কথা—"আয়ুরস্মিন্ বিদ্যতেঽনেন আয়ুর্বিন্দতীত্যায়ুর্ব্বেদঃ।" ইহার পরিস্কার অর্থ যে কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা আয়ু লাভ করা যায়, অথবা অন্য কথায় বলিতে গেলে, যে কর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যেই আয়ু বিদ্যমান, তাহাই আয়ুর্ব্বেদ। মহর্ষি চরক বলেন—"হিতাহিতং সুখং দুঃখমায়ুস্তস্য হিতাহিতম্। মাঞ্চ তচ্চ যত্রোক্তমায়ুর্ব্বেদ স উচ্যতে।' ...অপিচঃ স্বলক্ষণতঃ সুখাসুখতো হিতাহিততঃ প্রমাণাপ্রমাণতশ্চ যতশ্চায়ুষ্যানায়ুষ্যানি চ দ্রব্যগুণ কর্ম্মাণি বেদয়ত্যতোঽপ্যায়ুর্ব্বেদঃ" মহর্ষি সুশ্রুতের বাক্যটী কর্ম্মানুষ্ঠানপর, ইহাই সদ্‌ব্যাখ্যা; কারণ কোনও গ্রন্থ বিশেষে আয়ুর বিদ্যমানতা বা তাহার আয়ু প্রদানের ক্ষমতা থাকা

অযৌক্তিক কথা পরন্তু; মহর্ষি চরক তাঁহার "যত্রোক্তং" কথাটী দ্বারা গ্রন্থ বা শাস্ত্র বিশেষই বুঝাইয়াছেন, এই কথাই যুক্তি সঙ্গত। যাহা তাঁহার মতে, যে শাস্ত্রে আয়ুর মাণ বা পরিমাণ বা হিতাহিতসারে আয়ুষ্য বা অনায়ুষ্য দ্রব্যগুণ ও কর্ম্মের বিষয় বলা হইয়াছে, তাই আয়ুর্ব্বেদ। এই সমস্তের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, সংক্ষেপে কিছু বলিব।

'দশবর্ষ সহস্রাণি' ভগবান রামচন্দ্র রাজ্য পালন করিয়াছিলেন, ভগবান্ মার্কণ্ডেয়ের আয়ুঃ চতুর্যুগ পরিমাণ, এ সমস্ত কথা ছাড়িয়া যায় আয়ুর্ব্বেদ, বেদোক্ত আয়ু বা জীবিত কালের পরিমাণই বলিয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—"শতায়ুর্ব্বৈ পুরুষঃ"—আর এই কলি বর্ষঃ—বিংশতাধিক শতবর্ষং পরমায়ু। জোতিষ শাস্ত্রকারগণের মধ্যে দুই সম্প্রদায়; এক সম্প্রদায় অষ্টোত্তরীয় অন্য সম্প্রদায় বিংশোত্তরীয়। ইহারা ক্রমে মানবের পরমায়ু এক শত আট ও এক শত কুড়ি বৎসর ধরিয়া কুমারে গ্রহ সমূহ ও রাশি চক্রের বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন মাত্র। আমাদের দেশীয় শাস্ত্রকারগণেরই এইরূপ মত নহে, Bible বলিতেছেন—'And the Lord said My spirit shall not always strive with man, for that healso is flesh, yet his days shall be an hundred and twenty years'—Gene- sis 6—3.

অর্থঃ—'ভগবান্ বলিয়াছেন—মাংসপিণ্ড এই মানবের সহিত আমার আত্মা বর্ত্তমান থাকিয়া চিরকাল জীবন সংগ্রামে লিপ্ত থাকিবে না। তবে ১২০ বৎসর পর্যন্ত তাহার আয়ু হইবে।' আয়ুষ্য ও অনায়ুষ্য দ্রব্যগুণ কর্ম্মের আলোচনা প্রসঙ্গে কোন্ হিতাহিত সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ প্রদানের স্থান এ নহে—সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের তাহাই বিষয়। যাহা হউক বর্ত্তমানে আয়ুর্ব্বেদ বলিতে গেলে, আমরা ভারতীয় ইতর চিকিৎসা শাস্ত্রে বিচক্ষণ প্রাচীন ভারতীয় ভরদ্বাজাদি ঋষি মণ্ডলী কর্ত্তৃক উদ্ভাসিত, য়ূনানী ও অন্যান্য চিকিৎসা শাস্ত্রের মূল শাস্ত্র বিশেষকে বুঝিয়া থাকি, সম্প্রতি তাহারই মূল ভিত্তি সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব।

ইংরাজীতে যাহাকে Basic Principles বলে, প্রত্যেক শাস্ত্রেরই তা
অর্থাৎ একটী মুল-ভিত্তি আছে। চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতি ও প্রকৃতি বিক
প্রভৃতির পরিণাম স্বরূপ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বযুক্ত মনুষ্য দেহই আয়ুর্ব্বেদ শা
অধিকরণ অর্থাৎ তাহাকে লইয়াই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের ব্যাপার। মহর্ষি চ
সত্ত্ব, আত্মা ও শরীর—এই তিনটী বস্তুকে তিনটী দণ্ডের সহিত তুলনা ক
বলিয়াছেন যে, ইহারাই উক্ত প্রকার আয়ুর্ব্বেদাধিকরণ পুরুষের ধারক।
অধিকরণটী আবার বায়ু,পিত্ত,কফ—এই ত্রিসূত্র সমন্বিত। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকি
শাস্ত্রের ইহারাই মূলভিত্তি। বস্তুতঃ এই তিনটী জিনিষ যে কেবল আয়ুর্ব্বে
ঋষিগণই মানিয়া চলিতেন তাহা নহে, Greece দেশের প্রাচীন পণ্ডিতগ
ইহাদিগকে তিনটী humour বলিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের মতেও ইহা
জীবদেহ ও জীবনের ধারক। মহর্ষি চরক আবার এই তিনটীর মধ্যে বায়ু
অতি উচ্চ আসন প্রদান করিয়া গিয়াছেন ; এমন কি, তিনি বায়ুকে ভগবান্
বা বিভূ বলিতেও সঙ্কুচিত হয়েন নাই। ইহারা "দূষনাত্তু দোষাঃ প্রো
মলিনীকরণাৎ মলাঃ। ধারণাৎ ধাতবঃ প্রোক্তাঃ বাত পিত্ত কফাস্ত্রয়ঃ
এই বাত, পিত্ত, কফ এমন একটী অদৃশ্য সূত্র আবদ্ধ যে একটীকে ত্যাগ করিয়া
আর একটীর চলিবার উপায় নাই, একের প্রকোপে অন্যের প্রকোপ অনিবার্য্য
ইহারা সাংখ্যোক্ত গুণত্রয়ের প্রতিরূপ ; অতএব মিথুন বৃত্তিত্ব যেন ইহাদের
স্বভাব। স্থূল জগতের প্রতিরূপ জড় দেহের ইহারা প্রকৃষ্ট উপাদান ; ইহারাই
আবার বাহ্যিক জগতের বায়ু,অগ্নি ও জল। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের ইহারাই মূলভিত্তি
বলিলে বিশেষ দোষ হয় না। ইহাদের হ্রাস বৃদ্ধিই সকল প্রকার রোগের কারণ
সর্ব্বত্রই আয়ুর্ব্বেদের এইরূপ অভিপ্রায়, ইহাদের সমতা সাধন পূর্ব্বক মানবে
স্বাস্থ্য সম্পাদন আয়ুর্ব্বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য। বায়ু, পিত্ত, কফ আয়ুর্ব্বেদের এমন
পদার্থ যে ইহাদিগকে বাদ দিলে পরে তাহার আর কিছুই থাকে না। এই দো
ত্রিতয়কে আয়ুর্ব্বেদ এমনই চক্ষে দেখিয়া থাকেন যে তাহা বলিয়া বুঝান দুঃসাধ্য
শিষ্য পুনর্ব্বসু ভগবান্ আত্রেয়ের নিকট প্রশ্ন করিলেন 'ভগবন্! আপনি যে সম
রোগের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন, তাহা ত জানিলাম কিন্তু যদি কখনও অদৃষ্টপূর্ব্ব
কোনও রোগ আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তাহার, নির্ণয় কিরূপে করিব? মহর্ষি
আত্রেয় উত্তর দিলেন—"যথা শকুনিঃ সর্ব্বাং দিশং পরিপতন্নপি স্বাং ছায়াং

বর্ত্ততে তথাস্ব-ধাতুবৈষম্য নিমিত্তাঃ সর্ব্বে বিকারাঃ বাত পিত্ত কফান্নাতি
বর্ত্তন্তে।" অর্থাৎ কোনও পক্ষী নানাস্থানে ভ্রমন এবং অতিক্রম করিয়া
ও যেমন নিজের ছায়াটীকে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারে
সেই রূপ বাত-পিত্তাদির বৈষম্য নিমিত্ত যাবতীয় রোগও সেই বাত পিত্ত
অতিক্রম করিতে পারে না। এই একটী কথাই আয়ুর্ব্বেদের মুকুট মণি,
চরম গৌরব। এই মন্ত্রের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াই আয়ুর্ব্বেদের ঋষি
সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন ; যাহারা আয়ুর্ব্বেদের আরাধনা করেন,
তাহাদের মূলমন্ত্র। বস্তুতঃ এ পর্য্যন্ত জগতের অন্য কোনও চিকিৎসা শাস্ত্রে
ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালজাত সর্ব্ববিধ রোগ নির্ণয়ের এমন সহজ ও সংক্ষেপে
বিজ্ঞান সম্মত উপায় বাহির করিতে পারেন নাই।

বর্ত্তমানে বক্তব্য এই যে এই বায়ু পিত্ত কফই আয়ুর্ব্বেদের মুল ভিত্তি কিনা ?
প্রত্যেক আয়ুর্ব্বেদ-বেত্তাই অবশ্য ইহার অনুকুল উত্তর প্রদান করিবেন।
সহস্র বৎসর হইতে এই বায়ু পিত্ত কফকেই সকল আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্‌গণ
আয়ুর্ব্বেদের মূলভিত্তি বলিয়া জানিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু অনেক সময়ে একটী
প্রশ্ন মনে জাগিয়া উঠে—"এই বায়ু পিত্ত কফ হইতেও শ্রেষ্ঠ কোন পদার্থ জীব-
শরীরে আছে কিনা ? জীবন যে কি পদার্থ, তাহা আমরা অনেকেই জানি না,
বুঝিতে পারি না। ইংরেজ দার্শনিকগণ Life বলিয়া একটী সংজ্ঞা ব্যবহার করেন
তাহা কি, তাহা বুঝাইয়া দিতে অসমর্থ। আমাদের উপনিষদে—যত্র তত্র
জীবন—বলিয়া একটী পদার্থের উল্লেখ দেখিতে পাই, কিন্তু সে স্থানেও সে
পদার্থটীকে সহজে বুঝিবার উপায় নাই। কেহ কেহ বলেন, সমগ্র জ্ঞানেন্দ্রিয়ের
কার্য্য হইতে বিরতিই মৃত্যু, জীবন তাহার বিপরীত। যোগ শাস্ত্রোক্ত সমাধি
অবস্থায় কোনও ইন্দ্রিয়ই তাহার স্বনির্দ্দিষ্ট কার্য্য করে না, অথচ সে অবস্থায়ও
সমাধিগত ব্যক্তিকে মৃত বলা চলে না। সত্ত্ব, আত্মা ও শরীরের সমবায়কে চরক
'আয়ু' বলেন ; এক শরীর ব্যতীত তন্মধ্যে আর দুটীর ধারণা করাও সহজ নহে।
"শীর্য্যতে ইতি শরীরম্"—যাহা প্রতি মুহূর্ত্তে শীর্ণ হইতেছে ও কোনরূপে আহার
আদির বলে আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে, তাহাই শরীর। আত্মা সম্বন্ধে
বুঝি আর নাই বুঝি, দর্শন মানিয়া চলিতে গেলে বলিতে হইবে, তিনিও
নিষ্ক্রিয়, কেবল সাক্ষী স্বরূপে মাত্র অবস্থিত। অন্ততঃ দৈহিক বিকৃতি ও রোগ
প্রকৃতির সহিত তাহার মুলতঃ কোন সম্পর্ক নাই। সত্ত্ব শব্দটীরও প্রকৃত পরিচয়

দুর্লভ। 'সতোভাবঃ সত্ত্বং' বলিয়া যদি তাহাকে 'অস্তিত্ব'বলিতে চাও, তবে আ
ভাতি ও প্রিয় স্বরূপ স্বয়ং আত্মা থাকিতে আবার তাহার পুনরুল্লেখ কেন?
'বল্' বলিতে চাও, তবে সে বল্ কি পদার্থ তাহাও আবার বুঝাইয়া দি
হইবে। মোট কথা সত্ত্বটী কি পদার্থ তাহা বুঝিয়া উঠা সহজ নহে। বাত
ত্রিতয়ের অবস্থানকেই যদি 'প্রাণ' বলা যায়, তবে তাহাও অসিদ্ধ হইয়া পড়ে
কারণ এক প্রাণবায়ু ব্যতীত অন্য সকল বায়ু ও পিত্ত কফাদি মৃত্যুর পরও দে
বর্ত্তমান থাকে। প্রাণবায়ু শরীরকে ত্যাগ করিলেই মৃত্যু হইয়া থাকে।

কিন্তু প্রাণ বায়ু কি? যদি ইহাকে কেবল বায়ু বলা যায়, তবে তাহা অযৌ
হইয়া পড়ে, কারণ বায়ুত্ত অপানাদিতেও আছে। অতএব বলিতে হইবে প্রা
সংস্পৃষ্ট বায়ু=প্রাণ বায়ু। বর্ত্তমানে এই প্রাণ বা সাধারণ কথায় যাহাকে জী
বলে, তাহা কি, তাহাই আমরা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। প্রাণ কি সে স
মহর্ষি চরক বা সুশ্রুত কোথাও স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন নাই, অন্যান্য শাস্ত্র
গণও সেস্থলে নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন। অতএব আয়ুর্ব্বেদের মূল অন্বে
বেদে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক। চরক ও সুশ্রুত উভয়ই, অ
বেদই আয়ুর্ব্বেদের মূল বলিয়া মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—অতএব এ
তাহার স্মরণ গ্রহণ কিছু অসঙ্গত বলিয়া কাহারও মনে হইবার কোনও কা
নাই।

অথর্ব্ব বেদের একাদশ কাণ্ডের দ্বিতীয় অনুবাকে ঋষি প্রাণের স্তুতিতে
বলিতেছেন—

"প্রাণায় নমো যস্য সর্ব্বমিদং বযো।
যে ভূতঃ সর্ব্বেশ্বরো যস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।

যিনি সকলের প্রভু, যাহাতে সকল প্রতিষ্ঠিত, সকল যাহার বশীভূত, সে
প্রাণকে নমস্কার!—সুন্দর স্তুতি; বাস্তবিক এই স্তুতিতে কোনও অতিশয়োক্তি
নাই, প্রাণের সম্বন্ধে এ বিশেষণ গুলির প্রত্যেকটীই উপযুক্ত। যে
এই প্রাণকে কোথাও বা বৈশ্বানর এবং অধিক স্থলেই সূর্য্য বলিয়া ব
হইয়াছে। এ স্থানে বৈশ্বানর শব্দের অর্থ, যাহা বিশ্বের সকল নরে জঠরা
রূপে বর্ত্তমান সেই তেজঃ। সূর্য্য বলিলে সকলেই গগনচর গ্রহ সূর্য্যকে
বুঝিয়া থাকেন। এস্থানে রূপকচ্ছলে বৈদিক ঋষি সেই সূর্য্যকেই বুঝাই

দিয়াছেন সত্য কিন্তু যাহার সহিত এই রূপকটীর সম্পর্ক, সেই উপমেয়টীর পরিচয় লাভই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। সকলেই জানেন সূর্য্যের আর একটী নাম আদিত্য। অদিতির পুত্র বলিয়া তাহার নাম আদিত্য, ইহাই পুরাণের উপাখ্যান এবং সে স্থলে অদিতি, মহর্ষি কশ্যপের স্ত্রী বলিয়াই প্রসিদ্ধা। বৈদিক সাহিত্যে কিন্তু ইহার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অন্য প্রকারের শ্রুতির বলিতেছেন—

"দ্যৌর্বশা, স্তনয়িত্নুর্গর্ভো, নক্ষত্রানি জরায়ুঃ সূর্য্যো বৎসঃ,
বৃষ্টিঃ পীযূষঃ।"

অর্থ।—আকাশ গাভী, মেঘ গর্ভ, নক্ষত্র সকল জরায়ু, সূর্য্য বৎস এবং বৃষ্টি পীযূষ বা দুগ্ধ স্বরূপ।

সকলেই দেখিতে পাইতেছেন, ইহা একটী রূপক কিন্তু একটু ভাবিতে গেলে রূপকটী একটু অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। নিখিল আকাশকে যেন গাভী বলিয়া কল্পনা করিলাম, সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত নক্ষত্র মণ্ডলকেও বা যেন জরায়ু বলিয়া মানিয়া লইলাম। সূর্য্যই বা বরং বৎস স্বরূপ হইলেন কিন্তু মেঘকে কোন্ কল্পনার বলে সূর্য্যের গর্ভ বলিয়া মানিয়া লইব বৃষ্টিইবা কিরূপে তাহার দুগ্ধ বলিয়া কল্পনা করিব? যদি কেহ বলেন, মেঘমুক্ত সূর্য্যকে দেখিয়া ঋষি ঐরূপ কল্পনা করিয়াছেন, তবে তাহাও অযুক্তি-যুক্ত, কারণ বৈদিক মন্ত্রগুলির মধ্যে বহু রূপক থাকিলেও উহা কেবল কবিত্ব-প্রিয় কবির রূপক নহে। বিশেষতঃ ঋষি যে সূর্য্যের বর্ণনা করিতেছেন, সে সূর্য্য প্রাণের উপমান, সে মাত্র চিকিৎসা শাস্ত্র ব্যাখ্যাতা বৈজ্ঞানিক ঋষির উক্তি। পাঠকগণ ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক আর দুইটী মাত্র মন্ত্র শ্রবণ করুন, তাহা হইলেই সমস্ত জটিলতা দূরীভূত হইয়া মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ সুগম হইয়া আসিবে। নিম্নে অথর্ব্ব বেদের দুইটী মন্ত্র দেওয়া যাইতেছে—

(২) যৎ প্রাংস্তনয়িত্নু নাভি ক্রন্দত্যোষধীঃ।
প্রবীয়ন্তে গর্ভান্ দধতথো বহ্বীর্বিজায়ন্তে॥ ১১।২।৬।৩

অর্থ।—গোযুথ মধ্যে গর্ভাধান করিতে ইচ্ছুক বৃষভের ন্যায় সূর্য্যদেব মেঘমুখে শব্দ করিতে করিতে যখন ওষধী প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া আগমন করেন, তখন সেই শব্দ শ্রবণ মাত্রেই ওষধী গর্ভ ধারণ করিয়া থাকে।

দ্বিতীয়টী অথর্ব্ব বেদের প্রথম কাণ্ডের মন্ত্র যথা—

(৩) জরায়ুজঃ প্রথম উগ্রিয়ো বৃষা বাতভ্রজাস্তনয়ন্নোতিবৃষ্ট্যা।
সনো মৃড়াতি তস্ব ঋজুগোরূজন্ য একমোজস্ত্রেধাবিচক্রমে॥

অর্থ।—জরায়ু হইতে উৎপন্ন, জগতে প্রথম জাত, কিরণ শালী বর্ষণকারী ও বায়ুবৎ শীঘ্রগামী ঐ সূর্য্য শব্দ করিয়া বৃষ্টির সহিত আগমন করিতেছেন। তিনি আমাদের শরীরের ত্রিদোষ জনিত রোগ দূর করিয়া সুখ প্রদান করুন। তিনি অকুটীল পথ গামী ও এক হইয়াও আপনার শক্তি (বায়ু, অগ্নি, জল সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, বা বায়ু, পিত্ত ও কফ) তিন স্থানে ভাগ করিয়া দিয়া বিচরণ করিতেছেন।

এইবার বুদ্ধিমান্ পাঠক একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই সূর্য্য বা প্রাণ আর কিছুই নহে—বিদ্যুৎ বা Electricty মাত্র অর্থটী একটু প্রকাশ করিয়া বলিতেছি, তাহা হইলেই সকলের পক্ষে বুঝিয়া উঠা সুগম হইবে। দ্যৌর্বশা ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যটীর অর্থ করিবার সময় যদি সূর্য্য শব্দটীর অর্থ বিদ্যুৎ ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে দেখিবেন কোনও স্থানে আর কোনও জটীলতা থাকেনা। "দ্যৌর্বশা" অর্থাৎ আকাশ গাভী। আপনারা অনেকেই জানেন, শব্দ আকাশের গুণ ও শব্দের একটী প্রতিশব্দ; গৌঃ,গো শব্দে,—শব্দ ও গাভী উভয়কে বুঝায়। দ্বিতীয়ত, সকলেই জানেন যে, এই অনন্ত আকাশকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও একটী বৃহৎ Magnatic or Electrical field বলিয়া থাকেন। বস্তুত, ইহা বিদ্যুতেরই ভূমি। অতএব আকাশকে বিদ্যুতের মাতৃরূপে কল্পনা করিয়া বৈদিক ঋষি কোনও অবিবেচনার কার্য্য করেন নাই।

তাহার পর "স্তনয়িত্নুর্গর্ভঃ" অর্থাৎ মেঘগর্ভ। বিজ্ঞান সংবাদী প্রত্যেকেই জানেন যে মেঘ সমূহে কিরূপ বিদ্যুৎ পূর্ণ থাকে, অন্ততঃ বিদ্যুতের প্রত্যক্ষ বিকাশ আমরা যাহাতে দেখিতে পাই,মেঘ তাহার মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। Electric charged cloud কাহারও অবিদিত নাই। অতএব মেঘকে বিদ্যুতের গর্ভ বলাও সর্ব্বথা যুক্তি যুক্ত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ "নক্ষত্রানি জরায়ুঃ" বা নক্ষত্র সকল জরায়ু, নক্ষত্রসমূহ ও বিদ্যুৎ শক্তির আধার স্বরূপ,—বিশেষতঃ পরিদৃশ্য মান নক্ষত্র সমূহ পরি-

বেষ্টিত আকাশ একটী বড় রকমের magnatic field সমস্ত আকাশকে গাভী রূপে কল্পনা করিলে, তাহার নক্ষত্র পরিবেষ্টিত অংশটীকে জরায়ু কল্পনা করা, বোধ হয় কবিত্বের দিক্ দিয়াও মন্দ নহে। যখন নৈশাকাশে অসংখ্য তারকা উদিত হইয়া তাহাকে ধবলিত করিয়া ফেলে, তখন শুভ্র কটাহ-বৎ সেই আকাশকে বিদ্যুতের জরায়ু কল্পনা করা অতি সমীচিন।

চতুর্থতঃ "সূর্য্যো বৎসঃ"—সূর্য্য বা বিদ্যুৎ তাহার বৎস স্বরূপ, ইহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন, কারণ পূর্ব্বেই সূর্য্যকে বিদ্যুৎ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে,—কেন হইয়াছে সে যুক্তি পরে দেখান যাইবে।

পঞ্চমতঃ "বৃষ্টিঃ পীযূষঃ"। বিজ্ঞান বিদ্ মাত্রেই জানেন, বৃষ্টি হওয়ার প্রতি মেঘস্থ বিদ্যুতের, কারণত্বও কম নহে। কাযেই বৃষ্টিকে দুগ্ধ বলা অন্যায় বলা হয় নাই। যেমন গো দোহনের জন্য গো-বৎসের প্রয়োজন অত্যধিক, সেইরূপ বৃষ্টিপাতের জন্য বিদ্যুতের প্রয়োজনও অত্যধিক অর্থ পরিস্ফুট করিবার নিমিত্ত বৈশেষিক দর্শনের দুইটী সূত্রের উল্লেখ করিতেছি যথা—

অপাং সংঘাতো বিলয়নঞ্চ তেজঃ সংযোগাৎ। ৫।২।৮

সূত্রের সহজ অর্থ এই যে, জল সমূহের সংঘাত অর্থাৎ মেঘ, করকা প্রভৃতির অবস্থা প্রাপ্তি ও সেই অবস্থা হইতে গলিত হওয়া, এই উভয়েরই তেজঃ সংযোগ কারণ। টীকাকার শঙ্কর মিশ্র বলিতেছেন যে, তেজঃ সংযোগের ইতর বিশেষ আছে। আমরা আজকাল ইংরাজীতে যাহাকে degree বলি, সেই degree রূপরিমাণের আধিক্য ও ন্যূনতা অনুসারে জল কঠিনতা প্রাপ্ত ও করকাদি তরলাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বৈশেষিক দর্শনে তাহার পরের সূত্র—

তত্র বিস্ফূর্জথুর্লিঙ্গম্ ৫।২।৯

অর্থাৎ—যে বজ্র নির্ঘোষই সেই তেজঃ সংযোগের লিঙ্গ স্বরূপ বা অনুমাপক। টীকাকার মহামহোপাধ্যায় শঙ্কর মিশ্র যাহা বলিতেছেন, তাহার ভাব এই যে, মেঘ হইতে যে বৈদ্যুতাগ্নির স্ফুরণ হয়, তাহা প্রত্যক্ষ। বিদ্যুতের পর বজ্র নির্ঘোষ ও প্রত্যক্ষ এবং তাহার পর বর্ষণ ও প্রত্যক্ষ, অতএব অনুমান বলে প্রমান হইতেছে যে যে সমস্ত মেঘ হইতে করকাদি পাত হয়,

তাহার মধ্যে বিদ্যুৎ অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাপ উৎপাদন করে এ তাহাই বর্ষনাদির হেতু।

বিদ্যুতের সহিত তাপের সম্বন্ধ অনেকেই জানেন সুতরাং তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। অন্ততঃ যাহারা একটী electric light দেখিয়াছেন তাহারাও ইহা বুঝিতে পারিবেন। বৈদিক ঋষিও প্রাণকে কখনও বা সূর্য্য বা বিদ্যুৎ এবং কখনও বা বৈশ্বানর বলিয়া, বিদ্যুৎ ও তাপের সম্বন্ধ স্পষ্ট দেখাইয়া গিয়াছেন। পাঠক বোধ হয় এবার, সূর্য্যই যে এ স্থানে বিদ্যুৎ, তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। যদিও বা এ স্থানে সন্দেহ থাকে তবে পরবর্ত্তী মন্ত্র সমূহে তাহা আরও পরিষ্কার রূপে বুঝিবেন। "যৎ প্রাণ" ইত্যাদি দ্বিতীয় মন্ত্রে বল হইয়াছে যে সূর্য্য মেঘ মুখে শব্দ করিতে করিতে আগমন করিতে ছেন—সামান্য বালকগণও জানে যে সূর্য্য কখনও মেঘের সহিত শব্দ করিতে করিতে গমন করে না, বরং বজ্র নির্ঘোষ' বলিলে এস্থানে অর্থ অধিকতর সঙ্গত হইবে। 'জরায়ুজঃ' ইত্যাদি তৃতীয় মন্ত্রেও বৃষ্টির সহিত সূর্য্যের আগমনের কথা বর্ণিত আছে। বলা বাহুল্য, সে স্থলেও দ্বিতীয় মন্ত্রের ন্যায় ইহার অর্থ করিলেই অর্থ সঙ্গতি রক্ষিত হইবে।

এ স্থানে একটী কথা বলিতে চাই যে, প্রাণ অথবা সূর্য্যের বিদ্যুৎ এই নূতন ব্যাখ্যা আমিই করি নাই, পরন্তু বৈদিক ঋষিরাই উক্তরূপ অর্থ করিয়া গিয়াছেন প্রমান স্বরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ খণ্ডে—"প্রাণ আকাশো দ্যৌর্বিদ্যুদিতি।" অথর্ব্ব শির উপনিষদের—"অথ কস্মাদুচ্যতে বৈদ্যুতং যস্মাদুচ্চার্য্যমানঃ এব ব্যক্তে মহতি তমসি দ্যোতয়তি তস্মাদুচ্যতে বৈদ্যুতম্' ইত্যাদি বাক্য অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবেন। তাহার পরেও যে সামান্য সন্দেহ বর্ত্তমান ছিল, প্রশ্নোপনিষদের ঋষি— "সহস্র রশ্মিঃ শতধা বর্ত্তমাণঃ প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষসূর্য্যঃ।"—অর্থাৎ—বাহিরে যাহা সূর্য্য বা বিদ্যুৎ, তাহাই জীবদেহে প্রাণরূপে অবস্থিত,—এই বাক্যে তাহা নিবারণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। বস্তুত, এই জড় জগতের সূর্য্যও একটী বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র বলিয়াই বৈদিক ঋষি তাহাকে বিদ্যুৎ রূপী বৎস বলিয়া কল্পনা করিয়া গিয়াছেন।

"জরায়ুজঃ" ইত্যাদি তৃতীয় মন্ত্রে আমরা দেখিয়াছি যে, এই বিদ্যুৎ বা প্রাণই আপনাকে বাতাদি তিন স্থানে বিভক্ত

রিয়া বিচরণ করিতেছে। যদি তাহাই হয়, তবে আমরা আয়ুর্ব্বেদের ভিত্তি বায়ু, পিত্ত ও কফকেই বলিব, অথবা শারীরিক বিদ্যুৎকেই বলিব, হাই বিবেচ্য বিষয়। আশ্চার্য্যের বিষয় এই যে, এই শরীর বিদ্যুৎ সম্বন্ধে ধান প্রধান আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ এক রূপ নির্ব্বাক বলিলে কোনও দোষ না। অথচ সমস্ত শরীর, রাজ্যের কর্ত্তা তিন জন না হইয়া যে একজন রেন, ইহাই যে সহজ ও প্রকৃত নিয়ম, আশাকরি সকলেই তাহা স্বীকার রিবেন এবং কে বলিতে পারে যে, একমাত্র এই শরীর-বিদ্যুতের উপর া রাখিয়া তদনুসারে চিকিৎসা করিলে আমরা অধিক পাইব না।

বায়ু, পিত্ত ও কফ দ্বারা আয়ুর্ব্বেদ যে সমস্যার ব্যাখ্যা করেন, পশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রকারগণ Nervous system দ্বারা তাহাই ব্যাখ্যা করেন, তাহার কোনও মৌলিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইলেই Nerve force অথবা Energy বলিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই Nerve জিনিষটা যে কি, তাহা তাহারাও বুঝিতে পারেন নাই। প্রসিদ্ধ চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত M. Kendric, Encyepaedia Brifannica নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখিতেছেন।

"The nerve may be regarded as the conductor of a mode of energy, which for want of a jeetter term is termed nerve foree," এইস্থলে Nerve এর যে ব্যাখ্যা করা হইল ও তাহাতে যাহা বুঝিতে পারা যায়, আয়ূর্ব্বেদের বায়ু-তত্ত্বের ব্যাখ্যা তদপেক্ষা সহস্রগুণে সন্তোষজনক। Halliburton লিখিতেছেন—

"The ancient imajined the nerves were tulees along which a flow of spiritual essence took place." Nerve সম্বন্ধে প্রাচীন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই প্রকার ধারণা ছিল।

যাহা হউক, কিছুদিন পূর্ব্বে পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের মধ্যে দুইটী সম্প্রদায় ছিল। এক সম্প্রদায়, বল-বিজ্ঞান বাদী ও অন্য সম্প্রদায় রসায়ন শাস্ত্রবাদী। যাহারা physilal theory মানিয়া চলিতেন তাহারাও স্নায়ু প্রভৃতির উত্তেজনায় বিদ্যুৎ শক্তির প্রভাব যথেষ্ট মানিয়া চলিতেন, তবে কোনও কোনও স্থানে ঐ বিদ্যুৎ শক্তির প্রভাব লক্ষ্য না করিয়া বিদ্যুৎ-বাদকে সম্পূর্ণ রূপে

স্বীকার করিতেন না, আবার যাহারা Chemical theory মানিয়া চলিতেন, তাহারাও Oxygen প্রভৃতির বিদ্যমানতায় বিদ্যুৎ শক্তির স্ফুরণ ও অন্যত্র তাহার অপ্রকাশ ভাব লক্ষ্য করিয়া বিদ্যুৎ-বাদকে সম্পূর্ণ স্বীকার করিতেন না। ইহাদের উভয় পক্ষেরই বিদ্যুৎ-বাদকে সম্পূর্ণ স্বীকার করা সম্বন্ধে এই আপত্তি যে সকল সময়ে সকল অবস্থায় বিদ্যুৎ ঠিক একই ভাবে অবস্থিত বলিয়া দৃষ্ট হয় না। এই সমস্ত পণ্ডিতগণ বিদ্যুৎ তত্ত্ব জানিতেন কিন্তু বায়ু পিত্ত বা কফ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অভাবে বিদ্যুতের নানাবস্থা প্রাপ্তির রহস্যটী বুঝিতে পারেন নাই। প্রকার ভেদে বায়ু, পিত্ত, কফ তিনটী পদার্থ তিন প্রকারের এবং প্রকার ভেদে তাহাদের এক একটীর যত গুলি ভাগ করা যায় তাহা ধরিলে ১৪০ টী ভাগ হইয়া থাকে।

কারণ ভেদে বায়ুর ৮০ প্রকার, পিত্তের ৪০ প্রকার, ও কফের ২০ প্রকার অবস্থা সমষ্টিতে ১৪০ প্রকার ; ইহা ব্যতীত দ্বন্দ্বজাদি নানা প্রকার অবস্থা ধরিয়া তাঁহার permtetapom combinafion করিলে অসংখ্য প্রকারের হইয়া থাকে

বিদ্যুৎ এক হইলেও এবং সকলের প্রভু হইলেও, বায়ু পিত্তাদির অবস্থাভেদে তাহারাও যে বিভিন্ন লক্ষণ হইবে, এ বিষয়ে কোনই আশ্চার্য্যের বিষয় নাই পশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে, বায়ু, পিত্ত ও কফ তত্ত্ব সম্বন্ধীয় কোন কথা নাই বলিয়াই, উক্ত পণ্ডিতদিগের এরূপ প্রমাদ ঘটিয়াছে। যাহা হউক, তথাপিও কত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অবস্থায় যে বিদ্যুৎ শক্তির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তাহার প্রমাণের জন্য পণ্ডিত প্রবর Halilleurton এর কয়েকটী কথা তুলিয়া দিলাম। তিনি বলিতেছেন " when a nerve is stimulated, the change produced in it is called a nerveousimpulse; this change travels along the nerve, and the propogation of some change is evident from the effects which follow, sensation, movement scaretion, etc. but in the nerve itself very little change can be detected. There is no change inform, the most delicate ther mopiles have failed to detect any production of heat, and we are almost ignorrant of any chemical change.The only altera

* Halliburtons Pytusiology 11th edition, P. P. 162—80,

which can be readily detected, as evident of this molecular change, in a nerve is the electrical one "

তাৎপর্য্য এই যে যখন কোনও স্নায়ু উত্তেজিত হইয়া থাকে, ঐ উত্তেজনা তন্মধ্য দিয়া সঞ্চলন করিতে থাকে এবং তাহার ফলে, অনুভব স্পন্দন ইত্যাদি নানা প্রকার ক্রিয়াও হইয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই ঐ উত্তেজনা বশতঃ স্নায়ুর কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না অতি সূক্ষ্ম উত্তাপ মাপক যন্ত্র পর্য্যন্ত এই অবস্থায় সামান্য পরিমানও উত্তাপ নির্ণয় করিতে পারে নাই, কোনও প্রকারের রাসায়নিক পরিবর্ত্তনও কখনও লক্ষিত হয় নাই, কেবল একমাত্র অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন যাহা দেখা গিয়াছে তাহা বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয়। যাহা হউক পশ্চাত্য electro hyologist গণ এসম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেনএবং তদনুসারে কেহ কেহ Electrical treatment করিয়া ব্যাধি বিনাশে আশ্চার্য্য ফল লাভও করিতেছেন, অতএব এ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক মণ্ডলীর এবং অন্যান্য সকল সম্প্রদায়েরই চিকিৎসক মহাশয়গণের লক্ষ্য করা উচিত। প্রবন্ধ পাঠকগণ অথর্ব্ববেদের বিস্তৃত আলোচনা করিলেই দেখিতে পইবেন যে আয়ুর্ব্বেদের মূল অথর্ব্ববেদ বিদ্যুৎকেই প্রাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এবং বৈদিক মতানুসারে বিদ্যুৎ তত্ত্বই মৌলিক আয়ুর্ব্বেদের মূল ভিত্তি বলিয়াই প্রতীত হয়। যাহাহউক আমার এ প্রবন্ধে যথেষ্ট প্রমাদ থাকিতে পারে এবং থাকাই সম্ভব, বিশেষজ্ঞ আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ এ বিষয় সম্যক আলোচনা করিলেই সমস্যাটীর সমাধান হইতে পারিবে।

আশাপথে।

(শ্রীমতী চারুশীলা দেবী)।

পূর্ব্বানুবৃত্তি ৩য় প্রবন্ধ।

(৩)

বিক্রমপুরের চৌধুরী বংশ অতি প্রাচীন বংশ। রমাপ্রসাদ চৌধু… প্রপিতামহ হরপ্রসাদ চৌধুরী নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর একজন প্রধান ও … কর্ম্মচারী ছিলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, হরপ্রসাদ চৌধুরী বা… আসিবার সময় বড় বড় রূপার ঘড়ায় মোহর লইয়া আসিতেন। তাঁহা… অতীত সুখ-সৌভাগ্যের কাহিনী বিনোদপুর এবং তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম… এখনও শতমুখে প্রচার করিয়া থাকে। অতীত গৌরবের চিহ্ন স্বরূপ … নদের তীরে তাঁহাদের সুবৃহৎ প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা এখনও সগর্ব্বে … তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এখনকার জমিদার রমাপ্রসাদ চৌধুরীকে লো… দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত; তাঁহার ন্যায় উদার, মহৎ ও নিরভি… জমিদার প্রায় দেখা যায় না। এই রমাপ্রসাদ চৌধুরীরই একমাত্র বংশ… অরুণকুমার। অরুণও পিতার সমস্ত সদ্‌গুণ রাশিতে অলঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছি… পুত্রের প্রকৃতি দেখিয়া রমাপ্রসাদ বাবু আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিতে… পুত্র গর্ব্বে তাহার তাঁহার বুক ফুলিয়া উঠিত। তিনি হৃদয়ে বড় আশা পো… করিতেন যে অরুণ বড় হইয়া তাঁহার বংশ উজ্জ্বল করিবে। কিন্তু … অরুণ বিলাত গেল। 'ক্লারা'র মোহিনী মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া অরুণ সব হারাই… পিতার আকুল আহ্বান তাঁহার কাণে প্রবেশ করিল না। সে পি… বেদনা বুঝিল না। তুচ্ছ একটা নারীর জন্য সে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করি… বুদ্ধিমান্ অরুণ আজ কাণ্ডজ্ঞান শূন্য! পিতৃভক্ত সন্তান আজ কৃ… অকৃতজ্ঞ! অরুণের বয়স যখন সপ্তদশ, রমাপ্রসাদ বাবু তখন … শিশিরকুমারীর সহিত তাহার বিবাহ দিলেন, শিশির 'তপ্ত-কাঞ্চননিভ' আলো… সামান্য সুন্দরী নহে; কিংবা 'ডানাকাটা পরী'ও নহে, কিন্তু সে… প্রকৃতই হেমন্তের শিশির বিন্দুর মত আড়ম্বরহীন, শোভাহীন, স্নি…

…য়াছেন! সত্য সত্যই বুঝি সে স্বর্গচ্যুত হইয়া ধরাবক্ষে আসিয়া …য়াছিল। তার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি মলাহীন ও নির্ম্মল। কাল কাল …ভরা দুটি চোখ যেন মুখের উপর প্রীতি ভরে নৃত্য করিত। মাথায় কালো …মেঘের মতন একমাথা চুল। আর ছিল,—তার সেই ছোট বুকখানি ভরা …ভরা স্নেহ, ভালবাসা এবং অপরিসীম সরলতা। ইহাতেই অরুণ মুগ্ধ …য়াছিল; প্রাণ ভরিয়া অরুণ স্ত্রীকে ভালও বাসিয়াছিল, কিন্তু …সব গোলমাল হইয়া গেল, তার ইংলণ্ডে গিয়া। লঘু চিত্ত অরুণ …বিলাসময়ী ইংলণ্ড মহানগরীর ইন্দ্রজালে জড়িত হইয়া আত্মরক্ষা করিতে …অসমর্থ হইল; স্রোতের মুখে তৃণের মত সে অগাধে ভাসিয়া …গিয়াছিল।

অরুণের কুকীর্ত্তি প্রচার হইবার পরই, অজয় ইংলণ্ডে যায়। …যাইবার সময় অজয় সকলকে আশ্বাস দিয়া গিয়াছিল—"আমি যখন …ফিরিয়া আসিব, তখন নিশ্চয়ই অরুণকে সঙ্গে করে নিয়ে ফিরব।" অজয়ের কথায় …সকলে আশান্বিতও হইয়াছিল; কারণ অজয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সে কথায় যাহা …বলে, কাজেও তাহা করে। কিন্তু অজয় ইংলণ্ডে গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে …সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। অরুণের এত দূর অধঃপতন হইয়াছে, তাহা অজয় …কল্পনাও করিতে পারে নাই। যে অরুণ দেশে অবস্থান কালে একদিন …অজয়কে না দেখিলে অস্থির হইত, বিশেষতঃ অজয়কে আপনার করিবার জন্য …যত যত্নেই সে নিজের ছোট বোন্‌টীর সঙ্গে তাহার বিবাহ দিয়াছিল, সেই অরুণ …এই সুদূর সাগর পারে অজয়ের আগমন সংবাদ পাইয়াও প্রিয় বন্ধুর সহিত …সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিতে আসিল না! অজয় দেখা করিতে গেলেও সে দেখা …করিল না! লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইল—'বাড়ীতে নাই!' হায় রে নারীর …প্রেম!

অনেক কষ্টে, অনেক চেষ্টার পর, অজয় এক দিন অরুণের দেখা পাইল। কিন্তু অজয় যাহা ভাবিয়াছিল, তাহা হইল না। অজয় মনে করিয়াছিল, সে …গিয়াই নিশ্চয় অরুণকে পতিত স্থান হইতে উদ্ধার করিবে কিন্তু তাহাও সে পারিল না। অরুণ প্রবৃত্তির দাস হইয়া সবেগে ধ্বংসের মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে, অজয়ের সাধ্য কি যে তাহাকে ধরিয়া রাখে!

এমনি করিয়া আরও দুই বৎসর কাটিল। পরে অজয়ের বিলাতের পাঠ শেষ হইয়া গেল। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সে যখন দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে, তখন অরুণকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিল কিন্তু অরুণ কিছুতেই যাইতে স্বীকৃত হইল না। অজয়ের ইংলণ্ড ত্যাগের দিন, অরুণের সঙ্গে তাহার যে সমস্ত কথা বার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা প্রথমেই বলা হইয়াছে।

অজয় স্বদেশ যাত্রা করিবার সংবাদ, বাপ ও শ্বশুরকে টেলিগ্রাফে জানাইল, কিন্তু অরুণের কথা কিছু লিখিল না। টেলিগ্রাম যথাকালে রমাপ্রসাদ বাবুর হস্তগত হইল। বিলাতি টেলিগ্রাম দেখিয়া আশা ও আনন্দে তিনি তাড়াতাড়ি টেলিগ্রাম খানা খুলিয়া পড়িলেন। অজয়ের আগমন সংবাদে সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু তাহাতে অরুণের কোনও সংবাদ না থাকাতে, তিনি বড়ই চিন্তিত হইলেন, তবে অজয়ের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন।

বেলা দশটা পর্য্যন্ত তিনি বিষয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তবে স্নান করিতেন; স্নানের পর পট্টবস্ত্র পরিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া পূজা আহ্নিকে সময় অতিবাহিত করিতেন। তার পর আহার করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরে আবার বাহিরে আসিতেন;—ইহাই ছিল তাঁহার দৈনিক নিয়ম। বেলা দশটার সময় অজয়ের টেলিগ্রাম খানা হাতে করিয়া তিনি অন্দরের দিকে চলিলেন।

শিশির তখন তাঁহার পূজার ঘরে বসিয়া পূজার ফুলগুলি চন্দনে সিক্ত করিয়া গুছাইয়া রাখিতে ছিল। এমন সময় রমাপ্রসাদ বাবু দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন—"কই আমার মা কোথায় গো!"—তাড়াতাড়ি মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিয়া শিশির বলিল "কেন বাবা?"

"এই মা! অজয়ের টেলিগ্রাম পেলুম এখন। সে আসবে, জাহাজে উঠেছে" বলিয়া তিনি টেলিগ্রাম খানা শিশিরের হাতে দিলেন। কম্পিত হস্তে শ্বশুরের কাছ হইতে টেলিগ্রাম খানা লইয়া শিশির হাতের মুঠার মধ্যে চাপিয়া রাখিল, সেখানা খুলিয়া দেখিবার তাহার শক্তি হইল না। একটা কি যেন অনন্তভূত

উন্মাদনায়, তাহার বুকটা দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। স্পন্দিত শিশির টেলিগ্রাম ধরিয়া ভাবিতেছিল—অজয় যখন আসিতেছে, নিশ্চয়ই সে অরুণকে না লইয়া ফিরিবে না। এতদিনে বুঝি তার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াছে। আজ কতদিন ধরিয়া সে যে আশাপথ চাহিয়া আছে, বুঝি দেবতা সদয় হইয়া এত দিনে তাহার সে আশা পূর্ণ করিলেন! তার এখন কর্ত্তব্য কি? সে কি সেই পূর্ব্বের ন্যায় একান্ত নির্ভর-শীলা সতীর মতন স্বামীর চরণ তলে লুটাইয়া পড়িবে, অথবা হীন-চরিত্র অন্যাশক্ত, চরিত্র স্বামীর নিকট হইতে দূরে, অতিদূরে, স্বতন্ত্র, উন্নত ভাবে থাকিবে? ক্ষণ পরেই সে তাহার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়া লইল। ভাবিল—'না, না, এ কি মনে করছি? আমি যে হিন্দু নারী! হিন্দু নারীর পক্ষে স্বামী প্রত্যক্ষ দেবতা। দেবতার কি কখনও পাপ স্পর্শ করতে পারে? তিনি যে কাজই করুণ না কেন, তার বিচার করবার অধিকার তো আমার নেই! তাঁর পা দুখানি আমার স্বর্গ! আমি স্বেচ্ছায় কেন সে স্বর্গ উপেক্ষা করব? আমি চির দিন সেই পায়ের তলায় লুটিয়ে থাকব।"

শিশির যখন এমনি ভাবে বিভোর, তখন ভ্রু-কুঞ্চিত করিয়া কিছু ক্ষুণ্ণ স্বরে রমাপ্রসাদ বাবু বলিলেন—"কিন্তু বুঝতে পাচ্ছিনা, অরুণ আসবে কিনা। কই, অজয় তার কথা তো কিছুই লেখেনি?"

শিশিরের বুকটা যেন কেমন দমিয়া গেল। এই তো আশার ঢেউয়ে তার সমস্ত হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল, সহসা তাহা নীরব নিষ্পন্দ অসাড় হইয়া পড়িল। আবার সে মনে করিল—"তাই তো! আমি কি উন্মাদ হয়েছি নাকি! কোথায় তিনি, আর কোথায় আমি—যে এর মধ্যেই মনে মনে ভাবছি যদি তিনি না আসেন?"

সুবোধ কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তার ছোট দুখানি হাত দিয়া রমাপ্রসাদ বাবুকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কার চিঠি এসেছে, দাদা ভাই?"

সস্নেহে তার চিবুক স্পর্শ করিয়া রমাপ্রসাদ বাবু উত্তর করিলেন—'চিঠি নয় দাদা! অজয় টেলিগ্রাম করেছে।"

সুবোধ সাগ্রহে বলিল—"বাবা আসবে?"

সুবোধের মাথায় হাত বলাইতে বুলাইতে রমাপ্রসাদ বাবু বলিলেন—"হ্যাঁ

এমনি করিয়া আরও দুই বৎসর কাটিল। ঘরে অজয়ের বিলাতের পাঠ শেষ হইয়া গেল। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সে যখন দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে, তখন অরুণকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিল কিন্তু অরুণ কিছুতেই যাইতে স্বীকৃত হইল না। অজয়ের ইংলণ্ড ত্যাগের দিন, অরুণের সঙ্গে তাহার যে সমস্ত কথা বার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা প্রথমেই বলা হইয়াছে।

অজয় স্বদেশ যাত্রা করিবার সংবাদ, বাপ ও শ্বশুরকে টেলিগ্রাফে জানাইল, কিন্তু অরুণের কথা কিছু লিখিল না। টেলিগ্রাম যথাকালে রমাপ্রসাদ বাবুর হস্তগত হইল। বিলাতি টেলিগ্রাম দেখিয়া আশা ও আনন্দে তিনি তাড়াতাড়ি টেলিগ্রাম খানা খুলিয়া পড়িলেন। অজয়ের আগমন সংবাদে সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু তাহাতে অরুণের কোনও সংবাদ না থাকাতে, তিনি বড়ই চিন্তিত হইলেন, তবে অজয়ের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন।

বেলা দশটা পর্য্যন্ত তিনি বিষয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তবে স্নান করিতেন; স্নানের পর পট্টবস্ত্র পরিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া পূজা আহ্নিকে সময় অতিবাহিত করিতেন। তার পর আহার করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরে আবার বাহিরে আসিতেন;—ইহাই ছিল তাঁহার দৈনিক নিয়ম। বেলা দশটার সময় অজয়ের টেলিগ্রাম খানা হাতে করিয়া তিনি অন্দরের দিকে চলিলেন।

শিশির তখন তাঁহার পূজার ঘরে বসিয়া পূজার ফুলগুলি চন্দনে সিক্ত করিয়া গুছাইয়া রাখিতে ছিল। এমন সময় রমাপ্রসাদ বাবু দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন—"কই আমার মা কোথায় গো!"—তাড়াতাড়ি মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিয়া শিশির বলিল "যে বাবা?"

"এই মা! অজয়ের টেলিগ্রাম পেলুম এখন। সে আসবে, জাহাজে উঠেছে" বলিয়া তিনি টেলিগ্রাম খানা শিশিরের হাতে দিলেন। কম্পিত হস্তে শ্বশুরের কাছ হইতে টেলিগ্রাম খানা লইয়া শিশির হাতের মুঠার মধ্যে চাপিয়া রাখিল, সেখানা খুলিয়া দেখিবার তাহার শক্তি হইল না। একটা কি যেন অনন্ত

উন্মাদনায়, তাহার বুকটা দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। স্পন্দিত শিশির টেলিগ্রাম ধরিয়া ভাবিতেছিল—অজয় যখন আসিতেছে, নিশ্চয়ই সে অরুণকে না লইয়া ফিরিবে না। এতদিনে বুঝি অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াছে। আজ কতদিন ধরিয়া সে যে আশাপথ চাহিয়া আছে, বুঝি দেবতা সদয় হইয়া এত দিনে তাহার সে আশা পূর্ণ করিলেন! তার এখন কর্ত্তব্য কি? সে কি সেই পূর্ব্বের ন্যায় একান্ত নির্ভর-শীলা স্ত্রীর মতন স্বামীর চরণ তলে লুটাইয়া পড়িবে, অথবা হীন-চরিত্র অন্যাশক্ত, স্বামীর নিকট হইতে দূরে, অতিদূরে, স্বতন্ত্র, উন্নত ভাবে থাকিবে? ক্ষণ পরেই সে তাহার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়া লইল। ভাবিল—'না, না, এ কি মনে করছি? আমি যে হিন্দু নারী! হিন্দু নারীর পক্ষে স্বামী প্রত্যক্ষ দেবতা। দেবতার কি কখনও পাপ স্পর্শ করতে পারে? তিনি যে কাজই করুণ কেন, তার বিচার করবার অধিকার তো আমার নেই! তাঁর পা দুখানি আমার স্বর্গ! আমি স্বেচ্ছায় কেন সে স্বর্গ উপেক্ষা করব? আমি চির দিন তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে থাকব।"

শিশির যখন এমনি ভাবে বিভোর, তখন ভ্রু-কুঞ্চিত করিয়া কিছু ক্ষুণ্ণ স্বরে রমাপ্রসাদ বাবু বলিলেন—"কিন্তু বুঝতে পাচ্ছিনা, অরুণ আসবে না। কই, অজয় তার কথা তো কিছুই লেখেনি?"

শিশিরের বুকটা যেন কেমন দমিয়া গেল। এই তো আশার ঢেউয়ে তার সমস্ত হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল, সহসা তাহা নীরব স্পন্দ অসাড় হইয়া পড়িল। আবার সে মনে করিল—"তাই তো! আমি কি বাদ হয়েছি নাকি! কোথায় তিনি, আর কোথায় আমি—যে এর মধ্যই মন মনে ভাবছি যদি তিনি না আসেন?"

সুবোধ কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তার ছোট দুখানি হাত দিয়া রমাপ্রসাদ বাবুকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কার চিঠি এসেছে, দাদা ভাই?"

স্নেহে তার চিবুক স্পর্শ করিয়া রমাপ্রসাদ বাবু উত্তর করিলেন—'চিঠি নয় দাদা! অজয় টেলিগ্রাম করেছে।"

সুবোধ সাগ্রহে বলিল—"বাবা আসবে?"

সুবোধের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে রমাপ্রসাদ বাবু বলিলেন—"হ্যাঁ

এমনি করিয়া আরও দুই বৎসর কাটিল। পরে অজয়ের বিলাতের পাঠ শেষ হইয়া গেল। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সে যখন দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে, তখন অরুণকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিল কিন্তু অরুণ কিছুতেই যাইতে স্বীকৃত হইল না। অজয়ের ইংলণ্ড ত্যাগের দিন, অরুণের সঙ্গে তাহার যে সমস্ত কথা বার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা প্রথমেই বলা হইয়াছে।

অজয় স্বদেশ যাত্রা করিবার সংবাদ, বাপ ও শ্বশুরকে টেলিগ্রামে জানাইল, কিন্তু অরুণের কথা কিছু লিখিল না। টেলিগ্রাম যথাকালে রমাপ্রসাদ বাবুর হস্তগত হইল। বিলাতি টেলিগ্রাম দেখিয়া আশা ও আনন্দে তিনি তাড়াতাড়ি টেলিগ্রাম খানা খুলিয়া পড়িলেন। অজয়ের আগমন সংবাদে সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু তাহাতে অরুণের কোনও সংবাদ থাকাতে, তিনি বড়ই চিন্তিত হইলেন, তবে অজয়ের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন।

বেলা দশটা পর্য্যস্ত তিনি বিষয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তবে স্নান করিতেন; স্নানের পর পট্টবস্ত্র পরিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া পূজা আহ্নিকে অতিবাহিত করিতেন। তার পর আহার করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার বাহিরে আসিতেন;—ইহাই ছিল তাঁহার দৈনিক নিয়ম। বেলা দশটার সময় অজয়ের টেলিগ্রাম খানা হাতে করিয়া তিনি অন্দরের দিকে চলিলেন।

শিশির তখন তাঁহার পূজার ঘরে বসিয়া পূজার ফুলগুলি চন্দনে সিক্ত করিয়া গুছাইয়া রাখিতে ছিল। এমন সময় রমাপ্রসাদ বাবু দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন—"কই আমার মা কোথায় গো!"—তাড়াতাড়ি মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিয়া শিশির বলিল "কেমন বাবা?"

"এই মা! অজয়ের টেলিগ্রাম পেলুম এখন। সে আসবে, জাহাজে উঠেছে" বলিয়া তিনি টেলিগ্রাম খানা শিশিরের হাতে দিলেন। কম্পিত হস্তে শ্বশুরের কাছ হইতে টেলিগ্রাম খানা লইয়া শিশির হাতের মুঠার মধ্যে চাপিয়া রাখিল। সেখানা খুলিয়া দেখিবার তাহার শক্তি হইল না। একটা কি যেন অনন্তভূত

উন্মাদনায়, তাহার বুকটা দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। স্পন্দিত শিশির টেলিগ্রাম ধরিয়া ভাবিতেছিল—অজয় যখন আসিতেছে, নিশ্চয়ই সে অরুণকে না লইয়া ফিরিবে না। এতদিনে বুঝি অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াছে। আজ কতদিন ধরিয়া সে যে আশাপথ চাহিয়া আছে, বুঝি দেবতা সদয় হইয়া এত দিনে তাহার সে আশা পূর্ণ করিলেন! তার এখন কর্ত্তব্য কি? সে কি সেই পূর্ব্বের ন্যায় একান্ত নির্ভর-শীলা স্ত্রীর মতন স্বামীর চরণ তলে লুটাইয়া পড়িবে, অথবা হীন-চরিত্র অন্যাশক্ত, স্বামীর নিকট হইতে দূরে, অতিদূরে, স্বতন্ত্র, উন্নত ভাবে থাকিবে? ক্ষণ পরেই সে তাহার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়া লইল। ভাবিল—'না, না, এ কি মনে করছি? আমি যে হিন্দু নারী! হিন্দু নারীর পক্ষে স্বামী প্রত্যক্ষ দেবতা। দেবতার কি কখনও পাপ স্পর্শ করতে পারে? তিনি যে কাজই করুণ কেন, তার বিচার করবার অধিকার তো আমার নেই! তাঁর পা দুখানি আমার স্বর্গ! আমি স্বেচ্ছায় কেন সে স্বর্গ উপেক্ষা করব? আমি চির দিন তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে থাকব।"

শিশির যখন এমনি ভাবে বিভোর, তখন ভ্রু-কুঞ্চিত করিয়া কিছু ক্ষুণ্ণ স্বরে রমাপ্রসাদ বাবু বলিলেন—"কিন্তু বুঝতে পাচ্ছিনা, অরুণ আসবে কিনা। কই, অজয় তার কথা তো কিছুই লেখেনি?"

শিশিরের বুকটা যেন কেমন দমিয়া গেল। এই তো আশার ঢেউয়ে তার সমস্ত হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল, সহসা তাহা নীরব নিস্পন্দ অসাড় হইয়া পড়িল। আবার সে মনে করিল—"তাই তো! আমি কি উন্মাদ হয়েছি নাকি! কোথায় তিনি, আর কোথায় আমি—যে এর মধ্যই মনে ভাবছি যদি তিনি না আসেন?"

সুবোধ কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তার ছোট দুখানি হাত দিয়া রমাপ্রসাদ বাবুকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কার চিঠি এসেছে, দাদা ভাই?"

সস্নেহে তার চিবুক স্পর্শ করিয়া রমাপ্রসাদ বাবু উত্তর করিলেন—'চিঠি নয় দাদা! অজয় টেলিগ্রাম করেছে।"

সুবোধ সাগ্রহে বলিল—"বাবা আসবে?"

সুবোধের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে রমাপ্রসাদ বাবু বলিলেন —"হ্যাঁ

আসবে বইকি ! সে যে তোর বাপ ! তোকে না দেখে আর কত দিন থাকতে পারবে ?"

সানন্দে লাফাইয়া উঠিয়া আব্দারের সুরে সুবোধ বলিল—"ঠিক আসবে? সত্যি কথা বলছেন ত ? আপনি তো মিথ্যে কথা বলেন না। মিথ্যে কথা বল্লে পাপ হয় না, দাদা ভাই?

মাথা নাড়িয়া রমাপ্রসাদ বাবু সুধু জানাইলেন—"হ্যাঁ"।

বাহির হইতে সুবোধের সমবয়স্ক একটি বালক ডাকিল—"আয় সুবি, খেলা করতে যাই।" সুবোধের প্রাণে তখন আনন্দের ঢেউ বহিতেছিল, হাসিমুখে ছুটিয়া সে খেলার সাথীর সঙ্গে খেলা করিতে চলিয়া গেল। রমাপ্রসাদ বাবু তাহার দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন—যদি অরুণ না আসে, তাহলে এই সুকুমার শিশুর হৃদয়ে কত বড় একটা গুরুতর আঘাত লাগিবে, তাহা ভাবা যায় না।

তাঁহাকে তেমনি অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া শিশির ত্রস্তে নিজকে সামলাইয়া লইয়া বলিল—"বাবা, পূজো করে নিন্। ফুল গুলো যে সব শুকিয়ে উঠলো !".

চমকিয়া রমাপ্রসাদ বাবু বলিলেন—"এই যে যাই মা !"—বলিয়াই তিনি ধীরে ধীরে ঘরের ভিতরে পূজার আসনের দিকে গেলেন। শিশিরও সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

পুষ্প পাত্রে চন্দন-চর্চ্চিত পুষ্প সাজানো ; কোসা কুসিতে গঙ্গাজল, আসন পাতা সমস্তই প্রস্তুত ছিল। রমাপ্রসাদ বাবু আসনে বসিয়া সম্মুখে ইষ্টপূজা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু হায় ! বৃদ্ধের দৃঢ় চিত্ত আজ স্নেহের আকর্ষণে একেবারে শিথিল হইয়া পড়িয়া ছিল। সেই ঘাত প্রতিঘাতে আজ তাঁহার মন্ত্র, তন্ত্র, ধ্যান, ধারণা সমস্তই যেন ওলটপালট হইয়া যাইতে লাগিল। পূজার মন্ত্র ভুল হইতে লাগিল। ইষ্ট রূপ ধ্যানের পরিবর্ত্তে, অরুণের প্রতিমূর্ত্তি কেবল তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। কত দিন, কত মাস, কত বৎসর হইয়া গেল, তিনি যে তাঁর সেই প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রের মুখখানি দেখিতে পান নাই। কত দিন যে তার মুখের সেই

মিষ্ট কথা শোনেন নাই ! সে যে তাঁর হৃদয়ের রশ্মি, একমাত্র বংশ ধর, নয়নের মণি, অন্ধের যষ্ঠি ! তার কথা কি ভুলিতে পারা যায় ? পুত্র বিরহাতুর বৃদ্ধের অন্তরটা আজ যেন আবার নূতন করিয়া হা হা করিতে লাগিল। বিন্দুর পর বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িয়া তাঁহার বুক ভাসিয়া গেল। অনেক চেষ্টায় যদি বা মন সংযত করিয়া পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন, আবার অবাধ্য মন দুষ্ট ঘোড়ার মত রাশ ছিঁড়িয়া সেই অরুণের কাছেই ছুটিয়া যাইতে লাগিল। যে অকৃতজ্ঞ পুত্র পিতার বেদনা বুঝিল না, যে পাষণ্ড অক্লেশে স্ত্রী পুত্রের মমতা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া একটা কুলটা বিদেশিনীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া সব জলাঞ্জলি দিয়াছে, তবুও তো স্নেহময় পিতৃহৃদয় তারই দিকে হেলিয়া পড়িতেছে ! কই? তার প্রতি তো তিনি বিন্দুমাত্র কঠোর হইতে পারিতেছেনা। সেই অকৃতজ্ঞ সন্তানকে বক্ষে লইবার জন্যই তো তাঁর হৃদয় আকুল ! তাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য তো তাঁহার স্নেহময় বাহুদুটি প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। তবু সে আসে না, তবু সে চায় না, তবু সে ধরা দেয় না ! হায় রে সন্তানের মমতা ! সেদিন আর রমাপ্রসাদ বাবুর পূজা শেষ হইল না। কিছুতেই তিনি সে দিন মনকে সংযত রখিতে পারিলেন না। অতীতের কত কি কথা মনে পড়িয়া তাঁহার সমস্তই গোলমাল হইয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন।

(ক্রমশঃ)

———

স্বাধীন বৃত্তি।

(শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী। আকুই, বর্দ্ধমান)।

পূর্ব্বানুবৃত্তি

পূজ্যপাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিয়াছেন—

"অন্যথা রূপং মায়িকং স্থূল সূক্ষ্ম রূপদ্বয়ং হিত্বা স্বরূপেণ কেষাঞ্চিদ্ভগবৎ পার্ষদ রূপেণ চ ব্যবস্থিতি মুক্তিঃ।"

অর্থাৎ—স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ মায়িক দেহদ্বয় ত্যাগ করিয়া কোন ভগবদ্ পার্ষদ রূপে অবস্থানকে মুক্তি কহে।

পূর্ব্বোক্ত বেদান্ত দর্শনের সূত্রের শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও এই রূপ অর্থ করিয়াছেন।

যাহা হউক, মন নির্ম্মল থাকা প্রয়োজন। এ বিষয়ে একটি উপাখ্যান কথিত হইতেছে—

কোন স্থানে এক ব্রাহ্মণ ও এক চর্ম্মকারের বন্ধুত্ব ছিল। উভয়ে ব্যবসা করিবার মানসে দক্ষিণ দেশে গিয়াছিল। ব্রাহ্মণ চাউলের এবং চর্ম্মকার চর্ম্মের ব্যবসা কল্পনা করিয়া এক এক খান গোযান লইয়া যাত্রা করিয়াছিল। বেলা দ্বিপ্রহরে তাহারা এক গ্রামে উপস্থিত হইল। সেই গ্রামে একটি ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন, ব্রাহ্মণের তাঁহার সহিত আলাপ ছিল। ব্রাহ্মণ ও চর্ম্মকার তাঁহার বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহস্বামী উভয়ের গমন কারণ অবগত হইয়া ব্রাহ্মণকে দ্বিতলে স্থান দিয়া তদ্রূপ উত্তমোত্তম আহার্য্য প্রদান করিলেন ও চর্ম্মকারকে নিয়ে একটি অন্ধকার গৃহে সামান্য আহার্য্য প্রদান করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে উভয়ে স্ব স্ব গোযান লইয়া পণ্য দ্রব্য ক্রয় করণাভিপ্রায়ে দক্ষিণ দেশে চলিলেন এবং উভয়ে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া গোযানে বোঝাই করিয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন কালে সেই ধনীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। গৃহস্বামী ব্রাহ্মণকে নিম্নে অন্ধকার গৃহে কদর্য্য আহার্য্য দান করিয়া চর্ম্মকারকে দ্বিতলে উত্তমোত্তম আহার্য্য প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাতে ব্রাহ্মণ

কুপিত হইয়া কহিলেন—"আমি ব্রাহ্মণ, আমাকে একটা কদর্য্য স্থান ও জঘন্য খাদ্য প্রদান করিলেন এবং চর্ম্মকারকে উচ্চস্থান এবং উত্তম খাদ্য প্রদান করিলেন কেন?"—গৃহস্বামী কহিলেন—"আমি জাতি বিচারে এরূপ পার্থক্য না করিয়া কর্ম্মের পার্থক্যে এরূপ তারতম্য করিয়াছি।" ব্রাহ্মণ কহিলেন—"আমি চাউলের ব্যবসা করিব এবং চর্ম্মকার চর্ম্মের ব্যবসা করিবে; উহাপেক্ষা কি আমার ব্যবসা ভাল নহে?"—গৃহস্বামী কহিলেন—"যে বিচারে আমি উভয়ের সেবার তারতম্য করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুণ। প্রথম আপনি যখন গমন করিয়াছিলেন, তখন আপনি মনে করিয়াছিলেন যে চাউল সুলভ হউক; চাউল সুলভ হইলে সংসারের লোক সুখ স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতে পারিবে; সুতরাং তখন আপনি ব্রাহ্মণ ছিলেন; কারণ তখন আপনি জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং চর্ম্মকার মনে করিতেছিলেন যে চর্ম্ম সুলভ হউক,—অনেক গো বৎস না মরিলে তো চর্ম্ম সুলভ হইবে না? তখন চর্ম্মকার জগতের অহিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন; সুতরাং তিনি চর্ম্মকার। এক্ষণে আপনি মনে করিতেছেন যে চাউল দুর্ম্মূল্য হউক, তাহা হইলে জগতের লোক কষ্ট পাইবে কিন্তু তাহাতে আপনার আনন্দ হইবে; সুতরাং আপনি এক্ষণে জগতের অহিতাকাঙ্ক্ষী, এক্ষণে আপনি ব্রাহ্মণ নহেন—এক্ষণে আপনি চর্ম্মকার; কারণ ব্রাহ্মণের লক্ষণ—

যস্যচাত্মসমোলোকোধর্ম্মজ্ঞস্য মনস্বিনঃ।
সর্ব্বধর্ম্মেষু চ রতস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

ভারতে বনপর্ব্বাণি ২০৫ অধ্যায়ে।

অর্থাৎ—যে মনস্বী ধর্ম্মজ্ঞের সমুদায় জীব আত্ম সম এবং যিনি সর্ব্ব ধর্ম্মে রত, দেবগণ তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ কহিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

নারী শিক্ষা।

(কুমারী বাসন্তী কুসুম নাগ)

পৃথিবীতে স্ত্রী শিক্ষার বড়ই প্রয়োজন। সকল জাতির সকল অবস্থাতেই স্ত্রী শিক্ষার আবশ্যক। নর নারী দুই লইয়া এ সংসার চলিতেছে। এ পৃথিবীতে দুইয়েরই সমান আবশ্যক। কেবল এক পুরুষ জাতি লইয়া অথবা কেবল নারী জাতি লইয়া সমাজ চলে না। নর নারী দুইই ঈশ্বরের সৃষ্টি। জগদীশ্বর এ পৃথিবীতে কোন বস্তুই অকারণে সৃষ্টি করেন নাই। প্রত্যেকটা বস্তু পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সকলেরই সংসারে অল্পাধিক পরিমাণে কার্য্য রহিয়াছে, সুতরাং মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া স্ত্রী জাতির যে কত দায়িত্ব, কত কর্ত্তব্য, তাহা সকলেরই অনুভব করা উচিত। যে নারী-জাতির উপর এত দায়িত্ব, তাহার যে উপযুক্ত শিক্ষার আবশ্যক সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। ঈশ্বর পুরুষকে কর্ম্ম করিতে ও নারীকে অকর্ম্মণ্য ভাবে বসিয়া থাকিবার নিমিত্ত অথবা গৃহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রেরণ করেন নাই। এক একটি নারী এক একটী বৃহৎ পরিবারের রক্ষয়িত্রী। এক একটী পরিবার লইয়াই আমাদের বৃহৎ সমাজ গঠিত হয়; সুতরাং স্ত্রীশিক্ষা ব্যতীত মানব উন্নতি লাভ করিতে পারে না।

অনেকে মনে করেন যে স্ত্রীর পক্ষে গৃহকার্য্য শিক্ষা করাই যথেষ্ট, ইহা একেবারেই ভুল। এমন কি, যদি সেই ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের বাক্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলেও ইহার স্থির মীমাংসা করা যায় না, কারণ সুশিক্ষিতা না হইলে তাহারা কিরূপে গৃহকার্য্য সুসম্পন্ন করিবে? তজ্জন্য সকল অবস্থাতেই স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজন। ভারত ললনাগণ বিদ্যাশিক্ষার ন্যায় এরূপ অমূল্য বস্তু হইতে কেন বঞ্চিত হইবে?

অনেকেই হিন্দু রমণীর পক্ষে বিদ্যাশিক্ষা দূষণীয় মনে করিয়া নিতান্তই ভ্রমে পড়েন। এই ভারতেই—খনা, লীলাবতী, গার্গী প্রভৃতি বিদুষী রমনিগণ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া ভারত ভূমিকে উজ্জ্বলতর করিয়া গিয়াছেন। অনেক ব্যক্তি এরূপও বলিয়া থাকেন যে, স্ত্রী শিক্ষা শাস্ত্র-

...। তাঁহারা কি এক বারও অতীত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন ... ইতিহাসের এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্তগুলির প্রতি একবার দৃষ্টি করিলে কি এ সকল ...ধারণার মীমাংসা হইতে পারে না?

বিদ্যাশিক্ষা ব্যতীত কোন নারীই কোন মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ ...তে পারে না। বিদ্যায় চরিত্র গঠিত হয়, হৃদয়কে উন্নত ও ...রিত করে। মানবের শিক্ষার নিমিত্তও নারীকে সুশিক্ষিতা করা কর্ত্তব্য; ..., মাতার শিক্ষার উপরই সন্তানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। মাতা ...ক্ষিতা না হইলে, সন্তানকে কি প্রকারে শিক্ষা দিবেন? মাতা বিদ্যাবতী ...হলে, পুত্রকে কিরূপে বিদ্যাশিক্ষা দিবেন?

...নেকেই মনে করেন যে, অর্থোপার্জ্জনই বিদ্যা শিক্ষার প্রধান ..., সুতরাং নারীর ইহা শিক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন নাই;—ইহা ভূল ...। শিক্ষার মূখ্য উদ্দেশ্য আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তির বিকাশ, ...লাভ এবং চরিত্র সংগঠন। আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি নিচয়ের বিকাশ না ..., আমাদের চরিত্র উত্তম রূপে গঠিত না হইলে, আমরা নিজের বা অন্যের ...সাধনে সমর্থ হইব না। জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান লাভ করা, এই জন্যই ...লে প্রধান প্রধান পণ্ডিত গণ বিষয় ভোগে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হইয়া ...অবস্থাতেই জীবন অতিবাহিত করিতেন। আমাদের পূজনীয়া, চির ...য়া সেই বিদুষি রমণিগণের কার্য্য কলাপ আলোচনা করিলে বাস্তবিকই ...এক অপূর্ব্ব আনন্দ রসে আপ্লুত হইয়া উঠে।

যাহা হউক, বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে, ভারত আবার সেই ...ত স্মৃতি বক্ষে লইয়া স্ত্রী শিক্ষার দিকে অগ্রসর হইতেছে। ...িক, বিদ্যাশিক্ষা ব্যতীত রমণী জীবন পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় না। ইহা ... কোন জাতির উন্নতি হওয়া একেবারেই অসম্ভব। নর ও ... উভয়ে শিক্ষিত না হইলে, কোন জাতীয় জীবন গঠিত হইতে পারে না। ...জাতির উন্নতি করিতে হইলে, নর নারী উভয়েরই সুশিক্ষিত হওয়া ...।

...সমাজে নারীর সম্মান নাই, সে সমাজ সকল সময় সকলের পদানত হইয়া

থাকিবে, ইহা নিশ্চিত। ইহাও আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, কেবল পুথীগত বিদ্যা মুখস্ত করিলেই শিক্ষা পূর্ণ হয় না; বিদ্যাশিক্ষা করিতে গিয়া চরিত্রের অপর গুণরাশি সমূহ যেন বিসর্জ্জন দিতে না হয়। বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে,চরিত্রের সমস্ত গুণরাশি বিনষ্ট করিয়া কেবল পুথীগত বিদ্যা আয়ত্ত করা। অনেকে বিদ্যাশিক্ষান্তে গৃহকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা, লজ্জার বিষয় মনে করেন; ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। এরূপ করিলে আমরা বিদ্যাশিক্ষার সার্থকতা কোথায় দেখিব? চরিত্রের অন্তর্নিহিত গুণ সমূহকে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করাই বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য। বিশ্ব বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিয়া বিলাসিতার উচ্চমঞ্চে বসিয়া থাকিলেই আমরা শিক্ষিতা রমণী নামের যোগ্য হইব না। রমণী একাধারে:বিদ্যাশিক্ষা ও গৃহকর্ম্মে দক্ষা হইবেন, ইহাই ভগবানের অভিপ্রেত। রমণী বিদ্যাশিক্ষা করিয়া স্নেহ দয়া মায়া নানারূপ গুণে বিভূষিতা হইয়া সকলের পূজনীয়া হইবেন।

স্ত্রী জাতিকে সম্মান করা ও শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য; সুতরাং স্ত্রীশিক্ষা না দিলে ভগবানের নিকট গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে। স্ত্রীশিক্ষাতে দেশের নানা প্রকার উন্নতি সাধিত হয়। স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্যও অধুনা বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর,:মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ইত্যাদি প্রাতঃ-স্মরণীয় মহাপুরুষগণ স্ত্রী শিক্ষার নিমিত্ত বহু যত্ন ও চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদেরই যত্নের ফলে, আজ ভারতে আবার স্ত্রীশিক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদেরই যত্নের ফলে, ভারত আজ অতীত স্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়া এক নূতন আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছে। একবার চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আমরা সেই মহাপুরুষগণের নিকট কত ঋণী। আমরা যদি স্ত্রী শিক্ষার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়া শিক্ষিত হই, তাহা হইলে তাঁহাদের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করিয়া কিয়ৎ পরিমাণেও তাঁহাদের পরমাত্মার শান্তি বিধান করিতে পারিব।

স্ত্রী-শিক্ষা ব্যতীত পৃথিবীতে কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হয়না। যে নারী একাধারে মাতা, স্ত্রী ও ভগিনীর পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন,তিনি অশিক্ষিত ভাবে জীবন যাপন করিলে চলিবে কেন। ইংলণ্ডের স্ত্রীগণ শিক্ষিত বলিয়াই বিগত ভীষণ যুদ্ধের সময় তাহারা কতরূপ সাহায্য করিয়াছেন। যুদ্ধের সময় রমণিগণ সকল

...ই সহায়তা করিয়াছেন। তাহারা শিক্ষিত না হইলে, আজ ইংলণ্ড আরো ...ভীষণ মূর্ত্তী ধারণ করিত! সংগ্রামে উন্মত্ত হইয়া যখন সকলেই চলিয়া ...য়াছিল, তখন রমণিগণ সম্ভব মত কর্ম্ম চালাইয়াছেন। সুতরাং সকলেই এখন ...শিক্ষার প্রয়োজনীতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে। সন্তানের শিক্ষা বিষয়ে ...প্রভাব যে কতদুর বলবান, ইতিহাসে তাহার বহু দৃষ্টান্ত আছে। ...কাই নামক ভ্রাতৃগণ রোমিও ইতিহাসে সুবিখ্যাত। ইহারা বাল্যকালে: ...তার নিকট হইতে জ্বলন্ত দেশহিতৈষিতা ও সত্যানুরাগ শিক্ষা করিয়াছিলেন। একদা কোন ঐশর্য্যশালিনী রমণী গ্রেকাই-জননীকে আপনার বহুমূল্য ...রাজি দেখাইয়া ঈষৎ গর্ব্বিতভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"তোমার কি ...বান রত্ন আছে, দেখাইতে পার?" গ্রেকাই-জননী তখন কোন উত্তর ...লেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার পুত্রদ্বয় বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসিলে, ...হাদিগকে দেখাইয়া গ্রেকাই-জননী বলিলেন—'ইহারাই আমার অমূল্য রত্ন। প্রকৃতির নিয়মই এই যে, যে যাহাকে ভক্তি ও বিশ্বাস করে, সে তাহারই ...করণ করে। বালক বালিকাগণ জননীর ন্যায় আর কাহাকেও এরূপ ...লভাবে ভক্তি করে না। সুতরাং জননীর চরিত্রই শিশুগণ অনুকরণ করে ...এবং সেই দৃষ্টান্ত দ্বারাই তাহাদের চরিত্র গঠিত হয়। পুরাণে লিখিত আছে, ...বংশের রাজকুমার ধ্রুব, জননীর উপদেশ ও জ্বলন্ত ধর্ম্ম বিশ্বাস গুণেই ভগবৎ ...হইয়াছিলেন এবং কঠোর তপস্যা করিয়া স্বর্গ সুখের অধিকারী হইয়া ...লেন। সংসারে সকল কার্য্যেই রমণীর শিক্ষিত হওয়া আবশ্যক।

বিবিধ।

(সম্পাদক)।

(১) উপনয়ন :—

...। বিগত ৫ ই ফাল্গুন তারিখে পাবনা জেলান্তর্গত ছোনতলা গ্রামে শ্রীযুক্ত ...লাশচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত হৃদয়গোবিন্দ সরকার মহাশয়ের বাটীতে ...য়স্থোপনয়ন কেন্দ্র হয়; এই দুই কেন্দ্রে গাঁড়াদহ নিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরানাথ ...লাহিড়ী মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্ন লিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য ...প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন :—

(১) শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র ঘোষ, (২) উমেশচন্দ্র ঘোষ, (৩) শ্রীযুক্ত হৃদয়গোবিন্দ সরকার, (৪) ত্রৈলোক্যনাথ সরকার, (৫) শরচ্চন্দ্র সরকার, (৬) উমেশচন্দ্র সরকার, (৭) মুকুন্দলাল সরকার, (৮) কবিরাজ গঙ্গাচরণ সরকার, (৯) অন্নদাচরণ দাষ, (১০) রসিকলাল সরকার, সর্ব্ব সাং ছোনতলা।

২। বিগত ৮ ই ফাগুন রবিবার ফরিদপুর জেলান্তর্গত মহিষাপুরা গ্রামে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রলাল সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র করত পোড়াব্যূহ নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ অধিকারী মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্ন লিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়াচারে উপনীত হইয়াছেন :—

(১) শ্রীযুক্ত মথুরানাথ কর, (২) মতিলাল কর, (৩) কুঞ্জবিহারী কর, (৪) সতীশচন্দ্র ভৌমিক, (৫) কুঞ্জলাল ভৌমিক, (৬) অধরচন্দ্র বসু, (৭) কোটীশ্বর বিশ্বাস, (৮) সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, (৯) দীনবন্ধু দাষ (১০) কেশবলাল কুণ্ড, সর্ব্ব সাকিন মহিষাপুরা; (১১) শ্রীযুক্ত কালীপদ দাষ, (১২) বিষ্ণুপদ সেন সাং মথুরাপুর।—

(২) শ্রাদ্ধ :—

বিগত ১১ই ফাল্গুন বুধবার বগুড়া জেলান্তর্গত রায়কালীর জমিদার স্বর্গীয় আনন্দলাল চৌধুরী মহাশয়ের যান্মাষিক শ্রাদ্ধ তাঁহার পুত্রগণ যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে প্রায় চারি হাজার দরিদ্র-নারায়ণকে লুচি, মোণ্ডা প্রভৃতি মিষ্টান্নাদি ভুরি-ভোজন করাইয়া যথাশক্তি পয়সা দান করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ এবং স্বজাতি ও অন্যান্য নানা জাতীয় প্রায় সহস্রাধিক ব্যক্তি পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিয়াছেন। এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে যে সকল অধ্যাপক ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য :—

প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন গোস্বামী
প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত ব্রজরাজ গোস্বামী,, ভাগবত ভূষণ
(অধ্যাপক চৈতন্য-চতুষ্পাঠী, নবদ্বীপ

প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ।
প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ।
প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল গোস্বামী, ভাগবত-শিরোমণি।
প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত ব্রজলাল গোস্বামী,

প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্যাকরণতীর্থ, স্মৃতিরত্ন।
প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত রামগোপাল গোস্বামী, কাব-ব্যাকরণতীর্থ।
পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ, নবদ্বীপ।
পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ, নবদ্বীপ দিনাজপুর রাজ-পণ্ডিত।
পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ললিতমোহন কবিরত্ন কাটোয়া।
শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ ভট্টাচার্য্য, কৃতিরত্ন, পাবনা।
পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত হরকিশোর ভট্টাচার্য্য।

---

(৩) অন্যান্য :—

বিগত ৪ঠা পৌষ রবিবার ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে "পূর্ব্ববঙ্গ-কায়স্থ সভা"র এক বিশেষ অধিবেশন হয়

স্থানীয় সুযোগ্য প্রথম সবজজ বাথরগঞ্জ কাঁচাবালীয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ গুহ মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন; সভায় পূর্ব্ব সবজজ শ্রীযুক্ত পশুপতি বসু রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায়বর্ম্মা, প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার ঘোষবর্ম্মা, সুযোগ্য ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত দাস ডেঃ মাঃ শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা, অবসর প্রাপ্ত ডি,এস,পি, শ্রীযুক্ত শরৎশশী দত্তবর্ম্মা, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার গুহ ঠাকুরতা বর্ম্মা প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য কুলীন, মৌলিক কায়স্থ-সন্তান উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় কায়স্থের বর্ণ সম্বন্ধে এবং উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা বিষয়ে সুদীর্ঘ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তৎপর উপসংহারে সভাপতি মহাশয় কায়স্থগণের উপনয়ন গ্রহণ সম্বন্ধে সুযুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবদ্বয় গৃহিত হয় :—

১। এই সভা, বঙ্গীয় কায়স্থদিগকে শাস্ত্র সম্মত ব্যবস্থানুযায়ী উপনয়ন গ্রহণ করতঃ বিবাহ, অশৌচাদিতে ক্ষত্রিয় বর্ণানুমোদিত আচার প্রতিপালনের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিতেছেন। কায়স্থ-মণ্ডলী এতদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করেন। তজ্জন্য এই সভা বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছেন।

২। এই সভা, সমাজের সর্ব্বনাশকর পণ প্রথার উচ্ছেদ সাধনোদ্দেশ্যে চেষ্টিত হওয়ার জন্য কায়স্থ সন্তানদিগকে অনুরোধ করিতেছেন।